Contents

ফৎওয়া সংকলন

মাসিক আত-তাহরীক

১৮ তম বর্ষ

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

Contents

ফৎওয়া সংকলন

মাসিক আত-তাহরীক

১৮তম বর্ষ

(অক্টোবর'১৪-সেপ্টেম্বর'১৫)

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

Contents

ফৎওয়া সংকলন

মাসিক আত-তাহরীক

(১৮তম বর্ষ)

প্রকাশক

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া, রাজশাহী-৬২০৩

হা.ফা.বা. প্রকাশনা-৭৬

ফোন ও ফ্যাক্স : ০২৪৭-৮৬০৮৬১

مجموع فتاوي أهل الحديث/مجلة التحريك الشهرية

دار الإفتاء، مؤسسة الحديث بنغلاديش

الناشر: حديث فاؤنديشن بنغلاديش للطباعة والنشر

১ম প্রকাশ

জুমাদাল ঊলা ১৪৩৯ হি.

মাঘ ১৪২৪ বাং

ফেব্রুয়ারী ২০১৮ খৃ.

মুদ্রণে

হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস

নওদাপাড়া, রাজশাহী।

নির্ধারিত মূল্য

৮০ (আশি) টাকা মাত্র

FATWA SHONKOLON (Collection of islamic verdicts), Monthly At-Tahreek (18th year) Published by: **HADEETH FOUNDATION BANGLADESH**. Nawdapara, Rajshahi, Bangladesh. Ph. & Fax : 88-0247-860861. Mob. 01770-800900. E-mail : tahreek@ymail.com. Web : www.ahlehadeethbd.org.

Contents

বিষয়সূচী

(فهرس الموضوعات)

Contents

فَاسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝٤٣

‘যদি তোমরা না জানো, তাহ’লে জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস কর’

(সূরা নাহল ১৬/৪৩)।

Contents

প্রকাশকের নিবেদন

(كلمة الناشر)

মুমিনের দৈনন্দিন জীবনের যুগ-জিজ্ঞাসার জবাবে ছহীহ দলীলের ভিত্তিতে শরী'আতের বিধান সমূহ বর্ণনা করাকে 'ফৎওয়া' (الفتوي) বলে। পবিত্র কুরআনের ৫টি সূরায় ৯টি আয়াতে 'ফৎওয়া' শব্দটি এসেছে।[১] আল্লাহ বলেন, وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ 'তারা তোমার নিকট নারীদের সম্বন্ধে বিধান জিজ্ঞেস করছে। তুমি বলে দাও আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের সম্পর্কে বিধান দিয়েছেন...' *(নিসা ৪/১২৭)*। তিনি আরও বলেন, يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ 'লোকেরা তোমার নিকট ফৎওয়া চাচ্ছে। তুমি বলে দাও, আল্লাহ তোমাদেরকে কালালাহ'-র সম্পত্তি বণ্টন সম্পর্কে ফৎওয়া দিচ্ছেন' *(নিসা ৪/১৭৬)*।

হাদীছে এসেছে, জনৈক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! إِنَّ لِى كِلاَبًا مُكَلَّبَةً فَأَفْتِنِى فِى صَيْدِهَا 'আমার প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কয়েকটি কুকুর রয়েছে। এক্ষণে তাদের শিকার খাওয়া যাবে কি-না, সে বিষয়ে আপনি আমাকে ফৎওয়া দিন'।... أَفْتِنِى فِى قَوْسِى 'আমার নিক্ষিপ্ত তীরের শিকার খাওয়া যাবে কি-না...। أَفْتِنِى فِى آنِيَةِ الْمَجُوسِ 'বাধ্যগত অবস্থায় মজূসীদের পাত্রে খাওয়া যাবে কি-না... *(আবুদাঊদ হা/২৮৫৭)*। এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আল্লাহ প্রদত্ত অহি-র আলোকে অসংখ্য ফৎওয়া প্রদান করেছেন। পরবর্তীতে ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে এযাম, তাবে তাবেঈন এবং খলীফাদের আমলে ফৎওয়া প্রদান অব্যাহত ছিল। উম্মতের সংখ্যা বৃদ্ধিতে ফৎওয়ার চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং পাবে এটাই স্বাভাবিক।

---

১. নিসা ৪/১২৭, ১৭৬; ইউসুফ ১২/৪১, ৪৩, ৪৬; কাহফ ১৮/২২; নমল ২৭/৩২; ছাফফাত ৩৭/১১, ১৪৯।

Contents

মাসিক আত-তাহরীক ১৯৯৭ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে তার যাত্রার শুরু হ'তে 'প্রশ্নোত্তর' কলামে নিয়মিতভাবে ফৎওয়া প্রদান করে আসছে। পত্রিকাটি তার নীতি অনুযায়ী সর্বদা পবিত্র কুরআন, ছহীহ হাদীছ ও সালাফে ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী ফৎওয়া দিয়ে থাকে।

আত-তাহরীক বিনা দলীলে কোন ফৎওয়া দেয় না। পাশাপাশি জাল ও যঈফ হাদীছ থেকে নিজেকে বিরত রাখে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতকে সাবধান করে গিয়েছেন, مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যারোপ করল, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা করে নিল' *(বুখারী হা/৩৪৬১; মিশকাত হা/১৯৮, আব্দুল্লাহ বিন 'আমর হ'তে)*।

'আত-তাহরীক' ১ম সংখ্যা মাত্র ৩টি ফৎওয়া দিয়ে শুরু হয়। অতঃপর বৃদ্ধি পেতে পেতে ২০০৩ সালের জানুয়ারী থেকে নিয়মিতভাবে প্রতি মাসে ৪০টি করে প্রশ্নোত্তর দেওয়া হচ্ছে। যার সংখ্যা পুনরুল্লেখ সহ ফেব্রুয়ারী'১৮ পর্যন্ত মোট ৮৮৩০টিতে উন্নীত হয়েছে।

শুরুতে আত-তাহরীক এর কোন ফৎওয়া বোর্ড ছিল না। প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব পরে ফৎওয়া বোর্ড গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সে লক্ষ্যে ১৯৯৮ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর পরিচালনা কমিটির বৈঠকে 'দারুল ইফতা' নামে ৮ সদস্য বিশিষ্ট ফৎওয়া বোর্ড গঠিত হয়।

উল্লেখ্য যে, প্রথম গঠিত ফৎওয়া বোর্ডের সদস্যদের অনেকেই এখন সদস্য নেই। অনেকেই মারা গেছেন। বর্তমানে অনেকে বিদেশে থেকেও কেন্দ্র থেকে প্রেরিত ফৎওয়া সমূহের উত্তর লিখে ই-মেইলে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। এভাবে বর্তমানে ৭ সদস্য বিশিষ্ট ফৎওয়া বোর্ড কাজ করে যাচ্ছে। এতদ্ব্যতীত 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন গবেষণা বিভাগে'র গবেষণা সহকারীগণ সার্বিকভাবে ফৎওয়া বোর্ডকে সহযোগিতা করে থাকেন। যা ২০১০ সালের ১লা ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠা লাভ করে। *ফালিল্লাহিল হাম্‌দ*।

আত-তাহরীকে প্রকাশিত ফৎওয়াসমূহ পৃথকভাবে সংকলন আকারে প্রকাশ করার বিষয়টি ছিল পাঠকদের বহু দিনের চাহিদা। কিন্তু নানা ব্যস্ততায় এতদিন তা পূরণ করা সম্ভব হয়নি। গত বছর ১৯তম বর্ষ দ্বারা আমাদের

Contents

‘ফৎওয়া সংকলন’-এর যাত্রা শুরু হওয়ার পর এবছর ১৮তম বর্ষের ৪৮০টি ফৎওয়া প্রকাশ করা হ’ল। এরপর থেকে পিছনের বর্ষ সমূহের ফৎওয়াগুলি নিয়মিতভাবে খণ্ডাকারে প্রকাশিত হবে *ইনশাআল্লাহ*।

সংকলিত ফৎওয়াগুলি সাধ্যমত বিশুদ্ধ করা হয়েছে। এরপরেও আমাদের ভুল থাকবে। পাঠকদের নিকট কোন ভুল ধরা পড়লে জানিয়ে বাধিত করবেন। পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ’-এর দারুল ইফতা-র সাবেক ও বর্তমান সদস্যগণ এবং গবেষণা বিভাগ ও প্রকাশনার সাথে জড়িত সকলকে আল্লাহ ইহকালে ও পরকালে উত্তম জাযা দান করুন- আমীন!

পরিশেষে আল্লাহ্র জন্যই সকল প্রশংসা। অতঃপর তাঁর শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও ছাহাবীগণের প্রতি রইল অসংখ্য দরূদ ও সালাম।

নওদাপাড়া, রাজশাহী *-প্রকাশক*
২৪শে ফেব্রুয়ারী ২০১৮, শনিবার।

শারঈ মূলনীতি

১. শরী'আতে দলীল গ্রহণের ক্ষেত্রে ছহীহ দলীল না পেলে যঈফ হাদীছ ও ইজতিহাদের মধ্যে কোনটি অগ্রগণ্য হবে? বিস্তারিত জানতে চাই।

উত্তর : এক্ষেত্রে ইজতিহাদই অগ্রগণ্য হবে। কেননা ইজতিহাদ হ'ল, কোন বিষয়ে কুরআন, ছহীহ সুন্নাহ ও ইজমায়ে ছাহাবার মধ্যে স্পষ্ট সমাধান না পাওয়া গেলে উক্ত মূলনীতিগুলির আলোকে সমাধান দানের সার্বিক প্রচেষ্টা চালানো। অন্যদিকে যঈফ হাদীছ কোন ক্ষেত্রেই গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম বুখারী, মুসলিম, ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন, ইবনুল 'আরাবী, ইবনু হযম, ইবনু তায়মিয়াহ প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দিছগণ সকল ক্ষেত্রে যঈফ হাদীছ বর্জনযোগ্য বলেছেন *(বিঃ দ্রঃ জামালুদ্দীন ক্বাসেমী, ক্বাওয়াইদুত তাহদীছ; আশরাফ বিন সাঈদ, হুকমুল 'আমাল বিল হাদীছিয যঈফ)*। শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন, 'যঈফ হাদীছ অতিরিক্ত ধারণার ফায়েদা দেয় মাত্র। তবে এ বিষয়ে সকল বিদ্বান একমত যে, তার উপর আমল করা বৈধ নয়' *(তামামুল মিন্নাহ, পৃ. ৩৪)*। অতএব যঈফ হাদীছ কোন ক্ষেত্রেই দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়।*-নভেম্বর'১৪, প্রশ্নোত্তর ১২/৫২।*

২. হাদীছ গ্রন্থগুলি আগে সংকলিত হয়েছে, না প্রচলিত চার মাযহাব আগে তৈরী হয়েছে? বিস্তারিত জানতে চাই।

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগেই হাদীছ সংকলন শুরু হয়। মক্কা বিজয়ের পর তাঁর ভাষণের কিছু অংশ তিনি জনৈক আবু শাহকে লিখে দিতে বলেন *(বুখারী হা/২৪৩৪; মুসলিম হা/১৩৫৫)*। এছাড়া অন্যান্য প্রমাণও রয়েছে। তবে রাষ্ট্রীয়ভাবে হাদীছের সংকলনকার্য শুরু হয় খলীফা ওমর বিন আব্দুল আযীয (৯৯-১০১ হি.)-এর সময়ে *(বিস্তারিত দ্রঃ মুছতফা আল-আ'যমী, দিরাসাত ফিল হাদীছিন নববী ওয়া তারীখু তাদভীনিহি)*। তৃতীয় শতাব্দী ছিল হাদীছ সংকলনের স্বর্ণযুগ। প্রচলিত চার মাযহাবের জন্ম হয়েছে ৪র্থ শতাব্দীতে। শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) বলেন, 'জেনে রাখ যে, ৪র্থ শতাব্দী হিজরীর পূর্বে কোন মুসলমান কোন একজন নির্দিষ্ট বিদ্বানের মাযহাবের তাক্বলীদের উপরে সংঘবদ্ধ ছিল না' *{হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ (কায়রো : ১৩৫৫/১৯৩৬), ১/১৫২ পৃ.}*।

Contents

সুতরাং প্রচলিত মাযহাব সমূহ সৃষ্টি হয়েছে হাদীছ সংকলন যুগের পরে। -*অক্টোবর'১৪, প্রশ্নোত্তর ২৩/২৩।*

৩. 'মুরসাল' হাদীছ শরী'আতের দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য কি?

উত্তর : যে হাদীছ কোন তাবেঈ মধ্যবর্তী রাবীর নাম উল্লেখ না করে সরাসরি রাসূল (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তাকে 'মুরসাল' হাদীছ বলে। 'মুরসাল' হাদীছ যঈফ হাদীছের শ্রেণীভুক্ত। এজন্য জমহূর মুহাদ্দেছীনের নিকটে মুরসাল হাদীছ সাধারণভাবে দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয় *(তাদরীবুর রাবী ১/১৯৮)*।

তবে শর্তসাপেক্ষে 'মুরসাল' হাদীছ গ্রহণযোগ্য হ'তে পারে। যেমন ইমাম শাফেঈ সহ অপরাপর ইমামগণ উল্লেখ করেছেন– ১. রাবী উঁচু স্তরের তাবেঈ হওয়া। ২. রাবী যে রাবীর কাছ থেকে 'ইরসাল'টি করেছেন তাঁকে 'ছিক্বাহ' বা বিশ্বস্ত বলে উল্লেখ করা। ৩. বিশ্বস্ত অন্য কোন রাবী'র বিরোধিতা না থাকা এবং ৪. নিম্নোক্ত চারটি শর্তের যে কোন একটি থাকা– যেমন (ক) অন্য কোন মুসনাদ সূত্রে বর্ণিত হওয়া। (খ) অপর কোন মুরসাল সূত্রে বর্ণিত হওয়া। (গ) ছাহাবীর কওল দ্বারা সমর্থিত হওয়া। অথবা (ঘ) অধিকাংশ বিদ্বানের মতামতের অনুকূলে হওয়া। এ সকল শর্ত পাওয়া গেলেই কেবল মুরসাল হাদীছ দলীল হিসাবে বিবেচিত হ'তে পারে *(আল-মাজমূ' শারহুল মুহাযযাব ৬/২০৬; তায়সীরু মুছত্বলাহিল হাদীছ ৬০ পৃ.)*। *-এপ্রিল'১৫, প্রশ্নোত্তর ৪০/২৮০।*

৪. জনৈক আলেম বলেন, যঈফ হাদীছের বিপরীতে ছহীহ হাদীছ না থাকলে, ঐ যঈফ হাদীছের উপর আমল করা যাবে। একথা কি ঠিক?

উত্তর : উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। যঈফ হাদীছ কোন ক্ষেত্রেই আমলযোগ্য নয়। ইমাম বুখারী, মুসলিম, ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন, ইবনুল 'আরাবী, ইবনু হাযম, ইবনু তায়মিয়াহ প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দিছগণ সকল ক্ষেত্রে যঈফ হাদীছ বর্জনীয় বলেছেন *(দ্রঃ জামালুদ্দীন ক্বাসেমী, ক্বাওয়াইদুত তাহদীছ; আশরাফ বিন সাঈদ, হুকমুল 'আমাল বিল হাদীছিয যঈফ)*। শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন, 'যঈফ হাদীছ অতিরিক্ত ধারণার ফায়েদা দেয় মাত্র। তবে এ বিষয়ে সকল বিদ্বান একমত যে, আহকাম ও ফাযায়েল কোন ক্ষেত্রেই যঈফ হাদীছের উপর আমল করা বৈধ নয়' *(তামামুল মিন্নাহ ৩৪ পৃ.)*। *-জুলাই'১৫, প্রশ্নোত্তর ৯/৩৬৯।*

ঈমান-আক্বীদা

১. পৃথিবীতে সবসময়ই কোন না কোন স্থানে রাতের তৃতীয় প্রহর থাকে। ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী আল্লাহ এ সময় দুনিয়ার আসমানে নামেন। এক্ষণে তিনি কি তাহ'লে সর্বদাই নিম্ন আকাশে থাকেন?

উত্তর : আল্লাহ আরশে সমুন্নীত এবং তিনি অবশ্যই অবতরণ করেন, যেভাবে অবতরণ করা তাঁর মর্যাদার উপযোগী হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ প্রতি রাতের তৃতীয় প্রহরে নিম্ন আকাশে অবতরণ করেন এবং ফজর পর্যন্ত বান্দাদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, কে আছ আমাকে আহ্বানকারী, আমি তার আহ্বানে সাড়া দেব। কে আছ আমার কাছে চাইবে, আমি তাকে দান করব। কে আছ আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আমি তাকে ক্ষমা করব'। এভাবে বলতে থাকেন যতক্ষণ না ফজরের আলো স্পষ্ট হয়' *(বুখারী হা/১১৪৫; মুসলিম হা/৭৫৮; মিশকাত হা/১২২৩)*। হাদীছটি মুতাশাবিহ, যার অর্থ স্পষ্ট। কিন্তু ব্যাখ্যা অস্পষ্ট। অতএব আয়াতের প্রকাশ্য অর্থের উপর ঈমান রাখা আবশ্যক। অস্পষ্ট বিষয়ের পিছনে ছুটতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন *(আলে ইমরান ৩/৭, ইসরা ১৭/৩৬)*। আল্লাহ্র কুরসী আকাশ ও পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করে আছে *(বাক্বারাহ ২/২৫৫)*। তাঁর তুলনীয় কিছুই নেই। তিনি সবকিছু শোনেন ও দেখেন' *(শূরা ৪২/১১)*। তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, সবকিছু প্রকাশ্য অর্থে বিশ্বাস করতে হবে কোনরূপ পরিবর্তন, প্রকৃতি নির্ধারণ, শূন্যকরণ, তুলনাকরণ বা ন্যস্তকরণ ছাড়াই *(বিস্তারিত দ্রঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' থিসিস, পৃ. ১১৭)*। মানবজাতিকে আল্লাহ তাঁর অসীম জ্ঞানের খুব সীমিত অংশই দান করেছেন। তাছাড়া পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রভাবিত মানুষের জ্ঞান ত্রুটিহীন নয়। সুতরাং গায়েবের বিষয় নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা নিতান্তই নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। বরং ছহীহ হাদীছের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রেখে আল্লাহ্র ইবাদতে রত হ'তে হবে। *-অক্টোবর'১৪, প্রশ্নোত্তর ৫/৫।*

২. ফেরেশতাগণ কি মৃত্যুবরণ করবেন? এ ব্যাপারে কুরআন বা হাদীছে কিছু বর্ণিত হয়েছে কি?

উত্তর : আল্লাহ বলেন, ..এবং শিংগায় ফুঁক দেওয়া হবে। ফলে নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের সবাই অজ্ঞান হয়ে পড়বে যাদেরকে আল্লাহ ইচ্ছা করেন তারা

Contents

ব্যতীত। অতঃপর দ্বিতীয়বার শিংগায় ফুঁক দেওয়া হবে, তখন সকলে দণ্ডায়মান হয়ে তাকাতে থাকবে *(যুমার ৩৯/৬৮)*। অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, আসমান ও যমীনবাসী সকলে মৃত্যুবরণ করবে। অতঃপর সবশেষে মালাকুল মাউত মারা যাবেন এবং শুধুমাত্র আল্লাহ বাকী থাকবেন, যিনি চিরঞ্জীব *(ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা যুমার ৬৮ আয়াত)*। শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, সমস্ত সৃষ্টি মৃত্যুবরণ করবে, এমনকি ফেরেশতারাও। অবশেষে মালাকুল মউতও *(মাজমূ‘ ফাতাওয়া ৪/২৫৯, ১৬/৩৪)*। *-নভেম্বর’১৪, প্রশ্নোত্তর ১৯/৫৯।*

৩. জনৈক ব্যক্তি হাদীছ অস্বীকার করে এবং বর্তমানে শেষ নবী হিসাবে কেবল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-ই অনুসরণীয়, সেটা সে বিশ্বাস করে না। এরূপ ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক রাখা বা তার যবেহকৃত পশু খাওয়া হালাল হবে কি?

উত্তর : হাদীছকে এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে শেষনবী হিসাবে অস্বীকারকারী ব্যক্তি কাফের। আল্লাহ বলেন, ‘যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহরই আনুগত্য করল’ *(নিসা ৪/৮০)*। তিনি বলেন, রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত হও’ *(হাশর ৫৯/৭)*। তিনিই শেষনবী। তাঁর পরে আর কোন নবী নেই। আল্লাহ বলেন, ‘মুহাম্মাদ তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নন। বরং তিনি আল্লাহ্র রাসূল ও শেষনবী’ *(আহযাব ৩৩/৪০)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘আমার ও নবীগণের উদাহরণ একটি প্রাসাদের ন্যায়, যা সুন্দরভাবে নির্মিত হয়েছে। কিন্তু একখানা ইটের জায়গা খালি ছিল। আমাকে দিয়ে সেই ইটের জায়গাটি বন্ধ করা হয়েছে এবং আমাকে দিয়েই নবীদের সিলসিলা সমাপ্ত করা হয়েছে। আমি সেই ইট এবং আমিই শেষনবী’ *(বুখারী হা/৩৫৩৫; মুসলিম হা/২২৮৬; মিশকাত হা/৫৭৪৫)*। আমার পরে আর কোন নবী নেই *(বুখারী হা/৩৪৫৫; মুসলিম হা/১৮৪২; মিশকাত হা/৩৬৭৫)*। প্রত্যেক নবী স্ব স্ব গোত্রের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। কিন্তু আমি মানবজাতির সকলের প্রতি, অন্য বর্ণনায় সকল সৃষ্টজীবের প্রতি প্রেরিত হয়েছি এবং আমাকে দিয়েই নবীদের আগমন সমাপ্ত করা হয়েছে *(বুখারী হা/৪৩৮; মুসলিম হা/৫২১, ৫২৩; মিশকাত হা/৫৭৪৭-৪৮)*।

আল্লাহ বলেন, ‘প্রত্যেক উম্মতের জন্য আমরা পৃথক বিধান ও পন্থা নির্ধারণ করেছি’ *(মায়েদাহ ৫/৪৮)*। ‘আর আমরা তোমাকে প্রেরণ করেছি মানবজাতির সকলের জন্য সুসংবাদ প্রদানকারী ও ভয় প্রদর্শনকারীরূপে’ *(সাবা ৩৪/২৮)*। অতএব শেষনবী আগমনের পরে বিগত সকল নবীর শরী‘আত রহিত হয়ে

Contents

গেছে *(ইবনু কাছীর)*। যেমন বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূল (ছাঃ) বলেন, যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন তাঁর কসম করে বলছি, এ উম্মতের কেউ যদি আমার আনীত দ্বীন গ্রহণ ব্যতিরেকে মৃত্যুবরণ করে, সে ইহূদী হৌক বা নাছারা হৌক, অবশ্যই সে জাহান্নামের অধিবাসী হবে' *(মুসলিম হা/১৫৩; মিশকাত হা/১০)*।

যেহেতু সে কাফের, অতএব তার যবেহকৃত পশু খাওয়া হালাল হবে না। তবে তার সাথে সামাজিক সম্পর্ক রাখা যাবে। *-নভেম্বর'১৪, প্রশ্নোত্তর ২৩/৬৩।*

৪. কেবল পরিদর্শনের জন্য মাযার বা শিরকী কার্যকলাপ চলে এরূপ স্থানে যাওয়া যাবে কি?

উত্তর : স্রেফ উপদেশ হাছিলের জন্য এসব স্থানে গমন করা যায়। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর। অতঃপর দেখ মিথ্যারোপকারীদের পরিণতি কেমন হয়েছে' *(আন'আম ৬/১১)*। *-ডিসেম্বর'১৪, প্রশ্নোত্তর ৯/৮৯।*

৫. রাসূল (ছাঃ) কি নূরের না মাটির তৈরী? তিনি যে নূরের তৈরী সূরা মায়েদার ১৫নং আয়াত কি তার প্রমাণ নয়?

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাটির মানুষ ছিলেন; নূরের তৈরী নন। আল্লাহ বলেন, '(হে নবী!) 'তুমি বলে দাও, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মত একজন মানুষ মাত্র' *(কাহ্‌ফ ১৮/১১০)*। এটা কেবল আমাদের নবীই নন, বরং বিগত সকল নবীই স্ব স্ব কওমের উদ্দেশ্যে একথা বলেছিলেন, 'নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের মত মানুষ মাত্র' *(ইবরাহীম ১৪/১১)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমি তো একজন মানুষ। আমিও তোমাদের মত ভুলে যাই। সুতরাং আমি (ছালাতে কিছু) ভুলে গেলে তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ো' *(বুখারী হা/৪০১; মুসলিম হা/৫৭২; মিশকাত হা/১০১৬ 'সিজদায়ে সহো' অনুচ্ছেদ)*। তিনি আরো বলেন, 'আমি একজন মানুষ। আমি তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে কোন কিছু আদেশ করলে তা গ্রহণ করবে। আর নিজস্ব রায় থেকে কিছু বললে আমি একজন মানুষ মাত্র'। অর্থাৎ সে ক্ষেত্রে আমার ভুলও হ'তে পারে *(মুসলিম হা/২৩৬৫, মিশকাত হা/১৪৭)*।

বস্তুতঃ ফেরেশতারা হ'ল নূরের তৈরী, জিনেরা আগুনের তৈরী এবং মানুষ হ'ল মাটির তৈরী *(মুসলিম হা/২৯৯৬; মিশকাত হা/৫৭০১; মুমিনূন ২৩/১২; আন'আম ৬/২)*।

Contents

উল্লেখ্য যে, রাসূল (ছাঃ) নূরের তৈরী ছিলেন মর্মে সমাজে কিছু হাদীছ প্রচলিত রয়েছে। যেমন 'আল্লাহ সর্বপ্রথম আমার নূর সৃষ্টি করেন'। এ মর্মে বর্ণিত সব বর্ণনাই জাল *('আজলূনী, কাশফুল খাফা হা/৮২৭; ছহীহাহ হা/৪৫৮-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)*।

সূরা মায়েদাহ ১৫ আয়াতে বলা হয়েছে, قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُوْرٌ وَكِتَابٌ مُبِيْنٌ 'তোমাদের কাছে এসেছে একটি জ্যোতি এবং একটি সমুজ্জ্বল গ্রন্থ'। উক্ত আয়াতে 'নূর' বা জ্যোতি দ্বারা কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ কুরআন শিরকের অন্ধকার হ'তে মানুষকে তাওহীদের আলোর পথে বের করে আনে। এখানে 'ওয়া কিতাবুম মুবীন' (وَكتابٌ مبيْنٌ) তার পূর্ববর্তী 'নূর' (نُوْرٌ)-এর উপর عطف بيان হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ বলছেন, 'তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র নিকট থেকে এসেছে একটি জ্যোতি ও সমুজ্জ্বল গ্রন্থ'। যেমন ইতিপূর্বে সূরা নিসা ১৭৪-৭৫ আয়াতে نُوْرًامُبِيْنًا ও بُرْهَانٌ বলে কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। অমনিভাবে সূরা আ'রাফ ১৫৭ আয়াতে কুরআনকে 'নূর' বলা হয়েছে।

উক্ত আয়াতের তাফসীরে 'নূর'-এর ব্যাখ্যায় যাজ্জাজ বলেন, এখানে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে বুঝানো হয়েছে *(কুরতুবী)*। যদি সেটাই ধরে নেওয়া হয়, তাহ'লেও এর অর্থ এই নয় যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) নূরের তৈরী ছিলেন। কারণ আল্লাহ বলেন, 'তিনি তোমাদের মত মানুষ ছিলেন' *(কাহফ ১৮/১১০)*। আর মানুষ বলেই তো তিনি পিতা-মাতার সন্তান ছিলেন এবং সন্তানের পিতা ছিলেন। তিনি খানা-পিনা ও বাজার-ঘাট করতেন। অতএব রাসূল (ছাঃ) যে মাটির তৈরী মানুষ ছিলেন, এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। *-ডিসেম্বর'১৪, প্রশ্নোত্তর* ২১/১০১।

৬. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কি মৃত্যুবরণ করেছেন না জীবিত রয়েছেন?

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) মৃত্যুবরণ করেছেন। আল্লাহ বলেন, 'প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে' *(আলে ইমরান ৩/১৮৫)*। তিনি স্বীয় রাসূলকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'নিশ্চয়ই তুমি মৃত্যুবরণ করবে। যেমন তারা মৃত্যুবরণ করেছে' *(যুমার ৩৯/৩০)*। ৬৩ বছর বয়সে রাসূল (ছাঃ) মৃত্যুবরণ করার পর আবুবকর (রাঃ) বলেছিলেন, 'যারা মুহাম্মাদ-এর ইবাদত করে তারা জেনে রাখুক যে, মুহাম্মাদ মারা গেছেন। আর যারা আল্লাহ্‌র ইবাদত করে, তারা জেনে রাখুক

Contents

যে, আল্লাহ চিরঞ্জীব, তিনি অমর। বলার পর তিনি প্রমাণ হিসাবে উক্ত আয়াতটি এবং আলে ইমরান ১৪৪ আয়াত পাঠ করেছিলেন' *(বুখারী হা/৩৬৬৮)*।

উল্লেখ্য, কেউ কেউ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট উম্মতের দরূদ ও সালাম পৌঁছানো হয় *(নাসাঈ হা/১২৮২; মিশকাত হা/৯২৪)* দ্বারা তাঁর জীবিত থাকার প্রমাণ পেশ করেন। অথচ এখানে সালাম অর্থ দো'আ। চাই তা কবরের পাশে দাঁড়িয়ে হৌক বা দূর থেকে হৌক। দ্বিতীয়তঃ বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে বারযাখী জীবনের অন্তর্ভুক্ত। যেখানে মানুষের হায়াত বা মঊত বলে কিছু নেই। তাই রূহ ফেরত দেওয়ার অর্থ তাঁকে অবহিত করানো এবং তিনি তা বুঝতে পারেন। আর সেটাই হ'ল তাঁর উত্তর দেওয়া *(মির'আত হা/৯৩১-এর ব্যাখ্যা, ৪/২৬২-৭৪)*।

বারযাখী জীবন দুনিয়াবী জীবনের সাথে তুলনীয় নয়। অতএব এ হাদীছগুলির মাধ্যমে 'হায়াতুন্নবী' প্রমাণের কোন অবকাশ নেই। বরং এটা পরিষ্কারভাবে শিরকী আক্বীদা। এছাড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কবরের নিকটে গিয়ে দরূদ পাঠ করলে তিনি শুনতে পান মর্মে বায়হাক্বী বর্ণিত হাদীছটি 'জাল' *(সিলসিলা যঈফাহ হা/২০৩)*। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই তুমি শুনাতে পারো না কোন মৃত ব্যক্তিকে' *(নামল ২৭/৮০)*। আর 'তুমি শুনাতে পারো না কোন কবরবাসীকে' *(ফাত্বির ৩৫/২২)*। *-ডিসেম্বর'১৪, প্রশ্নোত্তর ৩০/১১০।*

৭. আল্লাহ সবকিছু জানেন ও দেখেন। এছাড়া পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাযার বছর পূর্বেই তিনি মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ করে রেখেছেন। এক্ষণে বান্দার কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণের জন্য কিরামান কাতেবীন নিয়োগ করার পিছনে তাৎপর্য কি?

উত্তর : বান্দাকে পুরস্কার বা শাস্তি দেওয়ার জন্য প্রমাণ উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে এটা করা হয়। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা কি ভেবেছ জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ আল্লাহ এখনো জেনে নেননি কারা তোমাদের মধ্যে জিহাদ করেছে এবং কারা তোমাদের মধ্যে ধৈর্যশীল'? *(আলে ইমরান ৩/১৪২)*। যাতে বান্দা নিজেই নিজের আমলনামা দেখে নিশ্চিত হয়। যেমন কিয়ামতের দিন আমলনামা হাতে দিয়ে তিনি বলবেন, 'তুমি তোমার আমলনামা পাঠ কর। আজ তুমি নিজেই নিজের হিসাবের জন্য যথেষ্ট' *(ইসরা ১৭/১৪)*। *-ডিসেম্বর'১৪, প্রশ্নোত্তর ৩৭/১১৭।*

Contents

৮. আদম (আঃ) আরশের পায়ায় লেখা কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' দেখে বলেন, আল্লাহ তুমি আমাকে 'মুহাম্মাদ' নামের অসীলায় মাফ করে দাও, তখন আল্লাহ তাকে মাফ করেন। একথার কোন সত্যতা আছে কি?

উত্তর : উক্ত মর্মে প্রচলিত বর্ণনাটি 'মওযূ' বা জাল *(আলবানী, সিলসিলা যঈফাহ হা/২৫; হাকেম হা/৪২২, তাহকীক যাহাবী, সনদ জাল)*। *-জানুয়ারী'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩৯/১৫৯।*

৯. দাজ্জাল কি শেষ যামানায় জন্ম লাভ করবে, না পূর্ব থেকেই সে জীবিত রয়েছে?

উত্তর : দাজ্জাল পূর্ব থেকেই জীবিত রয়েছে এবং বিখ্যাত ছাহাবী তামীম দারী (রাঃ) ও তাঁর ত্রিশজন সাথীর সাথে অজ্ঞাত এক দ্বীপে বন্দী অবস্থায় তার সাক্ষাৎ ঘটেছিল। সেখানে দাজ্জাল তাঁদের নিকট থেকে রাসূল (ছাঃ)-এর আগমন সম্পর্কে জেনে অচিরেই বন্দীদশা থেকে সে মুক্তি পাবে বলে আশা প্রকাশ করেছিল। এ ঘটনাকে রাসূল (ছাঃ) স্বয়ং সত্যায়ন করেছিলেন *(মুসলিম হা/২৯৪২, ৪৬; আহমাদ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩০৮১)*। অন্য বর্ণনায় রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'দাজ্জাল শেষ যামানায় খোরাসান থেকে বের হবে' *(তিরমিযী হা/২২৩৭; ইবনু মাজাহ হা/৪০৭২)*। কিন্তু তার জন্মগ্রহণের কথা বলা হয়নি। অতএব সে পূর্ব থেকেই জীবিত রয়েছে এবং শেষ যামানায় কিয়ামতের প্রাক্কালে বের হবে।

বর্তমান যুগের ইহূদী-খ্রিষ্টান সহ যালেম শাসকদের 'দাজ্জাল' আখ্যায়িত করে কোন কোন ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল অপপ্রচার চালাচ্ছে। ইসলামী শরী'আতে এর কোন ভিত্তি নেই। *-জানুয়ারী'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩৯/১৫৯।*

১০. অনেকে বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর ছায়া ছিল না। এ বক্তব্য কতটুকু দলীল সম্মত?

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের মত মানুষ ছিলেন। অতএব তাঁর ছায়া থাকাই স্বাভাবিক। ছায়াহীন হওয়ার জন্য তাঁকে নূরের তৈরী হওয়ার প্রয়োজন ছিল। অথচ আল্লাহ বলেন, 'হে নবী! তুমি বলে দাও যে, 'আমি তোমাদের মত একজন মানুষ মাত্র' *(কাহ্‌ফ ১৮/১১০)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, '(নবী) অন্য

Contents

কিছুই নয়, বরং তোমাদের মতই একজন মানুষ। তোমরা যা খাও, সে তা খায়। তোমরা যা পান কর, সে তা পান করে' *(মুমিনূন ২৩/৩৩)*। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'আমি যখন দ্বীন সম্পর্কে তোমাদের কোন নির্দেশ দেই, তখন তোমরা তা গ্রহণ কর। আর যখন আমার 'রায়' অনুযায়ী কোন কিছুর নির্দেশ দিই, তখন (মনে রেখ) আমি তোমাদের মত একজন মানুষ' *(মুসলিম হা/২৩৬২; মিশকাত হা/১৪৭)*। অতএব তাঁর ছায়া না থাকার প্রশ্নই আসে না। -*ফেব্রুয়ারী'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩০/১৯০।*

১১. মানুষের উপর জিন জাতির বিভিন্ন অলৌকিক কর্মকাণ্ড যেমন উড়িয়ে নেওয়া, তার উপর আছর করা ইত্যাদি যেসব বিষয় সমাজে প্রচলিত রয়েছে, এগুলির সত্যতা কতটুকু?

উত্তর : জিনদের এসব কর্মকাণ্ডের সত্যতা রয়েছে। যেমন জনৈক জিন সুলায়মান (আঃ)-এর নির্দেশে সাবা-র রাণী বিলক্বীসের সিংহাসন চোখের পলকে তাঁর দরবারে এনে হাযির করেছিল *(নামল ২৭/৩৯-৪২)*। রাসূল (ছাঃ) এক শিশুর মধ্য থেকে জিনকে বেরিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন, 'বেরিয়ে যা হে আল্লাহ্র দুশমন! আমি আল্লাহ্র রাসূল'। অতঃপর সে বেরিয়ে যায়। শিশুটি সাত বছর যাবৎ প্রতিদিন দু'বার করে জিন দ্বারা আক্রান্ত হ'ত *(হাকেম হা/৪২৩২; ছহীহাহ হা/৪৮৫)*। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, 'আমরা সবাই মক্কার বাইরে রাত্রিকালে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম। কিন্তু এক সময় তিনি হারিয়ে গেলেন। আমরা ভয় পেলাম তাঁকে জিনে উড়িয়ে নিয়ে গেল, নাকি কেউ অপহরণ করল। আমরা চারদিকে খুঁজতে থাকলাম। কিন্তু না পেয়ে গভীর দুশ্চিন্তায় রাত কাটালাম। ...সকালে তাঁকে আমরা হেরা পাহাড়ের দিক থেকে আসতে দেখলাম। অতঃপর তিনি আমাদের বললেন, জিনদের একজন প্রতিনিধি আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। আমি গিয়ে তাদেরকে কুরআন শুনালাম'।... *(মুসলিম হা/৪৫০)*। অতএব এগুলি অবিশ্বাস করার কোন কারণ নেই।

জিনের প্রভাব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সূরা ফালাক্ব ও নাস পাঠ করাই যথেষ্ট। এছাড়া সূরা ফাতিহা, সূরা কাফেরূন, সূরা ইখলাছ, আয়াতুল কুরসী ইত্যাদি পাঠ করা যায়। -*জুন'১৫, প্রশ্নোত্তর ৫/৩২৫।*

Contents

১২. দাজ্জাল আসবে ক্বিয়ামতের পূর্বে। কিন্তু রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক দাজ্জালের ফিৎনা থেকে পানাহ চাওয়ার কারণ কি ছিল?

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) নিজে সর্বদা দাজ্জালের ফিৎনা থেকে পানাহ চেয়েছেন। তিনি স্বীয় উম্মতকে এ ব্যাপারে সতর্ক করেছেন এবং তার অনিষ্ট থেকে পানাহ চাওয়ার দো'আ শিখিয়েছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৪৫৯)*। কেবল আমাদের নবীই নন বরং সকল নবীই স্ব স্ব উম্মতকে দাজ্জালের ব্যাপারে সাবধান করে গেছেন *(আবুদাঊদ হা/৪৩১৬)*। কারণ দাজ্জাল ক্বিয়ামতের পূর্বে আসলেও ক্বিয়ামত কখন ঘটবে সে ব্যাপারে কারো জানা নেই। আল্লাহ বলেন, 'ক্বিয়ামত সন্নিকটে' *(ক্বামার ৫৪/১)*। তিনি বলেন, তারা একে দূরে মনে করে। অথচ আমরা একে নিকটে মনে করি' *(মা'আরেজ ৭০/৬-৭)*। রাসূল (ছাঃ) ক্বিয়ামতের ব্যাপারে সর্বদা ভীত থাকতেন বলেই দাজ্জালের ফিৎনা থেকে পানাহ চাইতেন। যেমন একদা সূর্যগ্রহণ শুরু হ'লে তিনি ক্বিয়ামত শুরু হয়েছে মনে করে ভীত হয়ে দাঁড়িয়ে যান *(বুখারী হা/১০৫৯)*। সুতরাং আমাদেরকেও সদা-সর্বদা দাজ্জালের ফিৎনা থেকে পানাহ চাইতে হবে এবং ক্বিয়ামতের সেই ভয়াবহ দিবস আসন্ন বিবেচনা করে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। *-জুন'১৫, প্রশ্নোত্তর ৮/৩২৮।*

১৩. 'আল্লাহ যা করেন মঙ্গলের জন্য করেন' একথার কোন শারঈ ভিত্তি আছে কি?

উত্তর : উক্ত বক্তব্যটি আল্লাহ্র বাণী দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ বলেন, 'তোমার যে কল্যাণ হয়, তা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হয়। আর যে অকল্যাণ হয়, তা তোমার (আমলের) কারণে হয়' *(নিসা ৪/৭৯)*। অর্থাৎ আল্লাহ সব সময় বান্দার মঙ্গল করেন। কিন্তু বান্দা ভুলক্রমে বা ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেই নিজের অকল্যাণ করে থাকে। আল্লাহ তাতে বাধা দেন না বান্দার স্বাধীন ইচ্ছা শক্তিকে অব্যাহত রাখার স্বার্থে। তাই যে ভাল কর্ম করবে সে নে'মত লাভ করবে। আর যে অন্যায় করবে সে বিপদে পতিত হবে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ৮/২৩৯)*। তবে এটাও তাক্বদীর অনুযায়ী হয়ে থাকে, যা পূর্বেই নির্ধারিত ছিল।

প্রকৃত ঈমানদারের জন্য ভাল-মন্দ উভয়টিই কল্যাণকর হয়ে থাকে। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, মুমিনের ব্যাপারটি কতই না বিস্ময়কর! তার সমস্ত কাজই তার জন্য কল্যাণকর।... যদি তার কোন মঙ্গল স্পর্শ করে, সে

Contents

আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করে। এটা তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যদি তার কোন মন্দ স্পর্শ করে, সে ছবর করে। আর এটাও তার জন্য কল্যাণকর হয়' *(মুসলিম হা/২৯৯৯; মিশকাত হা/৫২৯৭)*। *-জুলাই'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩০/৩৯০।*

১৪. কুরআনে আল্লাহ বলেছেন, আমি কিছু মানুষকে জান্নাতের জন্য এবং কিছু মানুষকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি। এক্ষণে মানুষের কিছু করণীয় আছে কি?

উত্তর : এটি তাক্বদীরের বিষয়। যার জ্ঞান কেবল আল্লাহ্র কাছেই রয়েছে। কোন মানুষই জানে না তার ভাগ্যে জান্নাত না জাহান্নাম রয়েছে। অতএব মানুষের কর্তব্য হ'ল আল্লাহকে খুশী করার উদ্দেশ্যে তাঁর বিধান মেনে সাধ্যমত সৎকর্ম করে যাওয়া। কারণ আলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একদা দাফনকার্য চলার সময় রাসূল (ছাঃ) একটা ছড়ি দিয়ে মাটির উপর দাগ কাটছিলেন। এসময় তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যার ঠিকানা জাহান্নামে বা জান্নাতে লেখা হয়নি। একথা শুনে একজন বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা কি তাহ'লে সকল আমল ত্যাগ করে আমাদের লিখিত ভাগ্যের উপর ভরসা করব না? তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমরা সৎকর্ম করে যাও। কেননা যাকে যেজন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার পক্ষে সে কাজ সহজসাধ্য হবে। যারা সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত, তাদের জন্য সেরূপ আমল এবং যারা দুর্ভাগাদের অন্তর্ভুক্ত, তাদের জন্য সেরূপ আমল সহজ করে দেওয়া হয়েছে। অতঃপর তিনি কুরআন থেকে পাঠ করলেন, 'অতঃপর যে ব্যক্তি দান করে ও আল্লাহভীরু হয় এবং উত্তম বিষয়কে (তাওহীদকে) সত্য বলে বিশ্বাস করে, অচিরেই আমরা তাকে সরল পথের জন্য সহজ করে দেব। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কৃপণতা করে ও বেপরোয়া হয় এবং উত্তম বিষয়কে মিথ্যা মনে করে, অচিরেই আমরা তাকে কঠিন পথের জন্য সহজ করে দেব' *(লায়েল ৯২/৫-৭; বুখারী হা/৪৯৪৯; মিশকাত হা/৮৫)*।

কেউ কেউ 'ভাগ্যে যা আছে তাই হবে, আমার কিছু করার নেই' বলে নিজেকে দায়মুক্ত ভাবেন ও বিভ্রান্তির পথে টেনে নিয়ে যান। অথচ দুনিয়ায় তারা না খেয়ে বসে থাকেন না, পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি না নিয়ে পরীক্ষা দেন না, পিপাসা লাগলে পানি না খেয়ে ভরসা করেন না। অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী জীবনের জন্য তারা ভাগ্যের উপর ভরসা করেন না। কিন্তু ভরসা করে কেবল চিরস্থায়ী

Contents

জীবনের ক্ষেত্রে। এরূপ অপযুক্তির মাধ্যমে মানুষ কেবল নিজেকে ধ্বংসেই নিক্ষেপ করে। ভ্রান্ত ফের্কা অদৃষ্টবাদী জাবরিয়াগণ এরূপ ভেবে থাকেন। অথচ আল্লাহ বান্দার তাক্বদীর জানেন। কিন্তু বান্দা তা জানেনা। তাই তাকে সাধ্যমত আল্লাহ্র পথে কাজ করে যেতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'বান্দা কেবল সেটাই পায়, যেটার জন্য সে চেষ্টা করে' *(নাজম ৫৩/৩৯)*। তিনি বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন করে *(রা'দ ১৩/১১)*। *-সেপ্টেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ১/৪৪১।*

১৫. জনৈক আলেম বলেন, এ শতাব্দীর শেষের দিকে ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে, যা বেশ কিছু বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত। এর সত্যতা জানতে চাই।

উত্তর : জালালুদ্দীন সুয়ূতী তাঁর আল-হাবী নামক কিতাবে (২/২৪৯-২৫৬) কিছু জাল ও যঈফ হাদীছ এবং ইস্রাঈলী কিছু ভিত্তিহীন বর্ণনা উপস্থাপন করে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, পৃথিবীর বয়স সাত হাযার বছর। আর মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আগমন ঘটেছে ৬ হাযার বছরের শেষের দিকে। ফলে বাকী থাকে দেড় হাযার বছর। অতএব ১৫শত হিজরীর সমাপ্তি ঘটার পূর্বে ক্বিয়ামত হয়ে যাবে। উক্ত বক্তব্যটি একেবারেই কাল্পনিক ও ভিত্তিহীন। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন, তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে ক্বিয়ামত কখন হবে?' 'এ বিষয়ে বলার জন্য তুমি কে?' 'এর চূড়ান্ত জ্ঞান তো তোমার প্রভুর নিকটে' *(নাযে'আত ৪২-৪৪)*। *-অক্টোবর'১৪, প্রশ্নোত্তর ৩৬/৩৬।*

১৬. ক্বিয়ামতের দিন জিন জাতি কি মানুষের মতই বিচারের সম্মুখীন হবে? তাদের নবী কে?

উত্তর : মানবজাতির ন্যায় জিন জাতিকে বিচারের সম্মুখীন করা হবে। আল্লাহ বলেন, 'আমি জিন ও মানব জাতিকে কেবল আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি' *(যারিয়াত ৫১/৫৬)*। তিনি বলেন, 'অবশ্যই আমি জিন ও মানুষ দিয়ে জাহান্নামকে পূর্ণ করব' *(সাজদাহ ৩২/১৩)*। তিনি আরো বলেন, 'হে জিন ও মানব সম্প্রদায়! তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে পয়গম্বরগণ আগমন করেননি, যাঁরা তোমাদেরকে আমার বিধানসমূহ বর্ণনা করতেন এবং তোমাদেরকে আজকের এ দিনে সাক্ষাতের ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করতেন? *(আন'আম ৬/১৩০)*। উল্লিখিত আয়াতসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জিন জাতি

Contents

বিচারের সম্মুখীন হবে, তারা জান্নাতী বা জাহান্নামী হবে। সূরা আহক্বাফের ৩১ আয়াতের আলোকে ইবনু কাছীর (রহঃ) একথাকেই প্রধান্য দিয়েছেন *(ইবনু কাছীর আহক্বাফ ৩১ আয়াতের তাফসীর দ্রঃ)*। আর মুহাম্মাদ (ছাঃ) মানব ও জিন জাতি সহ সমস্ত সৃষ্টির নিকটে নবী হিসাবে প্রেরিত হয়েছেন *(মুসলিম হা/৫২৩; তিরমিযী হা/১৫৫৩; মিশকাত হা/৫৭৪৮)*। এছাড়া অন্যান্য নবীগণের সময়ে জিনেরা তাঁদের অনুসারী উম্মত ছিল। *-জানুয়ারী'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩৪/১৫৪।*

১৭. জনৈক ব্যক্তি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জান্নাতে প্রবেশের জন্য সর্বপ্রথম দরজা খুলবেন। এ বক্তব্য কি সঠিক?

উত্তর : উক্ত বক্তব্য সঠিক। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিন নবীদের মধ্যে আমার উম্মতের সংখ্যা হবে সর্বাধিক এবং আমিই প্রথম জান্নাতের দরজা খুলব' *(মুসলিম হা/১৯৬; মিশকাত হা/৫৭৪২)*। অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'ক্বিয়ামতের দিন আমি জান্নাতের দরজায় পৌঁছে দরজা খোলার জন্য বলব। তখন দাররক্ষী বলবে, আপনি কে? আমি বলব, মুহাম্মাদ। তখন সে বলবে, আপনার সম্পর্কে আমাকে বলা হয়েছে যে, আপনার পূর্বে আমি যেন অন্য কারো জন্য এ দরজা না খুলি' *(মুসলিম হা/১৯৭; মিশকাত হা/৫৭৪৩)*। *-অক্টোবর'১৪, প্রশ্নোত্তর ৩২/৩২।*

১৮. রাসূল (ছাঃ)-কে তাঁর চাচা আবু ত্বালেব যে দুশমনদের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন এর বিনিময়ে কি তিনি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেন? তার অবস্থা কি হবে?

উত্তর : জান্নাতবাসী হওয়ার পূর্বশর্ত হচ্ছে আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক না করা। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চাচা আবু ত্বালেব এর মৃত্যু মুশরিক অবস্থায় হয়েছিল। তবে রাসূল (ছাঃ)-এর কারণে জাহান্নামীদের মধ্যে তার শাস্তি সর্বাপেক্ষা হালকা হবে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'জাহান্নামীদের মধ্যে সবচেয়ে হালকা শাস্তি হবে আবু ত্বালেবের। তাঁর দু'পায়ে দু'খানা আগুনের জুতা পরানো হবে। তাতেই তার মাথার মগয ফুটতে থাকবে' *(বুখারী হা/৬৫৬২; মুসলিম হা/২১২; মিশকাত হা/৫৬৬৮)*। তিনি বলেন, যদি আমি না

Contents

হ'তাম (অর্থাৎ তাঁর শাফা'আত না থাকত), তাহ'লে তিনি জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকতেন। অতঃপর আমি তাকে নিম্নস্তর থেকে টাখনু পর্যন্ত উঠিয়ে আনি' *(মুসলিম হা/২০৯)*। নিঃসন্দেহে এটি ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা *(আলোচনা দ্রঃ সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫৫)*। *-জানুয়ারী'১৫, প্রশ্নোত্তর ৪০/১৬০।*

১৯. 'ক্বিয়ামতের দিন সূর্য সোয়া হাত নীচে নেমে আসবে' এর ব্যাখ্যা জানতে চাই।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) বলেন, ক্বিয়ামতের দিন সূর্যকে সৃষ্টিকুলের অতি নিকটে করে দেওয়া হবে। এমনকি সূর্য প্রায় এক বা দুই মাইলের ব্যবধানে হয়ে যাবে *(মুসলিম হা/২৮৬৪; আহমাদ হা/২৩৮৬৪; মিশকাত হা/৫৫৪০)*। অতএব প্রশ্নে বর্ণিত 'সোয়া হাত নীচে নেমে আসবে' কথাটি সঠিক নয়। হাদীছটির বর্ণনাকারী তাবেঈ সুলাইম বিন আমের (রহঃ) বলেন, আমি জানি না যে 'মীল' শব্দ দ্বারা যমীনের দূরত্ব না চোখে সুরমা দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত শলাকার দূরত্ব বুঝানো হয়েছে' *(মুসলিম ঐ দ্রঃ)*। মূলতঃ এর দ্বারা সূর্যের নিকটবর্তী হওয়ার পরিমাণ বুঝানো হয়েছে *(মিরক্বাত হা/৫৫৪০-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ)*।

প্রথমতঃ হাদীছ অনুযায়ী সূর্য সেদিন যত নিকটবর্তী হবে এবং তার প্রভাবে মানুষের যে অবস্থার কথা বর্ণিত হয়েছে, দুনিয়াবী হিসাবে তা অবিশ্বাস্য। কিন্তু এটা গায়েবের খবর হওয়ায় মুমিনের জন্য তা সত্য বলে মেনে নেওয়া আবশ্যক। আর এর যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা বিদ'আত *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ৩৩/১৭৮)*।

দ্বিতীয়তঃ ক্বিয়ামতের দিন দুনিয়াবী বৈশিষ্ট্য থেকে পৃথক শারীরিক গঠন ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে মানুষ পুনরুত্থিত হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, 'যেদিন এই পৃথিবীকে অন্য পৃথিবীতে পরিবর্তন করা হবে এবং সকলেই আল্লাহ্র সামনে প্রকাশিত হবে, যিনি এক ও মহা পরাক্রান্ত' *(ইবরাহীম ১৪/৪৮)*। সেদিনের দৈর্ঘ্য হবে দুনিয়ার হিসাবে পঞ্চাশ হাযার বছর *(মা'আরেজ ৭০/৪)*। অতএব গায়েবের বিষয়ে যুক্তি তালাশ করা নিতান্ত নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। বরং পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে পরকালীন প্রস্তুতি গ্রহণ করাই জ্ঞানী মুমিনের কর্তব্য *(বিস্তারিত দ্রঃ মাজমূ' ফাতাওয়া ওছায়মীন ২/৩৬)*। *-ফেব্রুয়ারী'১৫, প্রশ্নোত্তর ১/১৬১।*

Contents

২০. ঈমানের ছয়টি মৌলিক বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী মুসলিম কবরপূজা সহ বিভিন্ন প্রকার শিরকী কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়া অবস্থায় তওবা না করে মৃত্যুবরণ করলে অমুসলিমদের মত চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামের অধিবাসী হবে কি?

উত্তর : কবরপূজা সহ শিরকে আকবর বা বড় শিরকে লিপ্ত ব্যক্তি তওবা না করে মৃত্যুবরণ করলে চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামী হবে। আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে অন্যকে শরীক করে, আল্লাহ অবশ্যই তার উপরে জান্নাতকে হারাম করে দেন এবং তার ঠিকানা হ'ল জাহান্নাম। আর যালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই' *(মায়েদাহ ৫/৭২)*। তিনি বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে ক্ষমা করেন না, যে তাঁর সাথে অন্যকে শরীক করে। এতদ্ব্যতীত তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে থাকেন' *(নিসা ৪/৪৮, ১১৬)*। তার ছালাত-ছিয়াম ইত্যাদি সকল আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে। আল্লাহ বলেন, 'যদি তুমি শিরক কর, তাহ'লে তোমার সকল আমল অবশ্যই বরবাদ হয়ে যাবে এবং তুমি অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(যুমার ৩৯/৬৫)*।

এক্ষেত্রে অমুসলিমদের সাথে তাদের পার্থক্যকরণের কোন সুযোগ নেই। কারণ মক্কার কুরায়েশরা আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও অসীলা পূজার কারণে তাদের কোন আমলই গৃহীত হয়নি। তারা বলত আমরা মূর্তিকে এজন্য পূজা করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহ্র নৈকট্যে পৌঁছে দিবে' *(যুমার ৩৯/৩)*। তারা বলত যে, এগুলি আল্লাহ্র নিকটে আমাদের জন্য সুফারিশকারী' *(ইউনুস ১০/১৮)*। যারা কবরপূজারী, তারা একই আক্বীদা পোষণ করে যে, মৃত পীর তাদের জন্য সুফারিশ করবে এবং তার অসীলায় তারা মুক্তি পাবে। তবে যদি মৃত্যুর পূর্বে কেউ শিরক থেকে তওবা করে সঠিক পথে ফিরে আসে, তাহ'লে সে আল্লাহ্র ইচ্ছায় ক্ষমা পাবে বলে আশা করা যায় *(বুখারী হা/৭৪১০; মুসলিম হা/১৯১)*। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত। -*মে'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩৫/৩১৫।*

Contents

ভ্রান্ত মতবাদ

১. ইয়াযীদী সম্প্রদায় কারা? তাদের সম্পর্কে জানতে চাই।

উত্তর : ইয়াযীদী একটি পথভ্রষ্ট দল। যাদের বৃহদাংশ ইরাকে এবং কিছু অংশ তুরস্ক, ইরান, সিরিয়া, জর্জিয়া প্রভৃতি দেশে ছড়িয়ে রয়েছে। ১৩২ হিজরীতে উমাইয়া শাসনের অবসানের পর এদের উৎপত্তি হয়। এদের প্রতিষ্ঠাতা ইবরাহীম বিন হারব বিন খালেদ বিন ইয়াযীদ। এরা অভিশপ্ত ইবলীসকে 'ভাল' বলে থাকে এবং তাকে মাল'ঊন বলতে অস্বীকার করে। কুরআনের যত জায়গায় 'লা'নত, শয়তান ও ইস্তি'আযাহ' শব্দ আছে তা পড়তে বারণ করে। তারা মিথ্যা দাবী করে যে, শব্দগুলি মূল কুরআনে নেই। মুসলমানরা পরে এগুলি কুরআনে যোগ করেছে। *(না‍ঊযুবিল্লাহ)*।

তাদের ভ্রান্ত আক্বীদা সমূহ : (১) তারা অভিশপ্ত ইবলীসকে ফেরেশতাদের পাখি বলে এবং ময়ূর সদৃশ তামার মূর্তি বানিয়ে তার চতুর্দিকে তাওয়াফ করে। (২) তাদের নিকটে কালেমায়ে শাহাদাত হ'ল, أشهد واحد الله، سلطان يزيد حبيب الله অর্থাৎ আমি এক আল্লাহ্র সাক্ষ্য প্রদান করছি এবং সুলতান ইয়াযীদকে আল্লাহর দোস্ত বলে সাক্ষ্য দিচ্ছি। (৩) তারা বছরে তিন দিন ছিয়াম পালন করে। তার মধ্যে একদিন হ'ল ইয়াযীদ বিন মু'আবিয়ার জন্ম দিন। (৪) তারা প্রতি বছর ১০ই যিলহজ্জ ইরাকের মিরজাহ আন-নূরানিয়াহ পাহাড়ে অবস্থান করে। (৫) তারা মধ্য শা'বানে ছালাত আদায় করে এই বিশ্বাসে যে, এই ছালাত তাদের সারা বছরের ছালাতের স্থলাভিষিক্ত হবে। (৬) তাদের নিকটে মৃত্যুর পরে হাশর-নশর হবে সিনজার পাহাড়ে। আর মীযানের পাল্লা থাকবে শায়খ আদী ইবনু মুসাফিরের হাতে। তিনিই মানুষের হিসাব গ্রহণ করবেন এবং তিনিই তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। (৭) তাদের নিকটে ৬ টি পর্যন্ত বিবাহ করা জায়েয। এছাড়াও অনেক ভ্রান্ত আক্বীদায় তারা বিশ্বাস করে *(বিস্তারিত আলোচনা দ্রঃ আল-মাওসূ'আতুল মুয়াসসারাহ ফিল আদইয়ান ওয়াল মাযাহেব ওয়াল আহযাব)*। *-ডিসেম্বর'১৪, প্রশ্নোত্তর ১২/৯২।*

Contents

পবিত্রতা

১. দুগ্ধপানকারী ছেলে শিশুর প্রস্রাবে কেবল পানির ছিটা দিয়ে ছালাত আদায় করা যায়। কিন্তু কন্যা শিশুর বেলায় প্রস্রাবের স্থান পানি দিয়ে ধৌত না করলে পবিত্র হয় না, এর কারণ কি?

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কন্যা শিশুর বেলায় ধৌত করতে বলেছেন *(ইবনু মাজাহ হা/৫২২; আবুদাঊদ হা/৩৭৫; নাসাঈ হা/৩০৪; মিশকাত হা/৫০১-২)*। এর কারণ অনুসন্ধানের পূর্বে এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, শরী‘আতের কোন বিধানই আল্লাহ তা‘আলা বান্দার কল্যাণ ব্যতীত জারী করেননি। তবে সাধারণ জ্ঞানে এতটুকু বলা যায় যে, ঘনত্ব ও দুর্গন্ধের আধিক্য ছেলে শিশুর চেয়ে কন্যা শিশুর পেশাবে বেশী থাকে। সম্ভবতঃ সেকারণেই এটা ভালভাবে ধুয়ে ফেলতে বলা হয়েছে। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত। *-অক্টোবর’১৪, প্রশ্নোত্তর ৩০/৩০।*

২. গোসল কি ওযূর বিকল্প হ’তে পারে? কেউ যদি ভুলবশতঃ কেবল গোসল করে ছালাত আদায় করে, তবে তা কবুল হবে কি?

উত্তর : ছালাত কবুল হওয়ার জন্য ওযূ শর্ত *(মায়েদাহ ৫/৬)*। আর ওযূ ও গোসল দু’টোরই জন্য আল্লাহ্‌র নামে পবিত্রতার সংকল্প করা শর্ত। অতএব গোসল ওযূর বিকল্প হবে না। ওযূ করার পর সর্বাঙ্গ ধৌত করাই গোসলের সুন্নাতী নিয়ম *(বুখারী হা/২৪৮; মুসলিম হা/৩১৬; মিশকাত হা/৪৩৫)*। ওযূ না করে গোসল করলে ছালাতের জন্য পুনরায় ওযূ করতে হবে। অতএব ওযূ ব্যতীত স্রেফ গোসল করে ছালাত আদায় করলে পুনরায় ওযূ করে তা আদায় করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, বায়ু নিঃসরণের পর ওযূ না করা পর্যন্ত আল্লাহ তোমাদের ছালাত কবুল করবেন না *(বুখারী হা/৬৯৫৪; মুসলিম হা/২২৫)*। *-জানুয়ারী’১৫, প্রশ্নোত্তর ১২/১৩২।*

৩. প্রস্রাব শেষে দু’এক কদম হাঁটার পর সবসময়ই দু’এক ফোঁটা প্রস্রাব নির্গত হ’তে দেখা যায়। এক্ষণে টয়লেটের মধ্যেই টিস্যু নিয়ে দু’এক কদম হাঁটায় কোন বাধা আছে কি?

উত্তর : এতে কোন বাধা নেই। তবে এটা এক প্রকার রোগ। এর জন্য চিকিৎসা নিতে হবে। এক্ষত্রে সর্বশেষ ফোঁটা বের হয়ে আসা পর্যন্ত বসে

Contents

থেকে পানি দিয়ে ধুয়ে তারপর উঠবে। আর পানি না থাকলে মাটির ঢেলা (অথবা টিস্যু) ব্যবহার করবে *(তিরমিযী হা/১৬; ইবনু মাজাহ হা/৩১৬, সনদ ছহীহ)*। এরপরেও দু'এক ফোঁট নির্গত হ'তে দেখলে টয়লেটের ভিতরে থেকে প্রস্রাব হ'তে পবিত্র হওয়ার জন্য যে কোন উপায় গ্রহণ করা যেতে পারে। -*জানুয়ারী'১৫, প্রশ্নোত্তর ২৪/১৪৪।*

৪. প্রবল শীতের কারণে বা রোগ বৃদ্ধির আশংকায় ফরয গোসল না করে তায়াম্মুম বা ওযূ করে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

উত্তর : প্রবল শীতের কারণে শারীরিক অসুস্থতা, রোগ সৃষ্টি বা বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকলে ওযূ নয়, বরং তায়াম্মুম করে ছালাত আদায় করবে *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৫৩১)*। আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ) বলেন, 'যাতুস সালাসিল' যুদ্ধে শীতের রাতে আমার স্বপ্নদোষ হয়েছিল। শারীরিক অসুস্থতার আশংকায় গোসল না করে তায়াম্মুম করে সাথীদের নিয়ে ফজরের ছালাত আদায় করলাম। পরে সাথীরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে এই ঘটনা বর্ণনা করলে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি কি অপবিত্রাবস্থায় তোমার সাথীদের নিয়ে ছালাত আদায় করেছ? তখন আমি গোসল না করার কারণ ব্যাখ্যা করলাম এবং বললাম আল্লাহ বলেছেন, 'তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের সম্মুখীন কর না' *(বাক্বারাহ ২/১৯৫)*। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাসলেন এবং চুপ থাকলেন *(আবুদাঊদ হা/৩৩৪, 'ঠাণ্ডা লাগার ভয় থাকলে অপবিত্র ব্যক্তি কি করবে' অনুচ্ছেদ, সনদ ছহীহ)*। -*ফেব্রুয়ারী'১৫, প্রশ্নোত্তর ১৪/১৭৪।*

৫. মাথা মাসাহ করার পর ঘাড় মাসাহ করতে হবে কি? এ বিষয়ে দলীল সহ জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : ওযূতে ঘাড় মাসাহ করার বিষয়টি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। আবূদাঊদে এ সম্পর্কে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, তা যঈফ *(আবূদাঊদ হা/১৩২; সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৯-এর আলোচনা দ্রঃ)*। ইমাম নববী একে বিদ'আত বলেছেন *(নায়লুল আওত্বার ১/২৪৫-৪৭)*। হেদায়ার ব্যাখ্যাকার আল্লামা ইবনুল হুমামের ভাষ্যমতে কেউ কেউ বলেন, এটা বিদ'আত *(ফাৎহুল ক্বাদীর, ১/৫৪)*। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'ঘাড় মাসাহ-এর ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) হ'তে কোন ছহীহ হাদীছ নেই' *(যাদুল মা'আদ ১/১৮৭)*। উল্লেখ্য, 'যে ব্যক্তি ওযূতে ঘাড় মাসাহ করবে, ক্বিয়ামতের দিন তার গলায় বেড়ী পরানো হবে না' বলে যে হাদীছ বলা হয়ে থাকে, সেটি মওযূ বা জাল *(আলবানী, সিলসিলা যঈফাহ হা/৭৪৪)*। -*ফেব্রুয়ারী'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩৮/১৯৮।*

Contents

৬. রাতে ঘুমানোর সময় ওযূ করার বিশেষ কোন ফযীলত আছে কি?

উত্তর : রাতে ঘুমানোর সময় ওযূ করা অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ কাজ। বারা ইবনে আযেব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে বলেন, 'যখন তুমি শুতে যাবে, তখন ছালাতের মত ওযূ কর এবং ডান কাতে শয়ন করো। অতঃপর তাকে একটি দো'আ শিখিয়ে বললেন, 'যদি তুমি এ অবস্থায় মারা যাও, তবে তুমি ইসলামী স্বভাবের উপর মারা যাবে। আর যদি সকাল কর তাহ'লে কল্যাণের উপর সকাল করবে' *(বুখারী হা/২৪৭; মুসলিম হা/২৭১০; মিশকাত হা/২৩৮৫)*। তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি ওযূ অবস্থায় ঘুমায়, তার পাশে একজন ফেরেশতা অবস্থান করে। যখন সে জাগ্রত হয়, তখন ফেরেশতা বলে, হে আল্লাহ! তুমি তোমার এই বান্দাকে ক্ষমা করে দাও। কারণ সে পবিত্র অবস্থায় ঘুমিয়েছিল' *(ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/১০৫১; ছহীহাহ হা/২৫৩৯)। -মার্চ'১৫, প্রশ্নোত্তর ১৯/২১৯।*

৭. ফরয গোসল পুকুরে নেমে করা যাবে কি? এতে কি পানি অপবিত্র হয়ে যাবে?

উত্তর : পুকুরে ফরয গোসল করা যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই পানি হ'ল পবিত্র। তাকে কোন বস্তু অপবিত্র করতে পারে না' *(আবুদাঊদ হা/৬৭; মিশকাত হা/৪৭৮)*। তিনি বলেন, 'যদি পানি দুই কুল্লা হয়, তাহ'লে তা অপবিত্র হয় না' *(আবুদাঊদ হা/৬৩; মিশকাত হা/৪৭৭)*। অতএব যদি বদ্ধ পানি দুই কুল্লা অর্থাৎ ২২৭ কেজি বা তার বেশী হয়, তাহ'লে তা অপবিত্র হবে না। ইবনুল মুনযির বলেন, বিদ্বানগণ এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, পানি কম হৌক, বেশী হৌক, সেখানে নাপাকী পড়ায় যদি তার স্বাদ, রং বা গন্ধে কোন পরিবর্তন আসে, তাহ'লে সেটা অপবিত্র হবে। ছাহেবে মির'আত বলেন, উক্ত মর্মে সকল বিদ্বানগণ একমত হয়েছেন, যদিও এবিষয়ে হাদীছ দুর্বল *(মির'আত হা/৪৮১০-এর আলোচনা দ্রঃ, ২/১৭৩)*। অতএব পুকুরে ফরয গোসল করায় কোন দোষ নেই। তবে তাতে পেশাব করা যাবে না। *-মার্চ'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩২/২৩২।*

৮. ওযূ অবস্থায় মোযা পরে কতক্ষণ যাবৎ পা মাসাহ করা যাবে? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর: ওযূ অবস্থায় মোযা পরে মুক্বীমের জন্য একদিন একরাত এবং মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত মাসাহ করা জায়েয *(মুসলিম হা/২৭৬; মিশকাত হা/৫১৭)*। ছাফওয়ান (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাদের আদেশ দিতেন, মুসাফির অবস্থায় আমরা যেন তিন দিন তিন রাত নাপাকীর

Contents

গোসল ব্যতীত, এমনকি পায়খানা-পেশাব ও নিদ্রার পর ওযূ করার সময়ও আমাদের মোযাসমূহ না খুলি *(তিরমিযী হা/৯৬; নাসাঈ হা/১২৬; মিশকাত হা/৫২০)*।*-মার্চ'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩৬/২৩৬।*

৯. গোসলখানা ও টয়লেট একত্রে থাকলে সেখানে ওযূ করায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

উত্তর : গোসলখানা ও টয়লেট একত্রে থাকলেও যদি ওযূ করার স্থানে অপবিত্র বস্তু ছড়িয়ে না থাকে, তাহ'লে সেখানে ওযূ করায় শরী'আতে কোন বাধা নেই *(ফাতওয়া লাজনা-দায়েমাহ ৫/৮৫; মাজমূ' ফাতাওয়া উছায়মীন ১২/৩৬৯)*। *-এপ্রিল'১৫, প্রশ্নোত্তর ১৮/২৫৮।*

১০. জনৈক ইমাম ছালাতের সময় কারো টাখনুর নীচে কাপড় দেখলে পুনরায় ওযূ করে আসতে বলেন। এটা কি ছহীহ হাদীছ সম্মত?

উত্তর : এ মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ। বর্ণনাটি হ'ল- আত্বা ইবনু ইয়াসার (রাঃ) জনৈক ছাহাবী হ'তে বর্ণনা করেন যে, একদা এক ব্যক্তি টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে ছালাত আদায় করছিল। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, যাও ওযূ কর। অতঃপর সে গেল এবং ওযূ করে আসল। তখন অপর এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনি তাকে কেন ওযূ করতে বললেন? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'যে ব্যক্তি টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে ছালাত আদায় করে, আল্লাহ তার ছালাত কবুল করেন না' *(আবুদাঊদ হা/৪০৮৬; আহমাদ হা/২৩২৬৫; মিশকাত হা/৭৬১, সনদ যঈফ)*। অতএব ইমাম ছাহেবের উচিৎ হবে ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী এ কথা বলা যে, ছালাত ও ছলাতের বাইরে কোন অবস্থাতেই টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরা যাবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'টাখনুর নীচে কাপড়ের যতটুকু যাবে, ততটুকু জাহান্নামের আগুনে পুড়বে' *(বুখারী হা/৫৭৮৭; মিশকাত হা/৪৩১৪)*। *-এপ্রিল'১৫, প্রশ্নোত্তর ১৯/২৫৯।*

১১. মাথা মাসাহ করার পদ্ধতি কি? মাথা একবার না তিনবার মাসাহ করা যরূরী?

উত্তর : মাথার সম্মুখ থেকে পিছনে নিয়ে সেখান থেকে পুনরায় সামনে এনে একবার মাসাহ করাই রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের নিয়মিত সুন্নাত। আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ (রাঃ) রাসূল (ছাঃ) থেকে মাথা মাসাহের পদ্ধতি বর্ণনা করে বলেন, পানি নিয়ে দু'হাতের ভিজা আংগুলগুলি মাথার সম্মুখ হ'তে পিছনে ও পিছন হ'তে সম্মুখে বুলিয়ে একবার পুরো মাথা মাসাহ করবে' *(তিরমিযী*

Contents

হা/৩৫; মিশকাত হা/৪১৫; আবুদাঊদ হা/১১৮; বুখারী হা/১৯২; মুসলিম হা/২৩৫; মিশকাত হা/৩৯৩-৯৪)। তবে তিনবার মাসাহ করা বিষয়ে ওছমান (রাঃ) থেকে একটি আমল পাওয়া যায় *(আবুদাঊদ হা/১০৭, ১১০)*। *-জুন'১৫, প্রশ্নোত্তর ২৯/৩৪৯।*

১২. গোসল বা ওযূ করা হয় এরূপ পুকুরের পানিতে পেশাব করা যাবে কি?

উত্তর : পানির ব্যাপারে সাধারণ নির্দেশ এই যে, বদ্ধ পানিতে পেশাব করা যাবে না *(বুখারী হা/২৩৯; মুসলিম হা/২৮২; মিশকাত হা/৪৭৪)*। এমনকি বদ্ধ পানিতে ফরয গোসলও করা যাবে না *(মুসলিম হা/২৮৩)*। তবে এই নিষেধাজ্ঞা হারামের পর্যায়ে যাবে, যখন পানি কম হবে। আর বেশী হ'লে তা মাকরূহ হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যদি পানি দুই কুল্লা হয়, তাহ'লে তা অপবিত্র হয় না' *(আবুদাঊদ হা/৬৩; তিরমিযী হা/৬৭; নাসাঈ হা/৫২; মিশকাত হা/৪৭৭ 'গোসল' অনুচ্ছেদ)*। অতএব যদি বদ্ধ পানি দুই কুল্লা অর্থাৎ ২২৭ কেজি বা তার বেশী হয়, তাহ'লে তা অপবিত্র হবে না। যদি কম হয়, তাহ'লে নাপাকী পড়ার কারণে তা অপবিত্র হয়ে যাবে। এক্ষণে পানির পরিমাণ কম হৌক বা বেশী হৌক, নাপাকী পড়ার কারণে যদি তার স্বাদ, গন্ধ ও রং তিনটি গুণের যেকোন একটির পরিবর্তন হয়ে যায়, তবে তা অপবিত্র বলে গণ্য হবে। উল্লেখ্য যে, 'রং, স্বাদ ও গন্ধ বিনষ্ট হওয়ার কারণে পানি অপবিত্র হয়ে যায়' মর্মে ইবনু মাজাহ বর্ণিত হাদীছটির *(হা/৫২১)* সনদ 'যঈফ' হ'লেও মর্মগতভাবে ছহীহ। ইবনুল মুনযির বলেন, এ ব্যাপারে বিদ্বানগণের মধ্যে ঐক্যমত রয়েছে' *(বিস্তারিত দ্রঃ ছফিউর রহমান মুবারকপুরী, বুলূগুল মারাম হা/৪-৫)*। অতএব বদ্ধ পানি কম হৌক বা বেশী হৌক তাতে পেশাব করা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। *-জুন'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩৯/৩৫৯।*

১৩. বগল বা নাভীর নীচের লোম ছাফ করতে লোমনাশক প্রসাধনী ব্যবহার করা যাবে কি?

উত্তর : লোমনাশক প্রসাধনী ব্যবহার করায় কোন দোষ নেই। হাদীছে উভয়স্থানের লোম ছাফ করতে বলা হয়েছে *(মুসলিম হা/২৬১; মিশকাত হা/৩৭৯)*। হাদীছে নাৎফ ও হালাক্ব দু'টি পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে কষ্টদায়ক নয়, এমন যেকোন পদ্ধতি অবলম্বন করা জায়েয *(মির'আত হা/৩৮২-এর আলোচনা ২/৮০-৮১ পৃ.)*। *-জুলাই'১৫, প্রশ্নোত্তর ৪/৩৬৪।*

১৪. জনৈক ব্যক্তি বলেন, ওযূ করার জন্য যে পানির পাত্র ব্যবহার করা হয়, তা পেশাব-পায়খানায় ব্যবহার করলে চল্লিশ দিনের ইবাদত কবুল হবে না। এর কোন ভিত্তি আছে কি?

Contents

উত্তর : বক্তব্যটি কাল্পনিক ও ভিত্তিহীন। *-আগস্ট'১৫, প্রশ্নোত্তর ১০/৪১০।*

১৫. সতর না ঢেকে সামান্য বস্ত্র পরা অবস্থায় ওযূ করলে উক্ত ওযূতে ছালাত আদায় করা যাবে কি, না সতর ঢেকে পুনরায় ওযূ করতে হবে?

উত্তর : এ অবস্থায় পুনরায় ওযূ করতে হবে না। কারণ সতর ঢাকা ওযূ ছহীহ হওয়ার কোন শর্ত নয় এবং ওযূ ভঙ্গেরও কারণ নয়। ওযূ ভঙ্গের প্রধান কারণ হ'ল, পেশাব ও পায়খানার রাস্তা দিয়ে কিছু বের হওয়া *(নিসা ৪/৪৩; বুখারী হা/১৩৫)*। *-ফেব্রুয়ারী'১৫, প্রশ্নোত্তর ১২/১৭২।*

১৬. ছালাতরত অবস্থায় অজান্তে বের হওয়া মযী ছালাত শেষ হওয়ার পর বুঝতে পারলে উক্ত ছালাত পুনরায় আদায় করতে হবে কি?

উত্তর : এমতাবস্থায় যদি দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে, ছালাতরত অবস্থাতেই মযী বের হয়েছে, তাহ'লে তাকে কাপড় ও শরীর উভয় স্থান থেকে মযী ধৌত করার পর ওযূ করে পুনরায় ছালাত আদায় করতে হবে। আর যদি কেবল সন্দেহ হয়, তবে পুনরায় ছালাত আদায় করতে হবে না। কারণ সন্দেহের দ্বারা পবিত্রতা নষ্ট হয় না *(বুখারী হা/১৩৭; মুসলিম হা/৩৬২; মিশকাত হা/৩০৬)*।

আর এটা রোগে পরিণত হ'লে মযী বের হ'লেও ছালাত পরিত্যাগ করার প্রয়োজন নেই। সেক্ষেত্রে প্রত্যেক ছালাতের জন্য পৃথকভাবে ওযূ করতে হবে *(বুখারী হা/২২৮; আবুদাঊদ হা/২৮৬; মিশকাত হা/৫৫৮; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৬৮ পৃ.)*। কারণ আল্লাহপাক মানুষের উপর সাধ্যের অতিরিক্ত কিছু চাপিয়ে দেননি *(বাক্বারাহ ২৮৬)*। *-মার্চ'১৫, প্রশ্নোত্তর ১২/২১২।*

১৭. নিফাসের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ সীমা কতদিন? ৪০ দিনের পূর্বে রক্ত বন্ধ হয়ে গেলেও ইবাদতের জন্য ৪০ দিন অপেক্ষা করতে হবে কি?

উত্তর : নিফাসের নিম্ন সময়কাল নির্ধারিত নেই। যখনই পবিত্র হবে, তখনই ছালাত ও ছিয়াম শুরু করবে *(তিরমিযী হা/১৩৯)*। তবে এর ঊর্ধ্ব সময়সীমা হ'ল ৪০ দিন। উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, নিফাসগ্রস্ত মহিলাগণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে ৪০ দিন অপেক্ষা করতেন' *(আবুদাঊদ হা/৩১১; তিরমিযী হা/১৩৯; ইবনু মাজাহ হা/৬৪৮)*। এক্ষণে ৪০ দিন পরেও যদি কারো রক্তস্রাব বন্ধ না হয়, তাহ'লে বুঝতে হবে যে, এটি এস্তেহাযা বা প্রদর রোগ। এমতাবস্থায় গোসল করে ছালাত আদায় করবে এবং প্রতি ছালাতের পূর্বে ওযূ করবে' *(বুখারী হা/২২৮; মুসলিম হা/৩৩৩; মিশকাত হা/৫৫৭)*। *-সেপ্টেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩৪/৪৭৪।*

ছালাত

১. জনৈক ব্যক্তি বলেন, রাসূল (ছাঃ) ৬ কিলোমিটার দূরত্বে গমন করেও ক্বছর ছালাত আদায় করেছেন। উক্ত বক্তব্যের সত্যতা আছে কি?

উত্তর : সফরের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে ৬ কিঃমিঃ নয়, বরং রাসূল (ছাঃ) ৬ মাইল দূরত্বে গিয়ে ছালাত ক্বছর করেছেন। যেমন আনাস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে মদীনায় যোহরের ছালাত চার রাক'আত পড়েছি। অতঃপর (৬ মাইল দূরে) যুলহুলায়ফা গিয়ে আছরের ছালাত দুই রাক'আত পড়েছি *(বুখারী হা/১০৮৯; মুসলিম হা/৬৯০, আবুদাঊদ হা/১২০২)*। অন্য হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) তিন মাইল কিংবা তিন ফারসাখ (৯ মাইল) যাওয়ার পর দুই রাক'আত পড়তেন *(মুসলিম হা/৬৯১; আবুদাঊদ হা/১২০১)*। স্মর্তব্য যে, সফরের উদ্দেশ্যে বাড়ী থেকে বের হওয়ার পর থেকে ছালাত জমা ও ক্বছর করা যাবে। যতদিন পুনরায় বাড়ীতে ফিরে না আসবে। রাসূল (ছাঃ) সফরে বের হওয়ার পর থেকে ফেরা পর্যন্ত ছালাত ক্বছর ও জমা করতেন *(বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ১৫৯)*। *-অক্টোবর'১৪, প্রশ্নোত্তর ১৫/১৫।*

২. ছালাতে দ্বিতীয় রাক'আতে শামিল মুক্তাদীর জন্য তা প্রথম রাক'আত হিসাবে গণ্য হয়। এক্ষণে এ রাক'আতে যে তাশাহহুদ পাওয়া যাবে সেখানে দো'আ-দরূদ পড়া যরূরী কি?

উত্তর : এ সময় ইমামের সালাম ফেরানো পর্যন্ত দো'আ-দরূদ পড়বে। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন ইমাম নির্ধারণ করা হয় তাকে অনুসরণের জন্য *(বুখারী হা/৬৮৯; মুসলিম হা/৪১১; মিশকাত হা/১১৩৯)*। *-অক্টোবর'১৪, প্রশ্নোত্তর ২০/২০।*

৩. ছালাতে সালাম ফিরানোর পূর্বে বা পরে আল্লাহ্র কাছে কিছু চাইতে বাংলা ভাষায় দো'আ করা যাবে কি?

উত্তর : হাদীছে বর্ণিত ছহীহ দো'আ সমূহ ব্যতীত অন্য কোন ভাষায় সালামের পূর্বে দো'আ করা যাবে না। কেননা নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'আমাদের এ ছালাতে মানুষের কথাবার্তা সিদ্ধ নয়। এটা হ'ল তাসবীহ, তাকবীর এবং তেলাওয়াতে কুরআন *(মুসলিম হা/৫৩৭; মিশকাত হা/৯৭৮)*। তবে কুনূতে নাযেলায় আরবীতে বলা যেতে পারে। আর সালাম ফিরানোর পরে

একাকী আরবীতে হাম্‌দ ও ছানার পরে বাংলায় দো'আ করা যাবে। -*অক্টোবর'১৪, প্রশ্নোত্তর ২২/২২।*

৪. ইমামের সূরা ফাতিহা পাঠের শেষের দিকে ছালাতে যোগদান করলে প্রথমে সূরা ফাতিহা পড়তে হবে, না ইমামের সাথে আমীন বলতে হবে?

উত্তর : এমন ব্যক্তি প্রথমে ইমামের আমীনের সাথে আমীন বলবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন ইমাম আমীন বলবে, তখন তোমরা আমীন বল' *(তিরমিযী হা/২৫০)*। তারপর সূরা ফাতেহা নীরবে পাঠ করবে। কেননা সূরা ফাতেহা ব্যতীত ছালাত সিদ্ধ হয় না' *(বুখারী হা/৭৫৬; মুসলিম হা/৩৯৪-৯৫; মিশকাত হা/৮২২-২৩)*। *-অক্টোবর'১৪, প্রশ্নোত্তর ২৭/২৭।*

৫. খোঁড়া ইমামের পেছনে ছালাত শুদ্ধ হবে কি?

উত্তর : ইমামতির জন্য খোঁড়া হওয়া অন্তরায় নয়। যথাযথভাবে রুকূ-সিজদা করতে পারেন না, এমন ইমামের পিছনেও ছালাত আদায় করা যায়। ওযরের কারণে ইমাম বা কোন মুক্তাদী বসে পড়তে পারেন। কিন্তু অন্যেরা দাঁড়িয়ে পড়বেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কখনো অসুস্থতার কারণে বসে বসে ইমামতি করেছেন এবং ছাহাবীগণ তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে জামা'আতবদ্ধভাবে ছালাত আদায় করেছেন *(বুখারী হা/৫৬৫৮; মিশকাত হা/১১৩৯; মির'আত ৪/৮৯)*। অপরদিকে অন্ধ ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মে মাকতূম (রাঃ) মসজিদে নববীতে নিয়মিত ইমামতি করতেন *(আবুদাঊদ হা/৫৯৫; মিশকাত হা/১১২১)*। -*অক্টোবর'১৪, প্রশ্নোত্তর ৩৩/৩৩।*

৬. ছালাত আদায়কালে চুল ঢেকে রাখা কি মহিলাদের জন্য আবশ্যক?

উত্তর : মহিলাদের চেহারা ও দুই হস্ততালু ব্যতীত সর্বাঙ্গ সতর *(আবুদাঊদ হা/৪১০৪; মিশকাত হা/৪৩৭২ সনদ হাসান 'পোশাক' অধ্যায়)*। অতএব ছালাত আদায়কালে মহিলাদের জন্য চুল ঢেকে রাখা আবশ্যক। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা ওড়না ব্যতীত কোন বালেগা নারীর ছালাত কবুল করেন না' *(আবুদাঊদ হা/৬৪১; তিরমিযী হা/৩৭৭; মিশকাত হা/৭৬২)*। তবে অনিচ্ছাকৃত ও অসাবধানতাবশতঃ এরূপ হয়ে গেলে তা ক্ষমার যোগ্য। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর' *(তাগাবুন ৬৪/১৬)*। -*নভেম্বর'১৪, প্রশ্নোত্তর ২/৪২।*

৭. ফজরের ছালাতের পর মসজিদে বসে যিকির-আযকার করার বিশেষ কোন ফযীলত আছে কি?

Contents

উত্তর : ফজরসহ যেকোন ফরয ছালাত শেষে মুছল্লী যতক্ষণ স্বীয় স্থানে বসে তাসবীহ-তাহলীল করে, ততক্ষণ ফেরেশতামণ্ডলী তার জন্য দো‘আ করতে থাকে এই মর্মে যে, হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা কর ও তার উপর রহম কর *(বুখারী হা/৪৪৫; মুসলিম হা/৬৪৯; মিশকাত হা/৭০২)*।

তবে ফজরের ছালাতের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত মসজিদে বসে তাসবীহ-তাহলীল করার বিশেষ ফযীলত রয়েছে। আনাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি ফজরের ছালাত জামা‘আতের সাথে আদায় করল এবং সূর্যোদয় পর্যন্ত মুছাল্লায় বসে থেকে যিকির-আযকার করল। অতঃপর দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করল, সে একটি হজ্জ ও ওমরাহ্‌র ন্যায় ছওয়াব পেল *(তিরমিযী হা/৫৮৬; মিশকাত হা/৯৭১)*। *-নভেম্বর’১৪, প্রশ্নোত্তর ৪/৪৪।*

৮. বৃষ্টির কারণে যোহর-আছর এবং মাগরিব-এশা একত্রে আদায় করা যায় কি?

উত্তর : বৃষ্টি, অসুস্থতা বা কোন ভয়ের কারণে যোহর-আছর এবং মাগরিব-এশার ছালাত একত্রে জমা করে আদায় করা যায় *(বুখারী হা/১১৭৪; মুসলিম হা/১৬৩৩-৩৪)*। *-নভেম্বর’১৪, প্রশ্নোত্তর ৩২/৭২।*

৯. তাহাজ্জুদ তথা রাতের ছালাত সর্বনিম্ন কত রাক‘আত আদায় করা যায়?

উত্তর : তাহাজ্জুদ ছালাত সর্বনিম্ন বিতর সহ ৫ রাক‘আত পড়া যায় *(বুখারী হা/৪৭২; আবুদাঊদ হা/১৪২২; নাসাঈ হা/১৭১২; মিশকাত হা/১২৬৫)*। তবে সর্বোচ্চ ১১ অথবা ১৩ রাক‘আত পড়বে *(বুখারী. মুসলিম, মিশকাত হা/১২৫৬; আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১২৬৪; বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১৭৮-৮১ পৃ.)*। *-নভেম্বর’১৪, প্রশ্নোত্তর ৩৩/৭৩।*

১০. কোন কারণ ছাড়াই নফল ছালাতগুলি বসে পড়া শরী‘আতসম্মত হবে কি?

উত্তর : কোন ওযর ছাড়াই নফল ছালাত সুস্থ অবস্থায় বসে আদায় করা জায়েয। তবে এতে অর্ধেক নেকী হবে। আর ওযরবশতঃ হ’লে দাঁড়িয়ে ছালাতের ন্যায় পূর্ণ নেকী পাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করা উত্তম। যে ব্যক্তি বসে ছালাত আদায় করে, সে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে ছালাত আদায়কারীর অর্ধেক নেকী পাবে। আর যে ব্যক্তি শুয়ে ছালাত আদায় করে, সে বসা ব্যক্তির অর্ধেক নেকী পাবে’ *(বুখারী হা/১১১৫-১৬; মিশকাত হা/১২৪৯)*।

Contents

অত্র হাদীছটি নফল ছালাত আদায়কারীর জন্য প্রযোজ্য *(মিরক্বাত, মির'আত উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রঃ)*।

উল্লেখ্য যে, সুস্থ অবস্থায় ফরয ছালাত দাঁড়িয়েই আদায় করতে হবে। কেননা ক্বিয়াম ছালাতের অন্যতম রুকন। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা আল্লাহ্র জন্য বিনীতভাবে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় কর' *(বাক্বারাহ ২/২৩৮)*। সুতরাং এমতাবস্থায় ফরয ছালাত বসে আদায় করলে উক্ত ছালাত বাতিল হবে। -*ডিসেম্বর'১৪, প্রশ্নোত্তর ৮/৮৮*।

১১. টাখনুর নীচে কাপড় পরা, দাড়ি শেভ করা সহ বিভিন্ন কবীরা গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তির ছালাত কবুল হবে কি?

উত্তর : এ সমস্ত পাপের জন্য ছালাত কবুল হ'তে বাধা নেই। কেননা ছালাত কবূলের শর্ত হ'ল, (১) আক্বীদা ছহীহ হওয়া। অর্থাৎ শিরক মুক্ত নির্ভেজাল তাওহীদে বিশ্বাসী হওয়া *(কাহফ ১৮/১১০)* (২) তরীকা ছহীহ হওয়া। অর্থাৎ রাসূল (ছাঃ)-এর ছহীহ সুন্নাহ মোতাবেক হওয়া *(মুসলিম হা/১৭১৮)*। (৩) ইখলাছপূর্ণ হওয়া *(যুমার ৩৯/১১)*। অর্থাৎ কোনরূপ রিয়া বা শ্রুতির উদ্দেশ্য না থাকা। এছাড়া হাদীছে খাদ্য-পানীয় ও পোষাক হালাল হওয়াকে ইবাদত কবুলের অন্যতম শর্ত বলা হয়েছে *(মুসলিম হা/১০১৫; মিশকাত হা/২৭৬০)*। আর ছালাত কবুলের বাহ্যিক নিদর্শন হ'ল সকল কবীরা গোনাহ হ'তে তওবা করা। অতএব প্রশ্নে বর্ণিত কবীরা গোনাহসমূহ থেকে তওবা করতে হবে। কেননা আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই ছালাত যাবতীয় ফাহেশা ও মুনকার কাজ থেকে মুছল্লীকে বিরত রাখে' *(আনকাবূত ২৯/৪৫)*। আর তওবা করাটাই হবে ছালাত কবুলের নিদর্শন। -*ডিসেম্বর'১৪, প্রশ্নোত্তর ১৪/৯৪*।

১২. কোন দলীলের ভিত্তিতে ফজর, মাগরিব ও এশার ছালাতে সরবে এবং যোহর ও আছর ছালাতে নীরবে তেলাওয়াত করা হয়?

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা আমাকে যেভাবে ছালাত আদায় করতে দেখছ সেভাবে তোমরা ছালাত আদায় কর' *(বুখারী হা/৬৩১; মিশকাত হা/৬৮৩)*। তিনি মাগরিব, এশা ও ফজরের ছালাতে সশব্দে এবং যোহর ও আছর ছালাতে নিম্নস্বরে ক্বিরাআত করেছেন *(বুখারী হা/৭১৩, ৭৩৫, ৭৩৯, ৭৭৩; মিশকাত 'ছালাত' অধ্যায় দ্রঃ)*। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, সুন্নাত হ'ল মাগরিব ও এশার প্রথম দু'রাক'আতে এবং ফজর ও জুম'আর ছালাতে উচ্চৈঃস্বরে ক্বিরাআত করা। অন্য দিকে মাগরিবের ৩য় রাক'আতে এবং যোহর, আছর ও

এশার শেষ দু'রাক'আতে নিম্নস্বরে ক্বিরাআত করা *(আল-মাজমূ', শারহুল মুহাযযাব ৩/৩৮৯)*। *-ডিসেম্বর'১৪, প্রশ্নোত্তর ১৮/৯৮।*

১৩. কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ছালাত বিনষ্টের কারণ সমূহ কি কি?

উত্তর : (১) ইচ্ছাকৃত বা ভুলবশতঃ ছালাতের কোন শর্ত বা রুকন ছুটে যাওয়া। যেমন ওযূ নষ্ট হওয়া *(মায়েদাহ ৩/০৬)*, ক্বিয়াম, রুকূ বা সিজদা না করা *(বাক্বারাহ ২/২৩৮, হজ্জ ২২/৭৭)*, প্রত্যেক রাক'আতে সূরা ফাতিহা না পড়া *(বুখারী হা/৭৫৬; মুসলিম হা/৩৯৪)* ইত্যাদি। (২) ছালাতরত অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে কথা বলা ও খাওয়া বা পান করা *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২০৩, বাক্বারাহ ২/২৩৮; বুখারী হা/১২০০; মুসলিম হা/৫৩৯)* (৩) ইচ্ছাকৃতভাবে বাহুল্য কাজ করা। যা দেখলে ধারণা হয় যে, সে ছালাতের মধ্যে নেই। (৪) ছালাতের মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করা *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ২২/৬১৪)* (৫) ইচ্ছাকৃতভাবে সতর প্রকাশ করা *(আ'রাফ ৭/৩১; আবুদাউদ হা/৬২৭; বুখারী হা/৩৬১; মুসলিম হা/৩০১০)* (৬) ইচ্ছাকৃতভাবে ক্বিবলামুখী না হওয়া *(বাক্বারাহ ২/১৪৪; বুখারী হা/৬২৫১; মুসলিম হা/৩৯৭)* (৭) জানা সত্ত্বেও ইচ্ছাকৃতভাবে অপবিত্র স্থানে ছালাতে দাঁড়ানো *(বুখারী হা/২২০)* (৮) একাকী ছালাত আদায়কারী বা ইমামের সম্মুখস্থ সিজদার স্থান দিয়ে বালেগা নারী, গাধা ও কালো কুকুর (শয়তান) অতিক্রম করা *(মুসলিম হা/৫১০, ইবনু মাজাহ হা/৯৪৯)* (৯) ওযর ব্যতীত কোন কিছুতে হেলান দিয়ে ছালাত আদায় করা *(বাক্বারাহ ২/২৩৮; বুখারী হা/১১১৭)* (১০) ছালাতের রুকনগুলি ধারাবাহিকভাবে পালন না করা *(বুখারী হা/৬০০৮; মুসলিম, মিশকাত হা/৬৮৩)*। *(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২০৫ পৃ.; ফিকহুল মুয়াস্‌সার পৃ. ৫৭-৫৮)*। *-ডিসেম্বর'১৪, প্রশ্নোত্তর ২৩/১০৩।*

১৪. কোন কোন ক্ষেত্রে ছালাত তরক করা ওয়াজিব? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : ওযর ব্যতীত ছালাত তরক করা মুছল্লীর জন্য হারাম। তবে যরূরী কারণে ছালাত তরক করা যায়। যেমন, বিপদগ্রস্ত বা ডুবন্ত ব্যক্তিকে উদ্ধার করা বা অনুরূপ কোন অবস্থায় ছালাত পরিত্যাগ করা ওয়াজিব। এছাড়া সন্তানের ক্রন্দন, হাড়ি উথলে ওঠা, বাহন চলে যাওয়া, মাল বিনষ্ট হওয়া ইত্যাদি কারণে ছালাত পরিত্যাগ করা যায় *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২০৪, টীকা-২)*। যেমন চোর ধরার জন্য ফরয ছালাত ছেড়ে দেয়ার অনুমতি রয়েছে *(বুখারী*

Contents

হা/১২১১)। কিন্তু এসব ক্বাযা ছালাত পরবর্তীতে আদায় করতে হবে। -*ডিসেম্বর'১৪, প্রশ্নোত্তর ৩৬/১১৬।*

১৫. আমাদের মসজিদের ইমাম জুম'আ ব্যতীত কোন ছালাত আদায় করে না এবং সিগারেট-জর্দা-গুল ব্যবহার করে। তাকে সরিয়ে দেওয়াও সম্ভব নয়। এক্ষণে আমাদের করণীয় কি?

উত্তর : ইমাম যদি জুম'আ ব্যতীত পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত তরককারী হয়, তবে তার পিছনে ছালাত সিদ্ধ হবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মুমিন ও কাফির-মুশরিকের মধ্যে পার্থক্য হ'ল ছালাত' *(মুসলিম হা/১৩৪; মিশকাত হা/৫৬৯)*। জর্দা-গুল মাদক দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত। তা থেকে বিরত থাকতে হবে। প্রশ্নে উল্লেখিত অবস্থায় ইমামকে নছীহত করতে হবে অথবা এড়িয়ে যেতে হবে। আর ঐ ইমামের ছালাত কবুল হয় না মুছল্লীরা যাকে শারঈ কারণে অপসন্দ করে *(ইবনু খুযায়মা, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬৫০, মিশকাত হা/১১২২)*। -*জানুয়ারী'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩/১২৩।*

১৬. অনেকে বলে থাকে যে, রাতের অন্ধকারে ছালাত আদায় করা ঠিক নয়, বরং আলো জ্বালিয়ে ছালাত আদায় করতে হবে। এ বক্তব্য সঠিক কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : বক্তব্যটি ভিত্তিহীন। আলো ছালাতের কবুল হওয়ার কোন শর্ত নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় গৃহে অনেক সময় অন্ধকারে ছালাত আদায় করেছেন *(বুখারী হা/৩৮২; মুসলিম হা/৫১২; মিশকাত হা/৭৮৬, 'সুৎরা' অনুচ্ছেদ)*। তবে মসজিদে আলোর ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। যাতে সাপ-বিচ্ছু বা ক্ষতিকর কিছুর অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়া যায় এবং মুছল্লী সহজে জামা'আতে শরীক হ'তে পারে। -*জানুয়ারী'১৫, প্রশ্নোত্তর ৪/১২৪।*

১৭. মহিলারা ছালাত অবস্থায় পায়ের পাতা ঢেকে রাখবে কি?

উত্তর : পর্দার মধ্যে ও মহিলা পরিবেশে খোলা রাখা যায়। তবে অন্য সময়ে ঢেকে রাখবে। কেননা দু'হাতের তালু ও চেহারা ব্যতীত মহিলাদের সর্বাঙ্গ সতরের অন্তর্ভুক্ত *(আবুদাঊদ হা/৪১০৪; মিশকাত হা/৪৩৭২)*। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা সাধ্যমত আল্লাহ্‌কে ভয় কর' *(তাগাবুন ৬৪/১৬)*। -*জানুয়ারী'১৫, প্রশ্নোত্তর ৫/১২৫।*

১৮. আযানের সময় বিভিন্ন মসজিদের আযান শোনা যায়। এক্ষণে যেকোন একটির উত্তর দিলেই যথেষ্ট হবে, না সবগুলিরই উত্তর দিতে হবে?

Contents

উত্তর : যেকোন একটির উত্তর দিলেই যথেষ্ট হবে। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যখন তোমরা আযান শুনবে, তখন মুওয়াযযিন যা বলে তদ্রূপ বল'... *(মুসলিম হা/৩৮৪; মিশকাত হা/৬৫৭)*। অন্যত্র তিনি এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি মুওয়ায্যিনের পিছে পিছে আযানের বাক্যগুলি অন্তর থেকে পাঠ করে..., সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে *(মুসলিম হা/৩৮৫; মিশকাত হা/৬৫৮)*। উল্লেখ্য যে, 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' বলার পরে 'ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম' বলা যাবে না। *-জানুয়ারী'১৫, প্রশ্নোত্তর ১৫/১৩৫।*

১৯. ছালাত শেষে সালাম ফিরানোর সময় দু'দিকে যে দু'বার সালাম দেওয়া হয় তা কাকে দেওয়া হয়?

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ছালাত আদায়কারী তার ডাইনে এবং বামে থাকা ভাইদেরকে সালাম প্রদান করবে *(মুসলিম হা/৪৩১; ছহীহুল জামে' হা/৪০১৯)*। অতএব সালাম ফিরানোর সময় দু'দিকে থাকা ভাইদের সালাম প্রদানের নিয়ত করবে। আর যদি একাকী ছালাত আদায় করে, তাহ'লে ডানে ও বামে থাকা ফেরেশতাদের সালাম প্রদানের নিয়ত করবে *(ইমাম নববী, আল-মাজমূ' ৩/৪৫৬, ৪৬২; ইবনু কুদামা, আল-মুগনী ১/৩২৬, ৩২৭; শায়খ ওছায়মীন, শারহুল মুমতে' ৩/২০৮)*। সর্বোপরি রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত অনুসরণে এটা করা হয়। যার মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করা সম্ভব হয়। *-জানুয়ারী'১৫, প্রশ্নোত্তর ২৩/১৪৩।*

২০. সূরা ফাতিহার 'ওয়ালাযযাল্লীন' পাঠে ক্বারীগণের মতভেদ রয়েছে। এক্ষণে এরূপ উচ্চারণগত মতপার্থক্যের কারণে ছালাত বিনষ্ট বা গুনাহ হওয়ার কোন সম্ভাবনা আছে কি?

উত্তর : বিশুদ্ধভাবে কুরআন পাঠকারীদের মাঝে 'ওয়ালাযযাল্লীন' পাঠের ক্ষেত্রে কোন মতভেদ নেই। প্রতিটি আরবী অক্ষরের মাখরাজ বা নির্দিষ্ট উচ্চারণস্থল রয়েছে। আরবী অক্ষর মাখরাজ অনুযায়ী উচ্চারণ করতে হবে। 'যোয়াদ'-কে অন্য অক্ষরের ন্যায় উচ্চারণ করা হ'লে অর্থ পরিবর্তন হয়ে যাবে। ফলে ছালাত বাতিল না হ'লেও ত্রুটিপূর্ণ হবে। অতএব আরবী হরফের মাখরাজ অনুযায়ী বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করে পড়া যরূরী। তবে ভুলক্রমে বা চেষ্টা করা সত্ত্বেও উচ্চারণ করতে না পারলে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, সত্বর একদল লোক আসবে, যারা কুরআনের পাঠ ঠিক করবে, যেভাবে তীর ঠিক করা হয়। তারা

Contents

দুনিয়াতেই দ্রুত ফল চাইবে, আখেরাতের অপেক্ষা করবে না *(আবুদাঊদ হা/৮৩০; মিশকাত হা/২২০৬)*। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হ'ল সর্বোত্তম ক্বারী কে? তিনি বললেন, যার তেলাওয়াত শুনে তোমার কাছে মনে হবে যে, ঐ ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করছে' *(দারেমী হা/৩৪৮৯; আলবানী, ছিফাতু ছলাতিন নবী ২/৫৭৫ টীকা-১)*। *-জানুয়ারী'১৫, প্রশ্নোত্তর ২৫/১৪৫।*

২১. জামা'আতবদ্ধ ছালাতে ইমাম অধিকহারে ভুল করলে মুক্তাদীদের করণীয় কি? এরূপ ছালাত পুনরায় আদায় করতে হবে কি?

উত্তর : ছালাতে ইমাম ভুল করলে মুক্তাদীদের কর্তব্য হ'ল লোকমা দিয়ে ভুলটি শুধরিয়ে দেওয়া *(আবুদাঊদ হা/৯০৭, সনদ হাসান)*। শুধরানো সম্ভব না হ'লে অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য ছালাত বাতিল হবে না। আর ইমাম উদাসীনতার কারণে বার বার ভুল করলে এর গুনাহ তার উপরে বর্তাবে, মুক্তাদীর উপরে নয়। ছালাতে ভুলক্রমে কোন 'ওয়াজিব' তরক হয়ে গেলে শেষ বৈঠকের তাশাহ্হুদ শেষে সালাম ফিরানোর পূর্বে 'সিজদায়ে সহো' দিতে হয়। শাওকানী বলেন, ওয়াজিব তরক হ'লে 'সিজদায়ে সহো' ওয়াজিব হবে এবং সুন্নাত তরক হ'লে 'সিজদায়ে সহো' সুন্নাত হবে *(আস-সায়লুল জাররা-র ১/২৭৪ পৃ.)*। কিন্তু ছালাতে ক্বিরাআত ভুল হ'লে বা সের্রী ছালাতে ভুলবশত ক্বিরাআত জোরে বা তার বিপরীত হয়ে গেলে সহো সিজদার প্রয়োজন নেই।

স্মর্তব্য যে, ছালাতের প্রতি যত্নবান হওয়া সফল মুমিনের বৈশিষ্ট্য *(মা'আরিজ ৭০/৩৪)*। আর ছালাতে উদাসীনদের জন্য রয়েছে 'দুর্ভোগ' *(মাঊন ১০৭/৫)*। অতএব ইমামদের কর্তব্য হ'ল পূর্ণ সচেতনতার সাথে ইমামতির দায়িত্ব পালন করা। *-জানুয়ারী'১৫, প্রশ্নোত্তর ২৬/১৪৬।*

২২. তাশাহহুদে বসা অবস্থায় দৃষ্টি সিজদার স্থানের দিকে না আঙ্গুল নাড়ানোর দিকে রাখতে হবে?

উত্তর : তাশাহহুদে বসা অবস্থায় দৃষ্টি রাখতে হবে আঙ্গুলের ইশারার দিকে। রাসূল (ছাঃ) যখন তাশাহহুদে বসতেন, তখন ...শাহাদত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন এবং তাঁর দৃষ্টি আঙ্গুলের ইশারা বরাবর থাকত তার বাইরে যেত না *(আবুদাঊদ হা/৯৮৮, ৯৯০; নাসাঈ হা/১২৭৫; মিশকাত হা/৯১২)*। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, তাশাহহুদের সময় দৃষ্টি আঙ্গুলের উপর রাখাই সুন্নাত *(নববী, শারহ মুসলিম হা/৯১০, নায়লুল আওত্বার ২/৩১৭)*। *-জানুয়ারী'১৫, প্রশ্নোত্তর ২৭/১৪৭।*

Contents

২৩. মাসবূক ব্যক্তি ইমাম হ'তে পারবেন কি?

উত্তর : মসজিদে প্রবেশ করে যদি কেউ দেখেন যে, মুছল্লীগণ ছালাত আদায় করে নিয়েছেন ও মাসবূক তার বাকী ছালাত আদায় করছেন। এমতাবস্থায় তিনি জামা'আতের নেকীর আশায় মাসবূককে ইমাম করতে পারেন মর্মে বহু বিদ্বান মত প্রকাশ করেছেন। তবে এ ব্যাপারে ছাহাবায়ে কেরাম থেকে কোন আমল পাওয়া যায় না।

শায়খ ওছায়মীন (রহঃ) বলেন, এ ব্যাপারে বিদ্বানগণ মতভেদ করেছেন। কেউ বলেছেন, এটি ছহীহ নয়। কেউ বলেছেন, এটা ছহীহ। তবে উত্তমের বিরোধী'। (তিনি বলেন,) এটি ছহীহ হ'লেও সুন্নাতের চাইতে বিদ'আতের অধিক নিকটবর্তী। কেননা ছাহাবায়ে কেরাম এমনটি করেননি। কোন ব্যক্তির যখন জামা'আতের কিছু অংশ ছুটে যায়, তখন তিনি বাকীটা একাকী দাঁড়িয়ে আদায় করেন। অতঃপর যদি মাসবূকের ইমামতি ছহীহ ধরা হয়, তাহ'লে এটাতে ধারাবাহিকতা সৃষ্টি হ'তে পারে। ফলে পরে যিনি প্রবেশ করবেন তিনি দ্বিতীয় ব্যক্তির, তারপর যিনি প্রবেশ করবেন তিনি তৃতীয় ব্যক্তির, অতঃপর চতুর্থ ব্যক্তির, এভাবে জামা'আত চলতেই থাকবে... *(ওছায়মীন, মুহাযারাতুল মাক্বরূআহ, লিক্বাউল বাবিল মাফতূহ-১২)*। অতএব মাসবূককে ইমাম বানানো থেকে দূরে থাকাই উত্তম। *-জানুয়ারী'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩৭/১৫৭।*

২৪. ছালাতে শেষ বৈঠকে দো'আ মাছূরাহ পড়ার পর নিজের জন্য ইচ্ছানুযায়ী দো'আ করা যায় কি? অনেকেই বলেন, তাশাহ্হুদ লম্বা করা নিষিদ্ধ। এ বিষয়ে জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : ছালাতের শেষ বৈঠক দো'আ কবুল হওয়ার অন্যতম প্রধান স্থান। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'সবচেয়ে বেশী দো'আ কবুল হয় শেষ রাতে এবং প্রত্যেক ফরয ছালাতের শেষে' *(তিরমিযী হা/৩৪৯৯; মিশকাত হা/৯৬৮)*। উক্ত হাদীছে 'ছালাতের শেষ ভাগ' অর্থ সালামের পূর্বে শেষ বৈঠক *(ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মা'আদ ১/৩০৫; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৩/২৬৮)*। রাসূল (ছাঃ) শেষ তাশাহ্হুদে একাধিক দো'আ করতেন *(বুখারী হা/৮৩৫; মুসলিম; মিশকাত হা/৯০৯)*। অতএব শেষ বৈঠকে ইচ্ছা মত দো'আ করতে কোন বাধা নেই। আর বান্দার যেকোন মনষ্কামনা পেশ করার জন্য 'রব্বানা আ-তিনা ফিদ্দুনিয়া... আযা-বান্নার' দো'আটি পাঠ করাই যথেষ্ট। রাসূল (ছাঃ) এই দো'আটিই অধিকাংশ সময় পাঠ করতেন' *(বুখারী হা/৪৫২২; মিশকাত হা/২৪৮৭)*।

Contents

এক্ষণে শেষ বৈঠক তুলনামূলক কিছু লম্বা করায় দোষ নেই। তবে এমন লম্বা নয়, তাতে ছালাতের আগে পিছের সাযুজ্য বিনষ্ট হয় এবং মুছল্লী বিরক্ত হয়। *-ফেব্রুয়ারী'১৫, প্রশ্নোত্তর ৬/১৬৬।*

২৫. শ্বশুর বাড়ীতে স্থায়ীভাবে থাকলেও মাঝে-মধ্যে পিতার বাড়ীতে যাই। এক্ষণে পিতার বাড়ীতে ছালাত ক্বছর করা যাবে কি?

উত্তর : সাময়িকভাবে অবস্থান করলে পারবে। কেননা রাসূল (ছাঃ) মদীনা থেকে মক্কায় হজ্জ করতে গিয়ে ক্বছর করেছিলেন, যদিও মক্কা তাঁর পিতৃভূমি। তাঁর সাথে বহু ছাহাবী ছিলেন, মক্কায় যাদের বাড়ী-ঘর ও বংশধরগণ ছিল। কিন্তু রাসূল (ছাঃ) কাউকেই পূর্ণ ছালাত আদায়ের নির্দেশ দেননি *(ইমাম শাফেঈ, কিতাবুল উম্ম ১/২১৬)*। এছাড়া রাসূল (ছাঃ) সেখানে জুম'আ আদায় না করে যোহর আদায় করেছিলেন *(ইরওয়াউল গালীল হা/৫৯৪)*। *-ফেব্রুয়ারী'১৫, প্রশ্নোত্তর ১১/১৭১।*

২৬. প্রথম কাতারে ডান পাশে দাঁড়ানোর বিশেষ কোন ফযীলত আছে কি?

উত্তর : 'ডান পাশের মুছল্লীদের জন্য ফেরেশতাগণ দো'আ করেন' মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(ইবনু মাজাহ হা/১০০৫; সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৬৮৬)*। তবে ছালাতে প্রথম কাতারে দাঁড়ানোর বিশেষ ফযীলত আছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'প্রথম কাতারের (মুছল্লীদের) উপর আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন এবং ফেরেশতাগণ দো'আ করেন' *(ইবনু মাজাহ হা/৯৯৭)*। তিনি বলেন, 'পুরুষদের জন্য সর্বোত্তম কাতার হ'ল প্রথম কাতার' *(মুসলিম হা/৪৪০; মিশকাত হা/১০৯২)*।

অবশ্য ইমামের সাথে একাকী ছালাত আদায়কালে ইমামের ডান দিকে দাঁড়াতে হবে *(বুখারী হা/৬৯৯, ১১৭; মুসলিম হা/৬৬০; মিশকাত হা/১১০৬)*। এছাড়া যখন ইমামের পিছনে দু'পার্শ্ব সমান হবে, তখন কাতারের ডানে দাঁড়ানো মুস্তাহাব। কিন্তু ডান পাশ অতিরিক্ত বেড়ে গেলে বামে দাঁড়ানো উত্তম হবে *(উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১২/১৮৪)*। তবে কোনক্রমেই ডান প্রান্ত থেকে বা মসজিদের উত্তর দেওয়াল থেকে দ্বিতীয় কাতার বা পরবর্তী কাতার সমূহ শুরু করা যাবে না। বরং সর্বদা ইমাম বরাবর পিছন থেকে কাতার শুরু করবে ও ডাইনে-বামে কাতার সমান রাখবে। ডাইনে সামান্য দীর্ঘ হবে। *-ফেব্রুয়ারী'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩১/১৯১।*

২৭. ছালাতের মধ্যে আঙ্গুল ফুটানো শরী'আতসম্মত কি? এটা করায় ছালাত বাতিল হয়ে যাবে কি?

Contents

উত্তর : ছালাতের মধ্যে আঙ্গুল ফুটানো অপসন্দনীয় কাজ। ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর গোলাম শো'বা বলেন, আমি ইবনু আব্বাসের পাশে ছালাত আদায় করছিলাম। আমি আঙ্গুল ফুটালে তিনি আমাকে ছালাতের মধ্যে আঙ্গুল ফুটাতে নিষেধ করেন *(মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/৭৩৫৮; ইরওয়া হা/৩৭৮-এর ব্যাখ্যা, ২/৯৯ পৃ.)*। এছাড়া এতে ছালাতের খুশূ-খুযূ বিনষ্ট হয়। তবে একারণে ছালাত বাতিল হবে না *(উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৩/২১৯)*। বরং ত্রুটিপূর্ণ হবে। *-ফেব্রুয়ারী'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩৪/১৯৪।*

২৮. একই রাক'আতে কয়েকটি সূরা পাঠ করায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

উত্তর : একই রাক'আতে একাধিক সূরা পাঠ করায় কোন বাধা নেই। রাসূল (ছাঃ) একই রাক'আতে পরপর দু'টি বা ততোধিক সূরা পাঠ করেছেন *(মুসলিম হা/৭৭২, নাসাঈ হা/১৬৬৪)*। এছাড়া একই রাক'আতে একাধিক সূরা পাঠের বিষয়টি বিভিন্ন ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(বুখারী হা/৭৪২; আবুদাঊদ হা/১৩৯৬; দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১০১ পৃ.)*। *-মার্চ'১৫, প্রশ্নোত্তর ২১/২২১।*

২৯. অজান্তে কবরযুক্ত মসজিদে ছালাত আদায় করে পরবর্তীতে জানতে পারলে উক্ত ছালাত পুনরায় আদায় করতে হবে কি?

উত্তর : অজান্তে কবরযুক্ত মসজিদে ছালাত আদায় করে ফেললে তা পুনরায় আদায় করতে হবে না। আল্লাহ বলেন, 'যা তোমাদের ভুলবশতঃ ঘটে সে বিষয়ে আল্লাহ তোমাদের পাকড়াও করবেন না' *(আহযাব ৩৩/৫)*।

তবে এর জন্য তওবা ও ইস্তেগফার করবে। যেন পুনরায় এরূপ ভুল না হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'গোনাহ থেকে তওবাকারী ঐ ব্যক্তির মত, যার কোন গোনাহ নেই' *(ত্বাবারাণী কাবীর হা/৭৭৫; ছহীহুল জামে' হা/৬৮০৩)*। স্মর্তব্য যে, ছালাত পুনরায় আদায় করতে হয় কেবল ছালাতের রুকনসমূহের কোন একটি তরক হ'লে। *-মার্চ'১৫, প্রশ্নোত্তর ২৩/২২৩।*

৩০. প্রতি শুক্রবার ফজরের ছালাতে সূরা সাজদাহ ও দাহর তিলাওয়াতের কোন গুরুত্ব আছে কি?

উত্তর : শুক্রবার ফজরের ফরয ছালাতে সূরা দু'টি পাঠ করা সুন্নাত। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) এ দু'টি সূরা জুম'আর দিন ফজরে নিয়মিত তেলাওয়াত করতেন *(বুখারী হা/৮৯১; মুসলিম হা/৮৮০; মিশকাত*

Contents

হা/৮৩৮)। তবে অন্য সূরা পড়াও জায়েয আছে *(মির'আত ৩/১৪৫)*। এছাড়া রাসূল (ছাঃ) সূরা সাজদা ও মুলক না পড়ে রাতে ঘুমাতেন না *(তিরমিযী হা/৩৪০৪; মিশকাত হা/২১৫৫; ছহীহুল জামে' হা/৪৮৭৩)*। *-মার্চ'১৫, প্রশ্নোত্তর ২৫/২২৫।*

৩১. জনৈক আলেম বলেন, ছাহাবী ও তাবেঈগণ মুছাল্লার চেয়ে মাটির উপর সিজদাকে অধিক উত্তম বলে অভিহিত করেছেন'। এ বক্তব্য কতটুকু গ্রহণযোগ্য?

উত্তর : জায়নামাযের চেয়ে মাটির উপর সিজদা করা অধিক উত্তম মর্মে কোন দলীল পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ এটা ভ্রান্ত ফিরক্বা শী'আদের অনুকরণ। কেননা তাদের নিকট মাটির উপর সিজদা করা ফরয। বিশেষতঃ কারবালার মাটিতে সিজদা করা অধিক ফযীলতপূর্ণ। এজন্য তাদের অনেকে সাথে কারবালার মাটির ঢেলা রাখে ও তার উপর সিজদা করে। রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক মুছল্লার ছালাত আদায় করার বিষয়টি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। মায়মূনা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) মাদুরের উপর ছালাত আদায় করতেন *(বুখারী হা/৩৮১)*। আনাস (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে খেজুরের পাতার চাটাইয়ের উপর ছালাত আদায় করেছি *(বুখারী হা/৩৮০; মুসলিম হা/৬৫৮)*। আনাস (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ছালাত আদায় করেছি। আমাদের মধ্যে অনেকেই প্রচণ্ড গরমের কারণে কাপড়ের টুকরা মাটিতে রেখে তার উপর সিজদা করতেন *(বুখারী হা/৩৮৫; ইরওয়া হা/৩১১)*। এছাড়া এ মর্মে বহু ছাহাবীর আমল পাওয়া যায়।*-মার্চ'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩৭/২৩৭।*

৩২. জামা'আত চলাকালীন সময়ে পিছনের কাতারে একাকী হয়ে গেলে সামনের কাতার থেকে কাউকে টেনে আনতে হবে কি?

উত্তর : এমতাবস্থায় পিছনে একাকী দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করবেন। সামনের কাতার থেকে টেনে নেওয়া মর্মে বর্ণিত হাদীছটি অত্যন্ত যঈফ *(ত্বাবরাণী আওসাত্ব হা/৭৭৬৪; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/২৫৩৭; যঈফাহ হা/৯২১-৯২২;)*। আর সামনের কাতার থেকে টেনে নিলে সে ব্যক্তি কাতারকে বিচ্ছিন্নকারী হিসাবে গণ্য হয়ে আল্লাহ্র রহমত থেকেও বিচ্ছিন্ন হবে *(আবুদাঊদ হা/৬৬৬; মিশকাত হা/১১০২)*। তাছাড়া সামনের কাতার থেকে মুছল্লীকে পেছনে টেনে আনলে কাতারে শূন্যতা সৃষ্টি হয় *(ফাতাওয়া উছায়মীন ১৩/৩৮)*।

Contents

উল্লেখ্য যে, একাকী পেছনের কাতারে দাঁড়িয়ে ছালাত হবে না মর্মে যে হাদীছ রয়েছে *(আবুদাঊদ হা/৬৮২; তিরমিযী হা/২৩১; মিশকাত হা/১১০৫)* তা তখনই প্রযোজ্য হবে, যখন সামনের কাতার খালি থাকবে। অতএব এরূপ অবস্থায় মুছল্লী কাতারে একাকীই দাঁড়াবে এবং তার ছালাত হয়ে যাবে। কিন্তু সামনের কাতারে জায়গা থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ একাকী পেছনের কাতারে ছালাত আদায় করে, তাহ'লে তার ছালাত হবে না *(ইরওয়া হা/৫৪১-এর আলোচনা দ্রঃ, ২/৩২৯)*। *-এপ্রিল'১৫, প্রশ্নোত্তর ১০/২৫০।*

৩৩. ফরয ছালাতের পর নিয়মিত ১টি হাদীছ শুনাতে গেলে মাসবূক ব্যক্তিদের ছালাতে বিঘ্ন ঘটে। অন্যদিকে দেরী করলে মুছল্লীরা চলে যায়। এক্ষণে মাসবূক ছালাতরত অবস্থায় মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে কথা বলার ব্যাপারে শরী'আতের বিধান কি?

উত্তর : মাসবূকের ছালাত শেষ হওয়ার পর হাদীছ শুনানোই উত্তম। কেউ চলে গেলেও যারা থাকবেন, তারাই শুনবেন ও নেকী পাবেন। *-এপ্রিল'১৫, প্রশ্নোত্তর ১১/২৫১।*

৩৪. জনৈক আলেম বলেন, সালাম ফিরানোর পর 'আল্লাহু আকবার' বলা যাবে না। বরং আসতাগফিরুল্লাহ বলতে হবে। একথা কি ঠিক?

উত্তর : উক্ত কথা সঠিক নয়। বরং সালাম ফিরানোর পরে একবার সরবে 'আল্লাহু আকবার' এবং তিনবার 'আস্তাগফিরুল্লাহ' বলাই ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(বুখারী ফাৎহসহ হা/৮৪১-৪২; মুসলিম হা/৫৮৩; মিশকাত হা/৯৫৯)*। *-এপ্রিল'১৫, প্রশ্নোত্তর ২২/২৬২।*

৩৫. চার বা তিন রাক'আত বিশিষ্ট ছালাতের প্রথম তাশাহহুদে দরূদে ইবরাহীমী পাঠ করা যাবে কি?

উত্তর : তিন বা চার রাক'আত বিশিষ্ট ছালাতের প্রথম বৈঠকে কেবল তাশাহহুদ পড়াই যথেষ্ট। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, আমাদের উপর তাশাহহুদ ফরয হওয়ার পূর্বে আমরা বলতাম, 'আসসালামু 'আলাল্লাহি মিন ইবাদিহী'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে বললেন, তোমরা এটা না বলে বরং 'আত্তাহিইয়াতু... বল' *(নাসাঈ হা/১১৬৮; ইরওয়া হা/৩১৯)*।

প্রথম বৈঠকে তাশহ্হুদের পরে দরূদ পাঠ না করার বিষয়টি বিভিন্ন হাদীছ দ্বারা বুঝা যায়। যেমন (১) ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন যে, তাঁকে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাশাহ্হুদ শিক্ষা দেন। ... অতঃপর তিনি ছালাতের মধ্যখানে

Contents

হ'লে তাশাহ্হুদ পড়েই উঠে যেতেন। আর শেষ বৈঠক হ'লে তাশাহ্হুদের পরে ইচ্ছামত দো'আ করতেন। অতঃপর সালাম ফিরাতেন' *(আহমাদ হা/৪৩৮২; ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/৭০৮, সনদ হাসান)*। (২) আবুবকর (রাঃ) যখন প্রথম বৈঠকে বসতেন, তখন তিনি যেন গরম পাথরের উপরে বসতেন' *(মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩০৩৪, সনদ ছহীহ, ইবনু হাজার, তালখীছুল হাবীর হা/৪০৬)*। (৩) ইবনু ওমর থেকেও অনুরূপ বর্ণনা এসেছে *(ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩০৩৭)*। অর্থাৎ দ্রুত উঠে যেতেন।

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, প্রথম বৈঠকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দরূদ পাঠ করেছেন মর্মে কিছুই বর্ণিত হয়নি। যিনি এটাকে মুস্তাহাব বলেন, তিনি দরূদ পাঠের সাধারণ নির্দেশের উপর ধারণা করেই সম্ভবত এটা বলেন। যদিও শেষ বৈঠকে দরূদ পাঠের বিষয়টি বিশুদ্ধভাবে স্পষ্ট হয়ে গেছে' *(যাদুল মা'আদ ১/২৩৭; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১২৯)*।

ইমাম তিরমিযী বলেন, উক্ত আমল জারি রয়েছে বিদ্বানগণের মধ্যে' *(তিরমিযী হা/৩৬৬-এর আলোচনা)*। তবে অনেক বিদ্বান তাশাহহুদ পাঠের 'আম' হাদীছের আলোকে প্রথম তাশাহহুদে দরূদ পাঠ করা জায়েয বলেন *(ছিফাতু ছালাতিন্নবী পৃ. ১৪৬; ছহীহাহ হা/৮৭৮-এর আলোচনা)*। *-মে'১৫, প্রশ্নোত্তর ১/২৮১।*

৩৬. আমি ছালাত আদায় করি। কিন্তু আমার পরিবার করে না এবং কেউ কেউ তা করতে অস্বীকার করে। এক্ষণে আমার করণীয় কি?

উত্তর : তাদের উপর আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ না হয়ে সর্বাবস্থায় দাওয়াত অব্যাহত রাখতে হবে। প্রয়োজনে বাধ্য করতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'তুমি তোমার পরিবারকে ছালাতের আদেশ দাও এবং তুমি এর উপর অবিচল থাক' *(ত্বোয়াহা ২০/১৩২)*। পরিবারে কেউ ছালাতকে ইসলামের ফরয বিধান হিসাবে অস্বীকার করলে সে 'কাফের' হয়ে যাবে। যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। যা বাস্তবায়নের দায়িত্ব সরকারের। উক্ত দায়িত্ব পালন না করলে সরকার গুনাহগার হবেন, অন্যেরা নয়। এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তিকে এড়িয়ে চলতে হবে। আর কোনভাবেই না হ'লে অন্তরে তাদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করতে হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৩৭)*। *-মে'১৫, প্রশ্নোত্তর ১০/২৯০।*

৩৭. ছয় বছরের শিশু সাথে নিয়ে মসজিদে ছালাত আদায় করলে ইমাম ছাহেব 'শিশুরা ছালাতের একাগ্রতা বিনষ্ট করে'-এই কারণ দেখিয়ে সাথে আনতে নিষেধ করেন। এ নিষেধাজ্ঞা শরী'আতসম্মত কি?

Contents

উত্তর : ছালাতের শিশুদের সাথে করে নিয়ে যাওয়া অন্যায় নয় এবং শিশুরা ছালাতের একাগ্রতা বিনষ্ট করে এটাও ঠিক নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শিশুর ক্রন্দন শ্রবণের কারণে ছালাত সংক্ষিপ্ত করেছেন *(বুখারী হা/৭০৯; মুসলিম হা/৪৭০)*। কিন্তু শিশুকে সাথে আনতে নিষেধ করেননি। উপরন্তু তিনি নিজেও নাতনীকে নিয়ে জামা'আতে ছালাত আদায় করেছেন। আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে লোকদের ইমামতি করতে দেখেছি, এমতাবস্থায় নাতনী উমামা বিনতে আবুল 'আছ তাঁর কাঁধে ছিল। যখন তিনি রুকূতে যেতেন, তখন তাকে রেখে দিতেন এবং যখন সিজদা হ'তে উঠতেন, তখন তাকে (পুনরায় কাঁধে) ফিরিয়ে নিতেন *(বুখারী হা/৫৯৯৬; মুসলিম হা/৫৪৩; মিশকাত হা/৯৮৪ 'ছালাত' অধ্যায়)*। এছাড়া তিনি হাসান ও হোসাইন (রাঃ)-কে কোলে নিয়ে খুৎবাও দিয়েছেন *(আবুদাঊদ হা/১১০৯; ইবনু মাজাহ হা/২৯২৬)*। অতএব ইমাম ছাহেবের এরূপ নিষেধাজ্ঞা জারি করা ঠিক হয়নি। *-মে'১৫, প্রশ্নোত্তর ১৭/২৯৭।*

৩৮. স্বামী-স্ত্রী জামা'আতে ছালাত আদায় করতে পারবে কি?

উত্তর : স্বামী-স্ত্রী জামা'আত করে ছালাত আদায় করতে পারে। এ সময় স্ত্রী স্বামীর পিছনে দাঁড়াবেন *(মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/১৭৪৪১; মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/৭৫৪৭, সনদ ছহীহ)*। পুরুষ ও নারী একত্রে জামা'আত করার সময় নারী পিছনে দাঁড়াবে। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) একদিন আমাকে এবং আমার মা ও খালাকে নিয়ে ছালাত আদায় করেছিলেন। তখন আমাকে তাঁর ডান পার্শ্বে এবং মহিলাদের আমাদের পিছনে দাঁড় করিয়েছিলেন *(মুসলিম হা/৬৬০)*। *-মে'১৫, প্রশ্নোত্তর ১৯/২৯৯।*

৩৯. ছালাতরত অবস্থায় কেউ অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলে মুছল্লীদের করণীয় কি?

উত্তর : উক্ত অবস্থায় ছালাত ছেড়ে দিয়ে কিছু মুছল্লী অজ্ঞান ব্যক্তির সেবা করবে এবং অন্যরা অন্য কাউকে ইমামতির দায়িত্ব দিয়ে বাকী ছালাত আদায় করবে। কারণ এতে অজ্ঞান ব্যক্তির জীবনাবসানের আশংকা থাকে। যেমন এরূপ আশংকা থাকায় রাসূল (ছাঃ) ছালাতরত অবস্থায় সাপ ও বিচ্ছু মারতে বলেছেন *(আহমাদ হা/৭১৭৮; আবুদাঊদ হা/৯২১; ইবনু মাজাহ হা/১২৪৫; তিরমিযী হা/৩৯০; মিশকাত হা/১০০৪)*। ওমর (রাঃ) ছালাতরত অবস্থায় আহত হ'লে উপস্থিত ছাহাবীগণ তাঁকে নিয়ে তাঁর বাড়ীতে যান। বাকীদের নিয়ে আব্দুর রহমান বিন 'আওফ (রাঃ) সংক্ষিপ্ততম সূরা দিয়ে ফজরের ছালাত আদায়

Contents

করেন *(ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৬৯০৫, সনদ ছহীহ; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৭/১৩৭)*। *-মে'১৫, প্রশ্নোত্তর ২৪/৩০৪।*

৪০. আযানের পূর্বে দরূদে ইবরাহীমী পড়া যাবে কি?

উত্তর : আযানের পূর্বে দরূদে ইবরাহীমী পাঠ করার ব্যাপারে শরী'আতের কোন নির্দেশনা নেই। সুতরাং তা বিদ'আত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি এমন আমল করল, 'যার প্রতি আমার নির্দেশ নেই তা প্রত্যাখ্যাত' *(মুসলিম হা/১৭১৮; মিশকাত হা/১৪০)*। এছাড়া আযানের পূর্বে ও পরে আরো কিছু দো'আ পাঠ করা হয় যেগুলিও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়, সেগুলিও বিদ'আত *(বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃ. ৭৯)*। *-জুন'১৫, প্রশ্নোত্তর ২৩/৩৪৩।*

৪১. ইমাম যখন সালাম ফিরাবে তখন মুছল্লীরা কি তার জবাব দিবে?

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(আবুদাঊদ হা/১০০১; মিশকাত হা/৯৫৮)*। অতএব মুক্তাদীদেরকে তার জবাব দিতে হবে না। বরং মুক্তাদীরা তাই বলবে, ইমাম যা বলেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ইমাম নির্ধারণ করা হয় তার অনুসরণের জন্য' *(বুখারী হা/৬৮৯; মুসলিম; মিশকাত হা/১১৩৯)*। *-জুন'১৫, প্রশ্নোত্তর ২৬/৩৪৬।*

৪২. জামা'আত অবস্থায় রুকূ থেকে উঠে কওমা ও দুই সিজদার মধ্যবর্তী বৈঠকের দো'আ সরবে না নীরবে পাঠ করতে হবে?

উত্তর : উক্ত দো'আগুলি অনুচ্চস্বরে পাঠ করা উত্তম। আল্লাহ বলেন, 'তোমার প্রতিপালককে স্মরণ কর মনে মনে কাকুতি-মিনতি ও ভীতি সহকারে অনুচ্চস্বরে সকালে ও সন্ধ্যায়। আর তুমি উদাসীনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না' *(আ'রাফ ৭/২০৫, ৫৫; ইসরা ১৭/১১০)*। উল্লেখ্য, জনৈক ছাহাবী রুকূ থেকে উঠে সরবে দো'আ পাঠ করলে রাসূল (ছাঃ) তার ফযীলত বর্ণনা করেন *(বুখারী, মিশকাত হা/৮৭৭)*। তবে তা দো'আর ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। সরবে পড়ার ফযীলত নয়। এছাড়া হাদীছটি থেকে সেসময় অন্য কোন ছাহাবী দো'আটি সরবে পড়েছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। অতএব উক্ত দো'আগুলি নীরবে পড়াই উত্তম। *-জুন'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩৭/৩৫৭।*

৪৩. জামা'আতবদ্ধ ছালাতে শেষ তাশাহহুদের সময় যোগদান করলে তাশাহহুদ সহ অন্যান্য দো'আসমূহ পাঠ করতে হবে কি?

Contents

উত্তর : শেষ তাশাহহুদে যতটুকু সম্ভব ততটুকু পড়বে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যখন তোমাদের কেউ ছালাতে উপস্থিত হবে, তখন ইমাম যে অবস্থায় যা করতে থাকবে, সেও যেন তাই করে' *(তিরমিযী হা/৫৯১; মিশকাত হা/১১৪২)*। *-জুলাই'১৫, প্রশ্নোত্তর ১/৩৬১।*

৪৪. জনৈক আলেম বলেন, সুন্নাতযুক্ত ফরয ছালাত শেষে সংক্ষিপ্ত দো'আ পাঠ করতে হবে। আর সুন্নাত বিহীন তথা ফজর ও আছর ছালাতের পর বিস্তারিত যিকির করতে হবে। এর কোন সত্যতা আছে কি?

উত্তর : উক্ত বক্তব্যের কোন ভিত্তি নেই। বরং যেকোন ফরয ছালাত শেষে তাসবীহ ও দো'আ সমূহ সংক্ষিপ্ত বা দীর্ঘ করা দু'টিই জায়েয। মুছল্লী সম্ভবপর সকল দো'আ পাঠ করবে। আর ব্যস্ততা বা গৃহাভ্যন্তরে গিয়ে যিকর-আযকার করতে চাইলে সংক্ষিপ্ত করবে। তবে কমপক্ষে তিনি 'আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম, ...ইকরাম' বলে উঠে যাবেন *(বুখারী হা/৮৪৯; মুসলিম হা/৫৯২; মিশকাত হা/৯৬০)*। রাসূল (ছাঃ) কখনো কখনো দীর্ঘ সময় ধরে দো'আ সমূহ পাঠ করতেন *(বুখারী হা/৮৪৪; ছহীহাহ হা/১৯৬, ১০২)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'প্রত্যেক ফরয ছালাতের শেষে যে ব্যক্তি ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ ও ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পাঠ করে, সে নিরাশ হয় না' *(মুসলিম হা/৫৯৬; মিশকাত হা/৯৬৬)*। উক্ত হাদীছে প্রত্যেক ফরয ছালাতের কথা বলা হয়েছে, কেবলমাত্র সুন্নাতবিহীন ছালাতের কথা বলা হয়নি। শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, প্রত্যেক ফরয ছালাতের পর হাদীছে বর্ণিত যিকর ও দো'আ সমূহ পাঠ করবে। তার পরে সুন্নাত ছালাত থাক বা না থাক সেটা ধর্তব্য নয় *(ছহীহাহ হা/১০২-এর আলোচনা দ্রঃ)*। *-জুলাই'১৫, প্রশ্নোত্তর ১৬/৩৭৬।*

৪৫. প্রত্যেক চার রাক'আত তারাবীহ ছালাতের পর উচ্চৈঃস্বরে 'সুবহানা যিল-মুলকি ওয়াল মালাকূতি... আবাদান আবাদা... মালাইকাতি ওয়ার রূহ' দো'আ পাঠ করার কোন ভিত্তি আছে কি?

উত্তর : উক্ত দো'আটি ছূফীদের আবিষ্কৃত বানোয়াট দো'আ মাত্র। মূলতঃ তারাবীহ্‌র ছালাতে চার রাক'আত পরপর পড়ার জন্য নির্দিষ্ট কোন দো'আ নেই। তবে রাসূল (ছাঃ) বিতর ছালাত শেষে সালাম ফিরানোর পর سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ (সুবহা-নাল মালিকিল কুদ্দূস) দো'আটি সশব্দে পাঠ করতেন *(আবুদাঊদ হা/১৪৩০; মিশকাত হা/১২৭৫)*। *-জুলাই'১৫, প্রশ্নোত্তর ১৮/৩৭৮।*

Contents

৪৬. আমি কলেজ ছাত্র। ছালাতের সময় আমার ক্লাস থাকে। এক্ষেত্রে আমার করণীয় কি?

উত্তর : ক্লাসের সময় পরিবর্তনের আবেদন করতে হবে এবং সময়মত ছালাত আদায়ের চেষ্টা করতে হবে। নিয়মিতভাবে এরূপ দেরী করানো হ'লে ক্লাস বাদ দিয়ে ছালাত আদায় করতে হবে। কেননা ছালাতের ওয়াক্ত আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত *(নিসা ৪/১০৩)*। আর তাতে বাধা দানকারী হ'ল সবচেয়ে বড় যালেম *(বাক্বারাহ ২/১১৪)*। *-আগস্ট'১৫, প্রশ্নোত্তর ৫/৪০৫।*

৪৭. একাকী ছালাত আদায়ের ক্ষেত্রে আযান দেওয়া যাবে কি?

উত্তর : খোলা ও নির্জন স্থানে একাকী মুছল্লীর জন্য আযান দেওয়া মুস্তাহাব। রাসূল (ছাঃ) বলেন, কোন ব্যক্তি সমতল স্থানে থাকা অবস্থায় ওযূ বা তায়াম্মুম করে যদি কেবল ইক্বামত দিয়ে ছালাত আদায় করে, তবে তার সাথে দু'জন ফেরেশতা ছালাত আদায় করে। আর যদি আযান ও ইক্বামত দেয়, তবে আল্লাহ্র একদল সৈন্য তার পিছনে ছালাত আদায় করে, যা সে দেখতে পায় না *(মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক, ছহীহ আত-তারগীব হা/২৪৯)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, পাহাড়ের উঁচু স্থানে আযান দিয়ে ছালাত আদায়কারী রাখালকে দেখে আল্লাহ তা'আলা বিস্মিত হয়ে বলেন, 'আমার বান্দার দিকে দেখ, সে আমার ভয়ে আযান দেয় এবং ছালাত কায়েম করে। অতএব আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম ও তাকে জান্নাতে প্রবেশ করালাম' *(আবুদাউদ হা/১২০৩; ছহীহাহ হা/৪১; মিশকাত হা/৬৬৪)*। ইমাম শাওকানী বলেন, এ হাদীছের মধ্যে একাকী মুছল্লীর জন্য আযান দেওয়া সুন্নাত হওয়ার দলীল রয়েছে *(নায়লুল আওত্বার ২/৪৩)*। *-আগস্ট'১৫, প্রশ্নোত্তর ১৭/৪১৭।*

৪৮. মাগরিবের আযানের পূর্বে মসজিদে প্রবেশ করলে তাহিইয়াতুল মাসজিদ পড়তে হবে না বসে থেকে আযানের পর দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে হবে?

উত্তর : আযানের পূর্বে মসজিদে প্রবেশ করার পর যদি দু'রাক'আত ছালাত আদায় করার মত সময় থাকে, তবে তা আদায় করে বসবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করবে, তখন সে যেন দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা ব্যতীত না বসে' *(বুখারী হা/৪৪৪; মুসলিম হা/৭১৪; মিশকাত হা/৭০৪)*। তবে সময় না থাকলে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করবে।

Contents

অতঃপর আযান শেষে মাগরিবের জামা'আতের পূর্বের দু'রাক'আত নফল ছালাত আদায় করবে *(বুখারী হা/১১৮৩; মিশকাত হা/১১৬৫)*। *-আগস্ট'১৫, প্রশ্নোত্তর ২৬/৪২৬।*

৪৯. 'আল্লাহুম্মা ইন্না নাসতাঈনুকা...' মর্মে বর্ণিত দো'আটি বিতরের কুনূত হিসাবে পাঠ করা যাবে কি?

উত্তর : বিতর ছালাতের কুনূত হিসাবে উপরোক্ত দো'আটি না পড়ে *'আল্লা-হুম্মাহ্দিনী ফীমা হাদাইতা...'* মর্মে বর্ণিত ছহীহ দো'আটি পড়তে হবে *(আবুদাঊদ হা/১৪২৫; তিরমিযী হা/৪৬৪; মিশকাত হা/১২৭৩)*। *'আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্ত াঈনুকা...'* দো'আটি কুনূতে নাযেলায় পড়ার ব্যাপারে এসেছে *(বায়হাক্বী ২/২১০, হা/২৯৬৩)*। আলবানী (রহঃ) বলেন, আমি এ দো'আটি বিতরের কুনূতে পড়ার ব্যাপারে কোন রেওয়ায়াত পাইনি' *(ইরওয়া হা/৪২৫ ২/১৭২ পৃ.)*। *-আগস্ট'১৫, প্রশ্নোত্তর ২৮/৪২৮।*

৫০. ওয়াহদাতুল উজূদে বিশ্বাসী ইমামের পিছনে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

উত্তর : জেনে-শুনে ওয়াহদাতুল উজূদে বিশ্বাসী কোন ইমামের পিছনে ছালাত বৈধ নয়। কেননা এটি সম্পূর্ণ কুফরী আক্বীদা। ওয়াহদাতুল উজূদ বলতে অদ্বৈতবাদী দর্শন বুঝায়, যা বান্দার সত্তাকে আল্লাহ্র সত্তায় বিলীন করে দেয়। এই আক্বীদার অনুসারী ছূফীরা স্রষ্টা ও সৃষ্টিতে কোন পার্থক্য করে না। তাদের দৃষ্টিতে সবই আল্লাহ এবং সব সৃষ্টিই আল্লাহ্র অংশ। তাদের মতে, আল্লাহ নিরাকার। তিনি আরশে নন, বরং সর্বত্র বিরাজমান। অতএব যে ব্যক্তি মূর্তিপূজা করে কিংবা গাছ, পাথর, মানুষ, তারকা ইত্যাদি পূজা করে, সে মূলতঃ আল্লাহকেই পূজা করে। সবকিছুর মধ্যে আল্লাহ্র নূর বা জ্যোতির প্রকাশ রয়েছে। সুতরাং মানুষের মধ্যে মুমিন ও কাফের-মুশরিক বলে কোন পার্থক্য নেই। তাদের ধারণায় খৃষ্টানরা কাফের এজন্য যে, তারা কেবল ঈসা (আঃ)-কেই প্রভু বলেছে। যদি তারা সকল সৃষ্টিকেই আল্লাহ বলত, তাহ'লে তারা কাফের হ'ত না। বলা বাহুল্য এটাই হ'ল হিন্দুদের 'সর্বেশ্বরবাদ'। বর্তমানে এই আক্বীদাই মা'রেফাতপন্থী ছূফীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। অতএব জেনে-শুনে এরূপ নষ্ট আক্বীদাসম্পন্ন ইমামের পিছনে ছালাত আদায় করা যাবে না। তবে না জেনে যদি কেউ তাদের ইক্তেদা করে, তবে তার ছালাত হয়ে যাবে। *-আগস্ট'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩৫/৪৩৫।*

Contents

৫১. ছালাতে আয়াতের জওয়াব সরবে দিতে হবে না নীরবে?

উত্তর : আয়াতের জওয়াব নীরবে দিতে হবে। কারণ ছালাতের শুরু হ'তে শেষ পর্যন্ত শুধুমাত্র 'আমীন' সরবে বলার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় *(তিরমিযী হা/২৪৮; আহমাদ হা/১৮৮৭৪; দারাকুৎনী হা/১২৮৬; মিশকাত হা/৮৪৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মুছল্লী তার প্রতিপালকের সাথে চুপে চুপে কথা বলে' *(বুখারী হা/৪১৬; মিশকাত হা/৭১০)*। *-আগস্ট'১৫, প্রশ্নোত্তর ৪০/৪৪০।*

৫২. চার রাক'আত বিশিষ্ট ছালাত আদায়ের ক্ষেত্রে প্রথম দুই রাক'আত না পেলে পরে তা আদায়ের সময় সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা মিলাতে হবে কি?

উত্তর : মিলাতে হবে না। এ সময় তিনি ইমামের অনুসরণে কেবল সূরা ফাতিহা পড়বেন। অতঃপর ইমামের সালাম শেষে মাসবূক হিসাবে তার শেষ দু'রাক'আতে অন্য সময়ের ন্যায় কেবল সূরা ফাতিহা পাঠ করবেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ইমাম নিযুক্ত হন তাকে অনুসরণের জন্য' *(বুখারী হা/৩৭৮)*। তিনি বলেন, 'ছালাতের যে অংশটুকু তোমরা পাও সেটুকু আদায় কর। আর যেটুকু বাদ পড়ে, সেটুকু পূর্ণ কর' *(বুখারী হা/৬৩৫; মুসলিম হা/৬০২; মিশকাত হা/৬৮৬)*। এখানে ইমামের শেষাংশ হ'ল মাসবূকের প্রথমাংশ। অতঃপর মাসবূক তার বাকী শেষ দু'রাক'আত আদায় করবেন। এর ফলে মাসবূকের মোট চার রাক'আতেই সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হয়। তাছাড়া ছালাত প্রথম দিক থেকে শেষে এসে সংক্ষেপ করতে হয় *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৮০)*। *-সেপ্টেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩/৪৪৩।*

৫৩. যে মহিলা ছালাত আদায় করে না, তার হাতের রান্না খাওয়া যাবে কি?

উত্তর : নারী হৌক বা পুরুষ হৌক ছালাত পরিত্যাগ করা কুফরী পর্যায়ভুক্ত মহাপাপ। তাই শাসনের জন্য এসব লোকদের রান্না খাওয়া থেকে বিরত থাকা যায়। তবে এটি হারাম নয়। কেননা রাসূল (ছাঃ) ইহূদী ও মুশরিক মহিলার বাড়ীতে খেয়েছেন *(বুখারী হা/৩৪৪; মিশকাত হা/৫৯৩১)*। *-সেপ্টেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ৫/৪৪৫।*

৫৪. তাশাহহুদে সালাম ফিরানো পর্যন্ত আঙুল কি একবার উঠালেই চলবে না অনবরত নাড়াতে হবে?

Contents

উত্তর : নাড়ানোই সুন্নাত। তবে তা যেন দ্রুত ও দৃষ্টিকটূ না হয়। ওয়ায়েল বিন হুজ্‌র (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হাদীছে তিনি বলেন, فَحَلَّقَ حَلْقَةً ثُمَّ رَفَعَ أُصْبُعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا 'নবী করীম (ছাঃ) হাতের আঙ্গুলসমূহকে গুটিয়ে মুঠ বাঁধলেন। অতঃপর তিনি আঙ্গুল উঁচু করলেন। আমি তাঁকে দেখলাম যে, তিনি সেই আঙ্গুলটি নাড়াচ্ছেন ও তার দ্বারা দো'আ করছেন' *(আবুদাঊদ হা/৯৮৯; দারেমী হা/১৩৫৭; মিশকাত হা/৯১১ 'তাশাহ্‌হুদ' অধ্যায়)*। উল্লেখ্য যে, একবার ওঠাতে হবে মর্মে কোন জাল-যঈফ হাদীছও নেই *(মিশকাত হা/৯০৬ নং হাদীছের টীকা দ্রঃ)*। *-সেপ্টেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ৮/৪৪৮।*

৫৫. বাড়ী থেকে মসজিদ দূরে হওয়ায় অলসতাবশতঃ জামা'আতে ছালাত আদায় করা হয় না। এক্ষণে জুম'আ ছাড়া পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত বাড়ীতে জামা'আতে আদায় করা যাবে কি?

উত্তর : শারঈ ওযর ব্যতীত আযান শুনে মসজিদে না আসলে ছালাত কবুলযোগ্য হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আযান শুনতে পেয়েও বিনা ওযরে মসজিদে যায় না তার ছালাত সিদ্ধ হবে না'। রাবী আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'ওযর' হচ্ছে ভয় ও অসুস্থতা *(ইবনু মাজাহ হা/৭৯৩; দারাকুৎনী হা/১৫৭৪; হাকেম হা/৮৯৪,; মিশকাত হা/১০৭৭; ছহীহ আত-তারগীব হা/৪২৬)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে জনৈক অন্ধ ছাহাবী মসজিদের পথ দেখানোর মত কেউ না থাকার ওযর পেশ করে বাড়ীতে ছালাত আদায়ের অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি বললেন, 'তুমি কি আযান শুনতে পাও? শুনতে পেলে মসজিদে এসো' *(মুসলিম হা/৬৫৩; মিশকাত হা/১০৫৪)*। এছাড়া মুছল্লী যত বেশী দূর থেকে মসজিদে আগমন করবে, ততবেশী পরিমাণ নেকী তার আমলনামায় যুক্ত হবে *(আবুদাঊদ হা/৫৫৬)*। আর শারঈ ওযর বশতঃ বাড়ীতে জামা'আতে ছালাত আদায় করলে জামা'আতের নেকী পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ। *-সেপ্টেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ১৭/৪৫৭।*

৫৬. পুরুষের ইমামতিতে মহিলা জামা'আত চলাকালীন অবস্থায় ইমামের ক্বিরাআতে বা ছালাতে ভুল হ'লে মহিলারা লোকমা বা ভুল সংশোধন করে দিতে পারবে কি?

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) বলেন, ইমাম কোন ভুল করলে পুরুষেরা 'সুবহানাল্লাহ' বলবে এবং মহিলা মুক্তাদীগণ হাতে হাত মেরে আওয়ায করবেন *(বুখারী*

Contents

হা/১২০৩; মুসলিম হা/৪২২; মিশকাত হা/৯৮৮; ফাৎহুল বারী ৩/৭৭)। *-সেপ্টেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ১৯/৪৫৯*।

৫৭. জনৈক ইমাম বলেন, তারাবীহ বা তাহাজ্জুদ ছালাতের পূর্বে সংক্ষেপে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে হবে। এ বক্তব্যের সত্যতা আছে কি?

উত্তর : একথা সঠিক নয়। বরং রাসূল (ছাঃ) তাহাজ্জুদ ছালাতের প্রথম দু'রাক'আত সংক্ষিপ্তভাবে আদায় করতেন। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যখন রাতের ছালাতে দণ্ডায়মান হবে, সে যেন সংক্ষেপে দু'রাক'আত ছালাতের মাধ্যমে (তাহাজ্জুদ) ছালাতের সূচনা করে' *(মুসলিম হা/৭৬৮; আবুদাঊদ হা/১৩২৩; মিশকাত হা/১১৯৪)*। *-সেপ্টেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ২১/৪৬১*।

৫৮. তারাবীহ বা তাহাজ্জুদের ছালাত আদায়ের ক্ষেত্রে প্রত্যেক দু'রাক'আত শুরু করার সময় ছানা পাঠ করতে হবে না প্রথমে একবার পড়লেই যথেষ্ট হবে?

উত্তর : ফরয হোক নফল হোক প্রত্যেক ছালাতের শুরুতে ছানা পাঠ করতে হবে। কেননা রাসূল (ছাঃ) যখন কোন ছালাত শুরু করতেন, তখন ছানা পাঠ করতেন *(বুখারী হা/৭৪৪; মুসলিম হা/৫৯৮; তিরমিযী হা/২৪৩; আবুদাঊদ হা/৭৭৬; মিশকাত হা/৮১২-১৩, ৮১৫)*। এখানে ছানাকে ছালাত শুরুর সাথে খাছ করা হয়েছে। সুতরাং সালাম ফিরানোর পর নতুনভাবে ছালাত শুরু করলে ছানা পাঠ করতে হবে। *-সেপ্টেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ২৩/৪৬৩*।

৫৯. বার্ধক্য জনিত হাঁটুর ব্যথার কারণে চেয়ারে বসে নিয়মিতভাবে ছালাতের ইমামতি করা জায়েয হবে কি?

উত্তর : নিয়মিতভাবে নয়, বরং মাঝে-মধ্যে বাধ্যগত অবস্থায় দাঁড়িয়ে ইমামতি করতে অক্ষম ব্যক্তির চেয়ারে বসে ছালাতের ইমামতি করা জায়েয। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একবার ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে আহত হয়ে যোহর-আছরের ছালাতে বসে ইমামতি করেছেন এবং ছাহাবীগণ তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করেছেন *(বুখারী হা/৬৮৯; মিশকাত হা/১১৩৯; মির'আত ৪/৮৯)*। অতএব স্থায়ীভাবে অক্ষম হয়ে পড়লে এবং দাঁড়াতে সক্ষম যোগ্য ব্যক্তি থাকলে ইমামতি ছেড়ে দেওয়াই উত্তম হবে। কেননা দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করা ছালাতের অন্যতম রুকন *(বাক্বারাহ ২/২৩৮)*। *-সেপ্টেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ২৫/৪৬৫*।

Contents

জুম‘আ ও ঈদ

১. ঈদগাহের পশ্চিম পার্শ্বের দেওয়ালে মেহরাব ও মিম্বর এবং চার পাশে প্রাচীর নির্মাণ করায় শরী‘আতে কোন বাধা আছে কি?

উত্তর : ঈদগাহে মেহরাব ও মিম্বর করার কোন দলীল পাওয়া যায় না। বরং রাসূল (ছাঃ) ফাঁকা ময়দানে ছালাত আদায় করতেন। আব্দুল্লাহ্ ইবনু ওমর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) যখন ঈদের দিন বের হ’তেন তখন একটি বর্শা নিয়ে আসার জন্য নির্দেশ দিতেন। অতঃপর সেটিকে তাঁর সামনে পুঁতে দেয়া হ’ত। সেটিকে সুতরা বানিয়ে তিনি ছালাত আদায় করতেন। এমতাবস্থায় লোকেরা তাঁর পিছনে থাকত *(বুখারী হা/৪৯৪; মুসলিম হা/৫০১; আবুদাঊদ হা/৬৮৭)*। তিনি ঈদের ময়দানে মিম্বর ছাড়াই দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতেন। পরবর্তীতে মারওয়ান ইবনুল হাকাম মদীনার গভর্ণর থাকাকালীন ঈদের ময়দানে মিম্বর তৈরী করেন *(বুখারী ১/১৩১)*। অন্য কোন ছাহাবী, তাবেঈ ও তাবে‘ তাবেঈ থেকে এ মর্মে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে ঈদগাহ হেফাযতের উদ্দেশ্যে প্রাচীর দেওয়া এবং কিবলার স্থানে চিহ্ন রাখায় কোন দোষ নেই। *-নভেম্বর’১৪, প্রশ্নোত্তর ১৮/৫৮।*

২. মসজিদে ঈদের ছালাত আদায় করলে তাহিইয়াতুল মসজিদ পড়তে হবে কি?

উত্তর : ঈদের ছালাতে মসজিদে আদায় করা হ’লে ছালাতের পূর্বে দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করতে হবে। কেননা এটা মসজিদের সাথে সম্পর্কিত সুন্নাত, ছালাতের সাথে নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করবে দু’রাক‘আত ছালাত আদায় না করে যেন সে না বসে’ *(বুখারী হা/৪৪৪; মুসলিম হা/৭১৪; মিশকাত হা/৭০৪)*। শায়খ বিন বায বলেন (রহঃ) বলেন, ঈদের ছালাত মসজিদে আদায় করলে তার পূর্বে দু’রাক‘আত ছালাত করবে, যদিও তখন নিষিদ্ধ সময় হয়। আর ঈদগাহে তা আদায় করলে তার পূর্বে ও পরে কোন ছালাত নেই *(মাজমূ‘ ফাতাওয়া ইবনু বায ১৩/১৫)*। শায়খ উছায়মীনও একই কথা বলেন *(শারহুল মুমতে‘ ৫/১৫৩, মাজমূ‘ ফাতাওয়া ওছায়মীন ১৬/১৫৪)*। *-নভেম্বর’১৪, প্রশ্নোত্তর ২৮/৬৮।*

৩. যারা সঊদী আরবের সাথে একই দিনে ছিয়াম ও ঈদ পালন করে, তাদেরকে খারেজী বলা যাবে কি?

Contents

উত্তর : কেবল উক্ত আমলের কারণে তাদেরকে খারেজী বলা যাবে না। বরং খারেজীদের অন্যান্য চরমপন্থী আক্বীদা ও আমল কারু মধ্যে পাওয়া গেলে, তাকে খারেজী আক্বীদার অনুসারী বলা যায়। কিন্তু খারেজী ইত্যাদি মন্দ লকবে কাউকে ডাকা উচিত নয়। তাতে তার মধ্যে যিদ সৃষ্টি হবে এবং হেদায়াত লাভের পথ বন্ধ হয়ে যাবে। আল্লাহ বলেন, ‘হে মুমিনগণ! তোমরা ... একে অপরকে মন্দ লকবে ডেকো না। কেউ ঈমান আনলে তাকে মন্দ নামে ডাকা গোনাহের কাজ। আর যারা এ কাজ থেকে তওবা করে না, তারাই যালেম’ *(হুজুরাত ৪৯/১১)*। *-ডিসেম্বর’১৪, প্রশ্নোত্তর ৩/৮৩।*

৪. ঈদ পুণর্মিলনী অনুষ্ঠান করা যাবে কি?

উত্তর : উক্ত নামে অনুষ্ঠান করা যাবে না। তবে কোনরূপ আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই ঈদের সময় পারস্পরিক সাক্ষাৎ ও একত্রে খানাপিনায় কোন দোষ নেই। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা বলেন, আমার ভালবাসা তাদের জন্য ওয়াজিব হয়ে যায় যারা আমার জন্য পরস্পরকে ভালবাসে, এক সাথে বসে, একে অপরের জন্য খরচ করে এবং পরস্পরের সাথে মিলিত হয়’ *(আহমাদ হা/২২৮৩৪; ছহীহুল জামে‘ হা/৪৩৩১; ছহীহ তারগীব হা/৩০১৯)*। *-ডিসেম্বর’১৪, প্রশ্নোত্তর ১৩/৯৩।*

৫. রাসূল (ছাঃ) ঋতুবতীদের ঈদের ছালাতে অংশগ্রহণ না করে দো‘আয় শরীক হ’তে বলেছেন। এটা দ্বারা কি উক্ত ছালাতে সম্মিলিত মুনাজাত প্রমাণ হয় না?

উত্তর: এখানে দো‘আয় শরীক হওয়ার অর্থ হ’ল, খুৎবা শ্রবণ করা, তা থেকে নছীহত গ্রহণ করা, উক্ত সমাগমে শরীক হয়ে তাকবীর, তাহলীল, তাহমীদ ও তাসবীহে অংশগ্রহণ করা ইত্যাদি। সেকারণ উক্ত হাদীছের বর্ণনাকারী উম্মু আতিয়া (রাঃ) বলেন, আমাদের পর্দানশীন কুমারী হায়েযা মহিলারা ঈদের ময়দানে বের হ’তেন। অতঃপর লোকদের পিছনে অবস্থান করে তাদের সাথে তাকবীরে অংশগ্রহণ করতেন *(মুসলিম হা/৮৯০; ছহীহাহ হা/৬০০)*। অন্যত্র তিনি বলেন, ‘অতঃপর মহিলারা পুরুষদের পিছনে থাকত, তারপর তাদের তাকবীরের সাথে তাকবীর ও তাদের দো‘আর সাথে দো‘আ করত এবং এই দিনের বরকত ও পবিত্রতার প্রত্যাশা করত’ *(বুখারী হা/৯৭১)*। উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় মিশকাতের ভাষ্যকার ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী বলেন, ‘মুসলিমদের দো‘আ বলতে সকলকে শামিল করে। উক্ত কথা দ্বারা ঈদের ছালাতের পরে

Contents

দো'আ করা বুঝানো হয়, যেমনটি পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের শেষে করা হয়। অথচ তা ত্রুটিপূর্ণ। কারণ ঈদায়নের ছালাতের পর দো'আ করা রাসূল (ছাঃ) থেকে প্রমাণিত নয়। আর কেউ তা বর্ণনাও করেনি। বরং তাঁর থেকে প্রমাণিত আছে যে, ছালাতের পরে খুৎবা ছাড়া দ্বিতীয় কোন কাজ করতেন না। সুতরাং 'দা'ওয়াতুল মুসলিমীন' দ্বারা উক্ত অর্থ গ্রহণ করা ঠিক হবে না। বরং এর মূল উদ্দেশ্য হ'ল- যিকির-আযকার-দো'আ, বক্তব্য-নছীহত। কারণ দাওয়াত শব্দটি ব্যাপক' *(মির'আতুল মাফাতীহ ৫/৩১)*। *-জানুয়ারী'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩২/১৫২।*

৬. জুম'আ ও যোহর ছালাতের সময় কি একই? যদি তাই হয়, তবে খুৎবা লম্বা না করে জুম'আর ছালাত আউয়াল ওয়াক্তে আদায় করাই কি উত্তম হবে?

উত্তর : জুম'আ ও যোহরের ছালাতের সময় একই। আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, সূর্য যখন (পশ্চিম আকাশে) ঢলে যেত তখন নবী করীম (ছাঃ) জুম'আর ছালাত আদায় করতেন *(বুখারী হা/৯০৪; মিশকাত হা/১৪০১)*। তবে এর অর্থ এই নয় যে, যোহরের ছালাত যেমন ১৫ মিনিটে শেষ হয়, খুৎবা সহ জুম'আর ছালাত তেমনি সংক্ষিপ্ত সময়ে শেষ হবে। যোহরের ছালাতে খুৎবা নেই। কিন্তু জুম'আর ছালাতে খুৎবা রয়েছে। যার অর্থ ভাষণ। ফলে তা লম্বা হবেই। আর খুৎবা আখেরাতমুখী, সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ হওয়া বাঞ্ছনীয় *(মুসলিম হা/৮৬৬, ৮৬৯; মিশকাত হা/১৪০৫-০৬)*। তবে দীর্ঘ হওয়াও জায়েয আছে *(মুসলিম হা/২৮৯২)*। জাবের (রাঃ) বলেন, খুৎবার সময় রাসূল (ছাঃ)-এর দু'চোখ উত্তেজনায় লাল হয়ে যেত। গলার স্বর উঁচু হ'ত? ক্রোধ ভীষণ হ'ত। যেন তিনি কোন সৈন্যদলকে হুঁশিয়ার করছেন' *(মুসলিম হা/৮৬৭; মিশকাত হা/১৪০৭)*। অতএব ঐ খুৎবা অবশ্যই দু'পাঁচ মিনিটের জন্য ছিল না। বরং প্রয়োজনমত ছিল। সুতরাং খুৎবা দীর্ঘ হ'লে খুৎবা শুরুর সময় প্রয়োজনমত এগিয়ে নিতে হবে এবং ছালাত আউয়াল ওয়াক্তে পড়াই উত্তম হবে।

উল্লেখ্য যে, আজকাল জুম'আর মূল দু'টি খুৎবা আরবীতে ১০ মিনিটে শেষ করে দেওয়া হয় এবং তার পূর্বে মিম্বরে বসে বাংলায় আরেকটি খুৎবা দেওয়া হয়। যা পরিষ্কারভাবে বিদ'আত। যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। *-ফেব্রুয়ারী'১৫, প্রশ্নোত্তর ১৯/১৭৯।*

৭. জুম'আর খুৎবার পর মসজিদে প্রবেশ করলে যোহরের ছালাত আদায় করতে হবে কি?

Contents

উত্তর : না। বরং জুম‘আর ছালাত ইমামের সাথে এক রাক‘আত পেলে বাকী আরেক রাক‘আত যোগ করবে’ *(বুখারী হা/৫৮০; মুসলিম হা/৬০৭; মিশকাত হা/১৪১২)*। কিন্তু ২য় রাকা‘আতের রুকূ না পেলে (যোহরের) চার রাক‘আত পড়বে *(মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, বায়হাক্বী ৩/২০৪; সনদ ছহীহ; ইরওয়া ৩/৮২ হা/৬২১-২২)*। *-নভেম্বর’১৪, প্রশ্নোত্তর ৩/৪৩।*

৮. মহিলাদের জন্য জুম‘আর ছালাত আদায় করা কি যরূরী?

উত্তর : মহিলাদের জন্য জুম‘আর ছালাত ফরয নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, জুম‘আর ছালাত প্রত্যেক মুসলমানের উপর জামা‘আতে আদায় করা ওয়াজিব। কিন্তু গোলাম, মহিলা, শিশু ও রোগী ব্যতীত *(আবুদাঊদ হা/১০৬৭; মিশকাত হা/১৩৭৭; ইরওয়া হা/৫৯২)*। এছাড়া সকল ছালাত বাড়ীতে আদায় করাই মহিলাদের জন্য উত্তম *(আবুদাঊদ হা/৫৬৭; মিশকাত হা/১০৬২)*। তবে তারা জুম‘আর খুৎবা ও জামা‘আতে যোগদান করতে পারেন। যেমন বায়‘আতে রিযওয়ানে যোগদানকারিণী ছাহাবী উম্মে হিশাম বিনতে হারেছাহ (রাঃ) বলেন, আমি সূরা ক্বাফ (প্রথমাংশ) মুখস্থ করেছি রাসূল (ছাঃ)-এর যবানী থেকে, যা তিনি মিম্বরে দাঁড়িয়ে প্রতি জুম‘আর খুৎবায় পাঠ করতেন’ *(মুসলিম হা/৮৭৩; মিশকাত হা/১৪০৯)*। অতএব মহিলাদের জন্য এটি এখতিয়ারী বিষয়। কারণ তাতে তারা অনেক উপদেশ লাভ করতে পারেন *(মির‘আত ৪/৪৯৮)*। *-মার্চ’১৫, প্রশ্নোত্তর ৩/২০৩।*

৯. জুম‘আর ছালাতের পর ছয় রাক‘আত সুন্নাত আদায়ের বিষয়টি কি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত?

উত্তর : জুম‘আর ছালাতের পর দুই, চার বা ছয় রাক‘আত সুন্নাত ছালাত আদায় করা যায়। রাসূল (ছাঃ) জুম‘আর ছালাতের পরে তাঁর বাড়ীতে দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করতেন *(আবুদাঊদ হা/১১৩২)*। তিনি বলেন, ‘তোমাদের কেউ যখন জুম‘আর ছালাত আদায় করবে তখন সে যেন তার পরে চার রাক‘আত ছালাত আদায় করে’ *(মুসলিম হা/৮৮১; মিশকাত হা/১১৬৬)*। ছয় রাক‘আতের সমর্থনে আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) ও আলী (রাঃ)-এর আমল পাওয়া যায়। তারা জুম‘আর ছালাতের পর প্রথমে দু’রাক‘আত, এরপর চার রাক‘আত আদায় করতেন এবং আদায়ের নির্দেশ দিতেন *(তিরমিযী হা/৫২৩; মিশকাত হা/১১৮৭)*। অতএব জুম‘আর পর দুই, চার ও ছয়

Contents

রাক'আত সুন্নাত ছালাত রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের আমল দ্বারা প্রমাণিত। *-এপ্রিল'১৫, প্রশ্নোত্তর ৪/২৪৪।*

১০. জনৈক আলেম বলেন, জুম'আর খুৎবা চলা অবস্থায় সুন্নাত ছালাত আদায় করা হারাম। এ বক্তব্য কি সঠিক?

উত্তর : বক্তব্যটি ভিত্তিহীন ও ছহীহ হাদীছ বিরোধী। একদা রাসূল (ছাঃ) জুম'আর খুৎবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় সুলাইক গাতফানী নামক জনৈক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে সুন্নাত না পড়েই বসে পড়েন। রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, হে সুলাইক! দাড়াও এবং দু'রাক'আত ছালাত পড়ে বস। অতঃপর তিনি বললেন, তোমাদের কেউ যখন ইমামের খুৎবারত অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করবে, তখন সে যেন সংক্ষিপ্তভাবে দু'রাক'আত ছালাত আদায় ব্যতীত না বসে *(মুসলিম হা/৮৭৫; মিশকাত হা/১৪১১)*। *-এপ্রিল'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩৭/২৭৭।*

১১. জুম'আর ছালাত আদায়রত অবস্থায় মাইকের লাইন বন্ধ হয়ে গেলে এবং কিছু মুছল্লী ইমাম ছাহেবের আওয়ায শুনতে না পেলে তাদের জন্য করণীয় কি?

উত্তর : এমতাবস্থায় ইমামের তাকবীর শুনতে পাচ্ছেন এমন কেউ ইমামের পিছে পিছে সশব্দে তাকবীর সমূহ বলবেন। যাতে বাইরের মুছল্লীরা শুনতে পান। অথবা মাসবূকের ন্যায় প্রত্যেকে একাকী ছালাত আদায় করে নিবেন *(মাজমূ' ফাতাওয়া বিন বায ১২/৩৩১)*। *-জুলাই'১৫, প্রশ্নোত্তর ১৭/৩৭৭।*

১২. বর্তমানে একই দিনে ছিয়াম ও ঈদ পালন করার জন্য কিছু লোকের মাঝে ঔৎসুক্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে। শারঈ দৃষ্টিকোণ থেকে এটা সঠিক হবে কি?

উত্তর : শরী'আতের দৃষ্টিতে এটি সঠিক হবে না। কেননা আল্লাহ পাক বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি (রামাযানের) এ মাস পাবে, সে যেন ছিয়াম রাখে' *(বাক্বারাহ ২/১৮৫)*। 'এ মাস পাবে' অর্থ এ মাসের চাঁদ দেখতে পাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা চাঁদ দেখে ছিয়াম রাখ ও চাঁদ দেখে ছিয়াম ভঙ্গ কর। যদি চাঁদ তোমাদের নিকটে আচ্ছন্ন থাকে, তাহ'লে শা'বান ত্রিশ দিন পূর্ণ করে নাও' *(বুখারী হা/১৯০৯; মুসলিম হা/১০৮১; মিশকাত হা/১৯৭০*

Contents

'ছাওম' অধ্যায়, 'চাঁদ দেখা' অনুচ্ছেদ)। উপরোক্ত দলীলসমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ছিয়াম ও ঈদের জন্য চাঁদ দেখা শর্ত। এক্ষণে এই চাঁদ দেখার বিষয়টি অঞ্চল বিশেষের সঙ্গে সম্পৃক্ত, না আধুনিক মিডিয়ার মাধ্যমে বিশ্বের যেকোন প্রান্তে দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি চাঁদ দেখার সংবাদ দিলেই পৃথিবীর সকল দেশের সকল মুমিনের জন্য তা প্রযোজ্য হবে?

এ ব্যাপারে মানুষের মস্তিষ্কপ্রসূত যুক্তি-তর্ক বাদ দিয়ে ছাহাবায়ে কেরামের আমলকে অগ্রাধিকার দেয়াই যথার্থ হবে। কুরাইব (রাঃ) বর্ণিত আছারে এসেছে যে, তিনি সিরিয়ায় রামাযানের ছিয়াম রেখে এক মাসের পথ শেষে মদীনায় ফিরে এখানকার ছিয়ামের সাথে এক দিন কমবেশ দেখতে পান। এ বিষয়ে ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, তোমরা ওখানে কবে চাঁদ দেখেছিলে? আমি বললাম, শুক্রবার সন্ধ্যায়। তিনি বললেন, আমরা এখানে শনিবারে সন্ধ্যায় চাঁদ দেখেছি। অতএব এখানে আমরা ছিয়াম চালিয়ে যাব, যতক্ষণ না ঈদের চাঁদ দেখতে পাব'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, আমরা ৩০ দিন পূর্ণ করব। তাঁকে বলা হ'ল, মু'আবিয়ার চাঁদ দেখা ও ছিয়াম রাখা কি আপনার জন্য যথেষ্ট নয়? তিনি বললেন, না। এভাবেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে নির্দেশ দান করেছেন' *(মুসলিম হা/১০৮৭ 'ছিয়াম' অধ্যায়)*। ইমাম নববী বলেন, এ হাদীছ স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, এক শহরের চন্দ্র দর্শন অন্য শহরে প্রযোজ্য নয় অধিক দূরত্বের কারণে *(মির'আত হা/১৯৮৯-এর ব্যাখ্যা ৬/৪২৮ পৃ.)*।

উল্লেখ্য যে, সিরিয়া মদীনা থেকে উত্তর-পশ্চিমে এক মাসের পথ এবং প্রায় ৭০০ মাইল দূরত্বে অবস্থিত। সময়ের পার্থক্য মদীনা থেকে ১৪ মিনিট ৪০ সেকেন্ড পরে। চন্দ্র পশ্চিম দিক থেকে আগে ওঠে বিধায় সেখানে মদীনার একদিন পূর্বে চাঁদ দেখা গিয়েছিল। মিশকাতের ভাষ্যকার ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী বলেন, 'আধুনিক হিসাব মতে পশ্চিম অঞ্চলে চাঁদ দেখা গেলে পশ্চিমাঞ্চলসহ সেখান থেকে অন্যূন ৫৬০ মাইল দূরত্বে পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য ঐ চাঁদ গণ্য হবে। আর যদি পূর্বাঞ্চলে চাঁদ দেখা যায়, তাহ'লে পশ্চিমাঞ্চলের অনুরূপ দূরত্বের অধিবাসীদের জন্য উক্ত চাঁদ গণ্য হবে' *(মির'আত ৬/৪২৯)*। জ্যোতির্বিজ্ঞানের উক্ত হিসাব মতে মক্কায় চাঁদ দেখা গেলে আশপাশের ৫৬০ মাইল পর্যন্ত উক্ত চাঁদ দেখতে পাওয়া সম্ভব।

Contents

অতএব উক্ত দূরত্বের অধিবাসীগণ উক্ত চাঁদের হিসাবে ছিয়াম ও ঈদ পালন করতে পারেন, সারা পৃথিবীর মানুষ নয়।

অতএব দু'জন মুসলিমের সাক্ষ্য ঐ অঞ্চলের মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, যে অঞ্চলে একই দিনে চাঁদ দেখা সম্ভব *(বিস্তারিত দ্রঃ মাসিক আত-তাহরীক জানুয়ারী ২০০৫ প্রশ্নোত্তর সংখ্যা ১/১২১; আগষ্ট ২০১১ প্রশ্নোত্তর সংখ্যা ৩৩/৪৩৩; আগস্ট ২০১৩ প্রবন্ধ, প্রসঙ্গ : সারাবিশ্বে একইদিনে ছিয়াম ও ঈদ; সেপ্টেম্বর'১৩, দরসে কুরআন : নবচন্দ্রসমূহ)*। *-জুলাই'১৫, প্রশ্নোত্তর ২০/৩৮০।*

১৩. আমাদের এলাকা হানাফী অধ্যুষিত। আমি কি তাদের সাথে ৬ তাকবীরে ঈদের ছালাত পড়ব, না ছালাত আদায় থেকে বিরত থাকব?

উত্তর : ঈদায়নের ছালাতে ১২ তাকবীরের হাদীছগুলি ছহীহ *(আবুদাঊদ হা/১১৫০; ইবনু মাজাহ হা/১২৮০; দারাকুৎনী হা/১৭০৪, ১৭১০, সনদ ছহীহ)*। সেকারণ ১২ তাকবীরে ঈদের ছালাত হয়, এমন জামা'আতে শরীক হওয়া যরূরী। তবে সম্ভব না হ'লে ৬ তাকবীরের জামা'আতেই শরীক হবে। কেননা এতে সুন্নাত অনুসরণ না হ'লেও ছালাত বাতিল হবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ইমামগণ তোমাদের ছালাতে নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন। এক্ষণে তারা সঠিকভাবে ছালাত আদায় করালে তোমাদের জন্য নেকী রয়েছে। আর তারা ভুল করলে তোমাদের জন্য রয়েছে নেকী, কিন্তু তাদের জন্য রয়েছে গোনাহ' *(বুখারী হা/৬৯; মিশকাত হা/১১৩৩)*। *-আগস্ট'১৫, প্রশ্নোত্তর ১৪/৪১৪।*

১৪. জুম'আর দ্বিতীয় খুৎবায় কুরআন তেলাওয়াত, দরূদ পাঠ ও নিজ ভাষায় দো'আ করা যাবে কি?

উত্তর : জুম'আর দ্বিতীয় খুৎবায় খতীব ছাহেব হাম্দ ও দরূদ সহ সকল মুসলমানের জন্য দো'আ করবেন *(জুম'আ ৬২/১১; মুসলিম হা/৮৬৬; মিশকাত হা/১৪০৫, ১৫, ১৬; নাসাঈ হা/১৪১৮, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৩৪; মির'আত ২/৩০৮)*। প্রয়োজনে এই সময় কিছু নছীহতও করা যায় *(নাসাঈ হা/১৪১৭-১৮; তিরমিযী হা/৫০৬)*। এছাড়া মাতৃভাষায় খুৎবা দেওয়ার ন্যায় এসময় মাতৃভাষায় দো'আও করা যায় *(বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১৯৬-১৯৮ পৃ.)*। *-আগস্ট'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩১/৪৩১।*

১৫. জুম'আ ও ঈদের ছালাত একই দিনে হ'লে জুম'আর ছালাত আদায় না করলে গোনাহ হবে কি?

Contents

উত্তর : জুম‘আ ও ঈদ একই দিনে হ’লে ঈদের ছালাত আদায় করার পর জুম‘আর ছালাত আদায় করা ইচ্ছাধীন বিষয়। অর্থাৎ জুম‘আ না পড়ে যোহরের ছালাত আদায় করতে পারে। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে ঈদ ও জুম‘আ একই দিনে হ’লে তিনি সকলকে নিয়ে ঈদের ছালাত আদায় করতেন। অতঃপর বলতেন, এক্ষণে জুম‘আ পড়তে আসা বা না আসা তোমাদের ইচ্ছাধীন বিষয়। তবে আমরা জুম‘আ পড়ব’ *(আবুদাঊদ হা/১০৭৩)*। *-সেপ্টেম্বর’১৫, প্রশ্নোত্তর ২৯/৪৬৯।*

১৬. জুম‘আ ও ঈদায়নের খুৎবার মধ্যে খত্বীব হাত তুলে দো‘আ করতে পারবেন কি?

উত্তর : জুম‘আ ও ঈদায়নের খুৎবার মধ্যে খত্বীব দো‘আ করার সময় হাত উত্তোলন করার পক্ষে কোন দলীল পাওয়া যায় না। কেবল বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য খুৎবা চলাকালে ইমাম মিম্বরে দাঁড়িয়ে হাত উঠিয়ে দো‘আ করতে পারবেন *(বুখারী হা/৯৩৩; মুসলিম হা/৮৯৭; মিশকাত হা/৫৯০২)*। *-সেপ্টেম্বর’১৫, প্রশ্নোত্তর ৩৫/৪৭৫।*

১৭. আমি একজন নতুন আহলেহাদীছ। আমাদের ঈদগাহে ছয় তাকবীরে ঈদের ছালাত হয়। এমতাবস্থায় ইমামের পিছনে ১২ তাকবীর দিলে আমার ছালাত হবে কি?

উত্তর : ইমামের পিছনে ১২ তাকবীর দেওয়া ঠিক হবে না। কারণ ইমামের অনুসরণ করা যরূরী *(বুখারী হা/৬৮৯; মুসলিম হা/৪১১; মিশকাত হা/১১৩৯)*। ছহীহ হাদীছ অমান্য করার জন্য ইমাম দায়ী হবেন *(বুখারী হা/৬৯৪; মিশকাত হা/১১৩৩)*। তাছাড়া ঈদায়নের অতিরিক্ত তাকবীরে কমবেশী হ’লে তাতে ছালাতের ক্ষতি হয় না *(মির‘আত ৫/৫৩)*। অতএব ইমামসহ সবাইকে ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী আমল করার দাওয়াত দিন। মাযহাবের দোহাই দিয়ে বাধ্যগতভাবে এরূপ করতে থাকলে অবশ্যই সকলে দায়ী হবেন। *-সেপ্টেম্বর’১৫, প্রশ্নোত্তর ৪০/৪৮০।*

Contents

মসজিদ

১. মসজিদে আয়ের কোন উৎস না থাকায় নীচ তলা মার্কেট করে উপরে ২ ও ৩ তলা মসজিদ নির্মাণ করায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

উত্তর : মসজিদের মান অক্ষুণ্ন রেখে মসজিদের কল্যাণার্থে তার জায়গায় বা নীচতলায় দোকানপাট তৈরী করায় কোন বাধা নেই। ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, মসজিদের নীচে দোকানপাট তৈরী করা যায়। তাতে কোন দোষ নেই *(মাজমূ' ফাতাওয়া ৩১/২১৮)*। মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভী (রহঃ) বলেন, 'মসজিদের কল্যাণার্থে নীচে ও উপরে দোকানপাট করা যায় *(ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ ১/৩৬৭ পৃ.)*। উল্লেখ্য যে, মসজিদের ঐ সকল দোকানপাটে শরী'আত বিরোধী কোন অবৈধ ব্যবসা-বাণিজ্য করা থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। *-নভেম্বর'১৪, প্রশ্নোত্তর ২১/৬১।*

২. মসজিদের জমির পিছনের জমিওয়ালারা বের হওয়ার জন্য রাস্তা চাচ্ছে। এমতাবস্থায় মসজিদের জমি বিক্রি বা দান করার মাধ্যমে তা দেয়া যাবে কি?

উত্তর : মসজিদের ওয়াকফকৃত জমি কাউকে দান করা যাবে না। তবে প্রয়োজনে বিক্রয় করা যায় অথবা এওয়ায করা যায়। ওমর ফারূক (রাঃ) কূফার পুরাতন মসজিদের স্থানটি বিক্রয় করেন এবং অন্য স্থানে মসজিদ নির্মাণ করেন। অতঃপর পুরাতন মসজিদের স্থানটি খেজুর কেনা-বেচার বাজার করা হয় *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৩১২ পৃ., মাজমূ' ফাতাওয়া ৩১/২১৭ পৃ.)*। অতএব যারা বের হওয়ার জন্য রাস্তা চাচ্ছে, তারা জমি দান করে থাকলে তারা তা কিনতে পারবে না *(বুখারী হা/১৪৯০; মুসলিম হা/১৬২০; মিশকাত হা/১৯৫৪)*। মসজিদের স্বার্থ ও পবিত্রতা ক্ষুণ্ন না হয় এরূপভাবে এওয়ায করা যাবে অথবা দাতা ব্যতীত অন্যের কাছে বিক্রয় করা যাবে। *-নভেম্বর'১৪, প্রশ্নোত্তর ৩৪/৭৪।*

৩. মসজিদে ওয়াকফকৃত কুরআন বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে পাঠ করা এবং পরে ফেরত দেওয়া জায়েয হবে কি?

উত্তর : এটি জায়েয হবে না। কারণ তা মসজিদের মুছল্লীদের জন্যই ওয়াকফ করা হয়েছে। অতএব তা মসজিদে গিয়েই পাঠ করতে হবে। তবে মসজিদের প্রয়োজনাতিরিক্ত কুরআন অন্য মসজিদে স্থানান্তর করায় কোন বাধা নেই

Contents

(উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ্দারব ২১/২৫০; আব্দুল্লাহ বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ২০/১৫)। সুতরাং প্রত্যেক মসজিদে কুরআন, হাদীছ, তাফসীর প্রভৃতি কিতাব পাঠ, পঠন ও বিতরণের পৃথক ব্যবস্থা রাখা উচিত। যেখানে মানুষ কেবল বিতরণের জন্য কিছু কুরআন ও অন্যান্য কিতাব দান করবে। *-ডিসেম্বর'১৪, প্রশ্নোত্তর ২/৮২।*

৪. আল্লাহ ও মুহাম্মাদ পাশাপাশি লেখা আছে এরূপ মসজিদে ছালাত আদায় করা জায়েয হবে কি?

উত্তর : আল্লাহ ও মুহাম্মাদ পাশাপাশি প্রদর্শন করা শরী'আত বিরোধী কাজ। এতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আল্লাহ্র সমতুল্য বুঝানো হয়। যা সম্পূর্ণ শিরকী আক্বীদা। এরূপ লেখার কারণে মসজিদের মুতাওয়াল্লীসহ দায়িত্বশীলগণ গুনাহগার হবেন। এমতাবস্থায় এরূপ মসজিদে ছালাত আদায় করা জায়েয। তবে মুছল্লীকে ঐসব বস্তু থেকে দৃষ্টি নীচু রাখতে হবে, যাতে তার খুশূ'-খুযূ বিনষ্ট না হয়। উল্লেখ্য, বর্তমানে বিভিন্ন মসজিদে আল্লাহ-মুহাম্মাদ ও কালেমাখচিত এবং মক্কা-মদীনার ছবি সম্বলিত নকশা ও দৃষ্টিনন্দন টাইল্স বিভিন্ন মসজিদে দেখা যায়। এগুলি শরী'আত বিরোধী কাজ। যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। কেননা মসজিদ অহেতুক উঁচু ও জাঁকজমকপূর্ণ করা নিষিদ্ধ *(আবুদাঊদ হা/৪৪৮; মিশকাত হা/৭১৮)*। *-ডিসেম্বর'১৪, প্রশ্নোত্তর ৫/৮৫।*

৫. কোন মসজিদে গেটে আজমীরের পীরবাবার ছবি লাগানো থাকলে উক্ত মসজিদে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

উত্তর : ঐ মসজিদ ছেড়ে অন্যত্র ছালাত আদায় করবে। আর যদি কেউ উক্ত ছবির বরকত লাভের উদ্দেশ্যে উক্ত মসজিদে গিয়ে ছালাত আদায় করে, তবে তা শিরক হবে। আর ঐ ছবি অবশ্যই সরিয়ে ফেলতে হবে। কেননা ইসলামে ছবি-মূর্তি হারাম *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৯৬)*। আর মসজিদের গেটে বা দেওয়ালে লাগানো আরো বেশী হারাম। *-ডিসেম্বর'১৪, প্রশ্নোত্তর ২৭/১০৭।*

৬. মসজিদের মেহরাবের উপর 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' এবং একপাশে 'আল্লাহ' অপর পাশে 'মুহাম্মাদ' লেখা যাবে কি?

উত্তর : মসজিদের মেহরাবের উপরে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' লেখা যাবে না। কেননা মসজিদে এরূপ লেখার নিয়ম রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের যুগে ছিল না। আর মেহরাবের এক পার্শ্বে 'আল্লাহ' অপর পার্শ্বে 'মুহাম্মাদ' লিখা শিরক। এতে আল্লাহ ও রাসূলকে তথা

Contents

স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে সমান গণ্য করা হয়। এইসব লেখার পিছনে সাধারণতঃ এই আক্বীদা কাজ করে যে, যিনিই আল্লাহ তিনিই মুহাম্মাদ। অর্থাৎ আল্লাহই মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর রূপ ধারণ করে দুনিয়াতে এসেছেন *(নাঊযুবিল্লাহ)*। যার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় ছূফীদের আবিষ্কৃত মীলাদ মাহফিলে পঠিত উর্দূ কবিতার মাধ্যমে। যেমন বলা হয়, '*ওহ্ জো মুস্তাবী আরশ থা খোদা হো কার, উতার পাড়া হ্যায় মদীনা মেঁ মোছতফা হো কার্*। অর্থঃ আরশের অধিপতি আল্লাহ ছিলেন যিনি, মুছতফা রূপে মদীনায় অবতীর্ণ হ'লেন তিনি'। এগুলো পরিষ্কারভাবে শিরক। অতএব আল্লাহ ও মুহাম্মাদ পাশাপাশি লেখা থেকে মসজিদকে পবিত্র রাখতে হবে।

আজকাল অনেকে এগুলি বাসের মাথায় দু'পাশে লেখেন। অনেকে মুহাম্মাদ-এর বদলে 'গরীব নেওয়ায' লেখেন। কোন কোন গাড়ীর মাথায় বড় করে আরবীতে 'আল্লাহু' লেখা হয়। এগুলি লেখা অন্যায়। কেননা মসজিদে, ঘর-বাড়ীতে, দেওয়ালে, পাত্রে বা পরিবহনে এসব লেখার কোন প্রমাণ কুরআন-হাদীছে নেই। বরং বিসমিল্লাহ বলে কাজ শুরু করা ও আলহামদুলিল্লাহ বলে কাজ শেষ করার মধ্যেই কেবল আল্লাহ্র রহমত ও বরকত নিহিত রয়েছে। অতএব এসব অনর্থক কাজ থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। *-ফেব্রুয়ারী'১৫, প্রশ্নোত্তর ১৮/১৭৮।*

৭. পৃথক প্রাচীর থাকা সত্ত্বেও মসজিদের পশ্চিম দিকে কবর থাকলে উক্ত মসজিদে ছালাত হবে কি? আর মসজিদ থেকে কবরস্থান কতটুকু দূরে থাকা আবশ্যক? মসজিদ পাঁচতলা থাকলে কবরস্থানের দেওয়ালও পাঁচতলা সমান উঁচু করতে হবে কি?

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কবরের দিকে ফিরে ছালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন *(মুসলিম হা/৯৭২; নাসাঈ হা/৭৬০; ছহীহাহ হা/১০১৬)*। তবে মসজিদের দেয়াল ও কবরস্থানের মাঝে যদি রাস্তা থাকে কিংবা কবরস্থানের পৃথক প্রাচীর থাকে, তাহ'লে সে মসজিদে ছালাত আদায় করতে কোন বাধা নেই। এ ক্ষেত্রে মসজিদ পাঁচ-দশ তলা হওয়ায় কোন অসুবিধা নেই। সাধারণ প্রাচীর বা রাস্তা থাকলেই যথেষ্ট হবে। *-ফেব্রুয়ারী'১৫, প্রশ্নোত্তর ২৬/১৮৬।*

৮. মসজিদে নববীতে আয়েশা খুঁটি, হান্নানা খুঁটি এরূপ বিভিন্ন খুঁটি রয়েছে। এসব স্থানের পাশে ছালাত আদায় করায় বিশেষ কোন ফযীলত আছে কি?

উত্তর : এসব স্থানে ছালাত আদায় করার পৃথক কোন ফযীলত নেই। মসজিদে নববীর যে কোন স্থানে ছালাত আদায় করলে (মসজিদে হারাম

Contents

ছাড়া) সে ছালাত অন্য স্থানের হাযার ছালাত অপেক্ষা উত্তম হবে *(বুখারী হা/১১৯০; মুসলিম হা/১৩৯৪; মিশকাত হা/৬৯২ 'মসজিদ সমূহ' অনুচ্ছেদ)*। উল্লেখ্য যে, মসজিদে কারু নামে দরজা বা খুঁটি বানানো ঠিক নয়। কারণ তাতে মানুষ ফযীলতের ধোঁকায় পড়ে বিদ'আতে লিপ্ত হ'তে পারে। রাসূল (ছাঃ)-এর যামানায় মসজিদে নববীতে এইসব খুঁটি ছিল না। এগুলি তুর্কীদের আমলে নির্মিত। *-ফেব্রুয়ারী'১৫, প্রশ্নোত্তর ২৮/১৮৮।*

৯. গাছের প্রথম ফল বরকতের আশায় মসজিদে বা গরীব-মিসকীনকে দান করা অথবা কোন আলেম ব্যক্তিকে খাওয়ানো যাবে কি?

উত্তর : গাছের নতুন ফল মসজিদে বা গরীব-মিসকীনদের মধ্যে দান করার ফযীলত সম্পর্কে কোন দলীল পাওয়া যায় না। তবে বরকতের দো'আ নেওয়ার জন্য কোন পরহেযগার ব্যক্তিকে খাওয়ানো যায়। যেমন ছাহাবীগণ নতুন ফল রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট নিয়ে যেতেন। তখন তিনি আল্লাহ্র দেওয়া নতুন নে'মতের জন্য তাতে বরকতের দো'আ করে দিতেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, 'মানুষ যখন প্রথম ফল দেখত, তখন সে ফল রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট নিয়ে আসত। অতঃপর তিনি তা হাতে নিয়ে বলতেন, 'হে আল্লাহ! তুমি আমাদের জন্য আমাদের ফলে বরকত দাও। ...অতঃপর তিনি উপস্থিত কোন ছোট বালককে ডাকতেন এবং সেই ফল তাকে দিয়ে দিতেন' *(মুসলিম হা/১৩৭৩; মিশকাত হা/২৭৩১)*। এর উদ্দেশ্য এটা নয় যে, তিনি নিজে এটা খেতে পারবেন না। বরং এর উদ্দেশ্য ছিল, উপস্থিত কোন বাচ্চাকে খুশী করা। *-ফেব্রুয়ারী'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩৫/১৯৫।*

১০. আযান দেওয়ার নির্দিষ্ট কোন স্থান কি শরী'আত কর্তৃক নির্ধারিত রয়েছে? মসজিদ বা মসজিদের বাইরে যেকোন স্থান থেকে আযান দিলে চলবে কি?

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) আব্দুল্লাহ বিন যায়েদের স্বপ্নে পাওয়া আযানের বাক্যগুলো শুনে বললেন, 'তোমার স্বপ্ন সত্য, তুমি বেলালকে আযানের বাক্যগুলি শিখিয়ে দাও এবং তাকে আযান দিতে বল। কেননা বেলালের কণ্ঠস্বর তোমাদের সবার চেয়ে উঁচু' *(আবুদাঊদ হা/৪৯৯; ইবনু মাজাহ হা/৭০৬; মিশকাত হা/৬৫০)*। উরওয়া বিন যুবায়ের বনু নাজ্জারের জনৈকা মহিলা থেকে বর্ণনা করেন যে, মসজিদের পার্শ্ববর্তী আমার বাড়ী উঁচু ছিল। বেলাল তার উপরে উঠে ফজরের আযান দিতেন *(আবুদাঊদ হা/৫১৯)*। উল্লিখিত হাদীছ দু'টি থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূল (ছাঃ)-এর যামানায় মসজিদের বাইরে

Contents

আযান দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল দূরবর্তী মুছল্লীর কাছে আযানের আওয়ায পৌঁছানো। অতএব মাইকে আযান দিলে মসজিদের ভিতর সহ যেকোন স্থানে দাঁড়িয়ে আযান দেওয়া যাবে। আর মাইক না থাকলে মসজিদের বাইরে উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে আযান দিবে। যাতে দূরের মানুষের কাছে আযানের আওয়ায পৌঁছে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ফৎওয়া নং ৩৬৩০, ৪৩৩৫)*। *-মার্চ'১৫, প্রশ্নোত্তর ১৩/২১৩।*

১১. অনেক মসজিদে দেখা যায় মিহরাবের দু'পাশে বা ভিতরে কা'বা শরীফ অথবা মসজিদে নববীর মিনারের ছবি লাগানো থাকে। এটা শরী'আতসম্মত কি?

উত্তর : এটা শরী'আতসম্মত নয়। মসজিদে কোনরূপ সাজ-সজ্জা ও জাঁকজমক না করা এবং মুছল্লীর দৃষ্টি কেড়ে নিতে পারে এরূপ যাবতীয় বস্তু মসজিদ থেকে সরিয়ে ফেলা আবশ্যক *(বুখারী হা/৫৯৫৯; মিশকাত হা/৭৫৮, ৭৫৭; আবুদাঊদ হা/৪৪৮; নাসাঈ হা/৬৮৯; মিশকাত হা/৭১৮-১৯)*। অনেকে কেবল ভক্তি-ভালোবাসা দেখানোর উদ্দেশ্যে ক্বিবলার দিকে কা'বা ও মাসজিদুল হারাম অথবা মসজিদে নববীর মিনারের বা খাম্বার ছবি ব্যবহার করে থাকেন এবং এমন আকুতি পেশ করে যেন স্বয়ং কা'বাই পূজনীয়। অথচ ক্বিবলা নির্দেশক এবং আল্লাহ্র ঘর হওয়া ব্যতীত কা'বার নিজস্ব কোন মর্যাদা নেই। আল্লাহ্র সামনে সিজদা করার জন্য আল্লাহ্র নির্দেশেই মুসলমান কা'বাগৃহের অভিমুখী হয়। অতএব পূজার বস্তুর ন্যায় ক্বিবলার দিকে কা'বার ছবি রাখা গর্হিত কাজ। *-এপ্রিল'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩/২৪৩।*

১২. ছালাত বিশুদ্ধভাবে আদায়ের জন্য পৃথক মসজিদ নির্মাণ করায় এলাকাবাসী উক্ত মসজিদকে যেরার মসজিদ বলে আখ্যায়িত করছে। এক্ষণে আমাদের করণীয় কি? কি কি কারণে কোন মসজিদকে যেরার মসজিদ হিসাবে গণ্য করা যায়?

উত্তর : কোন মসজিদে ছহীহ তরীকায় ছালাত আদায়ে বাধাপ্রাপ্ত হ'লে পৃথক মসজিদ নির্মাণ করা যাবে। তবে সাধ্যপক্ষে একত্রে ছালাত আদায় করাই উত্তম হবে। কারণ ইমামের সুন্নাত বিরোধী আমলের জন্য তিনিই দায়ী হবেন, মুছল্লীরা নয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ইমামগণ তোমাদের ছালাত আদায় করান। যদি তারা সঠিকভাবে আদায় করান, তাহ'লে সকলের জন্য নেকী। আর যদি বেঠিকভাবে আদায় করান,

তাহ'লে তোমাদের জন্য নেকী ও তাদের জন্য পাপ *(বুখারী হা/৬৯৪; মিশকাত হা/১১৩৩)*।

একই সমাজে পরস্পরের মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্বের কারণে যদি নতুন মসজিদ তৈরি করা হয় এবং যার দ্বারা মুমিন সমাজে বিভক্তি সৃষ্টি ও ক্ষতি করা উদ্দেশ্য হয়, তাহ'লে উক্ত মসজিদকে 'মসজিদে যেরার' বা 'ক্ষতিকর মসজিদ' বলা হয়। এরূপ মসজিদ তৈরির ক্ষেত্রে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য থাকে না এবং তা তাক্বওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত হয় না *(কুরতুবী, তাফসীর সূরা তওবা ১০৭ আয়াত; আলবানী, আছ-ছামারুল মুসতাত্বাব, পৃ. ৩৯৮)*। *-এপ্রিল'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩৬/২৭৬।*

১৩. মসজিদে নববীতে একাধারে ৪০ ওয়াক্ত ছালাত আদায়কারী জাহান্নামের আগুন ও মুনাফিকের আলামত থেকে মুক্তি পাবে মর্মে কোন বিধান আছে কি?

উত্তর : এ মর্মে বর্ণিত হাদীছটি মুনকার ও যঈফ। এর সনদে নাবীত্ব ইবনু ওমর নামে একজন অপরিচিত রাবী আছেন *(আহমাদ হা/১২৬০৫; সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৬৪, সনদ যঈফ- আলবানী, আরনাঊত্ব)*। অতএব উক্ত আমল অবশ্যই পরিত্যাজ্য। *-মে'১৫, প্রশ্নোত্তর ১৮/২৯৮।*

১৪. মসজিদের জন্য জমি ওয়াকফ করার পর কমিটির কোন সদস্যের সাথে মনোমালিন্যের কারণে জমিদাতা তাকে বলেন যে, আপনি এ মসজিদে ছালাত আদায় থেকে বিরত না থাকলে ক্বিয়ামত পর্যন্ত এর উপর আমার দাবী থাকবে। এক্ষণে ওয়াকফকারী কি এরূপ বলার অধিকার রাখেন? এতে কি ওয়াকফের কোন ক্ষতি হয়? উক্ত মুছল্লী এই মসজিদে ছালাত আদায় করতে পারবে কি?

উত্তর : কোন ব্যক্তি কিছু ওয়াকফ করে তা পুনরায় দাবী করতে পারে না। কেননা ওয়াকফকৃত বস্তু তার থাকে না। সুতরাং এরূপ দাবী করা সম্পদ ফিরিয়ে নেওয়ার শামিল। যাকে বমি করে পুনরায় তা খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে *(বুখারী হা/১৪৯০; মুসলিম হা/১৬২২; মিশকাত হা/১৯৫৪)*। আর কোন মুসলিম অপর মুসলিমকে মসজিদে ছালাত আদায় থেকে বাধা দেওয়ার অধিকার রাখে না। মসজিদে ছালাত আদায় করতে নিষেধ করা বড় গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ বলেন, 'তার চাইতে বড় যালেম আর কে আছে যে আল্লাহ্র মসজিদ সমূহে তাঁর নাম উচ্চারণ করতে বাধা দেয় এবং সেগুলিকে বিরান করার চেষ্টা চালায়? *(বাক্বারাহ ২/১১৪)*। এক্ষণে উক্ত জমির

Contents

ওয়াকফকারী ব্যক্তি এরূপ বলে থাকলে তাকে তওবা করতে হবে। নতুবা ওয়াকফের নেকী থেকে তিনি বঞ্চিত হবেন। *-জুন'১৫, প্রশ্নোত্তর ১০/৩৩০।*

১৫. মসজিদের সামনে বা মেহরাবের সামনে কালেমায়ে ত্বাইয়েবা বা কালেমায়ে শাহাদাত লেখা যাবে কি?

উত্তর : এগুলি করা যাবে না। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বাণীকে এরূপ সৌন্দর্য বর্ধনের কাজে ব্যবহার করা অবমাননার শামিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে কোন মসজিদে এগুলি লেখা হ'ত না। মসজিদ জাঁকজমকপূর্ণ করতে রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করেছেন' *(আবুদাঊদ হা/৪৪৮; মিশকাত হা/৭১৮)*। উপরন্তু ছালাতের সময় এসব চোখে পড়লে ছালাতের একাগ্রতা বিনষ্ট হয় *(বুখারী হা/৩২৯১)*। অতএব এসব থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। *-জুলাই'১৫, প্রশ্নোত্তর ৮/৩৬৮।*

১৬. পুরাতন মসজিদ ভেঙ্গে বহুতল ভবন তৈরী করে সেখানে মসজিদ, বইয়ের মার্কেট, গাড়ির গ্যারেজ, গবেষণাগার, মাদ্রাসা ইত্যাদি করতে চাই। এটা শরী'আত সম্মত হবে কি?

উত্তর : মসজিদের মান অক্ষুণ্ন রেখে এরূপ করা জায়েয *(ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ, ৩১/২১৮ পৃ.; মুগনী ৬/১৬৮)*। স্মর্তব্য যে, উক্ত মসজিদের জমি ওয়াকফকৃত হ'লে এসব থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশ মসজিদের আয় হিসাবেই গণ্য হবে। ওয়াকফকারী সেখান থেকে কোন উপকার ভোগ করতে পারবেন না। *-আগস্ট'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩২/৪৩২।*

১৭. বৃষ্টির কারণে মসজিদে মাগরিব ও এশার ছালাত জমা করার পর নির্ধারিত সময়ে এশার আযান দিতে হবে কি?

উত্তর : নির্ধারিত সময়ে এশার আযান দিবে এবং সেসময় উপস্থিত মুছল্লীদের নিয়ে ইমাম পুনরায় জামা'আত করবেন। তাবূক যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে ছালাতের সময় হয়ে গেলে আব্দুর রহমান বিন 'আওফের ইমামতিতে সকলে ফজরের ছালাত আদায় করেন। সে সময় রাসূল (ছাঃ) হাজত সারতে যাওয়ায় এক রাক'আত পাননি। অতঃপর সালাম ফিরিয়ে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, তোমরা সুন্দর কাজ করেছ অথবা বললেন, তোমরা ঠিক করেছ। এর দ্বারা নির্ধারিত সময়ে ছালাত আদায়ে তিনি তাদেরকে উৎসাহিত করেন' *(মুসলিম হা/২৭৪)*। অতএব কারণবশতঃ ছালাত জমা করলেও নির্ধারিত সময়ে মসজিদে আযান-জামা'আত করতে হবে। *-সেপ্টেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩০/৪৭০।*

Contents

জানাযা

১. 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' বইয়ে বড় চাদর, লুঙ্গি ও জামা দ্বারা কাফন করতে বলা হয়েছে। অথচ আয়েশা (রাঃ)-এর বর্ণনা অনুযায়ী, রাসূল (ছাঃ)-এর কাফনের তিনটি কাপড়ের মধ্যে জামা ও পাগড়ী ছিল না। এক্ষণে এর সমাধান কি?

উত্তর : তিনটি কাপড়ে কাফন দেওয়ার কথা বুখারী-মুসলিমের ছহীহ হাদীছে এসেছে। কিন্তু তিনটি কাপড়ের ব্যাখ্যা এসেছে আহমাদ, আবুদাঊদ, তিরমিযী সহ অন্যান্য হাদীছে ক্বামীছ, ইযার ও লিফাফাহ তথা জামা, লুঙ্গী ও বড় চাদর হিসাবে। যদিও ঐসব হাদীছগুলির সনদ দুর্বলতা মুক্ত নয়। ছাহেবে মির'আত সব হাদীছ জমা করে বিস্তারিত আলোচনা শেষে বলেন, জামা সহ তিন কাপড়ে কাফন দেওয়া জায়েয হওয়ার ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই। মতভেদ হ'ল উত্তম হওয়ার ব্যাপারে। 'ছালাতুর রাসূলে' তিনটি কাপড়ে কাফন দেওয়ার কথা বলা হয়েছে এবং ব্যাখ্যায় গিয়ে বলা হয়েছে 'অর্থাৎ একটি লেফাফা বা বড় চাদর, একটি তহবন্দ বা লুঙ্গী ও একটি ক্বামীছ বা জামা' *(ঐ, ৪র্থ সংস্করণ পৃ. ২২৭)*। যা জায়েয হওয়ার ব্যাপারে বিদ্বানগণের মধ্যে কোন মতভেদ নেই *(দ্রঃ মির'আত ৫/৩৪৫)*। শায়খ বিন বায (রহঃ) বলেন, জামা, লুঙ্গী ও চাদরে কাফন দেওয়া জায়েয *(মাজমূ' ফাতাওয়া বিন বায ১৩/১২৭)*। *-অক্টোবর'১৪, প্রশ্নোত্তর ২৮/২৮।*

২. লাশ দাফনের সময় কবরের ভিতরে যে বাঁশ দেওয়া হয়, সে বাঁশ গজিয়ে বাঁশঝাড়ে পরিণত হ'লে সেই বাঁশ কাটা যাবে কি? এছাড়া কবরস্থানের গাছ কেটে বিক্রি করা যাবে কি?

উত্তর : লাশ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে ও তা মাটি হয়ে গেলে সেখানে সাধারণ মাটির ন্যায় সব কিছু করা যায় *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩০১; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃ. ১২৬)*। অতএব কবরের বাঁশ বা যে কোন বৃক্ষ কেটে বিক্রি করা যাবে এবং তা বিক্রয় করে কবরস্থানের উন্নয়নে লাগানো যাবে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ৩১/২০৮)*। *-অক্টোবর'১৪, প্রশ্নোত্তর ৩১/৩১।*

৩. জানাযার ছালাতের সময় লাশ সামনে রেখে একজন পরিচালকের মাধ্যমে সমাজের বিশিষ্টজন ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের আলোচনার সুযোগ দেওয়া হয়। এরূপ কর্মকাণ্ড শরী'আতসম্মত কি?

Contents

উত্তর : এরূপ করা শরী‘আতসম্মত নয়। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম থেকে এরূপ কোন আমল পাওয়া যায় না। যিনি ইমামতি করবেন, তিনি উপস্থিত জনসাধারণের উদ্দেশ্যে ঈমান বর্ধক সংক্ষিপ্তভাবে কিছু নছীহত করতে পারবেন। যাতে উপস্থিতগণ নিজেদেরকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত করতে পারেন *(বুখারী হা/৪৯৪৯; আবুদাউদ হা/৪৭৫৩; মিশকাত হা/১৬৩০)*। এছাড়া মৃতের ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব নিয়ে উত্তরাধিকারী ব্যক্তি কথা বলবেন। -*জানুয়ারী’১৫, প্রশ্নোত্তর ৩৬/১৫৬।*

৪. আমাদের এলাকায় লাশ বহনের খাটিয়ায় কালো কাপড় দেওয়া হয়, যাতে আয়াতুল কুরসী লেখা থাকে। এটা শরী‘আত সম্মত কি?

উত্তর : লাশের খাটিয়ায় লেখা আয়াতুল কুরসী মৃতব্যক্তির কোন উপকারে আসে না। এগুলি বিদ‘আতী প্রথা মাত্র। যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। -*মে’১৫, প্রশ্নোত্তর ৩৪/৩১৪।*

৫. কবরের শাস্তি কমানোর জন্য কবরের উপর খেজুরের ডাল পুঁতে দেওয়া যাবে কি?

উত্তর : এটি করা যাবে না। যারা এরূপ করে থাকেন তারা একটি হাদীছের অনুসরণে করে থাকেন। যেমন নবী করীম (ছাঃ) একদিন দু‘টি কবরের শাস্তি জানতে পেরে একটা খেজুরের ডাল দুই টুকরা করে দু’টি কবরে গেড়ে দেন। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এরূপ করলেন কেন? তিনি বললেন, হয়ত ডাল দু’টি শুকানো পর্যন্ত তাদের শাস্তি হালকা হয়ে থাকবে’ *(বুখারী হা/১৩৬১; মুসলিম হা/২৯২; মিশকাত হা/৩৩৮)*। কিন্তু তাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ তাদের শাস্তি হালকা হয়েছিল রাসূল (ছাঃ)-এর বিশেষ সুপারিশের জন্য। কাঁচা ডালের জন্য নয়। যা ছহীহ মুসলিমে জাবের (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(মুসলিম হা/৩০১২)*। কাজেই খেজুরের কাঁচা ডাল বা অন্য কোন কাঁচা ডাল পুঁতে কবরের শাস্তি হালকা হবে বলে ধারণা করা ভুল। কেননা যদি বিষয়টি তাই-ই হ’ত তহ’লে তিনি ডালটি চিরে ফেলতেন না। কেননা তাতে তো ডালটি দ্রুত শুকিয়ে যাবার কথা। আসল কারণ ছিল ঐ কবর দু’টিকে ঐ ডাল দ্বারা চিহ্নিত করা যে, তিনি তাদের জন্য সুফারিশ করেছেন *(আলবানী, মিশকাত ১/১১০ পৃ.; দ্রঃ ছালাতুর রাসূল ২৪২ পৃ.)*। -*এপ্রিল’১৫, প্রশ্নোত্তর ৩৪/২৭৪।*

Contents

৬. মুসলিম মাইয়েতের কাফন-দাফন কার্যে কোন হিন্দু অংশগ্রহণ করতে পারবে কি?

উত্তর : মুমিনের কাফন-দাফন সম্পন্ন করা অত্যন্ত নেকীর কাজ। মুসলমানগণ নেকীর আশায় উক্ত কাজে শরীক হয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন মুসলিম মাইয়েতকে গোসল করাল। অতঃপর তার গোপনীয়তাসমূহ গোপন রাখল, আল্লাহ তাকে চল্লিশ বার ক্ষমা করবেন। যে ব্যক্তি মাইয়েতের জন্য কবর খনন করল, অতঃপর দাফন শেষে তা ঢেকে দিল, আল্লাহ তাকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত পুরস্কার দিবেন জান্নাতের একটি বাড়ীর সমপরিমাণ, যেখানে আল্লাহ তাকে রাখবেন। যে ব্যক্তি মাইয়েতকে কাফন পরাবে, আল্লাহ তাকে ক্বিয়ামতের দিন জান্নাতের মিহি ও মোটা রেশমের পোষাক পরাবেন' *(বায়হাক্বী ৩/৩৯৫; ত্বাবারাণী, ছহীহ আত-তারগীব হা/৩৪৯২, সনদ ছহীহ)*। কিন্তু হিন্দু বা অমুসলিমদের উক্ত নিয়ত থাকে না। তবে সাধারণভাবে তারা ছোট-খাট যেকোন সহযোগিতা করতে পারে। *-জানুয়ারী'১৫, প্রশ্নোত্তর ২/১২২।*

৭. মৃত্যুবরণ করার পর মানুষের কোন আমল কি জারী থাকে?

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে, তখন তার সমস্ত আমল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় কেবল তিনটি আমল ব্যতীত। (১) ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ। (যেমন মসজিদ, মাদরাসা, ইয়াতীমখানা, রাস্তা ও বাঁধ নির্মাণ, অনাবাদী জমিকে আবাদকরণ, সুপেয় পানির ব্যবস্থাকরণ, দাতব্য চিকিৎসালয় ও হাসপাতাল স্থাপন বই ক্রয় করে বা ছাপিয়ে বিতরণ, বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি)। (২) ইলম, যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়। (যা মানুষকে নির্ভেজাল তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাহ্র পথ দেখায় এবং যাবতীয় শিরক ও বিদ'আত হ'তে বিরত রাখে। উক্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে শিক্ষাদান করা, ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে সহযোগিতা প্রদান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমল সম্পন্ন বই-প্রবন্ধ লেখা, ছাপানো ও বিতরণ করা এবং এজন্য অন্যান্য স্থায়ী প্রচার মাধ্যম স্থাপন ও পরিচালনা করা ইত্যাদি)। (৩) সুসন্তান, যে তার জন্য দো'আ করে'। (মৃতের জন্য সর্বোত্তম হাদিয়া হ'ল সুসন্তান, যে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, ছাদাক্বা করে, তার পক্ষ হ'তে হজ্জ করে ইত্যাদি)। *-মুসলিম হা/১৬৩১; মিশকাত হা/২০৩।*

Contents

অন্য বর্ণনায় রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'মৃত্যুর পর কবরে থাকা অবস্থায় বান্দার সাতটি আমল জারী থাকে। (১) দ্বীনী ইলম শিক্ষা দান করা (২) নদী-নালা প্রবাহিত করা (৩) কূপ খনন করা (৪) খেজুর তথা ফলবান বৃক্ষ রোপণ করা (৫) মসজিদ নির্মাণ করা (৬) কুরআন বিতরণ করা (৭) এমন সন্তান রেখে যাওয়া, যে পিতার মৃত্যুর পর তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে' *(মুসনাদ বাযযার হা/৭২৮৯; বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান; ছহীহুল জামে' হা/৩৬০২)*। এটি পূর্বের হাদীছের ব্যাখ্যা স্বরূপ। *-জানুয়ারী'১৫, প্রশ্নোত্তর ১০/১৩০।*

৮. মৃত ব্যক্তির কাফন-দাফনের সময় আগত আত্মীয়-স্বজনের আপ্যায়নের জন্য মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে খাবার ব্যবস্থা করা বা টাকা-পয়সা দিয়ে প্রতিবেশীদের মাধ্যমে ব্যবস্থা করায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

উত্তর : মৃত ব্যক্তির বাড়ীতে আত্মীয়-স্বজনের আপ্যায়নের জন্য রান্না-বান্না করা যাবে না। বরং প্রতিবেশীরা বা আত্মীয়-স্বজন উক্ত পরিবারের জন্য রান্না করে খাওয়াবে। মুতার যুদ্ধে জা'ফর বিন আবু তালেব (রাঃ)-এর শাহাদাতের খবর আসলে রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমরা জা'ফরের পরিবারের জন্য খাদ্য তৈরী কর। কারণ তার পরিবার এখন শোকে কাতর *(আবুদাঊদ হা/৩১৩২; ইবনু মাজাহ হা/১৬১০; তিরমিযী হা/৯৯৮; মিশকাত হা/১৭৩৯, ১৭৪৩)*। প্রত্যেক মুসলিম সমাজে এ সুন্নাতী আমল জারী রাখা কর্তব্য। উল্লেখ্য যে, সমাজে মৃতব্যক্তির জানাযায় আগত সকলকে খাওয়ানোর রীতি চালু আছে, যা সুন্নাত পরিপন্থী। অতএব তা পরিত্যাজ্য। *-জানুয়ারী'১৫, প্রশ্নোত্তর ১৭/১৩৭।*

৯. পুরাতন গোরস্থান কবরে ভরে গেছে। এক্ষণে সেখানে নতুনভাবে কবর দেওয়ার জন্য করণীয় কি?

উত্তর : কবরস্থান ভরে গেলে এবং প্রশস্ত করা সম্ভব না হ'লে, পুরাতন কবরগুলোর লাশ মাটির সাথে মিশে গেছে বলে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ একমত হ'লে সেখানে নতুনভাবে কবর দেওয়ায় কোন বাধা নেই। কবর খুঁড়তে গিয়ে যদি প্রথম দিকেই মৃত ব্যক্তির হাড়-হাড্ডি পাওয়া যায়, তাহ'লে কবর খনন বন্ধ করবে। কিন্তু যদি শেষের দিকে পাওয়া যায়, তবে হাড়টিকে কবরের একপাশে রেখেই সেখানে নতুন লাশের কবর দিবে। কেননা এক কবরে একাধিক লাশ দাফন করা জায়েয আছে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩০১)*। মদীনার

Contents

বাক্বী'উল গারক্বাদ এবং মক্কার আল-মু'আল্লা কবরস্থানে এ নিয়মই পালিত হয়ে আসছে *(ফাতাওয়া ওয়া ইসতিশারাতুল ইসলাম ১৫/২০১)*। *-জুন'১৫, প্রশ্নোত্তর ৭/৩২৭।*

১০. যারা ছালাত আদায় করে না বা শিরকে লিপ্ত, তাদের জানাযা পড়া যাবে কি?

উত্তর : মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ইচ্ছাকৃতভাবে ছালাত তরককারী অথবা ছালাত ফরয হওয়াকে অস্বীকারকারী এবং শিরকে লিপ্ত ব্যক্তি কাফির ও চিরস্থায়ী জাহান্নামী। ঐ ব্যক্তি ইসলাম হ'তে বহিস্কৃত। তাদের জানাযা পড়া যাবে না *(তওবা ৯/৮৪, ১১৩)*। মুসলিম কবরস্থানে তাদের দাফনও করা যাবে না *(মাজমূ' ফাতাওয়া বিন বায ১০/২৫০)*। কিন্তু যে ব্যক্তি ঈমান রাখে, অথচ অলসতা ও ব্যস্ততার অজুহাতে ছালাত তরক করে, সে ব্যক্তি কবীরা গোনাহগার। তার জানাযা কোন বড় আলেম পড়াবেন না *(মুসলিম হা/৯৭৮)*। আর যে ব্যক্তির অবস্থা অজ্ঞাত এবং যার ব্যাপারটা অস্পষ্ট ও সন্দেহযুক্ত, তার জানাযা পড়া যাবে *(বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুর রাসূল, পৃ. ৩২-৩৫)*। *-আগস্ট'১৫, প্রশ্নোত্তর ৪/৪০৪।*

১১. মহিলা মাইয়েতের চুল বেণী করতে হবে, না স্বাভাবিকভাবে ছেড়ে দিতে হবে?

উত্তর : মহিলা মাইয়েতের চুল বেণী করে তিন ভাগ করবে এবং একটি পিছনে ও অপর দুটি দু'পাশে ছেড়ে দিবে। উম্মে 'আত্বিয়া (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর কন্যা যয়নব (রাঃ) মৃত্যুবরণ করলে তিনি তার চুল তিন ভাগে ভাগ করে বেণী করতে বলেছিলেন *(বুখারী হা/১২৬৩; মুসলিম হা/৯৩৯; মিশকাত হা/১৬৩৪)*। *-সেপ্টেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩৩/৪৭৩।*

Contents

ছিয়াম

১. ঈদুল আযহার দিন ছিয়াম পালনে শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

উত্তর : উভয় ঈদের দিন ছিয়াম পালন করা নিষিদ্ধ। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) ঈদুল ফিৎর ও ঈদুল আযহার দিন ছিয়াম পালন করতে নিষেধ করেছেন *(বুখারী হা/১৯৯১; মুসলিম হা/১১৩৭; মিশকাত হা/২০৪৮)*। এছাড়া আইয়ামে তাশরীক্ব তথা ঈদুল আযহার পরবর্তী তিনদিনও ছিয়াম পালন নিষিদ্ধ *(মুসলিম হা/১১৪১; মিশকাত হা/২০৫০; আবুদাঊদ হা/২৪১৯)*। তবে কুরবানীদাতার জন্য ঈদের দিন কুরবানীর গোশত খাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত না খেয়ে থাকা সুন্নাত *(তিরমিযী হা/৫৪২; মিশকাত হা/১৪৪০)*। *-অক্টোবর'১৪, প্রশ্নোত্তর ২৬/২৬।*

২. কোন কোন ক্ষেত্রে শুকরিয়া সিজদা আদায় করা যায়? রামাযানের ছিয়াম শেষ করতে পারার জন্য শুকরিয়া জানিয়ে এ সিজদা করা যাবে কি? এর জন্য কি ওযূ করা যরূরী?

উত্তর : যে কোন ভাল সংবাদ শ্রবণে বা কোন নে'মত প্রাপ্ত হ'লে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায়ের লক্ষ্যে সিজদা করা মুস্তাহাব। রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট কোন আনন্দের সংবাদ আসলে অথবা তাঁকে কোন সুসংবাদ প্রদান করা হ'লে তিনি আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায়ের জন্য সিজদা করতেন *(আবুদাঊদ হা/২৭৭৪; ইবনু মাজাহ হা/১৩৯৪, সনদ হাসান; ইরওয়া হা/৪৭৪)*। ছাহাবী কা'ব বিন মালেক (রাঃ) তার তওবা কবুল হওয়ার সুসংবাদ শুনে সিজদায় লুটিয়ে পড়েছিলেন *(বুখারী হা/৪৪১৮; মুসলিম হা/৭১৯২)*। তবে ছিয়াম শেষ করার কারণে শুকরিয়া সিজদা আদায়ের বিষয়ে কোন আমল পাওয়া যায় না। এছাড়া রাসূল (ছাঃ) নতুন কোন সুসংবাদের ক্ষেত্রে এরূপ করলেও, নিয়মিত কোন ইবাদতের ক্ষেত্রে এরূপ করেননি। সুতরাং এরূপ করা থেকে বিরত থাকাই কর্তব্য। উল্লেখ্য যে, এই সিজদা হবে একটি এবং এর জন্য সতর ঢাকা, ওযূ, কিবলা বা সালাম শর্ত নয়। কেননা এটা ছালাত নয়। বরং শুকরিয়া আদায় মাত্র *(ওছায়মীন, শারহুল মুমতে' ৪/৮৯-৯০, ১০৫)*। *-নভেম্বর'১৪, প্রশ্নোত্তর ১/৪১।*

৩. অসুস্থ বা মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে তার সন্তানেরা ক্বাযা ছিয়াম আদায় করতে পারবে কি?

উত্তর : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে, যিনি মারা গেছেন এমন অবস্থায় যে, তার উপরে রামাযানের অথবা মানতের ছিয়াম ক্বাযা রয়েছে। প্রশ্নকারী বলেন, কেউ কারু পক্ষে ছিয়াম বা ছালাত আদায় করতে পারে কি? উত্তরে তিনি বলেন, কেউ কারু পক্ষে ছিয়াম পালন করবে না এবং কেউ কারু পক্ষে ছালাত আদায় করবে না । বরং তোমরা তার পরিত্যক্ত মাল থেকে তার পক্ষে ছিয়ামের বদলে ছাদাক্বা দাও প্রতিদিনের জন্য একজন করে মিসকীন। যার পরিমাণ হ'ল এক মুদ করে গম *(বায়হাক্বী ৪/২৫৪, হা/৮০০৪-০৬, সনদ ছহীহ)*। এক মুদ হ'ল সিকি ছা' *(ইরওয়া হা/১৩৯, ১/১৭০২)*। এটি তার পরিত্যক্ত সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ থেকে আদায় করবে। তাতে না কুলালে আদায় করা ওয়ারিছের উপর ওয়াজিব নয় *(মির'আত ৭/৩২)*।

এক্ষণে 'ছিয়াম ক্বাযা থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণকারীর পক্ষে ছিয়াম পালন করবে' মর্মে হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীছটি *(মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/২০৩৩)* সম্পর্কে ইবনু দাকীকুল ঈদ বলেন, অত্র হাদীছটি সাধারণ বিধানের অন্তর্ভুক্ত, যা জায়েয। এদিকে একদল বিদ্বান গিয়েছেন। তবে অধিকাংশ বিদ্বান ছিয়ামের ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব না হওয়ার পক্ষে গিয়েছেন। কেননা এটা দৈহিক ইবাদত *(মির'আত ৭/২৭, হা/২০৫৩-এর ব্যাখ্যা)*। আল্লাহ বলেন, 'বান্দা কেবল সেটাই পায়, যেটার জন্য সে চেষ্টা করে' *(নাজম ৫৩/৩৯)*। *-এপ্রিল'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩১/২৭১।*

৪. রামাযানের শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিগুলিতে তারাবীহ্‌র জামা'আত প্রথম রাতে না করে শেষ রাতে করায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) ২৩, ২৫ ও ২৭ যে তিনদিন জামা'আতের সাথে তারাবীহ্‌র ছালাত আদায় করেছেন সেই তিনদিন প্রথম রাতেই শুরু করেছেন। যা কখনো রাত্রির এক-তৃতীয়াংশ, কখনো অর্ধাংশ এবং শেষদিন সাহারীর আগ-পর্যন্ত ছালাত আদায় করেছেন। অতঃপর তিনি বলেন, যে ব্যক্তি ইমামের সাথে শেষ পর্যন্ত রাত্রির ছালাত আদায় করবে, তার জন্য সারা রাত্রি ছালাত আদায়ের নেকী লেখা হবে *(আবুদাঊদ হা/১৩৭৫; তিরমিযী হা/৮০৬; মিশকাত হা/১২৯৮)*।

ইমাম আহমাদ (রাঃ)-কে তারাবীহ্‌র ছালাত শেষ রাত পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বললেন, না। বরং মুসলমানদের প্রচলিত

Contents

আমলই আমার নিকটে অধিক প্রিয় *(ইবনু কুদামা, আল-মুগনী ২/১২৫)*। অতএব প্রথম রাতে শুরু করা কর্তব্য। *-মে'১৫, প্রশ্নোত্তর ১৩/২৯৩।*

৫. রামাযানের ইফতারের জন্য বরাদ্দকৃত টাকা উদ্বৃত্ত হ'লে তা মসজিদে বা অন্য কোন জনকল্যাণমূলক কাজে লাগানো যাবে কি?

উত্তর : উক্ত অর্থ শাওয়াল মাসের নফল ছায়েমদের ইফতারের জন্য রাখা যায়। অথবা ফকীর-মিসকীন বা ইয়াতীমদের মাঝে ব্যয় করা যায়। *-জুলাই'১৫, প্রশ্নোত্তর ৭/৩৬৭।*

৬. দিনের বেলায় স্বপ্নদোষ হ'লে ছিয়ামের কোন ক্ষতি হবে কি?

উত্তর : এতে ছিয়াম ভঙ্গ হবে না। কারণ এটি মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন বিষয় নয়। আর যা মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে, তা করার জন্য মানুষকে বাধ্য করা হয়নি। ব্যাপারটি অনিচ্ছায় বমন করার মত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, কারো অনিচ্ছায় বমি হ'লে ছিয়াম নষ্ট হবে না' *(আবুদাঊদ হা/২৩৮০; তিরমিযী হা/৭২০; মিশকাত হা/২০০৭; ইরওয়া ৪/৫১ পৃ.)*। *-জুলাই'১৫, প্রশ্নোত্তর ১২/৩৭২।*

৭. ক্বদরের রাত্রিগুলিতে ইবাদত করার নিয়ম কি?

উত্তর : (১) দীর্ঘ রুকূ ও সিজদার মাধ্যমে বিতরসহ ১১ রাক'আত তারাবীহ বা তাহাজ্জুদ ছালাত আদায় করা *(বুখারী হা/১১৪৭; মুসলিম হা/৭৩৮)*। (২) একই সূরা, তাসবীহ, দো'আ বারবার পড়ে ছালাত দীর্ঘ করা *(ইবনু মাজাহ হা/১৩৫০; মিশকাত হা/১২০৫, সনদ হাসান; আবুদাঊদ হা/৮১৬; মিশকাত হা/৮৬২)*। (৩) অধিকহারে তেলাওয়াত করা *(বায়হাক্বী হা/১৯৯৪; মিশকাত হা/১৯৬৩)*। (৪) একনিষ্ঠ চিত্তে দো'আ-দরূদ ও তওবা-ইস্তেগফার করা। ক্বদরের রাতে ক্ষমা প্রার্থনার বিশেষ দো'আ *'আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা 'আফুউভুন তোহেব্বুল 'আফ্ওয়া ফা'ফু 'আন্নী'* (হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল। তুমি ক্ষমা করতে ভালবাস। অতএব আমাকে ক্ষমা কর) *(তিরমিযী হা/৩৫১৩; মিশকাত হা/২০৯১)* বেশী বেশী পাঠ করা। (৫) তারাবীহ'র ৮ রাক'আত ছালাত জামা'আতে আদায় করাই উত্তম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ইমামের সাথে জামা'আতে ক্বিয়ামকারী সারা রাত্রি ছালাত আদায়ের নেকী পেয়ে থাকে' *(তিরমিযী হা/৮০৬; আবুদাঊদ হা/১৩৭৫; মিশকাত হা/১২৯৮)*। (৬) অতঃপর তাসবীহ-তেলাওয়াত শেষে ঘুমিয়ে যাওয়া। এরপর শেষ রাতে উঠে তাহিইয়াতুল ওযূ, তাহিইয়াতুল

Contents

মসজিদ ইত্যাদি শেষে ৩ অথবা ৫ রাক'আত বিতর পড়া, তেলাওয়াত করা, দো'আ-দরূদ পাঠ করা ইত্যাদি। *-জুলাই'১৫, প্রশ্নোত্তর ২২/৩৮২।*

৮. ই'তিকাফ-এর ফযীলত কি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ই'তিকাফের পদ্ধতি কি ছিল? মহিলারা কি এ ইবাদতে অংশগ্রহণ করতে পারবে?

উত্তর : ই'তিকাফ তাকওয়া অর্জন করার বড় মাধ্যম। আল্লাহ বলেন, 'যতক্ষণ তোমরা ইতিকাফ অবস্থায় মসজিদ সমূহে অবস্থান কর ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা কর না। এগুলো আল্লাহ্র সীমারেখা' *(বাক্বারাহ ২/১৮৭)*। এতে লায়লাতুল ক্বদর অনুসন্ধানের সুযোগ হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিয়মিত ই'তিকাফ করেছেন। তবে এ সম্পর্কে বিশেষ কোন ফযীলতের কথা ছহীহ হাদীছে পাওয়া যায় না। ই'তিকাফের পদ্ধতি হ'ল, ই'তিকাফ স্থলে সূর্যাস্তের পূর্বে প্রবেশ করবে এবং ঈদের আগের দিন বাদ মাগরিব বের হবে। রাসূল (ছাঃ) রামাযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করতেন *(বুখারী হা/২০২৫, মুসলিম হা/১১৭২; মিশকাত হা/২০৯৭)*। আর শেষ দশক বলতে শেষ দশ রাত্রিকে বুঝানো হয় *(ফজর ৮৯/২)*। যা ২০ তারিখ সূর্যাস্তের মাধ্যমে ২১ তারিখ শুরু হয় এবং ১লা শাওয়ালের চন্দ্রোদয়ের মাধ্যমে শেষ হয়। প্রাকৃতিক প্রয়োজন ছাড়া ই'তিকাফকারী নিজ বাড়ীতে প্রবেশ করবে না *(বুখারী হা/২০২৯)*।

মহিলাগণ কোন জামে মসজিদে ই'তিকাফে বসতে পারবেন। রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণ মসজিদে নববীতে ই'তিকাফে বসতেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২০৯৭)*। তাঁর জীবদ্দশাতেও অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু তা কারণবশতঃ বাস্তবায়ন হয়নি *(বুখারী হা/২০৪১; মির'আত ৭/১৪৩-৪৪, হা/২১১৭ আলোচনা দ্রঃ)*। নারীদের জন্য বাড়ীর পাশের জুম'আ মসজিদে ই'তিকাফ করা উত্তম *(ফাৎহুল বারী হা/২০৩৩-এর আলোচনা)*। *-জুলাই'১৫, প্রশ্নোত্তর ২৩/৩৮৩।*

৯. স্কুল-কলেজের পরীক্ষার কারণে রামাযানে ছিয়াম পালন না করে পরে ক্বাযা করা যাবে কি?

উত্তর : রামাযানের ছিয়াম পালন ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের অন্যতম *(বুখারী হা/৮; মুসলিম হা/১৬)*। ইচ্ছাকৃতভাবে যা পরিত্যাগ করা কবীরা গুনাহের অন্ত র্ভুক্ত *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৫/২২৫)*। এক্ষণে যেসব কারণে ফরয ছিয়াম ক্বাযা করা যায়, পরীক্ষা তার অন্তর্ভুক্ত নয়। অতএব পরীক্ষার

Contents

অজুহাতে ছিয়াম ক্বাযা করা হারাম হবে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১০/২৪০)*। -*জুলাই'১৫, প্রশ্নোত্তর ২৪/৩৮৪।*

১০. সফর অবস্থায় ছিয়াম পালন করা অথবা ছেড়ে দেওয়া কোনটা উত্তম হবে?

উত্তর : সফর অবস্থায় কষ্টকর হ'লে ছিয়াম ছেড়ে দেওয়াই উত্তম। আর তা না হ'লে পালন করাই উত্তম হবে। হামযাহ আসলামী (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-কে সফরে ছিয়াম রাখার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, সফরে ছিয়াম না রাখা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে একটি অনুগ্রহ। যে তা গ্রহণ করবে, তার জন্য এটা কল্যাণকর হবে। আর যদি কেউ ছিয়াম রাখতে পসন্দ করে, তাহ'লে তাতে কোন গুনাহ নেই *(মুসলিম হা/১১২১; মিশকাত হা/২০২৯)*। মক্কা বিজয়ের সফরে রাসূল (ছাঃ) ছিয়াম অবস্থায় মক্কার উদ্দেশ্যে বের হন। অতঃপর মক্কার ৪২ মাইল আগে 'কুরাউল গামীম' নামক স্থানে পৌঁছে পানির পাত্র উঁচু করে সবাইকে দেখিয়ে পান করে ছিয়াম ভেঙ্গে ফেলেন *(মুসলিম হা/১১১৪; মিশকাত হা/২০২৭)*। *-জুলাই'১৫, প্রশ্নোত্তর ২৫/৩৮৫।*

১১. শাওয়াল মাসের ছয়টি ছিয়াম পালনের ফযীলত কি? রামাযানের ক্বাযা ছিয়াম থাকলে তা আগে করতে হবে না শাওয়ালের ছিয়াম আগে পালন করতে হবে?

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি রামাযানের ছিয়াম পালন শেষে শাওয়াল মাসের ছয়টি ছিয়াম পালন করল, সে যেন সারা বছর ছিয়াম পালন করল' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪৭)*। অন্য হাদীছে এক বছরের হিসাব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এভাবে দিয়েছেন যে, 'রামাযানের একমাস ছিয়াম (১০ গুণ নেকী ধরলে) ১০ মাসের সমান এবং (শাওয়ালের) ছয়টি ছিয়াম দু'মাসের সমান' *(ইবনু মাজাহ হা/১৭১৫; ইরওয়া ৪/১০৭ পৃ. হা/৯৫০-এর আলোচনা)*। এভাবে মোট বারো মাস বা সারা বছর।

শাওয়াল মাসের ছিয়াম আগে করাই কর্তব্য। কারণ শাওয়াল পার হ'লে শাওয়াল মাসের ছিয়াম পালনের সুযোগ থাকে না। আর রামাযানের ক্বাযা ছিয়াম পরবর্তী রামাযানের পূর্বে বছরের যেকোন সময়ে আদায় করা যায় *(বাক্বারাহ ২/১৮৫)*। ব্যস্ততার কারণে আয়েশা (রাঃ) তাঁর রামাযানের ছুটে

Contents

যাওয়া ছিয়াম পরবর্তী শা'বান মাসে আদায় করতেন *(বুখারী হা/১৯৫০; মুসলিম হা/১১৪৬; মিশকাত হা/২০৩০)*। তবে ফরযের ক্বাযা যত দ্রুত সম্ভব আদায় করা উচিত *(মির'আত ৫/২৩)*। *-জুলাই'১৫, প্রশ্নোত্তর ২৬/৩৮৬।*

১২. রামাযান মাসে কবরের আযাব স্থগিত থাকে কি?

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(আলবানী, আহকামুল জানায়েয ২৪৬ পৃ.; ইবনু রজব, আহওয়ালুল কুবূর ১/১০৫)*। স্মর্তব্য যে, 'রামাযান মাসে জান্নাতের দরজাসমূহ খোলা হয় এবং জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয়' *(বুখারী হা/১৮৯৯; মুসলিম হা/১০৭৯; মিশকাত হা/১৯৫৬)* মর্মে বর্ণিত হাদীছটি দ্বারা কেউ কেউ কবরের আযাব মাফ হওয়ার ব্যাখ্যা করে থাকেন, যার প্রমাণে কোন দলীল নেই। বরং হাদীছটির ব্যাখ্যা এই যে, রামাযান মাসে বান্দার আনুগত্যের পথ অধিক সহজ করে দেওয়া হয় যা জান্নাত লাভের উপায় এবং পাপকর্ম থেকে বান্দার চিন্তা-চেতনাকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়, যা তার জন্য জাহান্নামের দরজা বন্ধ হওয়ার উপায়' *(ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী ৪/১১৪, হা/১৮৯৯-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ; উছায়মীন, ফাতাওয়া ইসলামিয়া ২/১৬২)*। *-আগস্ট'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩০/৪৩০।*

১৩. ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় না খেয়ে ছিয়াম রাখায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

উত্তর : ইচ্ছাকৃতভাবে সাহারী না করে ঘুমিয়ে থাকা সুন্নাতের বরখেলাফ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা সাহারী খাও। কেননা তাতে বরকত রয়েছে' *(বুখারী হা/১৯২৩; মুসলিম হা/১০৯৫)*। তিনি বলেন, 'আমাদের ও আহলে কিতাবদের ছিয়ামের পার্থক্য হ'ল সাহারী করা' *(মুসলিম হা/১০৯৬; মিশকাত হা/১৯৮৩)*। অর্থাৎ ইহূদী-নাছারারা সাহারী করে না, আমরা করি। তিনি আরও বলেন, সাহারী বরকতপূর্ণ খাদ্য। অতএব তোমরা তা পরিত্যাগ করো না। বরং এক ঢোক পানি হ'লেও তোমরা তা পান করো। কেননা আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ সাহারী গ্রহণকারীদের উপর রহমত বর্ষণ করেন *(আহমাদ হা/১১৪১৪; ছহীহুল জামে' হা/৩৬৮৩)*। তবে বাধ্যগত কারণে সাহারী খেতে না পারলেও ছিয়ামের নিয়ত করলে ছিয়াম আদায় হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ *(বুখারী, ফাৎহুল বারী ৪/১৭৫ হা/১৯২২-এর আলোচনা দ্রঃ 'সাহারী ওয়াজিব নয়' অনুচ্ছেদ; নায়লুল আওত্বার ২/২২২)*। *-আগস্ট'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩৪/৪৩৪।*

Contents

১৪. যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকে ছিয়াম পালন করা যাবে কি? এতে প্রতি দিনের জন্য এক বছর ছিয়াম পালনের নেকী পাওয়া যায় কি?

উত্তর : যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশদিন অধিক ফযীলতের জন্য ছিয়াম কিংবা অন্যান্য নেকীর কাজ করা যাবে *(বুখারী হা/৯৬৯; মিশকাত হা/১৪৬০)*। সে হিসাব ১ম থেকে ৯ই তারিখ পর্যন্ত ছিয়াম রাখা যায়। কেননা আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) উক্ত ছিয়াম রাখতেন *(নাসাঈ হা/২৪১৭, সনদ ছহীহ)*। তবে প্রতি দিনের জন্য একবছর ছিয়াম পালনের নেকী পাওয়া যাবে মর্মে বর্ণিত হাদীছ যঈফ *(তিরমিযী হা/৭৫৮; ইবনু মাজাহ হা/১৭২৮; মিশকাত হা/১৪৭১)*। উল্লেখ্য যে, মা আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত ছহীহ মুসলিমের হাদীছে এসেছে যে, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে যিলহজ্জের ১ম দশকে কোন ছিয়াম পালন করতে দেখিনি' *(মুসলিম হা/২৭৮১-৮২)*। এ বিষয়ে ভাষ্যকার ইমাম নববী বলেন, সফর বা অন্য কোন কারণে হয়ত আয়েশা (রাঃ) এটা দেখেননি। তবে এর দ্বারা এ সময় ছিয়াম পালন অসিদ্ধ প্রমাণিত হয় না *(নববী, শরহ মুসলিম ঐ হাদীছের ব্যাখ্যা)*। *-সেপ্টেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩৬/৪৭৬।*

১৫. রামাযান মাসে ধনী-গরীব নির্বিশেষে অনির্ধারিত অর্থ বা খাবার তুলে মসজিদ প্রাঙ্গণে প্রতিদিন ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এরূপ আয়োজন জায়েয কি? এছাড়া বিভিন্ন সংগঠন কর্তৃক যে ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয় তা জায়েয কি?

উত্তর : ইফতার করানো নেকীর কাজ। যে ব্যক্তি কোন ছায়েমকে ইফতার করায়, সে ঐ ছায়েম-এর সমান নেকী অর্জন করে *(তিরমিযী হা/৮০৭; ইবনু মাজাহ হা/১৭৪৬)*। হাদীছে একত্রিতভাবে খাওয়া বরকত লাভের মাধ্যম হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে *(আবুদাঊদ হা/৩৭৬৪; মিশকাত হা/৪২৫২)*। এছাড়া ইফতার মাহফিলের আয়োজনের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন মানুষ বিপুল পরিমাণ ছায়েমকে ইফতার করানোর নেকী লাভে ধন্য হয় এবং তা পরস্পরে মহব্বত বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। অন্যদিকে মানুষের মাঝে দ্বীনের দাওয়াত দানের সুযোগ হয়। সুতরাং এরূপ আয়োজন করায় বাধা নেই। স্মর্তব্য যে, দুনিয়াবী স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে ইফতার মাহফিল করা যাবে না এবং তাতে কোন নেকীও হবে না। যেমন- বিভিন্ন সংগঠন জনসমর্থন হাছিলের জন্য ইফতার মাহফিল করে থাকে। *-সেপ্টেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ১৬/৪৫৬।*

১৬. ই'তিকাফ অবস্থায় জানাযার ছালাত পড়া বা পড়ানো অথবা জুম'আর খুৎবা দেওয়া যাবে কি?

উত্তর : ইতিকাফ অবস্থায় বাইরে গিয়ে জানাযার ছালাত পড়া বা পড়ানো যাবে না। আয়েশা (রাঃ) বলেন, ই'তিকাফকারীর জন্য সুন্নাত হ'ল ... কোন জানাযায় যোগদান করবে না.. *(আবুদাঊদ হা/২৪৭৩; মিশকাত হা/২১০৬; সনদ হাসান, ফাতাওয়া লাজনাহ দায়েমাহ ১০/৪১০)*। ই'তিকাফকারী বাইরে গিয়ে জানাযায় অংশগ্রহণ করতে পারবে মর্মে যে মারফূ' ও মাওকূফ হাদীছগুলি রয়েছে তার কোনটি যঈফ কোনটি মওযূ' *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৬৭৯; তাহকীক সুনান দারাকুৎনী হা/২৩৩৩-৩৪, সনদ যঈফ)*। তবে জুম'আর খুৎবা দেওয়া যেতে পারে। রাসূল (ছাঃ) ই'তিকাফরত অবস্থায় তিনি ব্যতীত অন্য কেউ খুৎবা দিয়েছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। অতএব যোগ্য কেউ না থাকলে খুৎবা দেওয়ায় বাধা নেই। তবে এটি ই'তিকাফের ধর্মীয় ভাব গাম্ভীর্যের বিরোধী বিবেচনায় এড়িয়ে যাওয়ায় কোন দোষ নেই। *-সেপ্টেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ২২/৪৬২।*

১৭. গর্ভবতী বা দুর্বল দরিদ্র মহিলারা ছিয়াম পালন করতে এবং ফিদইয়া দিতে সক্ষম না হ'লে করণীয় কি?

উত্তর : গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিনী মহিলা পরবর্তীতে ক্বাযা আদায় করবে *(আবুদাঊদ হা/২৪০৮; তিরমিযী হা/৭১৫; মিশকাত হা/২০২৫)*। আর ক্বাযা করতে পারবে না এমন ভয় থাকলে প্রতি ছিয়ামের বদলে একজন মিসকীনকে খাদ্য প্রদান করবে *(বাক্বারাহ ২/১৮৪)*। তবে ইবনে আব্বাস (রাঃ) গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিনী মহিলাদের জন্য এবং দুর্বল বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জন্য ফিদইয়া দিতে বলতেন, ক্বাযা আদায় নয় *(আবুদাঊদ হা/২৩১৭, সনদ ছহীহ; বুখারী হা/৪৫০৫)*। দৈনিক নিয়মিত মিসকীন না পেলে রামাযান শেষে একদিনে ত্রিশজন মিসকীনকে খানা খাওয়ানো যাবে *(ইবনে কাছীর, বাক্বারাহ ১৮৪ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ)*। সেটাও না পেলে কোন ইয়াতীমখানায় উক্ত ফিদইয়া পৌঁছে দিবে। আর ফিদইয়া বা ক্বাযা আদায়ে অক্ষম হ'লে আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। *-জুলাই'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩৭/৩৯৭।*

Contents

যাকাত ও ছাদাক্বা

১. যৌথ পরিবারে সকলেই বিবাহিত, সবারই সন্তান-সন্ততি রয়েছে এবং সকলে একত্রে বসবাস করে এবং একান্নভুক্ত। এক্ষণে যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে সকলের সম্পদ একত্রিত করে যাকাত বের করতে হবে কি?

উত্তর : যৌথ পরিবারের সকল সম্পদের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ যদি একজনের হাতে থাকে, তবে তিনিই পুরো সম্পদের উপর যাকাত আদায় করবেন। আর যদি পৃথক থাকে, সেক্ষেত্রে প্রত্যেকে পৃথকভাবে তা আদায় করবে। কেননা যাকাতের পরিমাণ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পৃথক মালিকানাধীন সম্পদসমূহ একত্রিত করে যাকাত দেওয়ার অনুমতি নেই *(আবুদাঊদ হা/১৫৭৯-৮০, সনদ হাসান)*। -*ডিসেম্বর'১৪, প্রশ্নোত্তর ১/৮১*।

২. অনেক আলেম বলেন, ফিৎরা খেজুর বা যব দিয়ে দিতে হবে। এছাড়া অন্য কিছু দিয়ে দেওয়া যাবে না। ফলে অনেক মানুষ টাকা দিয়ে এগুলি কিনে ফিৎরা দেয়। এটা শরী'আতসম্মত হবে কি?

উত্তর : উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। কেননা খেজুর ও যব ছাড়াও অন্যান্য হালাল খাদ্যদ্রব্য অথবা স্ব স্ব প্রধান খাদ্য দ্বারা ফিৎরা আদায়ের কথা হাদীছে স্পষ্টভাবে এসেছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَدُّوْا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ فِي الْفِطْرِ 'তোমরা ছাদাক্বাতুল ফিৎর আদায় কর এক ছা' খাদ্যশস্য দ্বারা' *(ছহীহুল জামে' হা/২৪২; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১১৭৯)*। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, 'আমরা এক ছা' খাদ্যশস্য, এক ছা' যব, এক ছা' খেজুর, এক ছা' পনির বা এক ছা' কিশমিশ থেকে যাকাতুল ফিৎর বের করতাম' *(বুখারী হা/১৫০৬; মুসলিম হা/৯৮৫; মিশকাত হা/১৮১৬)*। অত্র হাদীছে যাকাতুল ফিৎর প্রদানের ব্যাপারে বিভিন্ন খাদ্যশস্যের নাম সহ সাধারণভাবে 'ত্ব'আম' বা খাদ্যের কথা এসেছে, যা মানুষ তাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রধান খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে থাকে। অতএব প্রত্যেক দেশের প্রধান খাদ্য দ্বারা ফিৎরা প্রদান করাই শরী'আত সম্মত। এর মূল্য দ্বারা ফিৎরা আদায় হবে না। -*ডিসেম্বর'১৪, প্রশ্নোত্তর ৩১/১১১*।

৩. জনৈক দানশীল ধার্মিক ব্যক্তি কিছু স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠার পর মারা গেছেন। বর্তমানে সেগুলিতে নাচ-গানসহ বিভিন্ন অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড হয়ে

Contents

থাকে। এক্ষণে এসব পাপের ভার কি কেবল বর্তমান পরিচালকদের, না উক্ত প্রতিষ্ঠাতার আমলনামাতেও যুক্ত হবে?

উত্তর : যেহেতু প্রতিষ্ঠাতা মারা যাওয়ার পর এসব কার্যকলাপ শুরু হয়েছে, সেহেতু তিনি এর জন্য দায়ী হবেন না। বরং বর্তমান পরিচালকগণ এর জন্য গুনাহগার হবে। আল্লাহ বলেন, 'একজনের পাপের বোঝা আরেকজন বইবে না' *(আন'আম ৬/১৬৪)*। তবে যদি এগুলির পিছনে প্রতিষ্ঠাতার সমর্থন ছিল বলে প্রমাণিত হয়, তবে তিনিও দায়ী হবেন। *-জানুয়ারী'১৫, প্রশ্নোত্তর ৮/১২৮।*

৪. মাওলানা ইলিয়াস ছাহেব লিখিত মালফূযাত গ্রন্থের ২৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে যে, 'যাকাতের দরজা হাদিয়ার নিম্নে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর ছাদাক্বা হারাম ছিল, হাদিয়া হারাম ছিল না'। এর সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : উল্লিখিত মন্তব্য সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কারণ ইসলামী শরী'আতে যাকাত 'ফরয'। যা ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের অন্যতম। পারস্পরিক 'হাদিয়া' প্রদান করা সুন্নাত। দ্বিতীয়তঃ যাকাত হ'ল ফরয অনুদান। যা গ্রহণ করা বিশ্বনবী হিসাবে রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর পরিবারের জন্য মর্যাদাকর নয়। পক্ষান্তরে 'হাদিয়া' হ'ল উপঢৌকন। এতে মর্যাদা হানিকর কিছু নেই। সম্ভবতঃ সেকারণেই রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য 'হাদিয়া' হারাম করা হয়নি। *-জানুয়ারী'১৫, প্রশ্নোত্তর ২২/১৪২।*

৫. যাকাত ফাণ্ডের অর্থ ছহীহ আক্বীদা ও আমলের প্রচারের স্বার্থে নির্মিত মসজিদের সম্প্রসারণ, ইমাম ও মুওয়াযযিনের বেতন ইত্যাদি খাতে ব্যয় করা যাবে কি?

উত্তর : আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন যাকাত বণ্টনের যেসব খাত উল্লেখ করেছেন, মসজিদ তার অন্তর্ভুক্ত নয় *(তওবা ৯/৬০)*। অতএব যাকাতের টাকা দিয়ে মসজিদ সম্প্রসারণ করা যাবে না *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩৭৬; ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম, মাসআলা নং ৩৬৮)*। ইমাম বা মুওয়াযযিন অভাবগ্রস্থ হ'লে তাদেরকে দেওয়া যাবে। কিন্তু বেতন হিসাবে দেওয়া যাবে না। স্মর্তব্য যে, ইমাম-মুওয়াযযিন হচ্ছেন সমাজের সম্মানিত ব্যক্তি। তাদের দায়-দায়িত্ব সমাজের উপর ন্যস্ত। সুতরাং সমাজের লোকদের উচিত সম্মানিত ব্যক্তিদের সম্মানজনক ভাতা বা বেতনের ব্যবস্থা করা *(আবুদাঊদ হা/৩৫৮৮, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/৩৭৪৮)*। *-জানুয়ারী'১৫, প্রশ্নোত্তর ১৩/১৩৩।*

Contents

৬. স্থাবর সম্পদ যেমন জমি-বাড়ী, গাছ-পালা এসবের যাকাত দিতে হবে কি?

উত্তর : এসবের কোন যাকাত দিতে হবে না। তবে জমি থেকে উৎপাদিত ফসলের যাকাত দিতে হবে *(বুখারী হা/১৪৮৩; মিশকাত হা/১৭৯৭)*। শাক-সবজিতে কোন যাকাত নেই *(তিরমিযী হা/৬৩৮; মিশকাত হা/১৮১৩)*। বসবাসের জন্য নির্মিত বাড়ীতে কোন যাকাত নেই। তবে বাড়ী বা দোকান থেকে প্রাপ্ত ভাড়া অথবা রিয়েল এ স্টেট ব্যবসা থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশ নিছাব পরিমাণ হ'লে এবং এক বছর অতিক্রান্ত হ'লে যাকাত দিতে হবে *(আবুদাউদ হা/১৫৭৩; তিরমিযী হা/৬৩১)*। গাছের কোন যাকাত নেই। তবে গাছ থেকে উৎপন্ন শস্য নিছাব তথা পাঁচ ওয়াসাক্ব পরিমাণ হ'লে তাতে ২০ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হবে *(বাক্বারাহ ২/২৬৭; বুখারী হা/১৪৫৯; মুসলিম হা/৯৮০; মিশকাত হা/১৭৯৪)*। উল্লেখ্য যে, ৫ ওয়াসাক্ব সমান ৩০০ ছা' বা ৭৫০ কেজি *(উছায়মীন, শারহুল মুমতে' ৮/৪১৯)*। পচনশীল ফল, শাক-সবজী ইত্যাদির যাকাত নেই' *(তিরমিযী হা/৬৩৮; ছহীহুল জামে' হা/৫৪১১)*। তবে এসবের বিক্রয়লব্ধ মালের যাকাত দিতে হবে। *-মার্চ'১৫, প্রশ্নোত্তর ৯/২০৯।*

৭. সরকারী এমপিওভুক্ত মাদ্রাসায় যাকাত, ফেৎরা, ওশর, কুরবানীর চামড়া ইত্যাদি গ্রহণ করা এবং তা প্রয়োজনীয় খাতে ব্যয় করা যাবে কি?

উত্তর : সরকারী এমপিওভুক্ত মাদ্রাসায় এসব অর্থ গ্রহণ করা যাবে না। বরং এযুগে বেসরকারী মাদরাসা সমূহের মধ্যে যারা ছহীহ আক্বীদা ও আমল প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে এবং একদল দাঈ ইলাল্লাহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কাজ করে যাচ্ছে এবং যাদের পর্যাপ্ত আর্থিক সক্ষমতা নেই, কেবল তারাই এসব 'ফী সাবীলিল্লাহ' খাতের দানগুলি গ্রহণ করতে পারবে ইনশাআল্লাহ। *-মে'১৫, প্রশ্নোত্তর ১২/২৯২।*

৮. আলু, কলা ও পানের ওশর দিতে হবে কি?

উত্তর : দিতে হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'শাক-সবজিতে কোন যাকাত (ওশর) নেই' *(তিরমিযী হা/৬৩৮; ইবনু মাজাহ, ছহীহুল জামে' হা/৫৪১১; মিশকাত হা/১৮১৩)*। তবে এসবের ব্যবসার অর্থ যদি নিছাব পরিমাণ হয় এবং এক বছর সঞ্চিত থাকে, তাহ'লে উক্ত অর্থের ১/৪০ ভাগ যাকাত দিবে *(আবুদাউদ হা/১৫৭৩-৭৪)*। অর্থাৎ শতকরা আড়াই টাকা হিসাবে। তবে ঐসব ফসল উঠানোর সময় গরীব-মিসকীনকে কিছু দান করবে *(বুখারী হা/২৩৩৭)*। *-আগস্ট'১৫, প্রশ্নোত্তর ১২/৪১২।*

Contents

৯. ওশরের ধান থেকে ইমাম-মুওয়াযযিনকে কিছু দেওয়া যাবে কি?

উত্তর : যাকাত বণ্টনের যে নির্ধারিত খাত সমূহ রয়েছে, তা ব্যতীত অন্য খাতে যাকাত বণ্টন করা যাবে না *(তওবাহ ৯/৬০)*। মসজিদের ইমাম-মুওয়াযযিন উক্ত খাতগুলির অন্তর্ভুক্ত নন। অতএব তাদেরকে তা দেওয়া যাবে না। তবে তারা নিতান্ত গরীব হ'লে কিছু দেওয়া যাবে *(আবুদাঊদ হা/১৬৩৫; মিশকাত হা/১৮৩৩)*। উল্লেখ্য যে, মসজিদ কমিটির উচিৎ হবে ইমাম-মুওয়াযযিনের জন্য এমন ভাতা নির্ধারণ করা যাতে তাদের অভাব দূরীভূত হয় *(আবুদাঊদ হা/২৯৪৩; মিশকাত হা/৩৭৪৮)*। *-আগস্ট'১৫, প্রশ্নোত্তর ২৫/৪২৫।*

১০. শাড়ী-লুঙ্গি ইত্যাদি কাপড় দিয়ে যাকাত আদায় করা যাবে কি?

উত্তর : যাবে। তবে যাকাতের হিসাব সর্বাগ্রে সম্পন্ন করতে হবে। অতঃপর উক্ত অর্থ দ্বারা এগুলি ক্রয় করে বিতরণ করতে হবে। স্মর্তব্য যে, যাকাত ও ছাদাক্বাসমূহ মুসলিম আমীরের নিকট জমা করে তাঁর মাধ্যমে হকদারগণের মধ্যে বিতরণ করাই হ'ল ইসলামী বিধান। বর্তমান যুগে কোন হকপন্থী ইসলামী সংগঠন বা সংস্থার মাধ্যমে এটি করা যেতে পারে। তারা তা কেন্দ্রীয় বায়তুল মাল ফাণ্ডে জমা করে যাকাতের খাত সমূহে বিতরণ করবেন। এছাড়া নিজ গ্রামে বা মহল্লায় দ্বীনদার কমিটির নিকট বায়তুল মাল জমা করার ব্যবস্থা থাকলে সেখানে কিছু অংশ জমা করার মাধ্যমে বিতরণ করা যেতে পারে। এরূপ সুন্নাতী তরীকা বাদ দিয়ে নিজ হাতে বিতরণ করতে গিয়ে একদিকে গরীবরা লাইনে পদদলিত হয়ে মারা পড়ছে, অন্যদিকে দাতা রিয়া ও শ্রুতির পাপে জড়িয়ে পড়ছেন। ফলে তার যাকাত কবুল হচ্ছে না। অতএব ইসলামী বিধান মেনে যাকাত আদায় করাই উত্তম। *-সেপ্টেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ১২/৪৫২।*

১১. আমি একজন কাপড় ব্যবসায়ী। এখানে মূলধন সবসময় কমবেশী হয়। নির্দিষ্ট মূলধন বছর অতিক্রম করে না। এক্ষেত্রে আমি যাকাত বের করব কিভাবে?

উত্তর : বছর শেষে ব্যবসায়রত সম্পদ কমবেশী গড় হিসাব করে তা নিছাব পরিমাণ হ'লে শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত দিতে হবে *(তিরমিযী হা/৬২৮; বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/৭৩৯৪; আলবানী, তামামুল মিন্নাহ পৃ. ৩৬৪, সনদ ছহীহ)*। পুংখানুপুংখ হিসাব রাখার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে। অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটি আল্লাহ ক্ষমা করবেন ইনশাআল্লাহ। *-সেপ্টেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ২০/৪৬০।*

Contents

হজ্জ ও ওমরাহ

১. সঊদী আরবে থাকা অবস্থায় নিজের হজ্জ করার পর পরিবারের জীবিত বা মৃতদের পক্ষ থেকে প্রতিবছর হজ্জ করা জায়েয হবে কি?

উত্তর : শারীরিক এবং আর্থিকভাবে সক্ষম জীবিত ব্যক্তির পক্ষ থেকে বদলী হজ্জ করা জায়েয হবে না। কেননা আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ্র জন্য লোকদের উপর বায়তুল্লাহ্র হজ্জ ফরয করা হ'ল, যারা সে পর্যন্ত যাবার সামর্থ্য রাখে' *(আলে ইমরান ৩/৯৭)*। সামর্থ্য বলতে দৈহিক ও আর্থিক উভয়টিকে বুঝায়। অতএব যারা সামর্থ্যবান তারা নিজেরাই হজ্জ করবে। আর যারা সামর্থ্যবান নয়, ঐসকল জীবিত বা মৃত আত্মীয়-স্বজন বা যেকোন ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ করা যাবে *(বুখারী হা/১৮৫২; আবুদাঊদ হা/১৮১১; ইবনু মাজাহ হা/২৯০৩; মিশকাত হা/২৫২৯)*। *-নভেম্বর'১৪, প্রশ্নোত্তর ৬/৪৬।*

২. শুক্রবারে হজ্জ হওয়ার বিশেষ কোন ফযীলত আছে কি? অনেকে এটাকে 'আকবরী হজ্জ' বলেন। এর ব্যাখ্যা কি?

উত্তর: শুক্রবারে হজ্জ হ'লে তার জন্য বিশেষ কোন ফযীলত নেই। বরং যে বর্ণনার আলোকে এ কথা বলা হয়, সেটি জাল ও ভিত্তিহীন। সেখানে বলা হয়েছে, আরাফার দিন জুম'আর দিনের সাথে মিলে গেলে তা ৭০টি হজ্জের চেয়েও উত্তম *(সিলসিলা যঈফাহ হা/১১৯৩)*। ছাহেবে তুহফা হুঁশিয়ার করে বলেন, শুক্রবারে হজ্জ হ'লে তাকে 'আকবরী হজ্জ' বলে সমাজে যে ধারণা প্রচলিত আছে, তা ভিত্তিহীন' *(তুহফাতুল আহওয়াযী ৪/২৭ হা/৯৫৮-এর ব্যাখ্যা)*। এছাড়া সূরা তওবা ৩ আয়াতে উল্লেখিত 'হজ্জে আকবার'-এর অর্থ কুরবানীর দিন *(তাফসীর ইবনু কাছীর)*। রাসূল (ছাঃ) হজ্জ পালনকালে কুরবানীর দিনকেও 'হজ্জে আকবার' হিসাবে অভিহিত করেছিলেন *(বুখারী হা/১৭৪২; আবুদাঊদ হা/১৯৪৫; ইবনু মাজাহ হা/৩০৫৮)*। *-নভেম্বর'১৪, প্রশ্নোত্তর ৭/৪৭।*

৩. হজ্জ পালনকালে মীক্বাতের বাইরে গেলে পুনরায় মক্কায় প্রবেশের সময় ইহরাম বাঁধা আবশ্যক কি? ইহরাম ব্যতীত প্রবেশ করলে দম দিতে হবে কি?

উত্তর : ওমরাহ করার নিয়ত না থাকলে হজ্জ পালনকালে মীক্বাতের বাইরে গেলে মীক্বাত থেকে পুনরায় ইহরাম বাঁধার প্রয়োজন নেই। কেননা রাসূল (ছাঃ) মীক্বাত সমূহ নির্ধারণ করে বলেছেন, এগুলি ঐসব অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য এবং তা অতিক্রমকারী অন্য অঞ্চলের লোকদের জন্য যারা হজ্জ ও ওমরাহ পালনের সংকল্প করে' *(বুখারী হা/১৫২৪; মুসলিম হা/১১৮১;*

Contents

মিশকাত হা/২৫১৬)। ওমরার নিয়তে ইহরাম বিহীন অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করলে তাকে দম দিতে হবে। উল্লেখ্য যে, উক্ত মীক্বাত হ'তে হবে মূল মীক্বাত; 'তান'ঈম' বা 'জি'ইর্রানাহ' নয়। কেননা এগুলি শুধুমাত্র মক্কাবাসীদের ওমরার ইহরাম বাঁধার স্থান। বহিরাগতদের জন্য নয় *(বুখারী হা/৪৪০৮; মুসলিম হা/১২১১; মিশকাত হা/২৫৫৬, ২৬৬৭; ফাৎহুলবারী হা/১৫২৪-এর আলোচনা; দ্রঃ মাসিক আত-তাহরীক মে'১৪ প্রশ্নোত্তর সংখ্যা ১/২৪১)*। *-নভেম্বর'১৪, প্রশ্নোত্তর ৩৬/৭৬।*

৪. হজ্জের খরচ বহন করার মত মূল্যমানের জমি থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ হজ্জ পালন না করে মারা যান, তাহ'লে তিনি গোনাহগার হবেন কি?

উত্তর : নিজের ও পরিবারের সকল মৌলিক চাহিদা পূরণের পর যদি অবশিষ্ট সম্পদ দ্বারা হজ্জের খরচ নির্বাহ করা যায়, তবে সেক্ষেত্রেই কেবল তা ফরয হবে। এরূপ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যদি ইসলামের এ রুকন আদায় না করে কেউ মারা যায়, তাহ'লে অবশ্যই তাকে ফরয ত্যাগ করার কারণে গুনাহগার হ'তে হবে *(আলে ইমরান ৩/৯৭; মুসলিম হা/১৩৩৭; মিশকাত হা/২৫০৫)*। *-ফেব্রুয়ারী'১৫, প্রশ্নোত্তর ২৫/১৮৫।*

৫. হজ্জব্রত পালনের সময় পুরুষের জন্য মাথায় ও দাড়িতে মেহেদী লাগিয়ে যাওয়ায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

উত্তর : ইহরাম অবস্থায় মেহেদী ব্যবহার করা যাবে না। রাসূল (ছাঃ) ইহরাম অবস্থায় রঙিন ও যাফরানযুক্ত কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন *(বুখারী হা/৫৮৪৭; মিশকাত হা/২৬৭৮)*। এ হাদীছের ব্যাখ্যায় ইমাম নববী বলেন, মেহেদী যাফরানের ন্যায় *(আল-মাজমূ' ১/২৯৫)*। অতএব ইহরামের পূর্বে দাড়িতে মেহেদী দেওয়া যাবে, কিন্তু পরে নয়। যেমন রাসূল (ছাঃ) ইহরামের পূর্বে সুগন্ধি ব্যবহার করেছেন, পরে নয় *(বুখারী হা/২৭০)*। *-মে'১৫, প্রশ্নোত্তর ২৭/৩০৭।*

৬. মহিলাদের উপর কখন হজ্জ ফরয হবে? স্বামীর নিকট দু'জনের খরচের সমপরিমাণ অর্থ থাকলে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের উপর হজ্জ ফরয হবে কি?

উত্তর : বায়তুল্লাহ পর্যন্ত যাতায়াতের সামর্থ্য থাকলে প্রত্যেক মুমিন নর-নারীর উপর হজ্জ ফরয *(আলে ইমরান ৩/৯৭)*। সেই হিসাবে স্বামী ও স্ত্রীর উপর পৃথকভাবে হজ্জ ফরয হবে। তবে স্বামী নিজ খরচে স্ত্রীকে হজ্জে নিয়ে গেলে তার উপর থেকে হজ্জের ফরযিয়াত শেষ হয়ে যাবে। পরে সক্ষম হ'লেও পুনরায় হজ্জ করার প্রয়োজন হবে না। উল্লেখ্য, নারীর সাথে মাহরাম থাকা অপরিহার্য *(বুখারী হা/১০৮৬; মুসলিম হা/৮২৭; মিশকাত হা/২৫১৫)*। *-মে'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩১/৩১১।*

Contents

কুরবানী

১. কুরবানীর গোশত বণ্টনের সঠিক পদ্ধতি জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : উক্ত বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা খাও এবং অভাবগ্রস্ত লোকদের খাওয়াও' *(হজ্জ ২২/২৮)*। তিনি আরও বলেন, 'তোমরা নিজেরা খাও, যারা চায় না তাদের খাওয়াও এবং যারা নিজেদের প্রয়োজন পেশ করে তাদের খাওয়াও' *(হজ্জ ২২/৩৬)*। ইবনু মাসউদ (রাঃ) কুরবানীর গোশত তিনভাগ করে একভাগ নিজেরা খেতেন, একভাগ যাকে চাইতেন তাকে খাওয়াতেন এবং একভাগ ফকীর-মিসকীনকে দিতেন। আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর কুরবানীর গোশত বণ্টন সম্পর্কে বলেন যে, তিনি একভাগ নিজের পরিবারকে খাওয়াতেন, একভাগ গরীব প্রতিবেশীদের দিতেন এবং একভাগ সায়েল-ফকীরদের দিতেন। হাফেয আবু মূসা বলেন, হাদীছটি 'হাসান'। তবে আলবানী বলেন, আমি এটির সনদ জানতে পারিনি। জানি না তিনি অর্থের দিক দিয়ে 'হাসান' বলেছেন, না সনদের দিক দিয়ে *(ইরওয়া হা/১১৬০; আলোচনা দ্রষ্টব্য: মির'আত হা/১৪৯৩-এর ব্যাখ্যা, ৫/১২০ পৃ.)*। এছাড়া ইমাম আহমাদ, শাফেঈ (রহঃ) সহ বহু বিদ্বান কুরবানীর গোশত তিনভাগ করাকে মুস্তাহাব বলেছেন *(সুবুলুস সালাম শরহ বুলূগুল মারাম ৪/১৮৮ পৃ.)*।

অতএব কুরবানীর গোশত তিন ভাগ করা যায়। একভাগ নিজেদের ও একভাগ প্রতিবেশীদের যারা কুরবানী করেনি এবং এক ভাগ ফকীর-মিসকীনদের। প্রয়োজনে বণ্টনে কমবেশী করাতে কোন দোষ নেই *(সুবুলুস সালাম শরহ বুলূগুল মারাম ৪/১৮৮; আল-মুগনী ১১/১০৮; মির'আত ২/৩৬৯; ঐ, ৫/১২০ পৃ.)*। উল্লেখ্য যে, কুরবানীর গোশত যতদিন খুশী রেখে খাওয়া যায় *(তিরমিযী হা/১৫১০; বুখারী হা/৫৫৬৯; মুসলিম হা/১৯৭৩; মিশকাত হা/২৭৪৪)*।

অতএব মহল্লার স্ব স্ব কুরবানীর গোশতের এক-তৃতীয়াংশ একস্থানে জমা করে মহল্লায় যারা কুরবানী করতে পারেনি তাদের তালিকা করে সুশৃংখলভাবে তাদের মধ্যে বিতরণ করা ও প্রয়োজনে তাদের বাড়ীতে পৌঁছে দেওয়া উত্তম। বাকী এক-তৃতীয়াংশ ফকীর-মিসকীনদের মধ্যে বিতরণ করবেন *(দ্রঃ মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা' বই, পৃ. ২৩)*। এর ফলে কুরবানীদাতা রিয়া ও শ্রুতি থেকে নিরাপদ থাকবেন এবং তার অন্তর পরিশুদ্ধ হবে। আর এটাই হ'ল কুরবানীর মূল প্রেরণা। আজকাল অনেকে গোশত জমা করে

Contents

সেখান থেকে প্রতিবেশী ও ফকীর-মিসকীনদের কিছু কিছু দিয়ে বাকী গোশত পুনরায় নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নেন। এটি একটি কুপ্রথা। এর মাধ্যমে কৃপণতা প্রকাশ পায়। যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। *-অক্টোবর'১৪, প্রশ্নোত্তর ১৯/১৯।*

২. উট যবেহ করার নিয়ম কি? সাধারণ পশুর মত উট যবেহ করা যায় কি?

উত্তর : উট যবেহ করার সাধারণ নিয়ম হ'ল, উট দাঁড়ানো অবস্থায় তার কণ্ঠনালীতে ধারালো ছুরি চালিয়ে রক্ত প্রবাহিত করা। আর গরু-ছাগল যবেহ করার নিয়ম হ'ল, মাথা দক্ষিণ দিকে রেখে বাম কাতে ফেলে গলায় ছুরি চালানো। তবে বাধ্যগত অবস্থায় উটকে গরু-ছাগলের মত মাটিতে ফেলে যবেহ করলে নাজায়েয হবে না। যেমন বনু হারেছার জনৈক ব্যক্তি ওহোদের পাহাড়ী এলাকায় উট চরাচ্ছিল। একটি মাদী উট হঠাৎ মুমূর্ষু হয়ে পড়লে তার বুকে একটি কাঠের সুঁচালো মাথা দিয়ে আঘাত করে রক্ত প্রবাহিত করা হয়। অতঃপর রাসূল (ছাঃ)-কে এ সংবাদ প্রদান করলে তিনি তা খাওয়ার আদেশ দেন' *(আবুদাঊদ হা/২৮২৩; মিশকাত হা/৪০৯৬ 'শিকার ও যবেহ' অনুচ্ছেদ)*। *-অক্টোবর'১৪, প্রশ্নোত্তর ৩৮/৩৮।*

৩. কুরবানীর জন্য ক্রয়কৃত বা উক্ত উদ্দেশ্যে পোষা পশুর চাইতে উত্তম পেলে তা পরিবর্তন করা যাবে কি?

উত্তর : পোষা বা ক্রয় করা কোন পশুকে কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট করলে ও সেই মর্মে ঘোষণা দিলে তা আর বদল করা যাবে না। এটি ওয়াকফের মত। তবে যদি নির্দিষ্ট না করে থাকে, তাহ'লে তার বদলে উত্তম পশু কুরবানী দেওয়া যাবে। কোন কোন বিদ্বান উত্তম পশু ক্রয় করার লক্ষ্যে সেটি বিক্রয় করা যাবে বলে মন্তব্য করেছেন। ছাহেবে মির'আত বলেন, তারা যে দলীলের ভিত্তিতে একথা বলেন তা আলোচ্য বিষয়ের বহির্ভূত *(মির'আতুল মাফাতীহ ৫/১১৮)*। *-নভেম্বর'১৪, প্রশ্নোত্তর ২০/৬০।*

৪. কুরবানীর চামড়ার মূল্য ঈদগাহ নির্মাণ কাজে ব্যয় করা যাবে কি? কেউ ব্যয় করে ফেললে তার কোন শাস্তি আছে কি?

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) কুরবানীর চামড়া ছাদাক্বা করার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং এর বাইরে তা দান করা বৈধ হবে না *(তওবা ৯/৬০; বুখারী হা/১৭১৭; মুসলিম হা/১৩১৭; মিশকাত হা/২৬৩৮)*। ঈদগাহ নির্মাণ ছাদাক্বা বণ্টনের খাত

Contents

সমূহের অন্তর্ভুক্ত নয় *(তওবা ৯/৬০)*। সুতরাং এ কাজে ছাদাক্বার অর্থ ব্যয় করা যাবে না *(ফিক্বহুস সুন্নাহ 'যাকাত বণ্টন' অধ্যায়, ১/৪৭০ পৃ.; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিইয়া ২৩/৩২৯ পৃ.)*। ভুলবশতঃ ব্যয় করে ফেললে আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করবে এবং সম্ভব হ'লে সমপরিমাণ অর্থ ছাদাক্বার কোন খাতে ব্যয় করবে। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ছাদাক্বা পাপ মিটিয়ে দেয়, যেভাবে পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়' *(তিরমিযী হা/৬১৪; মিশকাত হা/২৯)*। *-নভেম্বর'১৪, প্রশ্নোত্তর ২৪/৬৪।*

৫. ঈদের ছালাতের পর খুৎবার পূর্বে কুরবানী করা যাবে কি?

উত্তর : বারা বিন 'আযেব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ঈদুল আযহার দিন আমরা প্রথম ছালাত দিয়ে শুরু করি। অতঃপর ফিরে আসি এবং কুরবানী করি। এক্ষণে যে ব্যক্তি এটা করল, সে আমাদের সুন্নাতের অনুসরণ করল। আর যে ব্যক্তি তার পূর্বে করল, সে তার নিজের পরিবারের জন্য গোশত পাঠালো। এতে কুরবানীর কোন অংশ নেই' *(বুখারী হা/৯৬৫; মুসলিম হা/১৯৬১; মিশকাত হা/১৪৩৫)*। এখানে ছালাত বলতে খুৎবাসহ ছালাত বুঝানো হয়েছে। ইবনু কুদামা বলেন, ছালাত ও খুৎবা সম্পন্ন হওয়ার পরই কুরবানী করা হালাল হবে *(মুগনী ৯/৪৫২, মাসআলা নং ৭৮৮৩)*। এছাড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বা ছাহাবায়ে কেরাম কেউ খুৎবার পূর্বে কুরবানী করেছেন মর্মে প্রমাণ পাওয়া যায় না। অতএব এরূপ কাজ হ'তে বিরত থাকাই কর্তব্য। এক্ষণে যদি কেউ বাধ্যগত অবস্থায় খুৎবার পূর্বে কুরবানী করে, তবে তার বিষয়টি বাধ্যগত বলেই গণ্য হবে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর' *(তাগাবুন ৬৪/১৬)*। *-নভেম্বর'১৪, প্রশ্নোত্তর ২৫/৬৫।*

৬. পাঠা ছাগল দ্বারা কুরবানী দেওয়া যাবে কি?

উত্তর : পাঠা ছাগল কুরবানী দেওয়া যায়। তবে খাসী ছাগল কুরবানী দেওয়া উত্তম। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খাসী কুরবানী দিয়েছিলেন। জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট দু'টি মোটা-তাযা সাদা-কালো শিংওয়ালা খাসী ছাগল নিয়ে আসা হ'ল। তিনি দু'টির একটি মাটিতে ফেলে দিলেন এবং 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলে যবেহ করলেন *(ইবনু মাজাহ্ হা/৩১২২; মিশকাত হা/১৪৬১; বায়হাক্বী, ইরওয়া হা/১১৩৮)*। *-ডিসেম্বর'১৪, প্রশ্নোত্তর ১১/৯১।*

Contents

৭. কুরবানী একটির বেশী করা জায়েয হবে কি?

উত্তর : সামর্থ্য থাকলে একাধিক কুরবানী করায় কোন বাধা নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজ পরিবার ও উম্মতের পক্ষ হ'তে দু'টি 'খাসী' কুরবানী করেছেন *(বুখারী হা/৫৫৬৫; মুসলিম হা/১৯৬৬; মিশকাত হা/১৪৫৩)*। এছাড়া বিদায় হজ্জের দিন তিনি একশত উট কুরবানী করেছিলেন *(ইবনু মাজাহ হা/৩০৭৬)*। তবে নিজ ও পরিবারের পক্ষে একটি ছাগল কুরবানী করাই যথেষ্ট *(মুসলিম হা/১৯৬৭; মিশকাত হা/১৪৫৪)*। তাবেঈ বিদ্বান 'আতা বিন ইয়াসার (রহঃ) বলেন, আমি আবু আইয়ূব আনছারী (রাঃ)-কে রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে কুরবানী কেমন ছিল সে বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, 'সেসময় একজন লোক একটি ছাগল দ্বারা নিজের ও নিজের পরিবারের পক্ষ হ'তে কুরবানী দিতেন। অতঃপর তা খেতেন ও অন্যকে খাওয়াতেন। অতঃপর লোকেরা তাতে বড়াই করত। তারপর সেটাই আছে যেমনটা তুমি দেখছ' *(তিরমিযী হা/১৫০৫; ইবনু মাজাহ হা/৩১৪৭)*। ধনাঢ্য ছাহাবী আবু সারীহা (রাঃ) বলেন, সুন্নাত জানার পর আমি পরিবারের পক্ষ থেকে একটি বা দু'টি কুরবানী দিতাম। লোকেরাও পরিবারপিছু একটি বা দু'টি করে বকরী কুরবানী দিত। অথচ এখন প্রতিবেশীরা আমাদের বখীল বলছে' *(ইবনু মাজাহ হা/৩১৪৮)*। *-ডিসেম্বর'১৪, প্রশ্নোত্তর ১৭/৯৭।*

৮. হাদীছে মোটা-তাযা সুন্দর পশু কুরবানী করতে বলা হয়েছে। এক্ষণে ঔষধ প্রয়োগের মাধ্যমে পশু মোটাতাযা করণে শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

উত্তর : ইনজেকশন দিয়ে বা ট্যাবলেট খাইয়ে পশু মোটাতাযাকরণ অত্যন্ত গর্হিত কাজ। যা আদৌ শরী'আতসম্মত নয়। কেননা এর মাধ্যমে ক্রেতার সাথে প্রতারণা করাই লক্ষ্য থাকে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি ধোঁকা দেয়, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। প্রতারণা করা ও ধোঁকা দেওয়ার কারণে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে' *(ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৫৬৭; মুসলিম হা/১০২; ছহীহাহ হা/১০৫৮)*। উপরন্তু এসব ব্যবহারে পশুর গোশত বিষাক্ত হয়ে যায়, যা মানবদেহের জন্য চরম ক্ষতিকর। এতে মানুষ লিভার, কিডনী, ক্যান্সার ও হৃদরোগসহ নানাবিধ জটিল রোগে আক্রান্ত হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা ক্ষতি কর না ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ো না' *(ইবনু মাজাহ হা/২৩৪১)*। *-ডিসেম্বর'১৪, প্রশ্নোত্তর ২৫/১০৫।*

৯. পশুর পেটে বাচ্চা থাকা অবস্থায় ঐ পশু কুরবানী করা যাবে কি?

Contents

উত্তর : পেটে বাচ্চা থাকা অবস্থায় পশু কুরবানী করায় শরী'আতে কোন বাধা নেই। এছাড়া উক্ত পশুর গোশত খাওয়া যাবে। এমনকি রুচি হ'লে পেটের বাচ্চাও খেতে পারে। আবু সাঈদ খুদরী বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা উটনী, গাভী ও ছাগী যবেহ করি এবং কখনো কখনো আমরা তার পেটে বাচ্চা পাই। আমরা ঐ বাচ্চা ফেলে দিব, না খাব? রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'তোমাদের রুচি হ'লে খাও। কারণ বাচ্চার মাকে যবেহ করা বাচ্চাকে যবেহ করার শামিল' *(আবুদাঊদ হা/২৮২৮; মিশকাত হা/৪০৯১-৯২)*। *-মে'১৫, প্রশ্নোত্তর ২২/৩০২।*

১০. আমাদের সমাজে ৫০টি পরিবারে ২৩১ জন লোক। আমরা কুরবানীর গোশত এক জায়গায় জমা করে ২৩১ ভাগ করে যে পরিবারে যত লোক সেই কয় ভাগ তাদেরকে দেই। এভাবে গোশত বণ্টন করা যাবে কি?

উত্তর : এরূপ কোন বিধান শরী'আতে নেই। আল্লাহ বলেন, '(কুরবানীর গোশত) তোমরা নিজেরা খাও, যারা চায় না তাদের খাওয়াও এবং যারা নিজেদের প্রয়োজন পেশ করে তাদের খাওয়াও' *(হজ্জ ২২/৩৬)*। অতএব কুরবানী দাতাগণ স্ব স্ব কুরবানীর গোশতের এক-তৃতীয়াংশ একস্থানে জমা করে মহল্লায় যারা কুরবানী করতে পারেনি, তাদের তালিকা করে সুশৃংখলভাবে তাদের মধ্যে বিতরণ করবেন ও প্রয়োজনে তাদের বাড়ীতে পৌঁছে দিবেন। বাকী এক-তৃতীয়াংশ ফকীর-মিসকীনদের মধ্যে বিতরণ করবেন *(দ্রঃ মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা' বই, পৃ. ২৩)*। *-আগস্ট'১৫, প্রশ্নোত্তর ১১/৪১১।*

১১. কুরবানীর দিন ছালাতের পূর্বে না খেয়ে থাকা এবং কুরবানীর পর কলিজা দ্বারা ইফতার করা কি সুন্নাত?

উত্তর : কুরবানীদাতার জন্য ঈদের দিন কুরবানীর গোশত খাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত না খেয়ে থাকা সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদুল আযহার দিন ছালাত শেষ না করে খেতেন না' *(তিরমিযী হা/৫৪২; ইবনু মাজাহ হা/১৭৫৬; মিশকাত হা/১৪৪০, সনদ ছহীহ)*। আর তিনি স্বীয় কুরবানীর গোশত হ'তে খেতেন' *(আহমাদ হা/২৩০৩৪, সনদ হাসান; নায়লুল আওত্বার ৪/২৪১)*। বায়হাক্বীর বর্ণনায় নির্দিষ্টভাবে 'কলিজা'র কথা এসেছে *(বায়হাক্বী হা/৫৯৫৬; মির'আতুল মাফাতীহ ৪/৪৫ পৃ.,)*। তবে বর্ণনাটি যঈফ *(সুবুলুস সালাম, তা'লীক্ব আলবানী ২/২০০)*। অতএব কুরবানীর পশুর গোশত দিয়েই ইফতার করা সুন্নাত। *-সেপ্টেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ২৮/৪৬৮।*

আক্বীক্বা ও নামকরণ

১. সন্তান জন্মের ৭ দিন পর আক্বীক্বা করা না হ'লে সেক্ষেত্রে করণীয় কি? পিতা-মাতা আক্বীক্বা না করে থাকলে নিজেই নিজের আক্বীক্বা করা যাবে কি?

উত্তর : আক্বীক্বা দেয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'প্রত্যেক শিশু তার আক্বীক্বার সাথে বন্ধক থাকে। অতএব জন্মের সপ্তম দিনে তার পক্ষ থেকে পশু যবহ করতে হয়, নাম রাখতে হয় ও তার মাথা মুণ্ডন করতে হয়' *(আবুদাঊদ হা/২৮৩৯; ইবনু মাজাহ হা/৩১৬৫; মিশকাত হা/৪১৫৩)*। তিনি বলেন, 'সন্তানের সাথে আক্বীক্বা জড়িত। অতএব তোমরা তার পক্ষ থেকে রক্ত প্রবাহিত কর *(বুখারী হা/৫৪৭২; মিশকাত হা/৪১৪৯)*। উক্ত হাদীছগুলিতে আক্বীক্বার গুরুত্ব ও সময় সম্পর্কে বলা হয়েছে এবং রাসূল (ছাঃ) তাঁর নাতি হাসান ও হুসাইনের আক্বীক্বাও সপ্তম দিনে করেছিলেন *(ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৫৩১১, সনদ হাসান)*। অতএব সক্ষম ব্যক্তি সপ্তম দিনেই আক্বীক্বা করবে। উল্লেখ্য, ৭ম দিনের পরে ১৪ ও ২১ দিনে দেওয়ার ব্যাপারে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(আলবানী, ইরওয়াউল গালীল হা/১১৭০)*।

সঙ্গত কোন কারণে যদি সময়মত করা সম্ভব না হয়, পরবর্তীতে সুযোগ মত যেকোন সময় তা আদায় করবে *(ইবনুল ক্বাইয়িম, তুহফাতুল মাওদূদ ৬৩ পৃ.; আলবানী, সিলসিলাতুল হুদা ওয়ান নূর, অডিও ক্লিপ নং ১৯৯; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা, ফৎওয়া নং ১৭৭৬; মাজমূ' ফাতাওয়া উছায়মীন ২৫/২১৫)*।

শাফেঈ বিদ্বানগণের মতে সাত দিনে আক্বীক্বার বিষয়টি সীমা নির্দেশ মূলক নয় বরং এখতিয়ার মূলক। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, সাত দিনে আক্বীক্বার অর্থ হ'ল, ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ সাত দিনের পরে আক্বীক্বা করবে না *(নায়লুল আওত্বার ৬/২৬১ পৃ.)*।

অভিভাবক আক্বীক্বা না দিলে সেক্ষেত্রে পরবর্তীতে নিজেই নিজের আক্বীক্বা করতে পারে *(ইবনু কুদামা, আল-মুগনী, মাসআলা নং ৭৮৯৮; মাজমূ' ফাতাওয়া বিন বায ২৬/২৬৬)*। খ্যাতনামা তাবেঈ মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (রহঃ) বলেন, যদি আমি জানতাম যে, আমার পক্ষে আক্বীক্বা দেওয়া হয়নি, তবে অবশ্যই আমি নিজেই নিজের আক্বীক্বা করতাম *(মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা হা/২৪৭১৮, ছহীহাহ হা/২৭২৬-এর আলোচনা দ্রঃ)*। হাসান বছরী (রহঃ) বলতেন যে, যদি তোমার

Contents

পক্ষ থেকে আক্বীক্বা দেওয়া না হয়, তবে তুমি নিজেই নিজের আক্বীক্বা দাও, যদিও তুমি বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তি হও *(ইবনু হাযম, মুহাল্লা ৬/২৪০, সনদ হাসান, আলবানী, ছহীহাহ হা/২৭২৬-এর আলোচনা দ্রঃ)*। *-মার্চ'১৫, প্রশ্নোত্তর ৪০/২৪০।*

২. সদ্য ভূমিষ্ট শিশুর ডান কানে আযান ও বাম কানে ইক্বামত শুনাতে হবে কি? না কেবল আযান শুনালেই যথেষ্ট হবে?

উত্তর : সদ্য ভূমিষ্ট সন্তানের ডান কানে আযান ও বাম কানে ইক্বামত শুনানোর হাদীছটি মওযূ' বা জাল *(মুসনাদে আবী ইয়া'লা হা/৬৭৮০; সিলসিলা যঈফাহ হা/৩২১)*। এক্ষণে 'কেবল আযান দেওয়া' সম্পর্কিত হাদীছটি শায়খ আলবানী (রহঃ) প্রথমে 'হাসান' *(আবুদাঊদ হা/৫১০৫; ইরওয়া হা/১১৭৩)* হিসাবে গণ্য করলেও পরবর্তীতে তিনি এটিকে 'যঈফ' হিসাবে উল্লেখ করে বলেন, আমি ইতিপূর্বে আবু রাফে' বর্ণিত এ হাদীছটিকে 'হাসান' বললেও এখন আমার নিকটে বর্ণনাটি যঈফ হিসাবে স্পষ্ট হয়েছে *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৬১২১)*। তিনি বলেন, ...অতএব আমি সদ্য ভূমিষ্ট সন্তানের কানে আযান দেওয়ার বিধান সম্পর্কে আমার পূর্ববর্তী বক্তব্য থেকে ফিরে আসলাম *(আলবানী, সিলসিলাতুল হুদা ওয়ান নূর, অডিও ক্লিপ নং ৬২৩)*। এ ব্যাপারে অপর মুহাক্কিক শু'আইব আরনাউত্বও ঐক্যমত পোষণ করেছেন *(তাহকীক মুসনাদে আহমাদ হা/২৭২৩০)*। অতএব 'যঈফ' হিসাবে প্রমাণিত হওয়ার পর আযান দেওয়ার বিষয়টি আর আমলযোগ্য থাকে না।

সংশোধনী : ইতিপূর্বে মাসিক আত-তাহরীকের বিভিন্ন সংখ্যার প্রশ্নোত্তর কলামে *(এপ্রিল ২০০০ (১/১৮১), জুন'০৩ (১০/৩১৫), মার্চ'০৫ (২/২০২)* উক্ত হাদীছের ভিত্তিতে আযান দেওয়ার বিষয়টি জায়েয হিসাবে বলা হয়েছিল। এক্ষণে তা যঈফ হিসাবে প্রমাণিত হওয়ায় আমরা পূর্বের ফৎওয়া থেকে ফিরে আসছি। অতএব আযান দেওয়া থেকে বিরত থাকাই কর্তব্য হবে। *-এপ্রিল'১৫, প্রশ্নোত্তর ২/২৪২।*

৩. নামের শেষে হাসান, হোসাইন, আলী ইত্যাদি যুক্ত করে নাম রাখা যাবে কি?

উত্তর : উপরোক্ত সবগুলি নামই সুন্দর অর্থ বহন করে। সুতরাং তা রাখায় কোন দোষ নেই। তবে শী'আদের আক্বীদা অনুযায়ী রোগমুক্তি ও বিশেষ ফযীলতের আশায় এগুলি রাখা হ'লে তা শিরক হবে। শী'আরা বলে থাকে,

Contents

আমার জন্য পাঁচজন রয়েছেন যাদের মাধ্যমে আমি সকল দুরারোগ্য ব্যাধি দূর করি। তারা হ'লেন, মুছতফা, মুরতাযা, তাঁর দুই পুত্র (হাসান-হোসায়েন) ও ফাতেমা'। *-ফেব্রুয়ারী'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩৩/১৯৩।*

৪. জারজ সন্তান প্রতিপালন করা যাবে কি? এজন্য ঐ ব্যক্তি কোন ছওয়াব পাবে কি?

উত্তর : পরিচিত বা অপরিচিত যেকোন জারজ সন্তান পালন করা যাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ব্যভিচারিণী গামেদী মহিলার জারজ সন্তানকে জনৈক ছাহাবীর হাতে দিয়ে তাকে লালন-পালনের জন্য আদেশ করেন *(মুসলিম হা/১৬৯৫; মিশকাত হা/৩৫৬২)*। কারণ জারজ হওয়ার জন্য সন্তান দায়ী নয়। অতএব তাকে লালন-পালনের জন্য অবশ্যই ছওয়াব রয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'মুমিন পুরুষ বা নারী যে কোন সৎকর্ম করলে আমরা তার বিনিময়ে সর্বোত্তম প্রতিদান দেব' *(নাহল ১৬/৯৭)*। *-ফেব্রুয়ারী'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩৬/১৯৬।*

৫. নাম পরিবর্তন করলে নতুন করে আক্বীক্বা দিতে হবে কি?

উত্তর : নাম পরিবর্তন করলে আক্বীক্বা দিতে হবে না। রাসূল (ছাঃ) বহু মানুষের নাম পরিবর্তন করে দিয়েছেন *(মুসলিম হা/২১৪২; মিশকাত হা/৪৭৫৬ 'শিষ্টাচারসমূহ' অধ্যায়, 'নামসমূহ' অনুচ্ছেদ)*। যেমন ওমর (রাঃ)-এর বোন 'আছিয়ার নাম পরিবর্তন করে তিনি 'জামীলা' রেখেছিলেন। কিন্তু আক্বীক্বা করতে বলেননি *(মুসলিম হা/২১৩৯; মিশকাত হা/৪৭৫৮)*। *-জুলাই'১৫, প্রশ্নোত্তর ৬/৩৬৬।*

৬. আক্বীক্বাহ্র সময় নবজাতকের ২টি নাম রাখা যায় কি?

উত্তর : নাম, উপনাম ও লকব একত্রে রাখা যায় *(ইবনুল ক্বাইয়িম, তুহফাতুল মাওলূদ ১৪৪ পৃ.)*। *-আগস্ট'১৫, প্রশ্নোত্তর ৬/৪০৬।*

Contents

কুরআনুল কারীম

১. জনৈক আলেম বলেন, সূরা ফাতিহা কুরআনের অংশ নয়। এর কোন সত্যতা আছে কি?

উত্তর : উক্ত বক্তব্য ভিত্তিহীন। রাসূল (ছাঃ) সূরা ফাতিহাকে পবিত্র কুরআনের সর্বাপেক্ষা মর্যাদা সম্পন্ন সূরা হিসাবে বর্ণনা করেছেন *(বুখারী হা/৪৪৭৪; মিশকাত হা/২১১৮)*। *অক্টোবর'১৪, প্রশ্নোত্তর ২/২।*

২. মহিলারা কুরআন শিক্ষা করার জন্য কোন পুরুষের নিকটে যেতে পারবে কি? এক্ষেত্রে প্রয়োজনে নেকাব খোলা যাবে কি?

উত্তর : একককভাবে চলবে না। কেননা নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, কোন বেগানা পুরুষ কোন বেগানা নারীর সাথে নির্জনে অবস্থান করলে তাদের তৃতীয় জন হয় শয়তান *(তিরমিযী হা/১১৭১; মিশকাত হা/৩১১৮)*। তবে যদি কয়েকজনকে একত্রে পূর্ণ পর্দার ব্যবস্থাসহ পড়ানো হয় এবং তাতে কোন ফিৎনার আশংকা না থাকে তাহ'লে বাধা নেই *(বুখারী হা/১০১; ফাৎহুলবারী ২/৪৬৮, হা/৯৭৮-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ)*। এসময় সামনা-সামনি নয় বরং পর্দার আড়ালে বসতে হবে। আর সামনা-সামনি বসলেও নেকাব রাখা এবং দৃষ্টি নত রাখা আবশ্যক *(মুসলিম হা/২১৫৯; মিশকাত হা/৩১০৪; নূর ২৪/৩১)*। *নভেম্বর'১৪, প্রশ্নোত্তর ৩০/৭০।*

৩. তাফসীর মাআরেফুল ক্বোরআন নামক তাফসীরটি কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে প্রণীত কি?

উত্তর : এ তাফসীরে কিছু ভ্রান্ত আক্বীদা ও আমল এবং বহু স্থানে ভুল অনুবাদ ও তাফসীরের সমাবেশ ঘটেছে। ফলে একে বিশুদ্ধ তাফসীর বলা যায় না। এর মধ্যে উল্লেখিত ভুলগুলোর কিছু দৃষ্টান্ত পেশ করা হ'ল : (১) 'নবী' বা 'ওলী'র বরাত দিয়েও আল্লাহ তা'আলার সাহায্য প্রার্থনা করা কুরআনের নির্দেশ ও হাদীছের বর্ণনায় বৈধ প্রমাণিত হয়েছে' *(পৃ. ৯, ৩২৭)*। অথচ মৃত নবী বা অন্য কারুর অসীলা দিয়ে প্রার্থনা করা স্পষ্ট শিরক *(মুসলিম হা/২০৪; মিশকাত হা/৫৩৭৩)* (২) 'সৃষ্ট জগতের মাঝে সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নূর সৃষ্টি করা হয়েছে'... এক হাদীছে বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম

Contents

আমার নূর সৃষ্টি করেছেন' *(পৃ. ৪২৮)*। অথচ এটি সম্পূর্ণ ভুল আক্বীদা এবং হাদীছটি জাল *(ছহীহাহ হা/৪৫৮-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)*। (৩) 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর পবিত্র রওজা শরীফে জীবিত আছেন।... এ কারণই তাঁর পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টন করা হয়নি এবং এর ভিত্তিতেই তাঁর পত্নীগণের অবস্থা অপরাপর বিধবা নারীদের মত হয়নি' *(পৃ. ১০৯৩)*। অথচ 'হায়াতুন্নবী'-র এই ভ্রান্ত আক্বীদা পরিষ্কারভাবে শিরকী আক্বীদা *(যুমার ৩৯/৩০)* (৪) 'কোন না কোন একজন মুজতাহিদ ইমামের তাক্বলীদ করা অপরিহার্য। সকল মুজতাহিদ ইমামই সত্য' *(পৃ. ৭৪৩)*। অথচ কুরআন ও সুন্নাহ্র অনুসরণই কেবল অপরিহার্য এবং মুজতাহিদ ইমামগণ ভুলের ঊর্ধ্বে নন। সেজন্যেই তো দেখা যায়, একই মাযহাবের মুজতাহিদগণের মধ্যে মতভেদের শেষ নেই (৫) 'আল্লাহ তা'আলার কোন আকার নেই' *(পৃঃ ১৪৬৫)*। অথচ কুরতুবী স্বীয় তাফসীরে অন্যের মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন এভাবে যে, 'আমরা মানুষকে সর্বোত্তম অবয়বে সৃষ্টি করেছি'। এর অর্থ অনেকে করেছেন علي صورة الرحمن 'আল্লাহ্র আকৃতিতে'। অথচ আল্লাহ্র বাস্তব আকার (صورة متشخصة) কোথায় আছে ভাবার্থ ব্যতীত? *(ঐ, ২০/১১৪)*'। এ বিষয়ে সঠিক আক্বীদা হ'ল এই যে, আল্লাহ্র আকার আছে। কিন্তু তার তুলনীয় কিছুই নেই। তিনি সবকিছু শোনেন ও দেখেন' *(শূরা ১১)*। (৬) 'এলমে তাসাউফও ফরযে আইনের অন্তর্ভুক্ত' *(পৃ. ৫৯৬)*। অথচ দ্বীনী ইলম হাছিল করা ফরয। ইসলামের সকল ইবাদতের মূল উদ্দেশ্য হ'ল তাযকিয়ায়ে নাফ্স বা আত্মশুদ্ধি। পৃথকভাবে ইলমে তাছাউওফের কোন অস্তিত্ব শরী'আতে নেই। বরং কথিত ছূফীবাদের চোরাগলি দিয়েই মুলমানদের মধ্যে অধিকাংশ শিরক প্রবেশ করেছে (৭) অনুরূপভাবে সূরায়ে 'মুহাম্মাদ' ৩৮ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম সুয়ূতীর বরাতে বলা হয়েছে যে, 'আলোচ্য আয়াতে ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর সহচরদেরকে বুঝানো হয়েছে। কেননা তাঁরা পারস্য সন্তান। কোন দলই জ্ঞানের সেই স্তরে পৌঁছেনি, যেখানে আবু হানীফা ও তাঁর সহচরগণ পৌঁছেছেন' *(পৃ. ১২৬৩)*। অথচ নুযূলে কুরআনের সময় আবু হানীফা ও তার সহচরদের জন্মই হয়নি। এমনিভাবে অসংখ্য শিরকী আক্বীদা ও বিদ'আতী আমলের প্রচারণা চালানো হয়েছে অত্র তাফসীর গ্রন্থে। অতএব কেউ পড়তে চাইলে জ্ঞান-বিবেক জাগ্রত রেখেই এ তাফসীর পড়তে হবে। তবে এর মধ্যে অনেক শিক্ষণীয় বিষয়ও রয়েছে। *-জানুয়ারী'১৫, প্রশ্নোত্তর ২১/১৪১।*

Contents

৪. ওমর (রাঃ)-এর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে কুরআন মাজীদের মোট কতটি আয়াত নাযিল হয়? প্রেক্ষাপট সহ জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলতেন, আল্লাহ তা'আলা ওমরের যবানে ও হৃদয়ে সত্য প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছেন *(তিরমিযী হা/৩৬৮২, হাদীছ ছহীহ)*। এক্ষণে ৬টি বিষয়ে ওমর (রাঃ)-এর প্রস্তাবের সমর্থনে কুরআনে আয়াত নাযিল হয়েছে, যা ছহীহ হাদীছসমূহ দ্বারা প্রমাণিত। যেমন (১) বদর যুদ্ধের ৭০ জন বন্দীর ব্যাপারে ওমর (রাঃ)-এর পরামর্শ ছিল তাদেরকে হত্যা করা। পরে তাঁর মতের সমর্থনে সূরা আনফালের ৬৭-৬৯ আয়াত নাযিল হয় *(মুসলিম হা/১৭৬৩)*। (২) মক্কা বিজয়ের দিন রাসূল (ছাঃ) যখন মাক্বামে ইবরাহীমের কাছে দাঁড়ালেন, তখন ওমর (রাঃ) তাঁকে বলেন, আমরা কি এটাকে ছালাতের স্থান বানিয়ে নিতে পারি না?... তখন সূরা বাক্বারার ১২৫ আয়াতটি নাযিল হয়।

(৩) একদা তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার স্ত্রীগণের নিকট ভালো-মন্দ সব ধরনের লোক প্রবেশ করে। অতএব আপনি যদি তাদেরকে পর্দা করার নির্দেশ দিতেন!... এরপর উম্মাহাতুল মুমিনীনের পর্দা ফরয করে সূরা আহযাবের ৫৩ আয়াতটি নাযিল হয়। (৪) ওমর কন্যা হাফছার নিকটে রাসূল (ছাঃ)-এর মধু খাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্ত্রীগণের মাঝে পরস্পরে হিংসার ঘটনা ঘটলে তিনি বলেন, আমি আর মধু খাব না। তখন সূরা তাহরীম ১ আয়াত নাযিল হয় এবং বলা হয়, কেন তুমি ঐ বস্তুকে হারাম করবে যাকে আল্লাহ তোমার জন্য হালাল করেছেন' *(তাহরীম ৬৬/১)*। তখন ওমর (রাঃ) নিজ কন্যা সহ তাদের বলেন, যদি তিনি তোমাদের তালাক দেন, তাহ'লে তোমাদের চাইতে উত্তম স্ত্রী তিনি তাঁকে দান করবেন'। অতঃপর তাঁর সমর্থনে সূরা তাহরীমের ৫ আয়াতটি নাযিল হয় *(বুখারী হা/৪০২; মুসলিম হা/২৩৯৯; মিশকাত হা/৬০৪১-৪২)*। (৫) ওমর (রাঃ) মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের জানাযার ছালাতে বাধা দেওয়ার পরেও রাসূল (ছাঃ) তা আদায় করেন। তখন আল্লাহ ওমরের সমর্থনে সূরা তওবার ৮৪ আয়াতটি নাযিল করেন এবং মুনাফিকদের জানাযায় অংশগ্রহণে স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারি করেন *(বুখারী হা/১৩৬৬; তিরমিযী হা/৩০৯৭)*। (৬) ওমর (রাঃ)-এর আকাঙ্ক্ষা মাফিক আল্লাহ তা'আলা মদ নিষিদ্ধের আয়াত নাযিল করেন *(আবুদাউদ হা/৩৬৭০; তিরমিযী হা/৫৫৪০; নাসাঈ হা/৩০৪৯)*। এছাড়া আরো কয়েকটি

Contents

আয়াত নাযিলের ব্যাপারে তাফসীর গ্রন্থ সমূহে বর্ণিত হয়েছে, যা ছহীহ সনদে প্রমাণিত নয়। *-মার্চ'১৫, প্রশ্নোত্তর ১/২০১।*

৫. সূরা হূদের ১০৭-১০৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যা জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : অত্র আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ বলেন, 'সেখানে (জাহান্নামে) তারা চিরকাল থাকবে, যতদিন আসমান ও যমীন বর্তমান থাকবে। তবে তোমার প্রতিপালক যদি অন্য কিছু চান। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক যা চান তা করে থাকেন। পক্ষান্তরে যারা ভাগ্যবান, তারা চিরকাল জান্নাতে থাকবে, যতদিন আসমান ও যমীন বর্তমান থাকবে। তবে তোমার প্রতিপালক যদি অন্য কিছু চান। আর এ দান হবে অবিচ্ছিন্ন'।

প্রথম আয়াতে 'তবে তোমার প্রতিপালক যদি অন্য কিছু চান' দ্বারা তাওহীদপন্থী কবীরা গোনাহগারদের সম্পর্কে বলা হয়েছে বলে প্রাচীন ও আধুনিক বহু মুফাসসির মত প্রকাশ করেছেন। যাদেরকে আল্লাহ ফেরেশতা, নবী ও মুমিনদের সুফারিশক্রমে জাহান্নাম থেকে পর্যায়ক্রমে বের করে নিবেন। যারা বুঝে-শুনে খালেছ অন্তরে কালেমা ত্বইয়েবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করেছে'।

দ্বিতীয় আয়াতে 'যতদিন আসমান ও যমীন বর্তমান থাকবে' কথাটি আরবদের একটি প্রসিদ্ধ বাকরীতি। যা দ্বারা কোন বস্তুর চিরস্থায়ীত্ব বুঝানো হয় *(কুরতুবী)*। অত্র আয়াতে 'তবে তোমার প্রতিপালক যদি অন্য কিছু চান' বলে জান্নাতীদের চিরকাল শান্তিতে রাখার বিষয়টি আল্লাহ্র উপর অপরিহার্য নয় সেটা বুঝানো হয়েছে। বরং এটা তাঁর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। তবে তাদের উপর তাঁর অনুগ্রহ সর্বদা থাকবে। সেকথা আয়াতের শেষে বলে দেয়া হয়েছে যে, 'এ দান হবে অবিচ্ছিন্ন' *(ইবনু কাছীর, হূদ ১০৭-১০৮ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)*। *-অক্টোবর'১৪, প্রশ্নোত্তর ১২/১২।*

৬. ছালাত ও ধৈর্যের মাধ্যমে আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনার স্বরূপ কি?

উত্তর : আল্লাহ বলেন, 'তোমরা ধৈর্য ও ছালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর' *(বাক্বারাহ ২/৪৫)*। এর অর্থ হ'ল- আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত তাক্বদীরের উপর ভরসা রেখে যেকোন বিপদ ধৈর্যের সাথে মোকাবিলা করা। কেননা বিপদে ধৈর্যধারণের মাধ্যমেই ভবিষ্যত সফলতার পথ উন্মোচিত হয়। দ্বিতীয়তঃ ছালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করা। কেননা রাসূল (ছাঃ) যখন কোন

বিষয়ে দুশ্চিন্তায় পড়তেন, তখন তিনি নফল ছালাতে দণ্ডায়মান হ'তেন *(আবুদাঊদ হা/১৩১৯; মিশকাত হা/১৩২৫, সনদ হাসান)*। বদর যুদ্ধের দিন তিনি ছালাত ও ক্রন্দনের মাধ্যমে সারা রাত অতিবাহিত করেন *(আহমাদ হা/১০২৩; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/২২৫৭)*। মিসর গমনকালে ইবরাহীম (আঃ)-এর স্ত্রী সারা সেদেশের সম্রাট কর্তৃক অপহৃত হ'লে ইবরাহীম (আঃ) তাকে আল্লাহ্র যিম্মায় ছেড়ে দিয়ে ছালাতের মাধ্যমে স্ত্রীর ইয্যতের হেফাযতের জন্য আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা করেছিলেন। তাঁর স্ত্রী সারাও ছালাতে রত হয়ে আল্লাহ্র নিকটে আশ্রয় চেয়েছিলেন। তাতে ঐ লম্পটের হাত-পা অবশ হয়ে গিয়েছিল' *(বুখারী হা/২২১৭; 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ২৬২ পৃ.)*। মূলতঃ ছালাতের মাধ্যমেই বান্দা আল্লাহ্র সর্বাধিক নৈকট্য লাভ করে। সেকারণ বিপদ মুহূর্তে বা কোন সফলতা লাভের আশায় ধৈর্য ও ছালাতের মাধ্যমেই আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে। *-সেপ্টেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ৬/৪৪৬।*

৭. সূরা হিজরের ৮৭ আয়াতের ব্যাখ্যা জানতে চাই।

উত্তর : অত্র আয়াতে সূরা ফাতিহাকে মহান কুরআন বলা হয়েছে *(ইবনু কাছীর, কুরতুবী উক্ত আয়াতের তাফসীর দ্রঃ)*। এর মাধ্যমে সূরা ফাতিহার উচ্চ মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে। কারণ আস-সাবউল মাছানী সূরা ফাতিহার একটি নাম *(তিরমিযী হা/৩১২৪; নাসাঈ হা/৯১৪; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৭৭৫)*। এছাড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সূরা ফাতিহা হ'ল সাতটি বারবার পঠিতব্য সূরা এবং মহান কুরআন' *(বুখারী হা/৪৭০৪; মিশকাত হা/২১১৮)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'আল-হামদু' হ'ল সাতটি বারবার পঠিতব্য সূরা এবং মহান কুরআন যা আমাকে প্রদান করা হয়েছে' *(বুখারী হা/৪৭০৩)*। কারণ এর মধ্যে ইসলামের মূলনীতি সমূহ শামিল রয়েছে *(কুরতুবী)*। ক্বাতাদাহ বলেন, একে বারবার পঠিতব্য সূরা এজন্য বলা হয়েছে যে, 'ফরয হৌক নফল হৌক এটি প্রতি ছালাতের প্রতি রাক'আতে পাঠ করা হয় *(ইবনু কাছীর)*। একারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ঐ ব্যক্তির ছালাত সিদ্ধ নয়, যে ব্যক্তি ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করে না' *(বুখারী হা/৭৫৬; মুসলিম হা/৩৯৪; মিশকাত হা/৮২২; ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/১৫৮১)*। *-নভেম্বর'১৪, প্রশ্নোত্তর ২৯/৬৯।*

৮. সূরা তওবা ৩১ আয়াতের ব্যাখ্যা জানতে চাই।

উত্তর : উক্ত আয়াতের অর্থ হ'ল- 'তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের আলেম-ওলামা ও পোপ-পাদ্রীদের এবং মারিয়াম পুত্র মসীহ ঈসাকে 'রব' হিসাবে

Contents

গ্রহণ করেছে। অথচ তাদের প্রতি কেবল এই আদেশ করা হয়েছিল যে, তারা শুধুমাত্র এক উপাস্যের ইবাদত করবে। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আর তারা যাদেরকে শরীক সাব্যস্ত করে, তিনি সে সব থেকে পবিত্র' *(তওবা ৯/৩১)*।

খ্রিষ্টান ধর্মনেতা 'আদী ইবনু হাতেম যখন ইসলাম কবুল করার জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে আসেন, তখন তিনি তার গলায় ঝুলানো স্বর্ণের বা রৌপ্য নির্মিত ক্রুসটি ফেলে দিতে বললেন। অতঃপর উক্ত আয়াতটি পাঠ করলেন। তখন 'আদী বললেন, 'আমরা তো তাদের ইবাদত করি না'। জবাবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'তারা কি সেই সব বস্তু হারাম করে না যা আল্লাহ হালাল করেছেন, অতঃপর তোমরাও তা হারাম কর? আর তারা কি ঐসব বস্তু হালাল করে না যা আল্লাহ হারাম করেছেন। অতঃপর তোমরাও তা হালাল কর? আদী বললেন, হ্যাঁ। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, এটাই তো ওদের ইবাদত হ'ল *(তিরমিযী হা/৩০৯৫, ছহীহাহ হা/৩২৯৩)*। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'তারা তাদেরকে সিজদা করার আদেশ দিত না। বরং তাদেরকে আল্লাহ্র অবাধ্যতার আদেশ দিত এবং তারা তাদের সে আদেশ পালন করত। সেকারণ আল্লাহ তাদেরকে 'রব' হিসাবে অভিহিত করেছেন' *(তাফসীর ত্বাবারী হা/১৬৬৪১)*। *-জুন'১৫, প্রশ্নোত্তর ১৮/৩৩৮।*

৯. হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কি কুরআনের আয়াত সমূহে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করেছিলেন? এ ব্যাপারে সঠিক ইতিহাস জানতে চাই।

উত্তর : হাজ্জাজ বিন ইউসুফ (৪০-৯৫ হি./৬৬০-৭১৪ খৃ.) কুরআনের আয়াত সমূহে কোন পরিবর্তন-পরিবর্ধন করেননি এবং কারো পক্ষে তা করাও সম্ভব নয়। আল্লাহ বলেন, 'আমরাই কুরআন নাযিল করেছি এবং আমরাই এর হেফাযতকারী' *(হিজর ১৫/৯)*। প্রকৃতপক্ষে খলীফা আব্দুল মালেক ইবনু মারওয়ানের নির্দেশে তিনি বিখ্যাত তাবেঈ ও আরবী ব্যাকরণবিদ আবুল আসওয়াদ আদ-দুআলী (১৬-৬৯ হি.)-এর দুই ছাত্র নাছর বিন 'আছেম লায়ছী এবং ইয়াহইয়া বিন ইয়া'মার 'আদওয়ানীকে কুরআনে হরকত দেয়ার জন্য উৎসাহিত করেছিলেন। যাতে অনারব মুসলিমদের জন্য কুরআন তেলাওয়াত সহজ হয়। এভাবে এই দুই ছাত্রের মাধ্যমেই এই মহান কাজটি সুসম্পন্ন হয় *(যুরক্বানী, মানাহিলুল ইরফান ১/৪০৬-৪০৭)*। হরকত ছাড়া কুরআন পড়তে অপারগ অনারবদের জন্যই এরূপ করা হয়েছিল মাত্র। এছাড়া

Contents

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কুরআনের মোট ১১টি বর্ণে পরিবর্তন এনেছিলেন মর্মে যে বর্ণনাটির প্রসিদ্ধি রয়েছে *(আবুদাঊদ সিজিস্তানী, আল-মাছাহেফ ১৫৭ পৃ.)*, তা মওযূ‘ বা জাল। কারণ এর বর্ণনা সূত্রে আব্বান বিন ছুহায়েব নামে একজন রাবী আছেন, যিনি মাতরূক বা পরিত্যক্ত *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৬১৯৯-এর আলোচনা দ্রঃ)*।

বস্তুতঃ কুরআনের আয়াত হওয়ার জন্য হরকত থাকা বাধ্যতামূলক নয়। বাধ্যতামূলক হচ্ছে নির্ভুলভাবে পাঠ করা। তাই অনারবদের জন্য এর পাঠ সহজ করার জন্যই হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এ কাজটি করিয়েছিলেন মাত্র। তিনি এতে কোনরূপ কমবেশী করেননি। *-ফেব্রুয়ারী’১৫, প্রশ্নোত্তর ৪০/২০০।*

১০. সূরা রহমানে দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচল বলতে কি বুঝানো হয়েছে?

উত্তর : এর দ্বারা গ্রীষ্মকাল ও শীতকালে পৃথক দু’টি করে উদয়াচল ও অস্তাচল বুঝানো হয়েছে। অন্য আয়াতে ‘বহু পূর্বের ও বহু পশ্চিমের রব’ *(মা‘আরেজ ৭০/৪০)* বলা হয়েছে। এর দ্বারা সূর্যের সদা পরিবর্তনশীল উদয়াচল ও অস্তাচলের কথা বলা হয়েছে। কেননা সূর্য নিজের কক্ষপথে সদা সন্তরণশীল *(ইয়াসীন ৩৬/৩৮)*। যা আল্লাহ্র হুকুমে বান্দার কল্যাণে সর্বদা নিয়োজিত। এর মধ্যে সৌর বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ উৎস বর্ণিত হয়েছে। *-এপ্রিল’১৫, প্রশ্নোত্তর ১২/২৫২।*

১১. হাত থেকে কুরআন পড়ে গেলে করণীয় কি?

উত্তর : উক্ত অবস্থায় অনুতপ্ত হয়ে ‘ইন্নালিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেঊন’ পড়া যায় *(বাক্বারাহ ২/১৫৬)* এবং সসম্মানে উঠিয়ে যথাযোগ্য স্থানে রাখতে হবে। সেই সাথে কঠোরভাবে সতর্ক থাকতে হবে যেন এমনটি পুনরায় আর না ঘটে। উল্লেখ্য যে, পড়ে গেলে তুলে চুমো দেওয়া বা চাল বিতরণ করা ভিত্তিহীন প্রথা মাত্র। *-জুন’১৫, প্রশ্নোত্তর ২/৩২২।*

১২. কুরআন হেফয করার পর মুখস্থ না রাখতে পারলে গোনাহগার হবে কি? ‘কুরআন ভুলে গেলে ক্বিয়ামতের দিন তাদের মুখের চামড়া থাকবে না’ কথাটির সত্যতা আছে কি?

উত্তর : কুরআন ভুলে যাওয়া বড়ই মন্দ কাজ। বিশেষতঃ অলসতা বশতঃ এরূপ হ’লে তা আরো নিন্দনীয়। আবুল ‘আলিয়া (রহঃ) থেকে মওকূফ সূত্রে বর্ণিত আছারে এসেছে, তিনি বলেন, আমরা কোন ব্যক্তির কুরআন শিক্ষার

Contents

পর তা থেকে চোখ ফিরিয়ে রাখার কারণে ভুলে যাওয়াকে বড় পাপ হিসাবে গণ্য করতাম’ *(সনদ জাইয়িদ)*। ইবনু সীরীন বলেন, কেউ কুরআন ভুলে গেলে লোকেরা তাকে কঠিন ভাষায় ভর্ৎসনা করত’ *(ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী হা/৫০৩৮-এর আলোচনা, সনদ ছহীহ)*। তবে চেষ্টা সত্ত্বেও যদি ভুলে যায়, তাহ’লে সে গুনাহগার হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘তোমরা কুরআনের প্রতি যথাযথভাবে যত্নবান হও। আল্লাহ্র কসম! উট যেমন বাঁধন ছিঁড়ে চলে যায়, কুরআন তার চেয়ে বেশী দ্রুত চলে যায়’ *(বুখারী হা/৫০৩৩; মুসলিম হা/৭৯১; মিশকাত হা/২১৮৭)*। তিনি বলেন, ‘যে ব্যক্তি কষ্টকরভাবে কুরআন পাঠ করে, সে দ্বিগুণ ছওয়াব পায়’ *(মুসলিম হা/৭৯৮; মিশকাত হা/২১১২)*। তিনি বলেন, ‘তোমাদের কেউ যেন এরূপ না বলে যে, আমি কুরআনের অমুক অমুক আয়াত ভুলে গেছি। বরং সে যেন বলে, আমাকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে’ *(বুখারী হা/৫০৩২; মুসলিম হা/৭৯০; মিশকাত হা/২১৮৮)*।

‘ক্বিয়ামতের দিন তার মুখের চামড়া থাকবে না’ মর্মে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা করে ভুলে যাবে সে ক্বিয়ামতের দিন অঙ্গহানী অবস্থায় আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করবে মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(আবুদাঊদ হা/১৪৭৪; মিশকাত হা/২২০০)*। এছাড়া ‘কুরআন বা কুরআনের কোন আয়াত ভুলে যাওয়া সবচেয়ে বড় গোনাহ’ মর্মে বর্ণিত হাদীছটিও যঈফ *(তিরমিযী হা/২৯১৬; মিশকাত হা/৭২০; যঈফুল জামে‘ হা/৩৭০০)*। *-আগস্ট’১৫, প্রশ্নোত্তর ৩৯/৪৩৯।*

Contents

দো‘আ

১. টয়লেটে থাকা অবস্থায় আযানের জওয়াব বা দো‘আ পাঠ করা যাবে কি?

উত্তর : পেশাব-পায়খানারত অবস্থায় জবাব দিবে না। বরং তা শেষ করার পর জবাব দিবে *(বুখারী হা/৩৩৭; মুসলিম হা/৩৬৯; মিশকাত হা/৫৩৫)*। সাধারণভাবে বাথরুমে দো‘আ পড়া যাবে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র যিকর করতেন’ *(মুসলিম হা/৩৭৩; মিশকাত হা/৪৫৬)*। *-অক্টোবর’১৪, প্রশ্নোত্তর ২৯/২৯।*

২. আল্লাহ্র গুণবাচক নামসমূহ দ্বারা দো‘আ করার পদ্ধতি কি?

উত্তর : ছালাত বা ছালাতের বাইরে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে তাঁর গুণবাচক নাম সমূহ দ্বারা আহ্বান করা যাবে। যেমন হে রূযীর মালিক! আমাকে রূযী দাও! হে আরোগ্য দানকারী! আমাকে আরোগ্য দান কর। হে অন্তর সমূহের পরিবর্তনকারী! তুমি আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের উপর দৃঢ় রাখো ইত্যাদি। এর জন্য ওযূ-ছালাত-কিবলা কিছুই শর্ত নয়। তবে ছালাত অবস্থায় দো‘আ করা নিঃসন্দেহে উত্তম। এ সময় ছহীহ হাদীছে বর্ণিত দো‘আ সমূহ করবে। আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, একদা রাসূল (ছাঃ) মসজিদে জনৈক ব্যক্তিকে ছালাতরত অবস্থায় দো‘আ করতে দেখলেন। দো‘আয় সে বলছিল, হে আল্লাহ! তুমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তুমি অধিক দাতা, তুমি আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা এবং তুমি সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। তখন তিনি ছাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা কি জান সে কি দ্বারা আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করছে? সে আল্লাহ্র সর্বোত্তম নাম সমূহ দ্বারা প্রার্থনা করছে, যা দ্বারা ডাকা হ’লে তিনি জবাব দেন, যা দ্বারা কিছু কামনা করা হ’লে তিনি দান করেন *(তিরমিযী হা/৩৫৪৪; মিশকাত হা/২২৯০)*। *-ডিসেম্বর’১৪, প্রশ্নোত্তর ৪/৮৪।*

৩. ঔষধ খাওয়ার সময় পাঠ করার জন্য নির্দিষ্ট কোন দো‘আ আছে কি?

উত্তর : ঔষধ খাওয়ার পূর্বে নির্দিষ্ট কোন দো‘আ নেই। অতএব ‘বিসমিল্লাহ’ বলাই যথেষ্ট হবে। আয়েশা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘যখন তোমাদের কেউ কিছু খাবে তখন সে যেন ‘বিসমিল্লাহ’ বলে।

Contents

বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে গেলে যেন বলে, *'বিসমিল্লাহি আউওয়ালাহূ ওয়া আ-খিরাহূ'* (ইহার শুরুতে ও শেষে 'আল্লাহ্র নাম')। =*(আবুদাঊদ হা/৩৭৬৭; মিশকাত হা/৪২০২; ছহীহাহ হা/৩৪৪)*। *-ডিসেম্বর'১৪, প্রশ্নোত্তর ২২/১০২।*

৪. দো'আর অর্থ না জানা থাকলে তা দ্বারা আল্লাহ্র নিকটে কিছু কামনা করলে কবুলযোগ্য হবে কি?

উত্তর : অবশ্যই হবে। কেননা আল্লাহ মানুষের হৃদয়ের খবর রাখেন। অতএব হৃদয় ঢেলে দিয়ে দো'আ করলে আল্লাহ অবশ্যই তার ডাকে সাড়া দিবেন। তিনি বলেন, 'তোমরা আমাকে ডাক। আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব' *(মুমিন ৪০/৬০)*। তবে অর্থ জেনে ও মর্ম বুঝে দো'আ করলে তাতে একাগ্রতা ও বিনয় বেশী থাকে। ফলে তা কবুল হওয়ার সম্ভাবনাও বেশী থাকে। তাই অর্থ না জানলে কবুলযোগ্য হ'লেও অর্থ জেনে দো'আ করার চেষ্টা করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মুছল্লী ছালাতের মধ্যে স্বীয় প্রভুর সাথে গোপনে কথা বলে। অতএব সে তার প্রভুর সাথে কি বলছে তার প্রতি যেন একাগ্র থাকে ..' *(আহমাদ হা/৫৩৪৯; মিশকাত হা/৮৫৬)*। *-মার্চ'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩০/২৩০।*

৫. 'বালাগাল 'উলা বি কামালিহী' দো'আটি পাঠ করা যাবে কি?

উত্তর : প্রথমতঃ এটি কোন দো'আ নয়, বরং কবিতা। বাক্যটি পারস্য কবি শেখ সা'দী (৫৮৫ অথবা ৬০৬-৬৯১ হি.) স্বীয় গুলিস্তাঁ গ্রন্থে রাসূল (ছাঃ)-এর প্রশংসায় লিখিত অল্প সংখ্যক কবিতা সমূহের একটি অংশ। দ্বিতীয়তঃ এটি শিরক মিশ্রিত। এখানে বলা হয়েছে, 'উচ্চতা তার পূর্ণতায় পৌঁছে গেছে'। অথচ এটি কেবল আল্লাহ্র জন্য খাছ। তৃতীয়তঃ এখানে রাসূল (ছাঃ)-কে নূরের তৈরী কল্পনা করে বলা হয়েছে, 'যাঁর দেহের আলোকচ্ছটায় অন্ধকার বিদূরিত হয়েছে'। অথচ তিনি ছিলেন একজন মানুষ মাত্র *(কাহফ ১৮/১১০)*। সুতরাং এটি পাঠ করা থেকে বিরত থাককে হবে। উল্লেখ্য যে, স্বয়ং কবিও এটিকে দরূদ বলেননি। বরং শেষে বলেছেন, صَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ 'তোমরা তাঁর ও তাঁর পরিবারের প্রতি দরূদ পাঠ কর'। *-জুন'১৫, প্রশ্নোত্তর ৯/৩২৯।*

৬. জিনের আছর হ'লে কবিরাজের ঝাড়ফুঁক বা তাবীয নাজায়েয হ'লেও এর দ্বারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে জিনের আছর থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। অন্য দিকে এর আশ্রয় না নিলে চরম বিপদে পড়তে হয়। এক্ষেত্রে করণীয় কি?

উত্তর : কুরআন-হাদীছ দ্বারা যারা ঝাড়-ফুঁক করে তাদের চিকিৎসা নেওয়া যাবে *(বুখারী হা/৫৭৩৬, 'চিকিৎসা' অধ্যায়)*। এছাড়া আরো কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করা যায়। যেমন (১) আঊযুবিল্লাহি মিনাশ শায়ত্ব-নির রজীম' পাঠ করা *(আ'রাফ ৭/২০০; বুখারী হা/৩২৮২; মুসলিম হা/২৬১০; মিশকাত হা/২৪১৮)*। (২) নাস ও ফালাক্ব সূরাদ্বয় পাঠ করা *(তিরমিযী হা/২০৫৮; ইবনু মাজাহ হা/৩৫১১; মিশকাত হা/৪৫৬৩)*। (৩) আয়াতুল কুরসী পাঠ করা *(বুখারী হা/২৩১১)*। (৪) সূরা বাক্বারাহ পাঠ করা *(মুসলিম হা/৭৮০; মিশকাত হা/২১১৯)* অথবা সূরা বাক্বারাহ্র শেষ দু'টি আয়াত বেশী বেশী পাঠ করা *(তিরমিযী হা/২৮৮২; মিশকাত হা/২১৪৫)*।

তবে কোন অবস্থাতেই তাবীয ঝুলানো বা দরজা-জানালায় কাগজে লিখে ঘর বন্ধ করা, খুঁটি বা লোহা পোঁতা ইত্যাদি করা যাবে না। কারণ তাবীয ব্যবহার করা শিরক। একইভাবে শিরকী কালেমা দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করাও শিরক *(আবুদাঊদ হা/৩৮৮৩; মিশকাত হা/৪৫৫২; ছহীহাহ হা/৩৩১, ৪৯২)*। *-নভেম্বর'১৪, প্রশ্নোত্তর ৩৫/৭৫।*

৭. জনৈক ব্যক্তি আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৬/৩৭০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত 'আলা ইবনুল হাযরামী কর্তৃক লোকদেরকে নিয়ে একত্রিত মুনাজাত করার ঘটনাটিকে সম্মিলিত মুনাজাতের পক্ষে দলীল হিসাবে উল্লেখ করেছেন। এর সত্যতা জানতে চাই।

উত্তর : প্রথমতঃ এটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা, যা সনদ বিহীনভাবে বর্ণিত হয়েছে। আর ঐতিহাসিক ও সনদ বিহীন কোন বক্তব্যকে শরী'আতের দলীল হিসাবে গ্রহণ করা যায় না *(সুয়ূত্বী, আল-ইতক্বান ফী উলূমিল কুরআন ২/২২৭-২২৮ পৃ.)*। সনদ থাকার পরেও তা যঈফ হওয়ার কারণে যেখানে হাদীছ গ্রহণযোগ্য হয় না, সেখানে কোন ইবাদতের ক্ষেত্রে উক্ত ঘটনা দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

দ্বিতীয়তঃ এই দো'আটি ছিল ইস্তিস্কা বা বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য। আর বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য হাত তুলে সম্মিলিতভাবে দো'আ করার বিষয়টি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(বুখারী হা/১০৯২ 'ইস্তিস্কা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২১)*। ঘটনাটি হ'ল, বাহরাইন যুদ্ধের প্রাক্কালে মুসলিম সেনাবাহিনী এমন এক স্থানে অবতরণ করেন, যেখানে তারা কঠিন পানি সংকটের সম্মুখীন হন। এমনকি তাদের উটগুলো তাদের খাদ্য সামগ্রী-পানীয় ও বস্ত্র সমূহ পিঠে করে নিয়ে হারিয়ে

Contents

গিয়েছিল। ফলে তাদের সাথে তাদের পরনের কাপড় ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তখন ছাহাবী ‘আলা ইবনুল হাযরামী (রাঃ) লোকদের নিয়ে ফজরের ছালাত আদায় করেন ও সূর্যোদয় পর্যন্ত দো‘আ করতে থাকেন। তিনি যখন দো‘আর তৃতীয় পর্যায়ে পৌঁছলেন, তখন আল্লাহ তা‘আলা তাদের জন্য তাদের পাশে একটি শীতল পানির পুকুর সৃষ্টি করে দিলেন। অতঃপর তিনি সহ সকলে সেখানে গেলেন এবং পানি পান করলেন ও গোসল করলেন। ওদিকে দিনের আলো প্রস্ফুটিত হ’তে না হ’তেই তাদের উটগুলো পিঠের বোঝা সহ বিভিন্ন দিক থেকে ফিরে আসল। অথচ তাদের আসবাবপত্রের একটিও হারায়নি। অতঃপর তারা তাদের উটগুলোকে উদর পূর্তি করে পানি পান করালেন *(আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৬/৩২৮)।*

অতএব স্পষ্ট যে, উক্ত ঘটনাটি ছিল বৃষ্টি প্রার্থনার সাথে সংশ্লিষ্ট। প্রচলিত দলবদ্ধ মুনাজাতের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। *-মার্চ’১৫, প্রশ্নোত্তর ২/২০২।*

৮. বিদায়কালে ‘আল্লাহ হাফেয’ বলে দো‘আ করা যাবে কি?

উত্তর : উক্ত বক্তব্যটি রাসূল (ছাঃ) বা ছাহাবায়ে কেরামের আমল থেকে প্রমাণিত নয়। তবে উক্ত মর্মে দো‘আ হিসাবে হাদীছ পাওয়া যায়। যেমন জনৈক ছাহাবী সফরকালে রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে বিদায় চাইলে তিনি তার হাত ধরে বলেন, ‘ফী হিফযিল্লাহ ওয়া ফী কানাফিল্লাহ’... (আল্লাহ্র হেফাযতে ও তাঁর রহমতের ছায়া তলে...) *(দারেমী হা/২৬৭১, সনদ জাইয়িদ, তাহকীক : সালীম আসাদ)*। বিদায়কালে এর চাইতে বিশুদ্ধ ও সুন্দর দো‘আ সমূহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। যেমন *আসতাওদি‘উল্লা-হা দীনাকুম ওয়া আমা-নাতাকুম ওয়া খাওয়া-তীমা আ‘মা-লিকুম’* (আমি আপনার দ্বীন ও দায়িত্বের আমানত সমূহ এবং শেষ আমল সমূহকে আল্লাহ্র হেফাযতে ন্যস্ত করলাম’) *(তিরমিযী হা/৩৪৪২; আবুদাঊদ হা/২৬০০; ইবনু মাজাহ হা/২৮২৬; মিশকাত হা/২৪৩৫)*।

উল্লেখ্য যে, *ফী আমা-নিল্লা-হ* বলে বিদায় দেওয়ার প্রচলিত প্রথার কোন ভিত্তি নেই। এছাড়া অনেকে ‘ভাল থাকুন’ ‘সুস্থ থাকুন’ ইত্যাদি বলেন। এরূপ বলা যাবে না। বরং ‘আল্লাহ আপনাকে ভাল রাখুন’ ‘সুস্থ রাখুন’ বলা যাবে। কারণ মানুষ নিজে নিজে ভাল থাকতে পারে না আল্লাহ্র রহমত ব্যতীত। *-জুন’১৫, প্রশ্নোত্তর ১১/৩৩১।*

Contents

৯. ভূমিকম্প, বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় কি দো'আ পাঠ করা যায়?

উত্তর : ভূমিকম্প, বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় বেশী বেশী আল্লাহ্‌র যিকির, দো'আ এবং তওবা-ইস্তেগফার করতে হবে। একদা সূর্যগ্রহণ শুরু হ'লে রাসূল (ছাঃ) ক্বিয়ামত শুরু হয়েছে মনে করে ভীত হয়ে দাঁড়িয়ে যান। অতঃপর সূর্যগ্রহণের দীর্ঘ ছালাত আদায়ের পর বললেন, আল্লাহ তা'আলা এরূপ বিপদ-মুছীবত দ্বারা তাঁর বান্দাদের সতর্ক করেন। অতএব তোমরা যখন এর সম্মুখীন হবে, তখন ভীত অবস্থায় যিকির, দো'আ ও ক্ষমা প্রার্থনায় রত হও *(বুখারী হা/১০৫৯)*। এছাড়া তওবা-ইস্তেগফার সহ দো'আ ইউনুস পাঠ করা আবশ্যক। *-জুন'১৫, প্রশ্নোত্তর ২৪/৩৪৪।*

১০. 'হাসবুনাল্লাহ ওয়া নি'মাল ওয়াকীল, নি'মাল মাওলা ওয়া নি'মান নাছীর'- দো'আটি কি ছহীহ? কোন কোন ক্ষেত্রে দো'আটি পাঠ করা যায়?

উত্তর : 'হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল'-অংশটি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। ইবরাহীম (আঃ)-কে আগুনে নিক্ষেপকালে এবং রাসূল (ছাঃ) (মুশরিকদের পুনরায় হামলা হবে এমন খবর শুনে হামরাউল আসাদে) উক্ত দো'আটি পাঠ করেন *(বুখারী হা/৪৫৬৩; আলে ইমরান ৩/১৭৩)*। অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) এ দো'আটি পাঠ করার ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন *(তিরমিযী হা/৩২৪৩; ছহীহাহ হা/১০৭৯)*। তবে 'নি'মাল মাওলা ওয়া নি'মান নাছীর' বাক্যটি আল্লাহ্‌র প্রশংসাসূচক কুরআনের আয়াত *(আনফাল ৮/৪০; হজ্জ ২২/৭৮)*, যা কোন দো'আর সাথে যুক্ত করে পাঠ করায় কোন বাধা নেই। যেকোন দুঃখ-কষ্ট, বিপদ ও দুশ্চিন্তায় আল্লাহ্‌র উপরে পূর্ণ তাওয়াক্কুল প্রকাশের জন্য উপরোক্ত দো'আটি পাঠ করা যায়। *-জুলাই'১৫, প্রশ্নোত্তর ১৪/৩৭৪।*

১১. রাসূল (ছাঃ) তায়েফের সফরে নির্যাতিত হওয়ার পর একটি আঙ্গুর বাগানে বসে 'মযলূমের দো'আ' হিসাবে পরিচিত যে দো'আটি করেছিলেন, তা কি ছহীহ?

উত্তর : দো'আ করার ঘটনাটি ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত *(ইবনু হিশাম ১/৪২০)*। তবে এর সনদ যঈফ *(ত্বাবারাণী, যঈফুল জামে' হা/১১৮২; সিলসিলা যঈফাহ হা/২৯৩৩; দ্রঃ সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) 'তায়েফ সফর' অধ্যায় ১৮৯-৯০ পৃ.)*। *-জুলাই'১৫, প্রশ্নোত্তর ৪০/৪০০।*

১২. বিপদের সময় দো'আ ইউনুস পড়া যাবে কি?

উত্তর : বিপদের সময় দো'আ ইউনুস পাঠ করা যাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'এই দো'আ ইউনুস (আঃ) মাছের পেটে পড়েছিলেন। যে কোন মুসলিম ব্যক্তি যে কোন সমস্যায় দো'আটি পড়লে আল্লাহ তা কবুল করেন' *(তিরমিযী হা/৩৫০৫; মিশকাত হা/২২৯২)*। তিনি আরও বলেন, যে ব্যক্তি কোন কষ্ট বা মুছীবতে নিপতিত হবে, অতঃপর দো'আ ইউনুস পাঠ করবে, আল্লাহ তার বিপদ দূর করে দিবেন' *(হাকেম হা/১৮৬৪; ছহীহাহ হা/১৭৪৪)*। উল্লেখ্য যে, এক লক্ষ বার দো'আ ইউনুস পাঠ করলে কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করা যায় মর্মে যে ধারণা প্রচলিত আছে, তা ভিত্তিহীন। *-আগস্ট'১৫, প্রশ্নোত্তর ১/৪০১।*

১৩. তাসবীহ কি উভয় হাতে গণনা করা যাবে?

উত্তর : কেবল ডান হাতের আঙ্গুলের মাধ্যমে তাসবীহ গণনা করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ডান হাতে তাসবীহ গণনা করতেন *(আবুদাঊদ হা/১৫০২; সিলসিলা যঈফাহ হা/৮৩-এর আলোচনা)*। তিনি ডান দিক থেকে কাজ করা পসন্দ করতেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪০০)*। এছাড়া গণনা কড়ে আঙ্গুল দিয়ে শুরু করতে হবে, বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে নয়। কেননা ডান হাতের ডান পাশ কড়ে আঙ্গুল দিয়েই শুরু হয়েছে এবং এ আঙ্গুল দিয়ে গণনা শুরু করাটাই সহজ ও স্বভাবগত *(বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুর রাসূল পৃ. ১৫০)*। তবে ডান হাতে গণনা করতে অক্ষম হ'লে বাম হাতে গণনা করতে পারে। *-সেপ্টেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ৪/৪৪৪।*

১৪. দু'টি অংশ বিশিষ্ট প্রচলিত কালেমায়ে ত্বাইয়েবার প্রচলন কবে থেকে শুরু হয়?

উত্তর : এ কালেমার প্রচলন কখন থেকে হয়েছে, তা জানা যায় না। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস বলেন, কালেমা ত্বাইয়েবাহ হ'ল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (لا اله الا الله) *(তাফসীর ইবনে আব্বাস, কুরতুবী, ইবনু কাছীর, সূরা ইবরাহীম ২৪ আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য)*। দুই অংশ বিশিষ্ট কালেমাটি কালেমা শাহাদাতের সংক্ষিপ্ত রূপ। এটাকে কালেমা ত্বাইয়েবাহ বলা ঠিক নয়। সূরা ফাৎহ-এর ২৬ আয়াতে কালেমাতুৎ তাক্বওয়া-এর ব্যাখ্যায় আতা আল-খোরাসানী বলেন, لا اله الا الله محمد رسول الله *(দুর্রে মানছূর ৭/৪৬৬ পৃ., বর্ণনাটি সনদবিহীন)*। এ কালেমাটি আরশের গায়ে লিপিবদ্ধ ছিল মর্মে হাদীছটিও জাল *(হাকেম হা/৪২২৭; সিলসিলা যঈফাহ হা/২৮০)*। *-অক্টোবর'১৪, প্রশ্নোত্তর ২১/২১।*

Contents

অর্থনীতি

১. ঠিকাদারী পেশা শরী'আতসম্মত হবে কি?

উত্তর : নিম্নোক্ত শর্তাবলী মেনে চললে ঠিকাদারী পেশা শরী'আতসম্মত হবে। (১) মালিকের সাথে কৃত শর্তমাফিক কাজ শেষ করতে হবে *(মায়েদাহ ৫/১)*। (২) কোনরূপ অন্যায় ও ধোঁকার আশ্রয় নেওয়া যাবে না *(মুসলিম হা/১০২, ১০১; মিশকাত হা/২৮৬০, ৩৫২০)*। আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ ভক্ষণ করো না, উভয়ের সন্তুষ্টিতে ব্যবসার মাধ্যমে উপার্জিত সম্পদ ব্যতীত' *(নিসা ৪/২৯)*। *-অক্টোবর'১৪, প্রশ্নোত্তর ৪/৪।*

২. বর্তমানে প্রচলিত আউটসোর্সিং পেশা গ্রহণে শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

উত্তর : এটি ইন্টারনেটের মাধ্যমে করা একটি ব্যবসার নাম, যা ঘরে বসে করা যায়। অনলাইনে এরূপ অনেক ফ্রিল্যান্সিং কোম্পানী রয়েছে যেমন ওডেস্ক, এলান্স, ল্যান্সটেক, ফ্রিল্যান্সার ইত্যাদি। এ কোম্পানীগুলিতে কোনরূপ ফি ছাড়াই রেজিস্ট্রেশন করে স্বীয় যোগ্যতা অনুযায়ী ওয়েব ডিজাইন, গ্রাফিক্স, ডাটাএন্ট্রি ইত্যাদি কাজ পাওয়ার জন্য আবেদন করতে হয়। বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে বিভিন্ন কোম্পানী পসন্দ অনুযায়ী অনলাইনে এসব কোম্পানীর মাধ্যমে কাজ দেয় এবং নির্ধারিত হারে পারিশ্রমিক প্রদান করে। স্বীয় কর্মদক্ষতা ও পরিশ্রমের বিনিময়ে এখানে উপার্জন করতে হয়। এরূপ আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে আয় করায় শরী'আতে কোন বাধা নেই। তবে সর্বদা 'নেকী ও আল্লাহভীরুতার কাজে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালংঘনের কাজে সহযোগিতা করো না' *(মায়েদাহ ৫/২)* এ নির্দেশ মেনে চলতে হবে। যেমন এ্যালকোহল, নষ্ট সিনেমা, অন্যায় ও অশ্লীল কোন কাজ বা কোন সূদী প্রতিষ্ঠানের কাজে অংশগ্রহণ ইত্যাদি। *-অক্টোবর'১৪, প্রশ্নোত্তর ৬/৬।*

৩. ব্রাক, আশা, প্রশিকা, কারিতাস, ওয়ার্ল্ড ভিশন ইত্যাদি এনজিও প্রদত্ত বাথরূম নির্মাণের উপকরণ সমূহ গ্রহণ করা জায়েয হবে কি?

উত্তর : সাধারণভাবে এগুলি গ্রহণ করা জায়েয। কেননা রাসূল (ছাঃ) অমুসলিমদের নিকট থেকে উপহার গ্রহণ করেছেন। আবু হুমায়েদ বর্ণনা

Contents

করেন যে, আয়লার শাসক নবী করীম (ছাঃ)-কে একটি সাদা খচ্চর উপহার দিয়েছিলেন এবং তিনি তা গ্রহণ করেছিলেন *(বুখারী ২/১৯৫ পৃ. 'মুশরিকদের হাদিয়া গ্রহণ করা' অনুচ্ছেদ)*। আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-কে (জনৈক মুশরিক-এর পক্ষ থেকে) একটা রেশমী জুব্বা উপহার দেওয়া হয়েছিল *(বুখারী ১/৩৫৬ পৃ. 'মুশরিকদের উপঢৌকন গ্রহণ' অধ্যায়)*।

কিন্তু ঐসব এনজিও-র উদ্দেশ্য মন্দ। কেননা এরা সমাজে কিছু কিছু ভাল কাজের আড়ালে ধর্মান্তরকরণ, নারীর পর্দাহীনতা, একসন্তান নীতি গ্রহণ প্রভৃতি ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ডে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। অতএব ঐসব প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত অনুদান গ্রহণ করলেও এদের অনৈসলামী কার্যক্রম হ'তে দূরে থাকতে হবে। *-অক্টোবর'১৪, প্রশ্নোত্তর ১১/১১।*

৪. আমি জীবনে বহু মানুষের কাছে দুধ বিক্রয়ের সময় ২ লিটারকে আড়াই লিটার বলে বিক্রয় করেছি। এক্ষণে সবার নিকট থেকে পৃথকভাবে ক্ষমা না নিয়ে এ পাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার কোন উপায় আছে কি?

উত্তর : এটা খুব বড় পাপ। এটা মানুষের হক বিনষ্টকারী পাপ। এর জন্য প্রত্যেক ক্রেতার নিকটেই ফাঁকি দেওয়া অংশ পৌঁছাতে হবে। সম্ভব না হ'লে তাদের উত্তরাধিকারীদের নিকট পৌঁছাতে হবে। তাদের কাউকে না পেলে তাদের নামে পরিমাণমত টাকা আল্লাহ্র রাস্তায় দান করতে হবে ও খালেছ তওবা করতে হবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, কোন ব্যক্তি যদি তার কোন ভাইয়ের সম্মান বা অন্য কোন বিষয়ে যুলুম করে থাকে, তাহ'লে সে যেন আজই তার সমাধা করে নেয়। সেদিন আসার আগে যেদিন তার কাছে কোন দীনার ও দিরহাম থাকবে না। সেদিন তার কোন সৎকর্ম থাকলে তা থেকে যুলুম পরিমাণ নিয়ে নেয়া হবে। আর সৎকর্ম না থাকলে মযলূমের পাপসমূহ থেকে নিয়ে উক্ত যালেমের উপর চাপিয়ে দেয়া হবে' *(বুখারী হা/২৪৪৯; মিশকাত হা/৫১২৬)*। *-অক্টোবর'১৪, প্রশ্নোত্তর ১৭/১৭।*

৫. ব্যবসায়ীরা বলে থাকেন, ব্যবসার ক্ষেত্রে সামান্য মিথ্যা কথায় কোন যায় আসে না, এটা কি ঠিক? উক্ত টাকা হালাল হবে কি?

উত্তর : 'ব্যবসার ক্ষেত্রে সামান্য মিথ্যা বলা যায়' এ নীতি মনগড়া ও ভিত্তিহীন। বরং যে তিন ব্যক্তির সাথে আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন কথা বলবেন না এবং তাদের প্রতি দৃষ্টিপাতও করবেন না তাদের একজন সম্পর্কে

Contents

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে মিথ্যা কসমের মাধ্যমে স্বীয় মাল বিক্রয় করে'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, ঐ ব্যবসায়ী যে স্বীয় মালের ক্ষেত্রে মিথ্যা কসম করে বলে এর মূল্য ইতিপূর্বে একজন এর চেয়ে বেশী বলেছিল, কিন্তু আমি বিক্রি করিনি *(মুসলিম হা/১০৬; মিশকাত হা/২৭৯৫; বুখারী হা/২৩৬৯; মিশকাত হা/২৯৯৫)*। রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, 'যে আমাদেরকে ধোঁকা দিবে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়' *(মুসলিম হা/১০১; মিশকাত হা/৩৫২০)*। এছাড়া সামান্য হোক আর বেশী হোক মিথ্যা কখনো কোন ব্যাপারে কল্যাণ বয়ে আনে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকো। কেননা মিথ্যা পাপের পথ দেখায়। পাপ জাহান্নামের পথ প্রদর্শন করে' *(বুখারী হা/৬০৯৪; মুসলিম হা/২৬০৭; মিশকাত হা/৪৮২৪)*। আর হারাম উপায়ে অর্জিত সম্পদ পুরা উপার্জনকে হারামে পরিণত করে। উল্লেখ্য যে, সূরা মায়েদাহ ৮৯ আয়াতে বর্ণিত 'আল্লাহ তোমাদের অনর্থক কসমের ব্যাপারে পাকড়াও করবেন না'-এর অর্থ যা দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে করা হয় না *(ইবনু কাছীর)*। ব্যবসায়ের কসম ঐ পর্যায়ের নয়। *-নভেম্বর'১৪, প্রশ্নোত্তর ৯/৪৯।*

৬. আমার আমবাগানের সাথে পুকুর ও শাক-সবজি চাষও করা হয়। দাওয়াতী কাজে ব্যস্ততার জন্য সেগুলি দেখাশোনা সম্ভব না হওয়ায় এক্ষণে উক্ত আমবাগান, পুকুর ও চাষাবাদের জমি সহ লীজ দিতে চাই। সেটা জায়েয হবে কি?

উত্তর : দাতা ও গ্রহীতার পারস্পরিক সম্মতিক্রমে কেবল জমি ও পুকুর লীজ দেওয়া যাবে। হানযালা বিন ক্বায়েস (রাঃ) বলেন, আমি রাফে' বিন খাদীজ (রাঃ)-কে দীনার ও দিরহামের বিনিময়ে জমি লীজ দেওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এতে কোন দোষ নেই *(বুখারী হা/২৩৪৬-৪৭; মিশকাত হা/২৯৭৪)*। আর ফল 'মুযারাবা' অংশীদারী চুক্তিতে পৃথকভাবে বর্গা দিতে হবে *(আবুদাঊদ হা/৪৮৩৬; সনদ ছহীহ)*। *-সেপ্টেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩৯/৪৭৯।*

৭. খরগোশের ন্যায় এক ধরনের প্রাণী 'বেণীপুশ' খাওয়া বা ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে উপার্জন করা জায়েয হবে কি?

উত্তর : খরগোশের গোশত যেহেতু খাওয়া জায়েয *(বুখারী হা/৫৫৩৫; মুসলিম হা/১৯৫৩; মিশকাত হা/৪১০৯)*, সেহেতু এরূপ স্তন্যপায়ী হ'লে এবং তীক্ষ্ণ দন্ত বিশিষ্ট হিংস্র প্রাণী না হ'লে *(তিরমিযী হা/১৪৭৪)* এটি খাওয়া ও এর ব্যবসা করায় কোন দোষ নেই। *-নভেম্বর'১৪, প্রশ্নোত্তর ১০/৫০।*

Contents

৮. বর্তমানে প্রচলিত অধিকাংশ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে সহশিক্ষা এবং অধিকাংশ চাকরীস্থলেই নারী-পুরুষ একত্রে চাকুরী করে। এক্ষণে এসব স্থানে চাকুরী করা শরী'আতসম্মত হবে কি?

উত্তর : প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে-মেয়েদের একসাথে পড়াশুনা করা সম্পূর্ণরূপে শরী'আতবিরোধী। এটি মানুষের স্বভাব ধর্মের বিরোধী ও পারস্পরিক নীতিবোধের জন্য চরম ক্ষতিকর। বর্তমান সমাজে অশ্লীলতা প্রসারের অন্যতম প্রধান কারণ হ'ল বেগানা নারী-পুরুষের এই সহশিক্ষা ও সহাবস্থান। অতএব সর্বতোভাবে একে পরিহার করার চেষ্টা করতে হবে। বাধ্যগত অবস্থায় এসব স্থানে চাকুরী করতে হ'লে তাকে পূর্ণ পর্দা ও তাক্বওয়া বজায় রেখে চলতে হবে এবং সেই প্রতিষ্ঠানে পর্দার বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। *-নভেম্বর'১৪, প্রশ্নোত্তর ২২/৬২।*

৯. মোবাইল সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়, মোবাইল রিপিয়ারিং ইত্যাদি ব্যবসায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

উত্তর : এগুলির ব্যবসা ও মেরামত করায় শরী'আতে কোন বাধা নেই। এর ক্ষতিকর বিষয়টির জন্য সংশ্লিষ্ট কোম্পানী ও সরকার দায়ী এবং এটি অনৈতিক কাজে ব্যবহারের জন্য ব্যবহারকারী দায়ী হবে। আল্লাহ বলেন, একের পাপের বোঝা অন্যে বহন করবে না' *(আন'আম ৬/১৬৪)*। *-নভেম্বর'১৪, প্রশ্নোত্তর ৩৭/৭৭।*

১০. এক বিঘা জমি ৯০ হাযার টাকার বিনিময়ে কট নিয়েছি বছরে ১ হাযার টাকা করে কর্তন হওয়ার শর্তে। এরূপ চুক্তি শরী'আতসম্মত কি?

উত্তর : টাকার বিনিময়ে জমি কট নিয়ে সেই জমি থেকে ফায়েদা গ্রহণ করা সূদের অন্তর্ভুক্ত। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, যে ঋণের বিনিময় লাভ করা হয়, তা সূদ *(ইরওয়াউল গালীল হা/১৩৯৭)*। প্রচলিত বন্ধকী ব্যবস্থায় সূদকে জায়েয করার জন্য এক শ্রেণীর মানুষ মাসে মাসে কিছু টাকা কর্তনের চুক্তি করেন। এটি হারামকে হালাল করার কৌশল মাত্র। যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। *-মে'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩৭/৩১৭।*

১১. আমরা জানি, ইউসুফ (আঃ) একজন অমুসলিম শাসকের অধীনে রাজস্ব বিভাগের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। যেখানে সূদী কারবার এবং অমুসলিম কালচার থাকা স্বাভাবিক। এ দৃষ্টিকোণ থেকে সূদী ব্যাংক বা এনজিওতে চাকরী করা যাবে কি?

Contents

উত্তর : সকল নবীই ছিলেন নিষ্পাপ। অতএব ইউসুফ (আঃ) সম্পর্কে কোনরূপ মন্দ ধারণা করা নিষিদ্ধ। সে সময় সূদী কারবার ছিল কি-না তা জানা যায় না এবং তিনি অমুসলিম কালচারের সঙ্গে আপোষ করেছেন এরূপ চিন্তা করাও গোনাহ। তাঁর দোহাই দিয়ে এযুগে সূদী কারবারে যুক্ত হওয়ার কোন সুযোগ নেই। কারণ উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য কেবল শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আনীত শরী'আতই অনুসরণীয়। পূর্ববর্তী উম্মতগণের জন্য প্রবর্তিত সকল বিধান মুসলমানদের জন্য অনুসরণীয় নয় *(মায়েদাহ ৫/৪৮; মুসলিম হা/১৫৩; মিশকাত হা/১০)*। *-নভেম্বর'১৪, প্রশ্নোত্তর ৩৮/৭৮।*

১২. বিধর্মীদের সাথে অংশীদারী ভিত্তিতে ব্যবসা করা যাবে কি?

উত্তর : নিজ ধর্ম যথাযথভাবে পালন করে বিধর্মী কোন ব্যক্তির সাথে হালাল ব্যবসা-বাণিজ্য করা যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে না এবং তোমাদেরকে তোমাদের বাড়ী থেকে বিতাড়িত করে না, তাদের সাথে সদাচরণ করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না' *(মুমতাহিনা ৬০/৮)*। তিনি বলেন, 'তোমরা নেকী ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর। পাপ ও সীমালংঘনের কাজে সহযোগিতা করো না' *(মায়েদাহ ৫/২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খায়বারের জমি ও বাগান সেখানকার ইহূদীদেরকে নির্দিষ্ট অংশ প্রদানের শর্তে চাষাবাদ করার জন্য দিয়েছিলেন *(মুসলিম হা/১৫৫১; মিশকাত হা/২৯৭২)*। খেয়াল রাখতে হবে যেন উক্ত ব্যবসায় কোনভাবে সূদ-ঘুষ বা লেনদেনের কমবেশী ও কোনরূপ প্রতারণার আশ্রয় না নেওয়া হয়। কেননা এগুলি ইসলামী ব্যবসানীতির ঘোর বিরোধী। *-জানুয়ারী'১৫, প্রশ্নোত্তর ১৬/১৩৬।*

১৩. সূদ গ্রহণ না করে কেবল হেফাযতের উদ্দেশ্যে ব্যাংকে টাকা রাখা যাবে কি?

উত্তর : নিরুপায় অবস্থায় হেফাযতের উদ্দেশ্য ব্যাংকে টাকা রাখা যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আল্লাহ যা তোমাদের উপর হারাম করেছেন, তা স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন। তবে তোমরা নিরুপায় হয়ে পড়লে তা স্বতন্ত্র কথা...' *(আন'আম ৬/১১৯)*। তবে এর থেকে প্রাপ্ত সূদ বা লাভ উঠিয়ে নেকীর আশা ছাড়াই জনহিতকর কাজে ব্যয় করতে হবে। *জানুয়ারী'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩৮/১৫৮।*

Contents

১৪. জনৈক ব্যক্তি কারু নিকট থেকে অর্থ ঋণ গ্রহণ করলে ফেরত দেওয়ার সময় কিছু বেশী প্রদান করেন। এরূপ দেওয়া বা নেওয়া শরী'আতসম্মত হবে কি?

উত্তর : ঋণ গ্রহণকারী ঋণ পরিশোধের সময় কোন পূর্বশর্ত ছাড়াই স্বেচ্ছায় যদি কিছু বেশী প্রদান করে, তবে তা দেওয়া এবং গ্রহণ করা জায়েয। জাবের (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে আগমন করলাম। এমতাবস্থায় তিনি মসজিদে ছিলেন....। তিনি আমাকে আমার পাওনা পরিশোধ করলেন এবং কিছু বেশী দিলেন *(বুখারী হা/২৩০৫; মুসলিম হা/১৬০১)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, জনৈক ব্যক্তি উট ঋণ নিয়ে পরবর্তীতে পরিশোধের সময় তার চেয়ে দামী উট ব্যতীত তার নিকটে ছিল না। অতঃপর সে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, সেটা দিয়েই ঋণ পরিশোধ কর। তোমাদের মধ্যে উত্তম ঐ ব্যক্তি যে উত্তমভাবে ঋণ পরিশোধ করে *(বুখারী হা/২৩৯০; মুসলিম হা/১৬০১; মিশকাত হা/২৯০৬)*। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ঋণ গ্রহীতা স্বেচ্ছায় কিছু বেশী দিলে দিতে পারে এবং গ্রহীতাও তা নিতে পারে। তবে এক্ষেত্রে গ্রহীতা যদি বেশী পাওয়ার সুপ্ত কামনাও রাখে, তাহ'লে তা সূদে পরিণত হবে *(বায়হাক্বী হা/১০৭০৪; ইরওয়াউল গালীল হা/১৩৯৬, সনদ মওকূফ ছহীহ)*। *এপ্রিল'১৫, প্রশ্নোত্তর ১৩/২৫৩।*

১৫. আমার কাপড়ের দোকানে মেয়েদের টপস, জিপসি, প্যান্ট, টাইটস ইত্যাদি আধুনিক পোষাক বিক্রয় করে থাকি। এটা শরী'আতসম্মত হবে কি?

উত্তর : এগুলি শরী'আত সম্মত নয়। নগ্নতা প্রকাশক ও যৌন উদ্দীপক যেকোন পোষাক পরিধান করা হারাম *(মুসলিম হা/২১২৮; মিশকাত হা/৩৫২৪)*। নারী-পুরুষের পোষাক এমন হবে যাতে (১) দেহের গোপনীয় স্থান সমূহ অন্যের চোখে প্রকট হয়ে না ওঠে *(মুসলিম হা/২১২৮; মিশকাত হা/৩৫২৪)*। (২) ঢিলাঢালা, ভদ্র ও মার্জিত হওয়া *(আ'রাফ ৭/২৬; মুসলিম হা/৯১; মিশকাত হা/৫১০৮)*। (৩) অমুসলিমদের সদৃশ না হওয়া *(আবুদাঊদ হা/৪০৩১; মিশকাত হা/৪৩৪৭)*। (৪) অহংকার প্রকাশ না পাওয়া *(বুখারী হা/৫৭৮৮; মুসলিম হা/২০৮৭; মিশকাত হা/৪৩১১-১৪, ৪৩২১; নাসাঈ হা/৫৩৩৪; ইবনু মাজাহ হা/৩৫৭৩)*। অতএব কোন ধরনের হারাম পোষাকের ব্যবসা করা শরী'আতসম্মত নয় *(আবুদাঊদ হা/৩৪৮৫, ৩৪৮৮, সনদ ছহীহ)*। *-ফেব্রুয়ারী'১৫, প্রশ্নোত্তর ১৬/১৭৬।*

Contents

১৬. জনৈক ব্যক্তি তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য ৫ লক্ষ টাকা ১ বছরের জন্য বিনিয়োগ হিসাবে চান। বিনিময়ে তিনি চার কিস্তিতে পরবর্তী একবছরে মোট ৫ লক্ষ ৫০ হাযার টাকা এবং সাথে মাসিক মুনাফা পরিশোধ করবেন। এরূপ লেনদেন শরী'আতসম্মত হবে কি?

উত্তর : এরূপ লেন-দেন জায়েয নয়। এখানে বিনিয়োগের মোট টাকার অতিরিক্ত পঞ্চাশ হাযার টাকা স্পষ্ট সূদ। যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) হারাম করেছেন *(বাক্বারাহ ২/২৭৫)*। শরী'আতে যৌথ ব্যবসা পদ্ধতি দু'টি- (১) মুশারাকা : দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বিনিয়োগ করবে এবং বিনিয়োগের পরিমাণ অনুযায়ী লাভ-লোকসান বণ্টিত হবে *(দারাকুৎনী হা/৩০৭৭)* (২) মুযারাবা : একজনের অর্থে অপরজন ব্যবসা করবে। লভ্যাংশ চুক্তি অনুপাতে উভয়ের মধ্যে বণ্টিত হবে *(আবুদাঊদ হা/৪৮৩৬; সনদ ছহীহ, নায়ল হা/২৩৩৪-৩৫)*। *-ফেব্রুয়ারী'১৫, প্রশ্নোত্তর ১৭/১৭৭।*

১৭. নাপিতের পেশা শরী'আতসম্মত কি?

উত্তর : নাপিতের পেশা বৈধ। নববী যুগে এর প্রচলন ছিল *(বুখারী হা/৪১৯০; মুসলিম হা/১২০১; মিশকাত হা/২৬৮৮)*। তবে এ পেশায় থেকে দাড়ি কেটে বা ছেটে দেওয়ার ন্যায় গর্হিত কাজ হ'তে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। কেননা এতে অন্যায় কাজে সহায়তা করার পাপ হবে। যা থেকে আল্লাহ নিষেধ করেছেন *(মায়েদাহ ৫/২)*। *-মার্চ'১৫, প্রশ্নোত্তর ২৪/২২৪।*

১৮. মেমোরী কার্ডে গান, ভিডিও, ইসলামী বক্তব্য ইত্যাদি লোড দেওয়ার ব্যবসা করা জায়েয হবে কি?

উত্তর : যেসব ব্যবসা মানুষকে মন্দের দিকে নিয়ে যায় তা থেকে বিরত থাকাই উত্তম। যদিও এটি দ্বীন প্রচারেও সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। সে হিসাবে মন্দটি পরিত্যাগ করে ভালটি প্রচারের স্বার্থে এ ব্যবসা করায় কোন বাধা নেই। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা সৎকর্ম ও আল্লাহভীতির কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালংঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না' *(মায়েদাহ ৫/২)*। *-মার্চ'১৫, প্রশ্নোত্তর ২৮/২২৮।*

১৯. হিসাব বিজ্ঞান বিভাগে পড়াশুনা শেষে সূদী কারবারের কারণে ব্যাংকে চাকুরী করতে পারছে না। এক্ষণে হিসাব বিভাগের সাথে জড়িত শরী'আত অনুমোদিত কোন কোন ক্ষেত্রে চাকুরী করা যেতে পারে?

Contents

উত্তর: ইসলামী নীতির বিরোধী নয় এরূপ দেশী-বিদেশী যেকোন প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করতে পারেন। ব্যাংক, বীমা এবং যেসব এনজিও সমাজ সেবার আড়ালে ক্ষুদ্র ঋণের নামে সূদী কারবার, ধর্মান্তরকরণ, নারীর পর্দাহীনতা, একসন্তান নীতি প্রভৃতি ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ডে ভুমিকা রাখছে, সেসব প্রতিষ্ঠান থেকে দূরে থাকা আবশ্যক। কেননা গুনাহের কাজে সহায়তা করা নিষিদ্ধ *(মায়েদাহ ৫/২)*। *-এপ্রিল'১৫, প্রশ্নোত্তর ২৪/২৬৪।*

২০. ইসলামী বা সাধারণ ব্যাংক, বিকাশ, এ.টি.এম কার্ড-এর মাধ্যমে টাকা-পয়সা লেনদেন করায় সার্ভিস চার্জ দিতে হয়। এতে কোন বাধা আছে কি?

উত্তর : লেনদেনের উদ্দেশ্যে এসব মাধ্যম ব্যবহারে ও সার্ভিস চার্জ প্রদানে কোন বাধা নেই। *-এপ্রিল'১৫, প্রশ্নোত্তর ২৮/২৬৮।*

২১. আমি দর্জির কাজ করি। মেয়েরা আমার নিকট থেকে টাইটফিট পোশাক তৈরী করে নেয়। এ জন্য কি আমি দায়ী হব?

উত্তর : নগ্নতা প্রকাশক ও যৌন উদ্দীপক যেকোন পোষাক পরিধান করা হারাম *(মুসলিম হা/২১২৮; মিশকাত হা/৩৫২৪)*। একইভাবে তা তৈরী করাও হারাম। মেয়েদের টাইটফিট পোশাক তৈরী করে দেওয়া অন্যায় কাজে সহযোগিতার শামিল। অতএব এসব হ'তে বিরত থাকতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা সৎকর্ম ও আল্লাহভীতির কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালংঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না' *(মায়েদাহ ৫/২)*। *-এপ্রিল'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩৮/২৭৮।*

২২. কলম, প্লাস্টিক ইত্যাদি ফ্যাক্টরীর মালিকেরা যদি সূদের উপর ঋণ নিয়ে প্রতিষ্ঠান চালায়, সেসব প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করা যাবে কি?

উত্তর : বৈধ জিনিস উৎপাদনকারী, বৈধ কোন কাজে প্রতিষ্ঠিত যেকোন কোম্পানীতে চাকুরী করা যাবে। যদিও তার মজুরী সূদযুক্ত অর্থ দিয়ে প্রদান করা হয়। আর এজন্য দায়ী হবে উক্ত সূদের গ্রহীতা কোম্পানীর মালিক *(উছায়মীন, লিকাউল বাবিল মাফতূহ ১৫/৫৯)*। তবে সরাসরি সূদী লেনদেন হয় যেমন ব্যাংক, বীমা সহ এরূপ কোন প্রতিষ্ঠানের কোন কর্মে অংশগ্রহণ করা যাবে না। *-মে'১৫, প্রশ্নোত্তর ১৫/২৯৫।*

Contents

২৩. দোকানে সিঁদুর সহ হিন্দু ধর্মীয় জিনিসপত্র ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে কি?

উত্তর : ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ভ্রান্ত ধর্ম-বিশ্বাসের মৌলিক জিনিসপত্র ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে না। এরূপ কাজ উক্ত ধর্মের প্রচার-প্রসারে সহযোগিতার শামিল। আর আল্লাহ অন্যায় কর্মে সহযোগিতা করতে নিষেধ করেছেন *(মায়েদাহ ৫/২)*। এছাড়া রাসূল (ছাঃ) খ্রিষ্টানদের ক্রুশ বা পৌত্তলিকদের ছবি-মূর্তি দেখলে ধ্বংস করে দিতেন *(বুখারী হা/৫৯৫২; মুসলিম হা/২১০৭; মিশকাত হা/৪৪৯১, ৪৪৯৩)*। অতএব এ সকল বস্তু ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৩/৪৩৭)*। *-মে'১৫, প্রশ্নোত্তর ২১/৩০১।*

২৪. একজন প্রাণী চিকিৎসক হিসাবে কুকুর, বিড়াল ইত্যাদির চিকিৎসা করে অর্থ উপার্জন করায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

উত্তর : চিকিৎসক হিসাবে কুকুর, বিড়াল ইত্যাদির চিকিৎসা করা এবং তার বিনিময় গ্রহণ করায় বাধা নেই। বরং এটি পশুদের প্রতি দয়ার নিদর্শন, যাতে প্রভূত নেকী রয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, বনু ইস্রাঈলের এক ব্যক্তি একটি পিপাসার্ত কুকুরকে পানি পান করানোর কারণে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! প্রাণীর জীবন রক্ষায় ছওয়াব রয়েছে কি? তিনি বললেন, প্রত্যেক তাযা প্রাণ রক্ষায় ছওয়াব রয়েছে *(বুখারী ফাৎহুল বারী হা/২৩৬৩; মুসলিম হা/২২৪৪; মিশকাত হা/১৯০২)*। তিনি বলেন, বিগত দিনে বনু ইস্রাঈলের একজন ব্যভিচারী নারী একটি পিপাসার্ত কুকুরকে পানি পান করানোর কারণে জান্নাতে যায় *(বুখারী হা/৩৪৬৭)*। *-মে'১৫, প্রশ্নোত্তর ২৩/৩০৩।*

২৫. বিউটি পার্লার করে বিয়ের সাজগোজ, ফেসিয়াল ও হেয়ার ট্রিটমেন্ট ইত্যাদি শরী'আতসম্মত কাজগুলি করা যাবে কি? এছাড়া শরী'আতসম্মত উপায়ে বিউটি পার্লার পরিচালনার উপায় কি?

উত্তর : নারী-পুরুষ প্রত্যেকে তার আল্লাহ প্রদত্ত সৌন্দর্য নিজেই বৃদ্ধি করতে পারে। এর জন্য আলাদাভাবে কোন ব্যবসায়িক দোকান খোলার প্রয়োজন নেই। বিউটি পার্লারে অসুন্দরকে সুন্দর করার মাধ্যমে প্রতারণা করা হয়। তাছাড়া বহু অনৈতিক কাজের পথ খুলে যায়। এর মধ্যে উপকারের চেয়ে ক্ষতি বেশী। অতএব এসব ব্যবসা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। দেহে বা চুলে কোন অসুখ থাকলে তার জন্য চিকিৎসা নিতে হবে। বিউটি পার্লারের কোন প্রয়োজন নেই। *-জুন'১৫, প্রশ্নোত্তর ২৮/৩৪৮।*

২৬. সরকারকে ট্যাক্স না দিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের ব্যবসা করা বৈধ হবে কি?

উত্তর : বৈধ হবে না। কারণ রাষ্ট্রীয় স্বার্থ মানেই জনস্বার্থ। আর ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার মাধ্যমে জনস্বার্থের ক্ষতি করা ইসলাম অনুমোদন করে না। ইসলামী রাষ্ট্রে এ ধরনের অপরাধকে চুরির অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হবে। অন্যদিকে একজন ঈমানদার ব্যক্তি কখনো অন্যের ক্ষতি সাধন করে আপন স্বার্থ হাছিল করতে পারে না *(বিস্তারিত দ্রঃ ২য় বর্ষ সেপ্টেম্বর'৯৯ প্রশ্নোত্তর ২২/১২২)*। *-জুলাই'১৫, প্রশ্নোত্তর ১০/৩৭০।*

২৭. সূদ আদান-প্রদানকারী ব্যাংক বা বীমা প্রতিষ্ঠানকে বাসা ভাড়া দেওয়ায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

উত্তর : ব্যাংক বা বীমা প্রতিষ্ঠানকে বাসা ভাড়া দেওয়া যাবে না। এগুলি সরাসরি সূদী কারবারের সাথে জড়িত। আল্লাহ তা'আলা অন্যায় ও পাপ কাজের সহযোগিতা করতে নিষেধ করেছেন *(মায়েদাহ ৫/২)*। *-জুলাই'১৫, প্রশ্নোত্তর ১১/৩৭১।*

২৮. অনেক প্রাইভেট কোম্পানীতে দাড়ি শেভ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। সেখানে চাকুরী করা যাবে কি?

উত্তর : এরূপ কোম্পানী থেকে দূরে থাকতে হবে। কারণ তারা রাসূল (ছাঃ)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত বিরোধী নির্দেশ দিচ্ছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা গোঁফ ছাটো ও দাড়ি ছেড়ে দাও এবং এ ব্যাপারে মুশরিকদের বিরোধিতা কর' *(বুখারী হা/৫৮৯২; মুসলিম হা/২৫৯; মিশকাত হা/৪৪২১)*। *-জুলাই'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩১/৩৯১।*

২৯. গার্মেন্টস, গাড়ী, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির জন্য ভবিষ্যৎ বিপদের 'ঝুঁকি তহবিল' হিসাবে ইসলামী বীমা করা যাবে কি?

উত্তরঃ বীমার ধারণাটাই ইসলামী অর্থনীতির বিরোধী এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতির অনুসঙ্গ। অতএব এগুলো থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক। বীমার মধ্যে কয়েকটি ইসলাম বিরোধী নীতি রয়েছে যথা (১) বীমা জুয়ার অন্তর্ভুক্ত। যেমন- কেউ জীবনবীমা করল এ মর্মে যে, সে মারা গেলে কোম্পানী তার মৃত্যুর পরে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ তার সন্তানদেরকে প্রদান করবে। এর

Contents

শর্ত হচ্ছে সে প্রতি মাসে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বীমা কোম্পানীতে জমা দিবে। এখন সে যদি এক বছর পর মারা যায় তাহ'লে কোম্পানী ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং ব্যক্তি লাভবান হবে। আর যদি সে দীর্ঘ দিন জীবিত থাকে এবং মাসে মাসে অর্থ প্রদান করে, তাহ'লে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হবে আর কোম্পানী লাভবান হবে। অর্থাৎ যিনি মাসে মাসে টাকা জমা দিচ্ছেন তিনি হয় প্রদত্ত অর্থের চেয়ে বেশী পাবেন নতুবা কম পাবেন। তিনি লাভ-লোকসানের অনিশ্চয়তার মাঝে ঘুরপাক খাবেন। এটিই জুয়া। যা আল্লাহ হারাম করেছেন *(মায়েদাহ ৯০; উছায়মীন, লিক্বাউল বাবিল মাফতূহ ২৩/১৫৮)*।

(২) বীমা করার কারণে দুর্ঘটনা ঘটলে ক্ষতিপূরণ পাওয়া যায়। কিন্তু দুর্ঘটনা ঘটতেও পারে, নাও পারে। তাছাড়া দুর্ঘটনা কখন ঘটবে ও কি পরিমাণে ঘটবে, তা সবই অজ্ঞাত। ফলে এর মধ্যে প্রতারণা সুস্পষ্ট। আর প্রতারণামূলক ব্যবসা করতে রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করেছেন *(মুসলিম হা/১৫১৩; মিশকাত হা/২৮৫৪)*। (৩) নিরাপত্তা দেয়ার মালিক আল্লাহ। তাই ভরসা করতে হবে কেবলমাত্র আল্লাহ্র উপরে। অথচ এখানে ভরসা করা হচ্ছে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীর উপর। যা সম্পূর্ণরূপে ছহীহ আক্বীদা বিরোধী। ইসলামী বিধান হ'ল, ব্যক্তির যেকোন দুর্ঘটনায় কিংবা তার অপারগ অবস্থায় সমাজ ও সরকার তার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। অতএব এসব থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক। *-জুলাই'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩৬/৩৯৬।*

৩০. আমরা আমাদের সমিতির মাধ্যমে সকলের সম্মতিক্রমে কোন চাকুরীজীবি ব্যক্তিকে পঞ্চাশ হাযার টাকা বিনিয়োগ প্রদান করি ১২টি চেকের পাতার বিনিময়ে। যার দ্বারা আমরা ১২ মাসে মোট ৬০ হাযার টাকা গ্রহণ করি। এরূপ বিনিয়োগ পদ্ধতি জায়েয হবে কি?

উত্তর : এরূপ বিনিয়োগ পদ্ধতিতে একই জিনিসের বিনিময়ে অতিরিক্ত গ্রহণ করা হয়, যা সূদ এবং সম্পূর্ণরূপে হারাম *(বাক্বারাহ ২/২৭৫; মুসলিম হা/১৫৯৮; ইরওয়া হা/১৩৯৭)*। *-আগস্ট'১৫, প্রশ্নোত্তর ৯/৪০৯।*

৩১. জনৈক আলেম বলেন, মাটি পুড়িয়ে ইট প্রস্তুত করা হয়। তাই ইটের ভাটার ব্যবসা করা হারাম। একথা কি ঠিক?

উত্তর : কথাটি মনগড়া ও ভিত্তিহীন। মাটি পুড়িয়ে ইট তৈরী করা এবং তা দ্বারা নির্মাণ কাজ করা এসব দুনিয়াবী প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত। আর আল্লাহ

Contents

তা'আলা পৃথিবীর সবকিছু মানুষের ব্যবহারের জন্য সৃষ্টি করেছেন *(হজ্জ ২২/৬৫)*। এছাড়া শরী'আতে প্রাণীকে পুড়িয়ে মারতে নিষেধ করা হয়েছে *(বুখারী হা/৩০১৬-১৭)* মাটি, গাছ ইত্যাদি কোন জড় বস্তুকে নয়। *-আগস্ট'১৫, প্রশ্নোত্তর ১৮/৪১৮।*

৩২. রংপুর হারাগাছে বিড়ি-তামাকের ব্যাপক ব্যবসা থাকায় স্থানীয় অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ওয়ায মাহফিল ঐসব ব্যবসায়ীদের প্রদত্ত অর্থে পরিচালিত হয়ে থাকে। এক্ষণে এসব দানে দাতার কোন নেকী হবে কি? গ্রহীতা তা গ্রহণ করতে পারবে কি?

উত্তর : বিড়ি-তামাক ইত্যাদি নেশাকর দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত। এগুলির উৎপাদন ও ব্যবসা দু'টিই হারাম। আর হারাম উপার্জন থেকে দান করলে তাতে দাতার কোন নেকী হবে না। কারণ আল্লাহ হারাম বস্তু কবুল করেন না *(মুসলিম হা/১০১৫; মিশকাত হা/২৭৬০)*। তবে উক্ত অর্থ অন্যের জন্য নিষিদ্ধ নয়। কেননা আল্লাহ বলেন, একজনের পাপের বোঝা অন্যে বইবে না' *(আন'আম ৬/১৬৪ প্রভৃতি)*। *-আগস্ট'১৫, প্রশ্নোত্তর ১৯/৪১৯।*

৩৩. ডাচ-বাংলা ও অন্যান্য মোবাইল ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানের এজেন্ট হয়ে উক্ত ব্যাংকগুলিতে কারো একাউন্ট খুলে দিলে যে মজুরী পাওয়া যায় তা বৈধ হবে কি? উল্লেখ্য যে, ঐ একাউন্টে সূদ জমা হয়।

উত্তর : বাধ্যগত অবস্থায় আর্থিক নিরাপত্তার জন্য ব্যাংকে একাউন্ট খোলা যায়। আর উক্ত কাজে মজুরী গ্রহণ করা জায়েয *(আবুদাঊদ হা/২৯৪৩; মিশকাত হা/৩৭৪৮)*। কারণ এটা একাউন্ট খোলার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করার বিনিময় স্বরূপ প্রদান করা হয় মাত্র। আর ইসলামী বা সাধারণ সকল ব্যাংক একাউন্টেই সূদ জমা হয়। ঐসব সূদ নেকীর উদ্দেশ্য ছাড়াই দান করে দিলে সূদ গ্রহণের পাপ থেকে বাঁচা যাবে ইনশাআল্লাহ। *-আগস্ট'১৫, প্রশ্নোত্তর ২১/৪২১।*

৩৪. সাধ্যমত চেষ্টা করেও কোন চাকুরী না পাওয়ায় ছেলে সূদী ব্যাংকে চাকুরী নিয়েছে। তাকে শর্ত দিয়েছি যে, হালাল রূযির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে এবং যত দ্রুত সম্ভব এ চাকুরী ছাড়তে হবে। এক্ষণে ছেলের উক্ত উপার্জন ভোগ করা পিতা-মাতার জন্য বৈধ হবে কি?

উত্তর : ছেলের উক্ত উপার্জন হারাম। অতএব তা পিতা-মাতার জন্য ভক্ষণ করাও হারাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের সন্তানগণ তোমাদের

Contents

উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত' *(আবুদাঊদ হা/৩৫২৮; নাসাঈ হা/৪৪৪৯; তিরমিযী হা/১৩৫৮; ইবনু মাজাহ হা/২২৯০; মিশকাত হা/২৭৭০)*। এক্ষণে পিতা-মাতা যদি নিঃস্ব, অচল ও নিরুপায় হয়, তখন বাধ্যগত অবস্থায় সন্তানের হারাম উপার্জন থেকে জীবন বাঁচানোর মত খেতে পারবে। আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি বাধ্য হয় এবং বাড়াবাড়ী ও সীমালংঘনকারী না হয়, তার জন্য তা ভক্ষণে কোন পাপ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(বাক্বারাহ ২/১৭৩)*। *-আগস্ট'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩৩/৪৩৩।*

৩৫. যেসব পণ্যের গায়ে বা লেবেলে প্রাণীর ছবি থাকে, সেগুলোর ব্যবসা করা যাবে কি?

উত্তর : ছবি টাঙ্গানো না থাকলে, ছবির প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করা হ'লে, মালের সাথে যুক্ত ছবি দোকানে প্রদর্শন করা না হ'লে, মালের সাথে ছবি বিক্রি উদ্দেশ্য না হ'লে ছবিযুক্ত মাল বিক্রি করা যাবে। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি একটি পর্দা টাঙ্গিয়ে ছিলেন, যাতে ছবি ছিল। নবী করীম (ছাঃ) বাড়ীতে প্রবেশ করে তা টেনে ফেলে দেন। তিনি বলেন, অতঃপর আমি তা কেটে দু'টি বালিশ তৈরী করি। নবী (ছাঃ) তাতে হেলান দিয়ে বসতেন *(বুখারী, নায়ল ২/১০৩ পৃ.; মুসলিম হা/২১০৭; বুখারী হা/৫৯৫৪; মিশকাত হা/৪৪৯৪)*। অতএব সম্ভবপর ছবিযুক্ত পণ্য আড়াল করে বা উল্টা করে রেখে ব্যবসা করতে হবে। অর্থাৎ হীনকর কাজে ছবি ব্যবহার করা যাবে। তবে অশ্লীল ছবিযুক্ত পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকতে হবে। কেননা এগুলির মাধ্যমে দোকানী ও ক্রেতা উভয়েরই চোখের যেনায় পতিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। প্রকাশ থাকে যে, ছবি, প্রতিকৃতি ও মূর্তি প্রদর্শন করে ব্যবসা করা হারাম, যেমনটি আজকাল বহু দোকানে দেখা যায়। তাছাড়া এমন বস্তু ক্রয়-বিক্রয় হারাম, যার লাভ-লোকসান ছবির উপর নির্ভরশীল। যেমন বিভিন্ন নায়ক-নায়িকা ও খেলোয়াড়ের ছবি ব্যবহার করা। *-সেপ্টেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ৭/৪৪৭।*

৩৬. বাংলাদেশে যেসব ইসলামী ব্যাংক রয়েছে, সেগুলিতে বিভিন্ন মেয়াদী ডিপোজিট করা যাবে কি?

উত্তর : দেশে প্রচলিত সাধারণ বা ইসলামী কোন ব্যাংকই পূর্ণভাবে সূদমুক্ত নয়। সুতরাং কোন ব্যাংকেই লাভের উদ্দেশ্যে অর্থ সঞ্চয় করা এবং লভ্যাংশ

গ্রহণ করা জায়েয নয়। দেশে প্রচলিত ইসলামী ব্যাংকগুলি ঝুঁকি থাকার কারণে ইসলামী ব্যবসা পদ্ধতি মুশারাকা ও মুযারাবা বলতে গেলে পরিত্যাগ করে মুরাবাহা পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। ফলে ব্যাংকে সঞ্চয়কারীরা ঝুঁকিহীনভাবে কেবল মুনাফাই পাচ্ছে। অন্যদিকে 'মুরাবাহা'র ভিত্তিতে নির্দিষ্ট লাভের চুক্তিতে ঋণগ্রহীতারা সময়মত লাভের টাকা পরিশোধ করতে না পারলে তার বিপরীতে জরিমানার নামে চক্রবৃদ্ধিহারে ঋণ পরিশোধ করতে করতে নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে। এগুলি যুলুম ছাড়া কিছু নয়। সুতরাং এসব থেকে দূরে থাকা মুমিনের জন্য একান্ত কর্তব্য। *-সেপ্টেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩২/৪৭২।*

৩৭. আমি পেনশন হিসাবে যে অর্থ পেয়েছি তা দ্বারা আমার জন্য হজ্জের ফরযিয়াত আদায় করা যরূরী, না স্ত্রী-সন্তানদের জন্য বাসস্থান নির্মাণ করা যরূরী হবে? সঠিক সিদ্ধান্ত জানতে চাই।

উত্তর : খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা এগুলি মানুষের মৌলিক প্রয়োজন। এক্ষণে যদি পরিবারের জন্য থাকার উপযোগী নিজস্ব কোন বাসস্থান না থাকে, তাহ'লে প্রথমে বাসস্থান নির্মাণ করবে। অতঃপর সামর্থ্য থাকলে হজ্জ করবে। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, একজন লোক তাকে জিজ্ঞেস করল, আমরা কি দরিদ্র মুহাজিরদের অন্তর্ভুক্ত নই? জবাবে তিনি বললেন, তোমার কি স্ত্রী আছে, যেখানে তুমি শান্তি পেতে পার? লোকটি বলল, হ্যাঁ। তোমার কি বাসস্থান আছে যেখানে তুমি আশ্রয় নিতে পার? লোকটি বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহ'লে তুমি ধনী *(মুসলিম হা/২৯৭৯; মিশকাত হা/৫২৫৭)*। *-জানুয়ারী'১৫, প্রশ্নোত্তর ২৯/১৪৯।*

Contents

মীরাছ

১. বর্তমানে আমার ৩০ বিঘা সম্পত্তি রয়েছে। আমার স্ত্রী, চার মেয়ে, মা এবং দুই ভাতিজা রয়েছে। শরী'আত অনুযায়ী কে কত অংশ পাবে?

উত্তর : পুরা সম্পত্তিকে ২৪ ভাগ করে ৩ অংশ পাবে স্ত্রী, ৪ অংশ পাবে মা, ১৬ অংশ পাবে চার মেয়ে এবং বাকি ১ অংশ পাবে দুই ভাতিজা। -*নভেম্বর'১৪, প্রশ্নোত্তর ৩৯/৭৯।*

২. দু'টি সন্তানের একজনকে পিতা-মাতা বিদেশে বহু অর্থ খরচ করে পড়াশোনা করাচ্ছেন। কিন্তু অন্য সন্তানের পড়াশুনার দিকে তেমন কোনই খেয়াল রাখেন না। এরূপ করায় পিতা-মাতা কি স্বাধীন না এর জন্য ক্বিয়ামতের দিন তাদের জবাবদিহী করতে হবে?

উত্তর : সন্তানের আগ্রহ, স্বাস্থ্য, মেধা ও যোগ্যতার মান ভেদে তাকে উৎসাহিত করা ও তার জন্য সাধ্যমত ব্যয় নির্বাহ করা পিতা-মাতার অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। এতে কমবেশী হওয়ায় কোন দোষ নেই। তবে কারো প্রতি ইচ্ছাকৃত অবহেলা চরম নিন্দনীয় বিষয়। আর ভরণ-পোষণ ও সম্পত্তি বণ্টনে সকলের প্রতি সমান দৃষ্টিভঙ্গি রাখতে হবে। নইলে তাঁরা পরকালে আল্লাহ্র নিকট জবাবদিহির সম্মুখীন হবেন। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমাদের সন্তানদের মধ্যে ইনছাফ কর' *(বুখারী হা/১৫৮৭; মিশকাত হা/৩০১৯)*। তিনি বলেন, (ক্বিয়ামতের দিন) স্বামী তার পরিবার সম্পর্কে এবং স্ত্রী তার স্বামীর সংসার ও সন্তান সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে *(বুখারী হা/৭১৩৮; মুসলিম হা/১৮২৯; মিশকাত হা/৩৬৮৫ 'ইমারত ও পদমর্যাদা' অধ্যায়)*। -*ডিসেম্বর'১৪, প্রশ্নোত্তর ২৬/১০৬।*

৩. পিতার জীবদ্দশায় বড় বোন এবং মৃত্যুর পর ছোট ভাই মারা গেছে। এক্ষণে বড় বোনের সন্তানেরা নানার সম্পদের অংশীদার হবে কি? আর ছোট ভাইয়ের স্ত্রী-সন্তান না থাকায় তার প্রাপ্ত অংশ কারা পাবে? ছোট ভাইয়ের চিকিৎসা বাবদ খরচ করায় বড় ভাই এখন তার সম্পদের কোন অংশ নিতে পারবে কি?

উত্তর : পিতার জীবদ্দশায় তার মেয়ে মৃত্যুবরণ করায় এবং মেয়ের ভাই-বোন জীবিত থাকায় ঐ মেয়ের সন্তানেরা তাদের নানার সম্পত্তির ওয়ারিছ হবে না

Contents

(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ, ফৎওয়া নং ১৯১৪৯, ১৬/৪৮৯ পৃ.)। এমতাবস্থায় নানা তার নাতী-নাতনীদের জন্য অছিয়ত করে যাবেন। আর পরবর্তীতে মারা যাওয়া ছোট ভাইয়ের সম্পদ তার ওয়ারিছদের মাঝে ভাগ হবে। বড় ভাই চিকিৎসা খরচ বাবদ নিতে চাইলে মৃত ভাইয়ের প্রাপ্ত সম্পদ থেকে নিবেন। অতঃপর বাকী সম্পদ ওয়ারিছদের মাঝে বণ্টিত হবে। এ সময় বড় ভাইও ওয়ারিছ হিসাবে অংশ পাবেন। *-ফেব্রুয়ারী'১৫, প্রশ্নোত্তর ২১/১৮১।*

৪. পিতা জীবিত থাকা অবস্থায় ছেলে মারা গেলে তার অর্জিত সম্পদে পিতা-মাতা কোন অংশ পাবেন কি?

উত্তর : এমতাবস্থায় মৃত ব্যক্তির স্ত্রী ও সন্তান থাকলে পিতা-মাতা এক-ষষ্ঠাংশ করে পাবেন *(নিসা ৪/১১)*। এছাড়া আরো কয়েকটি অবস্থা রয়েছে। সেসব ক্ষেত্রে অবস্থাভেদে তারা নির্ধারিত অংশ পাবেন। *-মে'১৫, প্রশ্নোত্তর ২৮/৩০৮।*

৫. আমার জীবিত পিতা আমাদের দশ ভাই-বোনের মধ্যে ভাইদের কাউকে বেশী কাউকে কম জমি লিখে দিয়েছেন এবং বোনদের কোন জমি দেননি। এক্ষণে তার করণীয় কি?

উত্তর : ওয়ারিছগণ কে কতটুকু পাবে তা স্বয়ং আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন *(নিসা ৪/৭, ১১)*। সুতরাং বণ্টনের ক্ষেত্রে উক্ত নীতির ভিত্তিতেই ভাগ করতে হবে। এক্ষেত্রে মেয়েদেরকে অংশ না দেওয়া এবং ছেলেদের মধ্যে কমবেশী করা নিঃসন্দেহে কবীরা গুনাহ এবং তা হক বিনষ্টের শামিল। তারা ক্ষমা না করলেও আল্লাহ তা'আলা উক্ত পাপ ক্ষমা করবেন না। ক্বিয়ামতের দিন পিতার নেকী থেকে নিয়ে সন্তানদের হক পূরণ করে দেওয়া হবে। যদি তার নেকীতে না কুলায়, তাহ'লে সন্তানদের পাপসমূহ পিতার আমলনামায় যোগ করা হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে' *(বুখারী হা/২৪৪৯; মুসলিম হা/২৫৮১; মিশকাত হা/৫১২৬-২৭)*।

এক্ষণে উক্ত পিতার করণীয় হ'ল, সন্তানদেরকে বুঝিয়ে সকল সম্পদ ফেরত নেওয়া এবং শরী'আত মোতাবেক তা বণ্টন করা। পিতার সদিচ্ছার পরেও যদি সন্তানগণ ফিরিয়ে দিতে রাযী না হয়, তাহ'লে তারাও কঠিন গোনাহগার হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কারো এক বিঘত পরিমাণ মাটি যুলুম করে নেয়, ক্বিয়ামতের দিন তার গলায় সাত তবক যমীন বেড়ী পরানো হবে' *(বুখারী হা/৩১৯৮; মুসলিম হা/১৬১০; মিশকাত হা/২৯৩৮)*। অন্য হাদীছে

Contents

এসেছে, ক্বিয়ামতের দিন ঐ মাটির বোঝা তার গর্দানে চাপিয়ে দেওয়া হবে' *(আহমাদ হা/১৭৫৯৪; ছহীহাহ হা/২৪২)*। কোন পথ না পেলে পিতা শরী'আত মোতাবেক সম্পত্তি বণ্টন করে অছিয়ত নামা (উইল) লিখে যাবেন। এর মাধ্যমে পিতা তার পাপ থেকে বাঁচতে পারবেন *ইনশাআল্লাহ*। *আগস্ট'১৫, প্রশ্নোত্তর ২০/৪২০।*

৬. জনৈক ব্যক্তি পিতা-মাতা, স্ত্রী ও তিন মেয়েকে রেখে মারা গেছেন। তাদের মধ্যে অংশ কিভাবে বণ্টিত হবে? শোনা যায় যে, এ ব্যাপারে আলী (রাঃ) প্রবর্তিত 'আওল বিধান কুরআনের নির্দেশ বিরোধী। এর সত্যতা জানতে চাই।

উত্তর : এমতাবস্থায় ৩ মেয়ে দুই-তৃতীয়াংশ, পিতা-মাতা প্রত্যেকে এক ষষ্ঠাংশ এবং স্ত্রী এক অষ্টমাংশ পাবে *(নিসা ৪/১১-১২)*। অত্র মাসআলায় 'আওল হয়েছে। অর্থাৎ বণ্টন সংখ্যা ২৪ হ'লেও অংশ হয়েছে ২৭টি। যেমন মাতা-পিতা ৪+৪=৮, স্ত্রী ৩ ও তিন কন্যা ১৬ মোট ২৭ ভাগে বণ্টিত হয়েছে। অতিরিক্ত তিন অংশ বেশী হওয়াটাই 'আওল। এক্ষেত্রে অতিরিক্ত তিন অংশ সকলের অংশ থেকে সমানভাবে কমিয়ে 'আদল করতে হবে। 'আওলের এই বিধান সর্বপ্রথম প্রবর্তন করেন দ্বিতীয় খলীফা ওমর (রাঃ) *(বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/১২২৩৭; ইরওয়া হা/১৭০৬, সনদ হাসান)*। আলী (রাঃ)-এর ব্যাপারেও কিছু বর্ণনা রয়েছে। তবে তা দুর্বল *(ইরওয়া হা/১৭০৬/১)*। ওমর (রাঃ) প্রবর্তিত 'আওল বিধান কুরআনের বিরোধী নয়। বরং তার ন্যায় বণ্টনের ব্যাখ্যা মাত্র। রাসূল (ছাঃ) ও আবুবকর (রাঃ)-এর যুগে এর সমস্যা দেখা দেয়নি। ওমর (রাঃ)-এর নিকট এরূপ সমস্যা দেখা দিলে তিনি ছাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করে এ বিধানটি প্রবর্তন করেন *(হাকেম হা/৭৯৮৫, বিস্তারিত দ্রঃ ছালেহ আল-ফাওযান, আত-তাহক্বীক্বাতুল মারযিইয়াহ ফিল মাবাহিছিল ফারযিইয়াহ, পৃ. ৬১-৬৬)*। *-সেপ্টেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ১৪/৪৫৪।*

Contents

বিবাহ ও তালাক

১. ইসলাম গ্রহণ করায় জনৈকা মহিলা স্বীয় খৃষ্টান পিতা-মাতাসহ গোটা পরিবার কর্তৃক পরিত্যক্ত। খৃষ্টান রাষ্ট্র হওয়ায় সরকারী অলীও নেই। এক্ষণে অভিভাবকহীন উক্ত মহিলাকে বিবাহ করতে চাইলে করণীয় কি?

উত্তর : অমুসলিম পিতা-মাতা, কিংবা ভাই ও চাচারা অভিভাবক হওয়ার যোগ্য নয়। এমতাবস্থায় স্থানীয় মুসলিম নেতা বা মসজিদের ইমাম তার অভিভাবক হবেন। শরী'আতে মুসলিম অভিভাবকের অবর্তমানে মুসলিম শাসকের কথা এসেছে *(ইবনু মাজাহ হা/১৮৮০; মিশকাত হা/৩১৩১)*। এর মধ্যে সকল পর্যায়ের মুসলিম নেতৃবৃন্দ অন্তর্ভুক্ত। ইবনে কুদামা (রহঃ) বলেন, কোন কাফের কোন মুসলিম নারীর অলী হ'তে পারবে না। এক্ষণে যদি কোন মুসলিম শাসক বা নেতা পাওয়া না যায়, তবে কোন ন্যায়পরায়ণ মুমিন ব্যক্তি উক্ত মহিলার সম্মতিক্রমে তাকে বিবাহ দিবে *(মুগনী ৭/২৭, ১৮)*। *-অক্টোবর'১৪, প্রশ্নোত্তর ১/১।*

২. ব্যভিচারে লিপ্ত হ'লে স্ত্রীকে তালাক দেওয়া কি অপরিহার্য হয়ে যায়? বার বার সতর্ক করার পরও এরূপ করলে সে ব্যাপারে স্বামীর করণীয় কি?

উত্তর : উক্ত অবস্থায় স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে *(নিসা ৪/১৯-২০)*। তবে যদি স্ত্রী তার কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে খালেছ অন্তরে তওবা করে, তাহ'লে তাকে ক্ষমা করে দিয়ে পূর্বের ন্যায় সংসার করবে *(আলে ইমরান ৩/১৩৫)*। বারবার সতর্ক করার পরেও এরূপ করতে থাকলে তাকে তালাক দেওয়া ওয়াজিব হবে। নইলে ঐ স্বামী 'দাইয়ূছ' হিসাবে গণ্য হবে। যার জন্য জান্নাত হারাম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'দাইয়ূছ কখনোই জান্নাতে প্রবেশ করবে না' *(নাসাঈ হা/২৫৬২, আহমাদ, মিশকাত হা/৩৬৫৫)*। *-নভেম্বর'১৪, প্রশ্নোত্তর ৮/৪৮।*

৩. ঋতু অবস্থায় সহবাস করলে শিশু বিকলাঙ্গ হয়- একথার কোন শারঈ ভিত্তি আছে কি?

উত্তর : এর কোন শারঈ ভিত্তি নেই। ইহূদীরা বলত, স্ত্রীর পিছন থেকে বা সামনে থেকে সঙ্গম করলে সন্তান বিকলাঙ্গ হয়। এর প্রতিবাদে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন 'তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য ক্ষেত স্বরূপ। সুতরাং তোমরা তোমাদের ক্ষেতে যেভাবে ইচ্ছা গমন কর' *(বাক্বারাহ ২/২২৩;*

Contents

বুখারী হা/৪৫২৮; মুসলিম হা/১৪৩৫; মিশকাত হা/৩১৮৩)। অর্থাৎ যেভাবেই মিলিত হও তাতে সন্তান বিকলাঙ্গ হওয়ার কোন কারণ নেই। তবে ঋতু অবস্থায় স্ত্রী মিলন করা নিষিদ্ধ *(বাক্বারাহ ২/২২২; তিরমিযী হা/১৩৫; মিশকাত হা/৫৫১)*। *-নভেম্বর'১৪, প্রশ্নোত্তর ২৭/৬৭।*

৪. শরী'আতের নির্দেশনা অনুযায়ী বর্তমান যুগে ছেলে বা মেয়েকে কত বছর বয়সে বিবাহ দেওয়া উচিত?

উত্তর : ইসলামী শরী'আতে এরূপ কোন বয়সসীমা নেই। যেমন আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন আছে, তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও ... তারা যদি নিঃস্ব হয়, তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে সচ্ছল করে দিবেন' *(নূর ২৪/৩২)*। ছেলে-মেয়ে প্রাপ্ত বয়স্ক হ'লে বিয়ে দেয়া উচিত। এদেশে সাধারণত ১৫ বছর বয়স হ'লে প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে যায়। তাই সন্তান অসৎকর্মে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকলে যথাসম্ভব দ্রুত বিবাহ দেওয়া উচিত। আর এরূপ সম্ভাবনা না থাকলে বিশেষত ছেলে সন্তানের ক্ষেত্রে পরিবার পরিচালনায় আর্থিক সক্ষমতা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করা যায়। যেমন আল্লাহ বলেন, 'আর যারা বিবাহে সামর্থ্য রাখে না, তারা যেন সংযম অবলম্বন করে যে পর্যন্ত না আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেন... *(নূর ২৪/৩৩)*। *-নভেম্বর'১৪, প্রশ্নোত্তর ১৭/৫৭।*

৫. স্ত্রী বিদেশে অবস্থানরত তার স্বামীকে ডিভোর্স দিতে চায়, কিন্তু স্বামী তাতে ইচ্ছুক নয়। এক্ষেত্রে উক্ত স্ত্রীর করণীয় কি?

উত্তর : স্ত্রী যদি বৈধ কারণে ডিভোর্স দিতে চায় এবং স্বামী তাতে অসম্মত হয়, তবে স্ত্রীকে আদালতের অথবা ধর্মীয় নেতাদের সাহায্য নিতে হবে। তারা স্ত্রীকে প্রদত্ত স্বামীর মোহরানা ফেরত প্রদানের মাধ্যমে উভয়কে বিচ্ছিন্ন করে দিবেন। ছাবিত বিন ক্বায়েস-এর স্ত্রীকে এভাবে 'খোলা'-র মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলেন *(বুখারী হা/৫২৭৩; নাসাঈ হা/৩৫১০; মিশকাত হা/৩২৭৪)*। *-ডিসেম্বর'১৪, প্রশ্নোত্তর ১৬/৯৬।*

৬. জিনের সাথে মানুষের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করার ব্যাপারে শরী'আতের নির্দেশনা কি?

উত্তর : মানুষের সাথে জিনের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা হারাম। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা তোমাদের পসন্দমত দুই, তিন বা চারজন নারীকে বিবাহ

Contents

কর' *(নিসা ৪/৩)*। তিনি বলেন, 'আর আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হ'তেই জোড়া (স্ত্রী) সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জোড়া (স্ত্রী) হ'তে তোমাদের জন্য সন্তান ও পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন *(নাহল ১৬/৭২)*। অত্র আয়াতগুলো দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে মানুষের স্ত্রী মানুষই হবে, জিন বা অন্য কোন প্রাণী নয়। *-ডিসেম্বর'১৪, প্রশ্নোত্তর ১৯/৯৯।*

৭. শিরকী আক্বীদা ও আমলে লিপ্ত পিতা-মাতার যুবতী কন্যা ছহীহ আক্বীদা-আমল গ্রহণ করার পর আহলেহাদীছ পরিবারে বিবাহের ব্যাপারে পিতা-মাতার অমতের কারণে তাদের উপেক্ষা করে অন্য কোন নিকটাত্মীয়ের অভিভাবকত্বে বিবাহ করতে পারবে কি?

উত্তর : মেয়ের বিবাহের ক্ষেত্রে অলী বা অভিভাবকের অনুমতি আবশ্যক *(আবুদাঊদ হা/২০৮৫; মিশকাত হা/৩১৩০)*। তবে স্রেফ আক্বীদাগত কারণেই যদি পিতা বাধা হয়ে দাঁড়ান, সেক্ষেত্রে পরিবারের অন্য কোন সদস্য বা সমাজের মুসলিম ধর্মীয় নেতা অভিভাবকের দায়িত্ব নিয়ে বিবাহ দিবেন। কেননা আল্লাহ বলেন, 'যদি তারা (পিতা-মাতা) তোমাকে শিরক করার জন্য চাপ সৃষ্টি করে, তখন তুমি তাদের আনুগত্য কর না। তবে পার্থিব বিষয়ে তাদের সাথে সদাচরণ করো' *(লোকমান ৩১/১৫)*। *-ডিসেম্বর'১৪, প্রশ্নোত্তর ২৪/১০৪।*

৮. জনৈক ধার্মিক ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাতের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়ে পরবর্তীতে মারা গেছেন। তার মেয়েরাও ধার্মিক। এক্ষণে তার কোন মেয়েকে বিবাহ করা জায়েয হবে কি?

উত্তর : এরূপ মেয়েদের বিবাহ করায় কোন বাধা নেই। বরং ধার্মিক মনে করলে তাদেরকেই বিবাহ করতে হবে *(তিরমিযী হা/১০৮৪; মিশকাত হা/৩০৯০)*। অবৈধ সম্পদ উপার্জনের জন্য পিতা দায়ী হবেন, সন্তানরা নয়। কেননা একের পাপের বোঝা অন্যে বহন করে না *(আন'আম ৬/১৬৪)*। *-জানুয়ারী'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩০/১৫০।*

৯. আমার ছোট বোন জনৈক লম্পট ছেলেকে পিতার সম্মতি ছাড়াই বিবাহ করে বাড়ী ছেড়েছে। এক্ষণে আমাদের করণীয় কি? তাকে তার দৈনিক খরচ নির্বাহের জন্য প্রদত্ত অর্থ এবং পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা যাবে কি? অথচ তা প্রদান করলেও উক্ত লম্পট ছেলেটি তা হারাম কাজে ব্যবহার করবে। এক্ষণে আমাদের করণীয় কি?

উত্তর : ধর্মত্যাগী ও হত্যাকারী ব্যতীত সন্তানকে সম্পদ থেকে বঞ্চিত করার কোন বিধান শরী'আতে নেই *(বুখারী হা/৬৭৬৪; মুসলিম হা/১৬১৪; আবুদাঊদ হা/৪৫৬৪; মিশকাত হা/৩০৪৩, ৩৫০০)*। পিতা-মাতা একাজ করলে সন্তানের হক নষ্ট করা হবে, যা পরকালে নিজের নেকী থেকে তাকে পরিশোধ করতে হবে *(মুসলিম হা/২৫৮১; মিশকাত হা/৫১২৭)*। এক্ষণে পিতার জন্য করণীয় হ'ল, দ্রুত সমাঝোতা করে নতুনভাবে বিবাহের ব্যবস্থা করা অথবা মেয়েকে বুঝিয়ে ফিরিয়ে আনা। কারণ অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত নারীদের বিবাহ জায়েয নয় *(তিরমিযী হা/১১০২; মিশকাত হা/৩১৩১)*। অথবা মেয়ে স্বামীর সাথে 'খোলা' করে ফিরে আসবে। কারণ এভাবে একত্রে অবস্থান করা যেনার শামিল। -*জানুয়ারী'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩১/১৫১।*

১০. বর-কনে বাসর ঘরে জামা'আতে ২ রাক'আত ছালাত আদায় করবে কি? করতে হ'লে এর নিয়ম কি?

উত্তর : আদায় করতে পারে। ছাহাবীগণের কারু কারু আমল দ্বারা এটি প্রমাণিত হয়। উসাইদের দাস আবু সাঈদ বলেন, আমি বিয়ে করলে আবু যার গিফারী, ইবনু মাসউদ ও হুযায়ফা (রাঃ) আমাকে বললেন, তোমার ঘরে যখন তোমার স্ত্রী প্রবেশ করবে, তখন তুমি দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে এবং তার কল্যাণের জন্য দো'আ করবে ও অকল্যাণ হ'তে আশ্রয় প্রার্থনা করবে *(ইবনু আবী শায়বাহ হা/১৭১৫৩; ইরওয়া হা/৫২৩; আলবানী, আদাবুয যিফাফ পৃ. ২২, সনদ ছহীহ)*। অন্য বর্ণনায় ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বাসরের পূর্বে স্ত্রীকে তার পিছনে দাঁড় করিয়ে জামা'আত সহ দু'রাক'আত ছালাত আদায়ের পরামর্শ দেন *(ইবনু আবী শায়বাহ হা/১৭৪৪১; আদাবুয যিফাফ ২২ পৃ., সনদ ছহীহ)*। *-জুলাই'১৫, প্রশ্নোত্তর ২৯/৩৮৯।*

১১. দরিদ্রতার কারণে স্ত্রীর কাছে মোহরানার টাকা মাফ চাইলে এবং স্ত্রী সন্তুষ্টচিত্তে তা মাফ করে দিলে দায়মুক্ত হওয়া যাবে কি?

উত্তর : নিরুপায় অবস্থায় স্বামী মোহর পরিশোধে অক্ষম হয়ে পড়লে এবং স্ত্রী স্বেচ্ছায় ছাড় দিলে, তা গ্রহণযোগ্য হবে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহরানা ফরয হিসাবে প্রদান কর। তবে তারা যদি তা থেকে খুশী মনে তোমাদের কিছু দেয়, তাহ'লে তা তোমরা সন্তুষ্টচিত্তে স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ কর' *(নিসা ৪/৪)*। *-আগস্ট'১৫, প্রশ্নোত্তর ২৭/৪২৭।*

Contents

১২. মাসিক অবস্থায় ভুল বা অজ্ঞতাবশতঃ স্ত্রী সহবাস করে ফেললে করণীয় কি?

উত্তর : এরূপ অবস্থায় কোন গুনাহ হবে না বা কোন কাফফারাও ওয়াজিব হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতের ভুলবশতঃ ও বাধ্যগত অবস্থায় কৃত অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছেন' *(ইবনু মাজাহ হা/২০৪৫; মিশকাত হা/৬২৮৪)*। তবে নিজেকে সংযত রাখতে না পেরে এরূপ করলে তওবা করতে হবে এবং এক দীনার বা অর্ধ দীনার ছাদাক্বা করতে হবে *(আবুদাঊদ হা/২৬৪; দারেমী হা/১১১১; মিশকাত হা/৫৫৩)*। *-মার্চ'১৫, প্রশ্নোত্তর ২৭/২২৭।*

১৩. আযল-এর বিধান সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই।

উত্তর : 'আযল' হ'ল, স্ত্রীমিলনের সময় বাইরে বীর্যপাত করা। যার উদ্দেশ্য স্ত্রীকে গর্ভধারণ থেকে বিরত রাখা। শারীরিক অসুস্থতা অথবা দুই সন্তানের মাঝে প্রয়োজনীয় ব্যবধান রাখার ক্ষেত্রে অস্থায়ীভাবে আযল করা শরী'আতে বৈধ। জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য এটি একটি কৌশল মাত্র। তবে বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহ চাইলে এর পরেও গর্ভে সন্তান আসতে পারে। জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, আমার দাসীর সাথে আমি মিলিত হ'লেও তার গর্ভধারণ আমি পসন্দ করি না। তিনি বললেন, তুমি চাইলে আযল করতে পার, তবে আল্লাহ তা'আলা যা তাক্বদীরে লিখেছেন তা হবেই *(মুসলিম হা/৩৬২৯; মিশকাত হা/৩১৮৫)*।

সন্তানের ভরণ-পোষণের ভয়ে 'আযল' করা নিষিদ্ধ। আল্লাহ বলেন, 'দরিদ্রতার ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না। আমরাই তোমাদেরকে ও তাদেরকে জীবিকা প্রদান করে থাকি' *(আন'আম ৬/১৫১)*। অতএব আযল পদ্ধতি অথবা বর্তমান যুগে আবিষ্কৃত জন্মনিয়ন্ত্রণের যত পদ্ধতি রয়েছে, সেগুলো শারীরিক অসুস্থতা অথবা দুই সন্তানের মাঝে প্রয়োজনীয় ব্যবধান রাখার উদ্দেশ্যে অস্থায়ীভাবে গ্রহণ করা জায়েয। স্থায়ীভাবে গর্ভনিরোধ নিষিদ্ধ।

মনে রাখতে হবে যে, ইসলামে অধিক সন্তান লাভে উৎসাহিত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমরা প্রেমময়ী ও অধিক সন্তানদায়িনী নারীকে বিবাহ কর। কেননা আমি ক্বিয়ামতের দিন অন্যান্য উম্মতের চাইতে তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধিতে গর্ব করব' *(আবুদাঊদ হা/২০৫০; নাসাঈ, মিশকাত*

Contents

হা/৩০৯১)। জন্মনিয়ন্ত্রণ বা জন্মনিরোধে উক্ত উদ্দেশ্য যেমন ব্যাহত হয়, তেমনি নারীর স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। যে নারীর যত সন্তান বেশী, সে নারী তত সুখী ও স্বাস্থ্যবতী। সন্তান জন্ম দেওয়াই নারীর প্রকৃতি। আর এই প্রকৃতির উপর হস্তক্ষেপ করলে তার মন্দ প্রতিক্রিয়া তার স্বাস্থ্যে ও পরিবারে হওয়াটাই স্বাভাবিক।*-ফেব্রুয়ারী'১৫, প্রশ্নোত্তর ৮/১৬৮।*

১৪. জনৈকা মহিলা তার বর্তমান স্বামীকে ছেড়ে দিয়ে পূর্বের প্রেমিককে বিবাহ করতে চায়। এক্ষণে বর্তমান স্বামীকে ত্যাগ করে নতুন বিবাহের ক্ষেত্রে শরী'আতের নির্দেশনা কি?

উত্তর : যথাযোগ্য শারঈ কারণ ব্যতীত স্ত্রীর পক্ষ থেকে তালাক চাওয়া হারাম। কোন স্ত্রী এরূপ করলে তার জন্য জান্নাতের সুগন্ধিও হারাম হয়ে যাবে *(আবুদাঊদ হা/২২২৬; ইবনু মাজাহ হা/২০৫৫; তিরমিযী হা/১১৮৭; মিশকাত হা/৩২৭৯)*। এক্ষণে কোন শরী'আতসম্মত কারণ থাকলে উক্ত মহিলা সমাজের দায়িত্বশীল বা আদালতের মাধ্যমে বর্তমান স্বামীকে মোহর ফেরত দিয়ে 'খোলা' করতে পারে *(বুখারী হা/৫২৭৩; মিশকাত হা/৩২৭৪)*। অতঃপর একমাসের ইদ্দত গণনা শেষে অন্যত্র বিবাহ করতে পারবে *(বুখারী হা/৫২৭৩; মিশকাত হা/৩২৭৪; আবুদাঊদ হা/২২২৯-৩০)*। স্মর্তব্য যে, বৈধ অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত কোন মহিলা এরূপ বিবাহ করলে, তা বাতিল বলে গণ্য হবে *(আবুদাঊদ হা/২০৮৩; ইবনু মাজাহ হা/১৮৭৯; মিশকাত হা/৩১৩১)*। *-মার্চ'১৫, প্রশ্নোত্তর ৪/২০৪।*

১৫. স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদের পর সন্তানের অধিকারী হবেন কে?

উত্তর : সন্তান মূলতঃ পিতার। তবে শৈশবে তার লালন-পালনের অধিকারী হ'লেন মা। কিন্তু মা অন্যত্র বিবাহ করলে তার এ অধিকার আর থাকে না। তখন সন্তান পিতার পূর্ণ দায়িত্বে থাকবে। আমর তাঁর পিতা শু'আইব হ'তে, তিনি তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ এবং তিনি তার পিতা আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন যে, জনৈকা মহিলা এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! এটি আমার ছেলে। আমার পেট ছিল তার পাত্র, আমার স্তন ছিল তার মশক এবং আমার কোল ছিল তার দোলনা। তার পিতা আমাকে তালাক দিয়েছে। সে এখন আমার ছেলে নিয়ে টানাটানি করছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'যতক্ষণ তুমি অন্যত্র বিবাহ না করবে, ততক্ষণ তুমিই তার অধিক হকদার' *(আহমাদ হা/৬৭০৭; আবুদাঊদ হা/২২৭৬; মিশকাত হা/৩৩৭৮)*।

Contents

তবে জ্ঞান-বুদ্ধি হওয়ার পর সন্তান যার নিকটে ইচ্ছা থাকতে পারে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট জনৈকা মহিলা এসে বলল, আমার স্বামী আমার ছেলে নিয়ে যেতে চায়। অথচ ছেলে আমার উপকার করে। সে আমাকে কূয়া থেকে পানি তুলে এনে দেয়। এসময় তার পিতা এলে রাসূল (ছাঃ) ছেলেকে বললেন, ইনি তোমার পিতা আর ইনি তোমার মাতা- যাকে ইচ্ছা তুমি তার হাত ধর। ছেলে তার মায়ের হাত ধরল। অতঃপর মা তাকে নিয়ে চলে গেল' *(আবুদাঊদ হা/২২৭৭; নাসাঈ হা/৩৪৯৬; মিশকাত হা/৩৩৮০, সনদ ছহীহ)*।

ইমাম শাওকানী বলেন, 'অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ছেলে হৌক বা মেয়ে হৌক, সন্তানের ভাল-মন্দ বুঝার জ্ঞান হওয়ার পর যদি পিতা-মাতা সন্তান গ্রহণের ক্ষেত্রে মতভেদ করেন, তাহ'লে সন্তানকে এখতিয়ার দেওয়াই শরী'আত সম্মত' *(নায়লুল আওত্বার ৮/১৬০ পৃ., 'সন্তান পালনের অধিক হকদার কে?' অনুচ্ছেদ)*।

তবে মা কাফির হয়ে গেলে, মুসলিম সন্তানের উপরে তার কোন হক থাকবে না। আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ কাফিরদের জন্য মুমিনদের উপরে কোন অধিকার রাখেননি' *(নিসা ৪/১৪১)*। ইবনুল ক্বাইয়িম বলেন, সন্তানকে এখতিয়ার দেওয়ার পূর্বে তার অধিকতর কল্যাণ বিবেচনা করা কর্তব্য। কেননা আল্লাহ বলেন, 'তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও' *(তাহরীম ৬৬/৬)*। তিনি তাঁর উস্তাদ ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, জনৈক সন্তান তার পিতার নিকটে যেতে চাইলে তার কারণ হিসাবে বলে যে, মা আমাকে মাদরাসায় পাঠায়, আর উস্তাদ আমাকে মারেন। কিন্তু আব্বা আমাকে খেলতে দেন। একথা শুনে বিচারক তাকে তার মায়ের কাছে পাঠাবার নির্দেশ দেন' *(নায়লুল আওত্বার ৮/১৬২)*। *-মার্চ'১৫, প্রশ্নোত্তর ৬/২০৬।*

১৬. আমি ২০১৩ সালে স্ত্রীকে মৌখিকভাবে এক তালাক দেই। অতঃপর ৩দিন পর তাকে ফিরিয়ে নিয়ে সংসার করতে থাকি। কিন্তু ২০১৪ সালে কোর্টের মাধ্যমে পুনরায় তালাক প্রদান করি এবং তালাকনামার কপি ডাকের মাধ্যমে স্ত্রীর পিতার বরাবরে প্রেরণ করি। সে গ্রহণ না করলেও জানতে পেরেছে। অতঃপর ৩ মাস পর ঐ তালাকের জাবেদা কপি পুনরায় স্ত্রীর পিতার বাড়ীতে প্রেরণ করি। উল্লেখ্য, ২য় তালাক দেওয়ার পর থেকেই স্ত্রীর সাথে আমার সম্পর্ক নেই। এক্ষণে এটা কি তিন তালাক হিসাবে গণ্য হবে?

Contents

উত্তর : প্রশ্নে উল্লেখিত বিবরণ অনুযায়ী ২য় তালাক দেওয়ার পর ইদ্দতকাল তথা তিন মাসের মধ্যে স্ত্রীকে ফিরিয়ে না নেওয়ায় বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেছে *(বাক্বারাহ ২/২২৯)*। এমতাবস্থায় স্বামী-স্ত্রী পরস্পরে সম্মত হ'লে নতুন বিবাহের মাধ্যমে পুনরায় ঘর-সংসার করতে পারে *(বাক্বারাহ ২/২৩২; তালাক ৬৫/১; বুখারী হা/৫১৩০)*।

তবে তিন তুহরে তিন তালাক প্রদান করলে এ সুযোগ বন্ধ হয়ে যায়, যতক্ষণ না সে অন্যত্র বিবাহ করে ও সেখান থেকে স্বাভাবিকভাবে তালাকপ্রাপ্তা হয় *(বাক্বারাহ ২/২৩০)*। উল্লেখ্য, প্রশ্নকারী দ্বিতীয় তালাকের ইদ্দতকাল অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর ৩য় তালাক প্রদান করায় তা গণ্য হবে না। কারণ তালাক দিতে হয় ইদ্দতকালের মধ্যে। আল্লাহ বলেন, 'আর তাদেরকে তালাক দাও ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং ইদ্দত গণনা কর' (*তালাক ৬৫/১*)। আবদুল্লাহ্ ইবনু ওমর (রাঃ) স্বীয় স্ত্রীকে ঋতু অবস্থায় তালাক দিলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে ফিরিয়ে নিয়ে ইদ্দতের মধ্যে তালাক দেওয়ার নির্দেশ দেন *(বুখারী হা/৫২৫১; মুসলিম হা/১৪৭১)*। কেননা ঋতু অবস্থায় তালাক দেওয়া জায়েয নয় *(বিস্তারিত দ্রঃ ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ২০/১৪৭, ফৎওয়া নং ৮২৫)*। *-মার্চ'১৫, প্রশ্নোত্তর ২২/২২২।*

১৭. আমাদের দেশে বিবাহ পড়ানোর সময় একই গ্লাসে একই শরবত বর ও কনেকে খাওয়ানো হয়। এগুলি জায়েয হবে কি?

উত্তর : এভাবে খাওয়ানোর মাধ্যমে আল্লাহ বর-কনের মধ্যে অধিক ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিবেন বলে যদি কোন আক্বীদা থাকে, তবে তা জায়েয নয়। বরং কুসংস্কার মাত্র। তবে সাধারণভাবে এরূপ খাওয়ায় কোন বাধা নেই। রাসূল (ছাঃ) ও আয়েশা (রাঃ) একই পাত্রের একই স্থানে মুখ রেখে পানি পান করেছেন *(মুসলিম হা/৩০০; মিশকাত হা/৫৪৭)*। *-মার্চ'১৫, প্রশ্নোত্তর ২৯/২২৯।*

১৮. মামা বা চাচা মারা গেলে অথবা মামী বা চাচীকে তালাক দিলে ঐ মামী বা চাচীকে তার ভাগ্নে বা ভাতিজা বিবাহ করতে পারবে কি?

উত্তর : পারবে। কেননা মামী বা চাচী ভাগ্নে বা ভাতিজার জন্য মুহাররামাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। অর্থাৎ যে ১৪ জন মহিলাকে বিবাহ করা হারাম, তাদের অন্তর্ভুক্ত নয় *(নিসা ৪/২৩)*। *-এপ্রিল'১৫, প্রশ্নোত্তর ২৬/২৬৬।*

Contents

১৯. যেসব বিবাহে যৌতুক আদান-প্রদান হয়, সেসব বিবাহ অনুষ্ঠানে যাওয়া যাবে কি?

উত্তর : এধরনের দাওয়াতে অংশ গ্রহণ না করাই উত্তম। আল্লাহ তাঁর রাসূলকে বলেন, 'ঐসব লোকদের পরিত্যাগ কর যারা তাদের ধর্মকে খেল-তামাশারূপে গ্রহণ করেছে এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে ধোঁকায় ফেলেছে *(আন'আম ৬/৭০)*। তবে এতে যেন পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। কারণ দাওয়াতের ব্যাপারটি মুসলমানদের পারস্পরিক হক-এর অন্তর্ভুক্ত *(নাসাঈ হা/১৯৩৮; মিশকাত হা/৪৬৩০)*। তাছাড়া এর ফলে উপদেশ প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। অবশ্য যেসব বিবাহ অনুষ্ঠানে গান-বাজনা, নারী-পুরুষের অবাধ মেলা-মেশা ইত্যাদি প্রকাশ্য শরী'আত বিরোধী কর্মকাণ্ড হয়, যার কারণে দাওয়াতপ্রাপ্তদের গুনাহ হয়, সেসব অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করতে হবে *(আবুদাঊদ হা/৪৯২৪)*। যদিও তাতে সম্পর্ক বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে *(মুসলিম হা/১৮৪০; মিশকাত হা/৩৬৯৬)*। *-এপ্রিল'১৫, প্রশ্নোত্তর* ২৭/২৬৭।

২০. স্বামী স্ত্রীকে মোহরানা পরিশোধ না করে থাকলে সন্তান কি পিতার পক্ষ থেকে তা পরিশোধ করে দিতে পারবে?

উত্তর : স্বামীর জন্য ফরয কর্তব্য হ'ল মোহর পরিশোধ করা *(নিসা ৪/৪; বুখারী হা/২৭২১; মুসলিম হা/১৪১৮; মিশকাত হা/৩১৪৩)*। জীবিত অবস্থায় মোহর পরিশোধ না করলে মৃত্যুর পর তার পরিত্যক্ত সম্পদ হ'তে মোহর পরিশোধ করে তারপর বাকী অংশ ওয়ারিছদের মাঝে বণ্টন করতে হবে। আর সম্পদ না থাকলে সন্তান বা অন্য যে কেউ তা পরিশোধ করতে পারে *(বুখারী হা/২২৮৯; মিশকাত হা/২৯০৯; আবুদাঊদ হা/২১০৭; মিশকাত হা/৩২০৮)*। *-এপ্রিল'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩৫/২৭৫।*

২১. আমাদের দেশে তৃতীয় পক্ষ থেকে উকীল নিয়োগ করে উক্ত 'উকীল বাবা'র মাধ্যমে বিবাহ পড়ানো হয়। এটা কতটুকু শরী'আত সম্মত?

উত্তর : এটি শরী'আত সম্মত নয়। পিতার উপস্থিতিতে অন্য কেউ উকীল হ'তে পারে না। পিতার অনুপস্থিতিতে দাদা, অতঃপর তুলনামূলক নিকটবর্তী আত্মীয়রা উকীল হবে *(মুগনী ৯/৩৫৫)*। যেমন মা'ক্বিল বিন ইয়াসার (রাঃ) তার বোনকে বিবাহ দিয়েছিলেন *(বুখারী হা/৫১৩০)*। *-মে'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩০/৩১০।*

Contents

২২. স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ীর সকলেই হানাফী হওয়ায় ছহীহ হাদীছের দাওয়াত দিলে সবাই দুর্ব্যবহার করে। আমাকে লুকিয়ে ছালাত আদায় করতে হয়। এক্ষণে আমার জন্য 'খোলা' করার সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে কি?

উত্তর : এরূপ অবস্থায় 'খোলা' করে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। কারণ যথাযোগ্য কারণে স্বামী থেকে 'খোলা' করা অর্থাৎ মোহর ফিরিয়ে দিয়ে বিচ্ছিন্ন হওয়া শরী'আতসম্মত *(বুখারী হা/৫২৭৩; মিশকাত হা/৩২৭৪)*। মাযহাবী ভাইদের অনেকের মধ্যে গুরুতর সমস্যা রয়েছে। যেমন (১) আক্বীদাগত দিক থেকে তাদের নিকটে আল্লাহ 'নিরাকার'। (২) তারা যত কল্লা, তত আল্লাহ বলেন। ফলে সৃষ্টিকে স্রষ্টার অংশ মনে করেন। (৩) তাদের মতে শেষনবী (ছাঃ) 'নূরের তৈরী' এবং তিনি মৃত্যুবরণ করেননি। (৪) তারা মৃত পীরের অসীলায় আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করেন এবং কবর পূজা করেন। (৫) তাদের মতে পীর-আউলিয়ারা কবরে যিন্দা থাকেন ও ভক্তের আহ্বান শোনেন। (৬) তারা ইচ্ছাকৃতভাবে ছহীহ তরীকায় ছালাত আদায় করেন না। (৭) তারা একসাথে তিন তালাককে তিন তালাক বায়েন গণ্য করেন এবং (৮) হিল্লা করাকে আবশ্যিক বলেন ইত্যাদি। *-মে'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩৮/৩১৮।*

২৩. বিবাহের মোহর নির্ধারণ হয়েছে অনেক বেশী। যা আমার সামর্থ্যের বাইরে। এমতাবস্থায় করণীয় কি?

উত্তর : এমতাবস্থায় বিষয়টি স্ত্রীর নিকটে পেশ করবে। স্ত্রী যদি সন্তুষ্ট চিত্তে তাকে কিছু ছাড় দেয়, সেক্ষেত্রে স্বামীর জন্য তা গ্রহণ করা বৈধ হবে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহরানা ফরয হিসাবে প্রদান কর। তবে তারা যদি তা থেকে খুশী মনে তোমাদের কিছু দেয়, তাহ'লে তা তোমরা সন্তুষ্টচিত্তে স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ কর' *(নিসা ৪/৪)*। বস্তুতঃ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে অধিক পরিমাণ মোহরানা ধার্য করা এবং পরে স্ত্রীর কাছে মাফ চাওয়া ধোঁকার শামিল। কারণ মোহর আদায় না করলে দুনিয়া ও আখেরাতে স্ত্রীর নিকটে ঋণগ্রস্ত হয়ে থাকতে হবে। *-জুন'১৫, প্রশ্নোত্তর ২১/৩৪১।*

২৪. জনৈক নারীর সাথে এক পুরুষের অনৈতিক সম্পর্ক ছিল। এক্ষণে উক্ত নারীর মেয়েকে সে বিবাহ করতে পারবে কি?

উত্তর: কাজটি অত্যন্ত গর্হিত হ'লেও উক্ত নারীকে বিবাহ করতে বাধা নেই। কারণ কোন হারাম সম্পর্ক কোন হালাল সম্পর্ক স্থাপনে বাধা হ'তে পারে না।

Contents

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'যেনা বৈবাহিক বন্ধনকে হারাম করে না' *(মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, বায়হাক্বী, ইরওয়া হা/১৮৮১, ৬/২৮৭ পৃ.)*। এছাড়া শরী'আতে যে ১৪জন নারীকে বিয়ে করা হারাম করা হয়েছে *(নিসা ৪/২৩)*, উক্ত নারী তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। *-জুন'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩৪/৩৫৪।*

২৫. স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সম্মতিতে কাযী অফিসের মাধ্যমে একত্রে ৩ তালাকের মাধ্যমে ছাড়াছাড়ির ৮ মাস পর তারা পুনরায় একত্রিত হ'তে পারবে কি?

উত্তর : উভয়ের সম্মতিতে নতুন বিবাহের মাধ্যমে স্বামী তার স্ত্রীকে ফেরত নিতে পারবে। কেননা এক মজলিসে তিন তালাক এক তালাক হিসাবে গণ্য হবে। আবদু ইয়াযীদ তার স্ত্রী উম্মে রুকানাকে তালাক দেন। পরবর্তীতে তিনি দারুণভাবে মর্মাহত হন। তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি তোমার স্ত্রীকে কিভাবে তালাক দিয়েছ? তিনি উত্তরে বলেন, এক মজলিসে তিন তালাক দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ওটা এক তালাক হয়েছে। তুমি স্ত্রীকে ফেরত নাও' *(আবুদাঊদ হা/২১৯৬; আহমাদ হা/২৩৮৭; আওনুল মা'বূদ ৬/২৭৯; যাদুল মা'আদ ৫/২২৯; সনদ হাসান)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় এবং হযরত আবু বকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতের প্রথম দু'বছর একত্রিত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করা হ'ত *(মুসলিম হা/১৪৭২; ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/২৯৯)*। অতএব আপনার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে কোন বাধা নেই। *(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : 'তালাক ও তাহলীল' বই)*। *-জুন'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩৬/৩৫৬।*

২৬. বিবাহের সময় পাজামা-পাঞ্জাবী ও টুপী পরা কি যরূরী? কনের বাড়ীতে গিয়ে বর গলায় মালা ও হাতে ফুল উপহার নিতে পারে কি?

উত্তর : তাক্বওয়াপূর্ণ পোশাক হিসাবে পাজামা-পাঞ্জাবী ও টুপী পরা উত্তম। কারণ অমুসলিমদের পোষাকের বিপরীতে এগুলি উপমহাদেশে দ্বীনদার মুসলমানদের পোষাক হিসাবে গৃহীত। বরের গলায় মালা দেওয়া, তার হাতে ফুল দেওয়া ইত্যাদি অপ্রয়োজনীয় সামাজিক প্রথা মাত্র। যা থেকে দূরে থাকাই উত্তম। এতদ্ব্যতীত বিবাহকালে প্রচলিত যাবতীয় শরী'আত বিরোধী রেওয়াজ ও নারী-পুরুষের পর্দাহীন চলাফেরা বন্ধ করা আবশ্যক। *-জুলাই'১৫, প্রশ্নোত্তর ৫/৩৬৫।*

২৭. বিবাহ রেজিষ্ট্রী হওয়ার পর কবুল বলার পূর্বে সহবাস করা জায়েয হবে কি?

Contents

উত্তর : বিবাহের দু'টি রুকন হ'ল ঈজাব ও কবুল *(নিসা ৪/১৯)*। আর শর্ত হ'ল মেয়ের ওলী থাকা *(তিরমিযী হা/১১০১; মিশকাত হা/৩১৩০)* এবং দু'জন ন্যায়নিষ্ঠ সাক্ষী থাকা *(ত্বাবারাণী কাবীর হা/১১৩৪৩; ছহীহুল জামে' হা/৭৫৫৮)*। উক্ত শর্তাদি পূরণের পর রেজিষ্ট্রি হয়ে থাকলে সহবাস বৈধ হবে। *-জুলাই'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩৩/৩৯৩।*

২৮. আমি ৩ বছর যাবৎ লিবিয়ায় আছি। প্রায় দিন স্ত্রীর সাথে আমার যোগাযোগ হয়। কিন্তু একজন ইমাম ছাহেব আমাকে বলেছেন যে, ১ বছরের বেশী এরূপ পৃথক থাকলে দেশে যাওয়ার পর পুনরায় বিবাহ করে সংসার করতে হবে। এক্ষণে আমার করণীয় কি?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় স্বামী যদি স্ত্রীকে তালাক না দেয়, তাহ'লে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হওয়ার প্রশ্নই আসে না। এমনকি উভয়ের সম্মতিক্রমে ৩ বছরের অধিক সময় অতিবাহিত হ'লেও তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হবে না' *(হাইআতু কিবারিল ওলামা; আত-ত্বালাকুস সুন্নাহ ওয়াল বিদ'আহ, পৃ. ৬২)*। *-জুলাই'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩৯/৩৯৯।*

২৯. নিজের বোনের নাতনীকে বিবাহ করা যাবে কি?

উত্তর : নিজ বোনের নাতনীকে বিবাহ করা হারাম *(নিসা ৪/২৩)*। তাছাড়া এ সম্পর্ক যত নীচেই যাক, সবই হারাম *(ফাৎহুলবারী ৯/১৫৪-৫৫, হা/৫১০৪-এর পরে 'যে সকল মহিলা হালাল ও হারাম' অনুচ্ছেদ)*। *-আগস্ট'১৫, প্রশ্নোত্তর ৭/৪০৭।*

৩০. জনৈক প্রবাসীর গৃহে পাঠদানের সুবাদে গৃহকর্ত্রীর সাথে অনৈতিক সম্পর্ক তৈরী হয়। পরবর্তীতে তার মেয়ের সাথে আমার সামাজিকভাবে বিবাহ হয়। বিবাহের পরও পূর্বের ন্যায় অনৈতিক সম্পর্ক চলতে থাকে। বর্তমানে আমি দুই সন্তানের পিতা। ছহীহ আক্বীদা গ্রহণ করার পর সব বুঝতে পেরে গত আড়াই বছর যাবৎ নিজ স্ত্রী থেকে দূরে রয়েছি। এক্ষণে আমার করণীয় কি?

উত্তর : স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক রাখতে কোন বাধা নেই। কারণ হারাম সম্পর্ক কোন হালালকে হারাম করতে পারে না। ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন, 'যেনা বৈবাহিক বন্ধনকে হারাম করে না' *(মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, বায়হাক্বী, ইরওয়া হা/১৮৮১, ৬/২৮৭ পৃ.)*। অতএব আপনি নিজের কৃত মহাপাপের জন্য অনুতপ্ত হৃদয়ে আল্লাহ্র নিকটে তওবা করুন এবং স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিয়ে শ্বাশুড়ী থেকে দূরে অবস্থান করুন। *-আগস্ট'১৫, প্রশ্নোত্তর ৮/৪০৮।*

Contents

৩১. বিবাহের ক্ষেত্রে ছেলের জন্য ওয়ালীমা করা সুন্নাত। এক্ষণে মেয়ের বাড়ীতে যে ভোজের আয়োজন করা হয়, তা কি শরী'আত সম্মত?

উত্তর : ছেলেপক্ষ বিয়ে করতে যায় এবং মোহরানা দিয়ে বিয়ে করে। সেখানে মেয়েপক্ষের কোনরূপ খরচ করার কথা নয়। এরপরেও যেটা করা হয় সেটা স্রেফ সৌজন্যমূলক আপ্যায়ন মাত্র। যা শরী'আতসম্মত *(বুখারী হা/৬০১৮)*। বিয়ের পর বাসর যাপন শেষে ছেলের পক্ষ থেকে ওয়ালীমা করা গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তুমি ওয়ালীমা কর। একটি বকরী দিয়ে হ'লেও' *(বুখারী হা/২০৪৮; মুসলিম হা/১৪২৭; মিশকাত হা/৩২১০)*। অথচ বর্তমান যুগে ওয়ালীমার এই সুন্নাত বর্জনের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা নিঃসন্দেহে গুনাহের শামিল। *-আগস্ট'১৫, প্রশ্নোত্তর ১৫/৪১৫।*

৩২. বিবাহের মোহর নির্ধারণে শরী'আতের নির্দেশনা কি? সমাজে 'মোহরে ফাতেমী' নামে একটি পরিভাষা চালু আছে। এটা কি সুন্নাত?

উত্তর : বিবাহ মানবজাতির জন্য আল্লাহ প্রদত্ত অন্যতম প্রধান নে'মত। আল্লাহ বলেন, তাঁর নে'মতসমূহের অন্যতম হ'ল তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের নিকট প্রশান্তি লাভ করতে পার' *(রূম ৩০/২১)*। সেকারণ বিবাহ সহজে সম্পন্ন হওয়া যরূরী। রাসূল (ছাঃ) বলেন, সর্বোত্তম বিবাহ হ'ল যা সহজভাবে সম্পন্ন হয় *(ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪০৭২; আবুদাঊদ হা/২১১৭; ছহীহুল জামে' হা/৩৩০০)*। আর বিবাহের প্রধান শর্ত হ'ল মোহর আদায় করা *(বুখারী হা/২৭২১; মুসলিম হা/১৪১৮; মিশকাত হা/৩১৪৩)*। এর পরিমাণ শরী'আত কর্তৃক নির্ধারিত নয়। তবে পরিমাণে তা যত কম হয়, ততই উত্তম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'শ্রেষ্ঠ মোহর যা সহজে পরিশোধযোগ্য' *(বায়হাক্বী কাবীর হা/১৪১১০; ছহীহুল জামে' হা/৩২৭৯)*। ওমর (রাঃ) বলেন, 'মেয়েদের মোহর সীমাহীন করো না। কেননা সীমাহীন মোহর নির্ধারণ যদি দুনিয়ায় সম্মান অথবা আখেরাতে তাক্বওয়া অর্জনের কারণ হ'ত, তবে এরূপ মোহর প্রদানে আল্লাহ্র নবী আগ্রহী হ'তেন। কিন্তু তিনি তার কোন স্ত্রী বা কন্যার মোহর বারো উক্বিয়া বা ৪৮০ দিরহামের অধিক নির্ধারণ করেননি' *(আহমাদ হা/২৮৫; তিরমিযী হা/১১১৪; নাসাঈ হা/৩৩৪৯ প্রভৃতি মিশকাত 'মোহর' অধ্যায় হা/৩২০৪)*। রাসূল (ছাঃ) কুরআন শিক্ষা প্রদান, লোহার আংটি *(বুখারী হা/৫১৩২; মুসলিম হা/১৪২৫; মিশকাত হা/৩২০২)*,

Contents

এমনকি ইসলাম গ্রহণের শর্তেও বিবাহ প্রদান করেছেন *(নাসাঈ হা/৩৩৪০; মিশকাত হা/৩২০৯)*।

তবে স্বেচ্ছায় স্ত্রীকে মোহর বেশীও প্রদান করা যায়। জনৈক ছাহাবী তার স্ত্রীকে সে যুগে এক লক্ষ দিরহাম সমমূল্যের জমি প্রদান করেছিলেন *(হাকেম হা/২৭৪২; আবুদাঊদ হা/২১১৭; ইরওয়া হা/১৯২৪ ও ১৯৪০)*। বাদশাহ নাজাশী রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রী উম্মে হাবীবাহ্‌র মোহর প্রদান করেছিলেন। যার পরিমাণ ছিল সেযুগের চার হাযার দিরহাম *(আবুদাঊদ হা/২১০৭; নাসাঈ হা/৩৩৫০; মিশকাত হা/৩২০৮)*।

‘মোহরে ফাতেমী’ বলে ইসলামে কোন পরিভাষা নেই। মোহরে ফাতেমী তথা বিশেষ ফযীলতের আশায় ফাতেমা (রাঃ)-কে প্রদত্ত মোহর অনুসরণ করা শী‘আদের আবিষ্কৃত রীতি। রাসূল (ছাঃ) আলী (রাঃ)-কে তার প্রশস্ত ও ভারী ঢালটিকে মোহর হিসাবে ফাতেমা (রাঃ)-কে দেয়ার নির্দেশ প্রদান করেছিলেন *(নাসাঈ হা/৩৩৭৫)*। তাই বলে এটা অনুসরণে বিশেষ কোন ফযীলত রয়েছে, এমনটি নয়। *-সেপ্টেম্বর’১৫, প্রশ্নোত্তর ১৮/৪৫৮।*

৩৩. বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমল সম্পন্ন পাত্র না পেয়ে জেনে-শুনে শিরক-বিদ‘আতে লিপ্ত পাত্রের সাথে বিবাহ দিলে অভিভাবককে গুনাহগার হ’তে হবে কি?

উত্তর : জেনে-শুনে শিরক-বিদ‘আতে লিপ্ত পাত্রের সাথে বিবাহ দিলে এবং ফলশ্রুতিতে মেয়ের উপর দ্বীনী ক্ষতি নেমে আসলে অভিভাবক অবশ্যই গুনাহগার হবেন। রাসূল (ছাঃ) বিবাহের পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে দ্বীনকে অগ্রাধিকার দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন *(বুখারী হা/৫০৯০; মুসলিম হা/১৪৬৬; মিশকাত হা/৩০৮২; তিরমিযী হা/১০৮৪; মিশকাত হা/৩০৯০)*। আল্লাহ তা‘আলা মুশরিক নারী বা পুরুষকে বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন যদিও তারা মুমিনদের চেয়ে আকর্ষণীয় হয় *(বাক্বারাহ ২/২২১)*। অতএব অভিভাবকের দায়িত্ব হ’ল- মেয়েকে ছহীহ আক্বীদা সম্পন্ন দ্বীনদার পাত্রের হাতে তুলে দেওয়া। *-সেপ্টেম্বর’১৫, প্রশ্নোত্তর ২৪/৪৬৪।*

Contents

কসম ও মানত

১. সন্তান গর্ভে থাকা অবস্থায় মাতা তাকে হেফযখানায় পড়ানোর নিয়ত করেন। পরবর্তীতে শত চেষ্টা করেও তাতে সফল হননি। এক্ষণে উক্ত মায়ের করণীয় কি?

উত্তর : চেষ্টার মালিক বান্দা। আর তা পূর্ণ করার মালিক আল্লাহ। তাঁর পূর্ব নির্ধারণের বাইরে কিছুই সম্পন্ন হয় না। এক্ষণে সন্তান গর্ভে থাকা অবস্থায় তাকে কুরআনের হাফেয বানানোর নিয়ত করার জন্য উক্ত মা পূর্ণ নেকী পেয়ে যাবেন। যেমন হাদীছে কুদসীতে রাসূল (ছাঃ) বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা নেকী ও পাপ সমূহ লিখেন। অতএব যে ব্যক্তি কোন সৎকর্মের সংকল্প করে, কিন্তু তা বাস্তবায়ন করতে পারে না, আল্লাহ তার জন্য পূর্ণ নেকী লিখে থাকেন। আর যে ব্যক্তি তা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়, আল্লাহ তার আমলনামায় ১০ থেকে ৭শ'র অধিক নেকী লিখেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন পাপ কর্মের সংকল্প করে, কিন্তু তা কোন বাস্তবায়ন করে না, তার জন্য আল্লাহ একটি পূর্ণ নেকী লিখেন। আর যদি তা বাস্তবায়ন করে তবে তার জন্য তিনি মাত্র একটি পাপ লিখেন *(বুখারী হা/৬৪৯১; মুসলিম হা/১৩১; মিশকাত হা/২৩৭৪ 'আল্লাহ্র রহমতের প্রশস্ততা' অনুচ্ছেদ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়)*। শত চেষ্টা করেও সফল না হওয়ার কারণে আল্লাহ্র নিকট সন্তানের কল্যাণের জন্য দো'আ করা ব্যতীত অন্য কিছুই করণীয় নেই। হ'তে পারে সে বড় হয়েও হাফেয হ'তে পারে। *-অক্টোবর'১৪, প্রশ্নোত্তর ১৩/১৩।*

২. স্ত্রী স্বামীকে এরূপ বলেছে যে, 'তুমি যদি আমাকে স্পর্শ কর, তবে তা তোমার মৃত মায়ের সাথে যেনার সদৃশ হবে'। এক্ষণে এর কাফফারা কি হবে?

উত্তর : এগুলি বাজে কথার অন্তর্ভুক্ত। যা মুমিনের বৈশিষ্ট্য নয়। আল্লাহ বলেন, 'সফলকাম মুমিন তারাই, যারা ছালাতে খুশূ-খুযূ অবলম্বন করে' 'এবং যারা অনর্থক কাজ এড়িয়ে চলে' *(মুমিনূন ২৩/১-৩)*। উল্লেখ্য, স্বামী ব্যতীত স্ত্রীর পক্ষ থেকে যিহার হয় না *(ফাতাওয়া মারআতুল মুসলিমাহ ২/৮০৩ পৃ.; উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ দারব-১৯)*। *-ফেব্রুয়ারী'১৫, প্রশ্নোত্তর ২৯/১৮৯।*

Contents

৩. কা'বাগৃহের কসম খাওয়া যাবে কি?

উত্তর : কা'বাগৃহের কসম খাওয়া নিষিদ্ধ। ইবনু ওমর (রাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে কা'বার কসম খেতে শুনে বললেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে কসম করল সে শিরক করল *(আবুদাঊদ হা/৩২৫১ সনদ ছহীহ)*। বরং কা'বার রবের তথা আল্লাহ্র কসম করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমাদের কেউ যখন কসম করার ইচ্ছা করে সে যেন বলে, কা'বার রবের কসম *(নাসাঈ হা/৩৭৭৩)*। তিনি বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা তোমাদের পিতাদের নামে কসম খেতে নিষেধ করেছেন। অতএব যে কসম খেতে চায়, সে যেন আল্লাহ্র নামে কসম খায় অথবা চুপ থাকে' *(বুখারী হা/৬৬৪৬; মুসলিম হা/১৬৪৬; মিশকাত হা/৩৪০৭)*। *-এপ্রিল'১৫, প্রশ্নোত্তর ২৯/২৬৯।*

৪. ফেসবুক চ্যাটের কারণে স্ত্রীর সাথে মনোমালিন্যের পর আমি ফেসবুক ব্যবহার করব না বলে কসম করি। বর্তমানে আমি তার সম্মতিতে ফেসবুক ব্যবহার করছি। এক্ষণে উক্ত কসম ভঙ্গের কারণে কোন কাফফারা দিতে হবে কি?

উত্তর : এটি দৃঢ়ভাবে কৃত শপথের অন্তর্ভুক্ত। অতএব কাফফারা দিতে হবে। যার কাফফারা হ'ল দশজন মিসকীনকে মধ্যম মানের খাদ্য খাওয়ানো। অথবা তাদের মধ্যম মানের কাপড় দান করা কিংবা একটি দাস মুক্ত করা। এতে অসমর্থ হ'লে তিন দিন ছিয়াম পালন করা *(মায়েদাহ ৫/৮৯)*। *-মে'১৫, প্রশ্নোত্তর ৭/২৮৭।*

৫. জনৈক মেয়েকে বিবাহ করব বলে কসম করার পর পরিবারের বাধার কারণে তা সম্ভব হচ্ছে না। এক্ষণে এতে কোন ক্ষতির আশংকা আছে কি? উক্ত কসমের জন্য কাফফারা দিতে হবে কি?

উত্তর : পরিবারের সিদ্ধান্ত ছাড়া কাউকে বিবাহ করার ব্যাপারে এভাবে কসম করা উচিত নয়। এক্ষেত্রে তাকে কসম ভঙ্গের কাফফারা দিতে হবে। তা হ'ল- দশজন অভাবগ্রস্তকে মধ্যম মানের খাদ্য প্রদান করা অথবা তাদেরকে বস্ত্র প্রদান করা অথবা একজন দাস বা দাসী মুক্ত করা। আর যদি কেউ এর সামর্থ্য না রাখে, তাহ'লে তিন দিন ছিয়াম পালন করবে' *(মায়েদাহ ৫/৮৯)*। তবে এরূপ কসম পুরা না করলে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে গযব নাযিল হবে বলে আশংকা করা ঠিক নয়। কারণ এ মর্মে কোন দলীল পাওয়া যায় না। *-সেপ্টেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ২৭/৪৬৭।*

Contents

৬. মসজিদে মুরগী, টাকা-পয়সা ইত্যাদি মানতকৃত বস্তু জমা হ'লে এর হকদার ইমাম ছাহেব হবেন কি?

উত্তর : মানতকৃত বস্তু মানতকারীর নিয়ত অনুযায়ী ব্যয় করতে হবে। এতে ইমাম ছাহেবের হক থাকার প্রশ্নই আসে না। *-জানুয়ারী'১৫, প্রশ্নোত্তর ২৮/১৪৮।*

৭. যে উদ্দেশ্য পূরণের জন্য মানত করা হয়েছিল, তা পূরণ হয়নি। এক্ষণে মানত আদায় করতে হবে কি? আর যে বস্তু দান করার মানত করা হয়েছিল তার পরিবর্তে সমমানের বস্তু দান করা যাবে কি?

উত্তর : উদ্দেশ্য পূরণ না হ'লে মানত আদায় করতে হবে না *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা, ফৎওয়া নং ৭৬৪২)*। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই সমস্ত আমল নিয়তের উপরে নির্ভরশীল এবং প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাই হবে, যার সে নিয়ত করবে *(বুখারী হা/১; মুসলিম হা/১৯০৭; মিশকাত হা/১)*। দ্বিতীয়তঃ যে জিনিসের মানত মেনেছে সেটাই আদায় করতে হবে, যদি তা আল্লাহ্র আনুগত্যপূর্ণ কাজ হয়ে থাকে *(বুখারী হা/৬৬৯৬; মিশকাত হা/৩৪২৭)*। সমমানের অন্য বস্তু দ্বারা আদায় করা যাবে না। না পারলে কাফফারা দিতে হবে। তা হ'ল দশজন অভাবগ্রস্তকে মধ্যম মানের খাদ্য অথবা বস্ত্র দান করা অথবা একজন (মুমিন) ক্রীতদাস মুক্ত করা অথবা তিনদিন (একটানা) ছিয়াম রাখা *(মায়েদাহ ৫/৮৯; মুসলিম হা/১৬৪৫; মিশকাত হা/৩৪২৯)*। *-জানুয়ারী'১৫, প্রশ্নোত্তর ১১/১৩১।*

৮. জনৈক হিন্দু ব্যক্তি সুস্থ হওয়ায় নিয়ত অনুযায়ী মসজিদে কিছু টাকা ও কুরআন দিয়ে মানত পূরণ করতে চায়। এক্ষণে উক্ত মানত গ্রহণ করা যাবে কি?

উত্তর : উক্ত মানত গ্রহণ করা যাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অমুসলিমদের নিকট থেকে বিভিন্ন সময়ে 'হাদিয়া' গ্রহণ করেছেন *(বুখারী হা/২৬১৫-১৮ 'মুশরিকদের নিকট থেকে হাদিয়া গ্রহণ' অনুচ্ছেদ)*। *-ফেব্রুয়ারী'১৫, প্রশ্নোত্তর ৫/১৬৫।*

৯. মানতের পশুর গোশত কিভাবে বণ্টন করতে হবে?

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ক্বসম' বা মানত ব্যক্তির নিয়তের উপর নির্ভরশীল' *(মুসলিম হা/১৬৫৩; মিশকাত হা/৩৪১৬)*। ইমাম শাওকানী বলেন, 'মানতকারী ব্যক্তি গুনাহের কাজ ব্যতীত সব ধরনের বৈধ মানত বাস্তবায়নে স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী' *(নায়লুল আওত্বার ১০/২৩১ 'নযর' অধ্যায়)*। সুতরাং মানতকারী মানতকৃত বস্তু যে স্থানে বণ্টনের নিয়ত করবে, সেখানেই তা বণ্টন করবে। আর নির্দিষ্ট না করলে ফকীর-মিসকীনদের মাঝে বণ্টন করে দিবে *(ফিক্বহুস-সুন্নাহ ৩/১২৩)*। *-জুলাই'১৫, প্রশ্নোত্তর ২৮/৩৮৮।*

দণ্ডবিধি

১. খালেছ তওবা দ্বারা কবীরা গোনাহ মাফ হয় কি? যেনা, চুরি ইত্যাদি অপরাধের ক্ষেত্রে হদের শাস্তি গ্রহণ করা তওবা কবুল হওয়ার জন্য শর্ত কি? অমুসলিম বা ইসলামী বিধান জারি নেই সেসব দেশে এ শাস্তি গ্রহণ করার উপায় কি?

উত্তর : খালেছ তওবা দ্বারা কবীরা গুনাহ মাফ হবে ইনশাআল্লাহ। কেননা আল্লাহ শিরক ব্যতীত বান্দার সকল গুনাহ ক্ষমা করতে পারেন *(নিসা ৪/৪৮, ১১৬)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র নিকট খালেছ অন্তরে তওবা কর। অবশ্যই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের গোনাহসমূহ মার্জনা করে দিবেন এবং তোমাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত *(তাহরীম ৬৬/৮)*। হদের বিধান জারি রয়েছে এরূপ দেশে হদের শাস্তি গ্রহণ করলে সেটাই তার পাপের কাফফারা হবে। যদি হদ জারি না হয়ে থাকে এবং আল্লাহ তার পাপ গোপন রাখেন, তাহ'লে তিনি তাকে ক্ষমাও করতে পারেন, শাস্তিও দিতে পারেন' *(বুখারী হা/১৮; মুসলিম হা/১৭০৯; মিশকাত হা/১৮)*। *-জুন'১৫, প্রশ্নোত্তর ২৭/৩৪৭।*

২. আমার প্রতিবেশী বন্ধু ইসলাম সম্পর্কে বিভিন্ন সন্দেহবাদ আরোপ করে এবং রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে কটূক্তি করে থাকে। আমার জানা মতে, এরূপ কটূক্তির ক্ষেত্রে কোন তওবার সুযোগ নেই। আর সরকারও এর সমর্থক। এক্ষণে আমি কি তাকে হত্যা করতে পারি?

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) বলেন, ইহূদী হৌক, নাছারা হৌক যে ব্যক্তি ইসলাম কবুল না করে মৃত্যুবরণ করে, সে ব্যক্তি জাহান্নামবাসী হবে' *(মুসলিম হা/১৫৩; মিশকাত হা/১০)*। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে কটূক্তিকারী ব্যক্তি তওবা না করলে সে অবশ্যই ধর্মত্যাগী ও কাফের *(তওবা ৯/৬৫-৬৬)*। ছাহাবীগণসহ সর্বযুগের বিদ্বানগণ এ বিষয়ে একমত যে ঐ ব্যক্তি কাফের ও মুরতাদ এবং তাকে হত্যা করা ওয়াজিব *(ইবনু তায়মিয়াহ, আছ-ছারেমুল মাসলূল ২/১৩-১৬)*। তবে তা আদালতের মাধ্যমে প্রমাণ সাপেক্ষে বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব সরকারের। যেমন ইহূদী নেতা কা'ব বিন আশরাফ রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে

Contents

কেরামকে কটূক্তি করে ব্যঙ্গ কবিতা লিখলেও রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ পাওয়ার আগ পর্যন্ত ছাহাবীগণ তাকে হত্যা করেননি *(বুখারী হা/৪০৩৭)*। এছাড়া মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) ইয়ামনে জনৈক মুরতাদকে সেখানকার গভর্ণরের অনুমতি ক্রমেই হত্যা করেছিলেন *(আবুদাঊদ হা/৪৩৫৪)*। প্রত্যেকেই যদি দণ্ড বাস্তবায়ন শুরু করে, তাহ'লে সমাজে চরম বিশৃংখলা সৃষ্টি হবে। সেকারণ দণ্ড বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট আদালত ও সরকার এ দায়িত্ব পালন করবেন। না করলে তারা কবীরা গোনাহগার হবেন এবং আল্লাহ্র নিকট কৈফিয়তের সম্মুখীন হবেন *(উছায়মীন, শারহুল মুমতে' ১৪/৪৪১-৪২)*। *-জুলাই'১৫, প্রশ্নোত্তর ১৯/৩৭৯।*

৩. প্রবাসী স্বামীর দেশে থাকা স্ত্রীর সাথে তার শ্বশুরের অবৈধ সম্পর্ক গড়ে উঠলে বিষয়টি হাতেনাতে ধরা পড়ে। তখন পিতা ছেলের নিকটে ক্ষমা চাইলেও পরবর্তীতে একই সমস্যা একাধিক বার দেখা দেওয়ায় এক্ষণে উক্ত স্বামীর জন্য করণীয় কি?

উত্তর : বর্ণনা অনুযায়ী নিশ্চিতভাবে বুঝা যায়, উভয়ের সম্মতিতে এ কাজ হচ্ছে। এক্ষেত্রে ইসলামের বিধান হ'ল উভয়কে পাথর মেরে হত্যা করা। কিন্তু দেশে ইসলামী আইন জারি না থাকায় তা সম্ভব নয়। অতএব এক্ষেত্রে অনতিবিলম্বে স্ত্রীকে তালাক দিতে হবে। নইলে স্বামী 'দাইয়ূছ' হিসাবে গণ্য হবে। যার জন্য জান্নাতকে হারাম করা হয়েছে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ৩২/১৪১)*। *-জুন'১৫, প্রশ্নোত্তর ১৫/৩৩৫।*

Contents

রাজনীতি

১. অমুসলিম দেশে অবস্থান কালে সেদেশের আইন মেনে চলা কি যরূরী?

উত্তর : মুসলিম হৌক অমুসলিম হৌক প্রতিষ্ঠিত কোন সরকারের বিধি-বিধান শরী‘আত বিরোধী না হ’লে তা মেনে চলা সেদেশের নাগরিকদের জন্য আবশ্যক। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা তাদের (শাসকদের) হক তাদের দাও এবং তোমাদের হক আল্লাহ্র কাছে চাও *(বুখারী হা/৭০৫২; মিশকাত হা/৩৬৭২)*। তবে ইসলাম বিরোধী হুকুম মানতে কোন মুসলিম নাগরিক বাধ্য নয় *(বুখারী হা/৭২৫৭; মিশকাত হা/৩৬৯৬, ৩৬৬৪)*। বরং তা থেকে বিরত থাকতে হবে, তার প্রতিবাদ করতে হবে অথবা তাকে ঘৃণা করতে হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৩৭)*। সেক্ষেত্রে বাধ্য করা হ’লে সেদেশ থেকে হিজরত করতে হবে। বাধ্যগত অবস্থায় সেখানে অবস্থান করতে হ’লে এবং তাকে শরী‘আতবিরোধী কাজ করতে বাধ্য করা হ’লে সেক্ষেত্রে সে গুনাহগার হবে না *(বাক্বারাহ ২/১৭৩; বিস্তারিত দ্রঃ ‘জিহাদ ও ক্বিতাল’ বই ৪২-৪৪ পৃ.)*। *-মার্চ’১৫, প্রশ্নোত্তর ৩৪/২৩৪।*

২. হোদায়বিয়ার সন্ধির সময় রাসূল (ছাঃ) মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ কেটে দিয়ে মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ লেখার মাধ্যমে নবুঅতের দাবী থেকে সরে এসেছিলেন কেবল শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং ভবিষ্যতে মক্কা বিজয়ের লক্ষ্যে। বর্তমানে এ লক্ষ্যেই কি গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা উচিত হবে না?

উত্তর : প্রচলিত গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে অংশগ্রহণের কোন সুযোগ নেই। **প্রথমতঃ** গণতন্ত্র ধর্মনিরপেক্ষতার সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। অথচ ‘ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ’ একটি নিরেট কুফরী মতবাদ। ইসলামের সাথে এর আপোষের কোন সুযোগ নেই। **দ্বিতীয়তঃ** গণতন্ত্রের মৌলিক নীতি হ’ল- ‘জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস’, আইন রচনার ক্ষেত্রে ‘দলীয় সংখ্যাগরিষ্ঠের রায়ই চূড়ান্ত’। অর্থাৎ গণতন্ত্রে মানুষকে মানুষের মনগড়া বিধান মানতে বাধ্য করে। পক্ষান্তরে ইসলামী শরী‘আতের মৌল নীতি হ’ল

Contents

‘আল্লাহ্‌ই সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস’ এবং ‘অহি’-র বিধানই চূড়ান্ত’। এখানে মানুষ স্রেফ আল্লাহ্‌র বিধান মানে। যার অধীনে সকল মানুষের অধিকার সমান। বস্তুতঃ ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ প্রথমে মুসলমানকে ঈমানের গণ্ডীমুক্ত করে। অতঃপর গণতন্ত্র তাকে মানুষের গোলাম বানায়। অতঃপর সে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বাদ দিয়ে ভোটারের মনস্তুষ্টিকে অগ্রাধিকার দেয়। যা তাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়।

তৃতীয়তঃ প্রচলিত রাজনীতির সাথে আপোষ করাকে ‘হোদায়বিয়ার সন্ধি’-র সময় ‘রাসূলুল্লাহ’ শব্দ বাদ দেওয়ার সাথে তুলনা করা নিতান্তই হাস্যকর ব্যাপার। কেননা তাঁকে আল্লাহ্‌র রাসূল হিসাবে না মানার কারণেই কুরায়েশদের সঙ্গে যুদ্ধ হয়েছিল। তারা এটা মানলে তো আপোষ হয়ে যেত। সন্ধির কোন প্রয়োজন হ’ত না। সেকারণ তিনি ‘রাসূলুল্লাহ’ কেটে ‘মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ’ লিখেছিলেন। এটা লেখাতে তিনি কোন তাগূতী বিধানের সাথে আপোষ করেননি বা নবুঅতের দাবী থেকে সরে আসেননি। অতএব বর্তমানের কুফরী রাজনীতির সাথে আপোষ করার জন্য উক্ত ঘটনাকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করা স্রেফ খোঁড়া অজুহাত মাত্র।

বলা বাহুল্য, প্রচলিত রাজনীতির সঙ্গে আপোষ নয়; বরং জনমত পরিবর্তনের মাধ্যমে একে পরিবর্তন করাই হ’ল প্রকৃত অর্থে ইসলামী রাজনীতি *(বিঃদ্রঃ ‘ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন’, ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন?’ এবং ‘ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ’ বই)*। *-জুলাই’১৫, প্রশ্নোত্তর ৩৮/৩৯৮।*

৩. ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী ‘যে জাতি কোন নারীকে ক্ষমতাসীন করে সে জাতি কখনোই সফলকাম হবে না’ (বুখারী)। এক্ষণে নারী নেতৃত্বাধীন দেশের পুরো দেশবাসী, না কেবল ভোটদাতারা এর অন্তর্ভুক্ত হবে?

উত্তর : কেবল ভোটদাতা বা সমর্থন দাতারাই এ হাদীছের অন্তর্ভুক্ত হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘তোমাদের উপর অনেক শাসক নিযুক্ত হবে। যাদের কোন কাজ তোমরা পসন্দ করবে এবং কোন কাজ অপসন্দ করবে। এক্ষণে যে ব্যক্তি উক্ত অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করবে, সে দায়িত্বমুক্ত হবে। আর যে ব্যক্তি তা অপসন্দ করবে, সে (মুনাফেকী থেকে) নিরাপদ থাকবে। কিন্তু যে ব্যক্তি তাতে সন্তুষ্ট থাকবে ও তার অনুসরণ করবে... (সে তাদের ন্যায়

Contents

গোনাহগার হবে) *(মুসলিম হা/১৮৫৪; মিশকাত হা/৩৬৭১)*। *-মে'১৫, প্রশ্নোত্তর ১১/২৯১।*

৪. জনৈক বক্তা বলেন, 'মাক্কী সূরায় মুসলমানদেরকে 'হে ঈমানদারগণ' বলা হয়নি। কিন্তু মাদানী সূরায় বলা হয়েছে। এ থেকে বুঝা যায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যতীত পূর্ণ ঈমানদার হওয়া সম্ভব নয়'। একথা গ্রহণযোগ্য কি?

উত্তর : উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। যেমন সূরা হজ্জ মাদানী সূরা হওয়া সত্ত্বেও তার প্রথম আয়াতে এসেছে 'হে মানবসকল'। আবার ৭৭ আয়াতে এসেছে 'হে ঈমানদারগণ'। স্মর্তব্য যে, মদীনায় যাওয়ার সাথে সাথেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মালিক হয়েছিলেন, এদাবী সঠিক নয়। তাছাড়া 'হে ঈমানদারগণ' বলা না বলার মধ্যে রাষ্ট্র ক্ষমতার অধিকারী হওয়া বা না হওয়া বুঝায় না। কেননা এরূপ ব্যাখ্যা দিলে তার অর্থ দাঁড়াবে এই যে, মাক্কী যুগে ছাহাবায়ে কেরাম পূর্ণ মুমিন ছিলেন না এবং এসময় মা খাদীজা সহ যেসব মুসলিম মারা গেছেন, তারা পূর্ণ ঈমানের উপর মারা যাননি *(নাঊযুবিল্লাহ)*। এ ধরনের আক্বীদা থেকে তওবা করা উচিত। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) সহ কোন নবীই রাষ্ট্র কায়েমের জন্য দুনিয়াতে আসেননি। বরং তাঁরা এসেছিলেন মানুষকে জান্নাতের পথ দেখাতে ও জাহান্নামের ভয় প্রদর্শন করতে *(ইসরা ১৭/১০৫)*। আর রাসূল (ছাঃ)-এর দাওয়াতী নীতি মাক্কী ও মাদানী জীবনে একইরূপ ছিল *(নাহল ১৬/১২৫; আলে ইমরান ৩/১৬৪)*। *-জুন'১৫, প্রশ্নোত্তর ১৩/৩৩৩।*

শিষ্টাচার

১. 'একটি মিথ্যা বললে সাত হাযার বছর জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে হবে'- এ কথার কোন ভিত্তি আছে কি?

উত্তর : এ মর্মে কোন হাদীছ পাওয়া যায় না। তবে মিথ্যা কথা বলা নিঃসন্দেহে কবীরা গুনাহ *(হজ্জ ২২/৩০; বুখারী হা/২৬৫৩; মুসলিম হা/৮৭; মিশকাত হা/৫১, 'মুনাফিকের আলামত ও কবীরা গোনাহ সমূহ' অনুচ্ছেদ; বুখারী হা/২৬৯২; মুসলিম হা/২৬০৫; মিশকাত হা/৫০৩১, ৪৮২৪)*। আল্লাহ মিথ্যুকের জন্য কঠোর শাস্তি নির্ধারণ করেছেন। যেমন রাসূল (ছাঃ)-কে স্বপ্নে মিথ্যুকের শাস্তি দেখানো হয়েছে যে, মিথ্যুকের এক চোয়াল থেকে আরেক চোয়াল পর্যন্ত মাথা বাঁকা লোহার অস্ত্র দিয়ে চিরে ফেলা হবে। অতঃপর তা ভাল হয়ে যাবে। আবার চেরা হবে। এভাবে ক্বিয়ামত পর্যন্ত তার শাস্তি চলতে থাকবে *(বুখারী হা/১৩৮৬; মিশকাত হা/৪৬২১)*। অতএব মিথ্যা কথা থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক। *-অক্টোবর'১৪, প্রশ্নোত্তর ১৪/১৪।*

২. মুহাম্মাদ আবুল ক্বাসেম নাম রাখা যাবে কি? জনৈক আলেম বলেন, এ নাম রাখার ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-এর নিষেধাজ্ঞা আছে?

উত্তর : 'মুহাম্মাদ আবুল ক্বাসেম' একত্রে রাখা যাবে না *(তিরমিযী হা/২৮৪১; মিশকাত হা/৪৭৬৯)*। উক্ত নাম রাখা যাবে বিষয়ে হযরত আলী (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছটি ছিল তাঁর জন্য 'খাছ' *(তিরমিযী হা/২৮৪৩)*। শুধু 'মুহাম্মাদ' রাখা যাবে। কিন্তু শুধু 'আবুল ক্বাসেম' রাখা যাবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমরা আমার নামে নাম রাখো। কিন্তু আমার উপনামে নাম রেখো না' *(বুখারী হা/২১২০; মুসলিম হা/২১৩১; মিশকাত হা/৪৭৫০)*। উক্ত হাদীছটি জানার পর উমাইয়া খলীফা মারওয়ান ইবনুল হাকাম (৬৪-৬৫ হি.) তাঁর পুত্রের 'ক্বাসেম' নাম পরিবর্তন করে 'আব্দুল মালেক' রাখেন। যিনি তাঁর পরে বিখ্যাত খলীফা হন *(নববী, শরহ মুসলিম হা/২১৩১-এর আলোচনা দ্রঃ, 'শিষ্টাচারসমূহ' অধ্যায়)*। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, কারো উপনাম আবুল ক্বাসেম রাখা বৈধ নয়, তার নাম 'মুহাম্মাদ' হৌক বা অন্য কিছু হৌক' *(বায়হাক্বী হা/১৯১১০)*। শায়খ আলবানী বিস্তারিত আলোচনার পর বলেন, উক্ত উপনাম না রাখার ব্যাপারে স্পষ্ট এবং ছহীহ হাদীছ সমূহের আলোকে আমি এ

Contents

ব্যাপারে নিঃসন্দেহ যে, 'আবুল ক্বাসেম' উপনামটি না রাখাই সঠিক (المنع مطلقاً)। তার নাম 'মুহাম্মাদ' হৌক বা না হৌক *(ছহীহাহ হা/২৯৪৬-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)*। *-অক্টোবর'১৪, প্রশ্নোত্তর ২৪/২৪।*

৩. চলাচলের ক্ষেত্রে বা মসজিদে অন্যের পায়ে বা দেহের কোন স্থানে পা লেগে গেলে করণীয় কি?

উত্তর : অন্যের দেহে পায়ের স্পর্শ লাগার বিষয়টি অসতর্কতাবশতঃ ঘটে থাকে। এজন্য তার নিকট থেকে ক্ষমা চেয়ে নেওয়াই যথেষ্ট হবে। তবে এথেকে সাধ্যমত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কেননা রাসূল (ছাঃ) ঐসব কর্ম থেকে বেঁচে থাকতে বলেছেন, যার জন্য পরক্ষণে ওযর পেশ করতে হয় *(দায়লামী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৮৩৯, ছহীহুল জামে' হা/২৬৭১)*। উল্লেখ্য যে, জামা'আতে ছালাত আদায়ের সময় পায়ে পা ও কাঁধে কাঁধ মিলানো সুন্নাত *(বুখারী হা/৭২৫)*। যা পালনে নেকী রয়েছে। না করলে সুন্নাত অমান্য করার গোনাহ হবে। আল্লাহ বলেন, সফলকাম হ'ল সেইসব মুমিন যারা তাদের ছালাতের হেফাযত করে' *(মুমিনূন ২৩/৫)*। *-ডিসেম্বর'১৪, প্রশ্নোত্তর ১০/৯০।*

৪. হিন্দু বা খ্রিষ্টান কোন বন্ধু অভিবাদন বিনিময়ের পর যদি মুছাফাহা বা কোলাকুলির জন্য এগিয়ে আসে, সেক্ষেত্রে করণীয় কি?

উত্তর : এরূপ ক্ষেত্রে তার সাথে মুছাফাহা ও মু'আনাক্বা করা যাবে *(ইবনুল ক্বাইয়িম, আহকামু আহলিয যিম্মাহ ১/৪২৫)*। আল্লাহ বলেন, 'আর যখন তোমরা সম্ভাষণ প্রাপ্ত হও, তখন তার চেয়ে উত্তম সম্ভাষণ প্রদান কর অথবা ওটাই প্রত্যুত্তর কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী' *(নিসা ৪/৮৬)*। *-ডিসেম্বর'১৪, প্রশ্নোত্তর ৩৮/১১৮।*

৫. কোন কোন সময় সালাম দেওয়া বা নেওয়া নিষিদ্ধ?

উত্তর : সালাম সর্বাবস্থায় আদান-প্রদান করা যায়। রাসূল (ছাঃ) ছালাতরত অবস্থাতেও হাতের ইশারায় সালামের উত্তর দিতেন *(আবুদাঊদ হা/৯২৬; তিরমিযী হা/৩৬৭; মিশকাত হা/৯৯১)*। কেবল পেশাব-পায়খানার সময় তিনি সালামের উত্তর দিতেন না, বরং বের হয়ে উত্তর দিতেন (যদি সেই ব্যক্তি মওজূদ থাকত) *(বুখারী হা/৩৩৭; আবুদাঊদ হা/১৭; মিশকাত হা/৪৬৭, ৫৩৫)*। *-জানুয়ারী'১৫, প্রশ্নোত্তর ১/১২১।*

Contents

৬. আমি ১০ম শ্রেণীর ছাত্রী। কথা কাটাকাটির কারণে এবং পরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিবর্তনের কারণে ৬/৭ মাস যাবৎ বান্ধবীর সাথে কথা বলিনি। এক্ষণে এর জন্য কি আমি গোনাহগার হচ্ছি?

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তিন দিনের বেশী কোন মুসলমানের জন্য অপর মুসলিম হ'তে সম্পর্ক ছিন্ন রাখা হালাল নয়। তাদের উভয়ের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে প্রথমে সালাম করে' *(বুখারী হা/৬০৭৭; মুসলিম হা/২৫৬০; মিশকাত হা/৫০২৭ 'সালাম' অনুচ্ছেদ)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, যে ব্যক্তি তিন দিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন রাখবে এবং ঐ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে' *(আবুদাঊদ হা/৪৯১৪; আহমাদ হা/৯০৮১; মিশকাত হা/৫০৩৫)*। অতএব মন থেকে দূরত্ব পরিহার করতে হবে এবং সম্ভবপর দ্রুত সময়ে তার সাথে যোগাযোগ করে সম্পর্ক স্বাভাবিক করে নিতে হবে। -*জানুয়ারী'১৫, প্রশ্নোত্তর ৬/১২৬।*

৭. কোন মুসলিম বা অমুসলিমকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানো যাবে কি?

উত্তর : জন্মদিবস, মৃত্যুদিবস, শোকদিবস সহ যত দিবস পালিত হয়, তার সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। এগুলি বিজাতীয় অপসংস্কৃতির অনুকরণ মাত্র। অতএব এগুলি পালন করা, এর জন্য শুভেচ্ছা জানানো, কার্ড পাঠানো ইত্যাদি সবই নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে ব্যক্তি (ক্বিয়ামতের দিন) তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(আবুদাঊদ হা/৪০৩১; মিশকাত হা/৪৩৪৭)*। -*ফেব্রুয়ারী'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩/১৬৩।*

৮. খাদ্যগ্রহণের আদব কি কি?

উত্তর : খাদ্য গ্রহণের আদবসমূহ হ'ল : (১) হালাল ও পবিত্র রূযী খাবে *(বাক্বারাহ ২/১৬৮)*। (২) হাত ভালোভাবে ধুয়ে নিবে *(তুহফাতুল আহওয়াযী ৫/৪৮৫)*। (৩) 'বিসমিল্লাহ' বলে খাওয়া শুরু করবে *(আবুদাঊদ হা/৩৭৬৭; ইরওয়া হা/১৯৬৫)*। (৪) ডান হাত দিয়ে খাবে ও পান করবে *(মুসলিম হা/২০২০; মিশকাত হা/৪১৬২)*। (৫) পাত্রের মধ্যস্থল থেকে খাবে না বরং নিকট থেকে খাবে *(বুখারী হা/৫৩৭৬; তিরমিযী হা/১৮০৫; মিশকাত হা/৪১৫৯, ৪২১১)*। (৬) প্রথমে 'বিসমিল্লাহ' বলতে ভুলে গেলে স্মরণ হ'লেই *'বিসমিল্লাহি আউয়ালাহূ ওয়া আ-খেরাহূ'* বলবে *(আবুদাঊদ হা/৩৭৬৭; মিশকাত হা/৪২০২)*। (৭) প্লেট ও আঙ্গুল ভালভাবে চেটে খাবে *(মুসলিম হা/২০৩৪; আবুদাঊদ হা/৩৮৪৫)*। (৮)

Contents

যদি খাবার পড়ে যায় তাহ’লে তা উঠিয়ে ছাফ করে খেয়ে নিবে। কারণ সে জানে না কোন খাবারে বরকত আছে *(মুসলিম হা/২০৩৪; তিরমিযী হা/১৮০৩)* (৯) একাকী না খেয়ে সবাই একত্রে খাবে। এতে বরকত রয়েছে। *(আবুদাঊদ হা/৩৭৬৪; মিশকাত হা/৪২৫২)*। (১০) পান করার সময় পাত্রের বাইরে ৩ বার নিঃশ্বাস ফেলবে *(বুখারী হা/৫৬৩১; ছহীহাহ হা/৩৮৭)*। (১১) পানির পাত্রে বা খাবারে নিঃশ্বাস ছাড়বে না বা ফুঁক দিবে না *(বুখারী হা/১৫৩; মিশকাত হা/৪২৭৭)*। (১২) দাঁড়িয়ে পানাহার করবে না *(মুসলিম হা/২০২৬; মিশকাত হা/৪২৬৭)*। (১৩) পেটের একভাগ খাদ্য দিয়ে ও একভাগ পানি দিয়ে ভরবে এবং একভাগ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য খালি রাখবে *(তিরমিযী হা/২৩৮০)*। (১৪) কাত হয়ে বা ঠেস দিয়ে খাবে না *(বুখারী হা/৫৩৯৮; মিশকাত হা/৪১৬৮)*। (১৫) খাওয়ার সময় পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে খাবে। অহেতুক গল্প-গুজব করবে না। আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করবে এবং শেষে বলবে আলহামদুলিল্লাহ (সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য) এবং অন্যান্য দো‘আ পড়বে। (১৬) খাওয়া শেষে প্লেট বা দস্তরখান উঠানোর সময় বলবে, *আলহামদুলিল্লা-হি হামদান কাছীরান ত্বইয়েবাম মুবা-রাকান ফীহি’ (বুখারী, মিশকাত হা/৪১৯৯)*। (১৭) দাওয়াত খেলে মেযবানে জন্য দো‘আ করে বলবে, *আল্লা-হুম্মা আত্ব‘ইম মান আত্ব‘আমানী ওয়াসক্বি মান সাক্বা-নী’ (মুসলিম হা/২০৫৫; আহমাদ হা/২৩৮৬০ ‘সনদ ছহীহ’)*। *-মার্চ’১৫, প্রশ্নোত্তর ৫/২০৫।*

৯. কোন মুসলিম ব্যক্তির মাঝে কুফরী, মুনাফেকী ও শিরকী কার্যক্রম দেখতে পেলে তাকে কাফের, মুনাফিক বা মুশরিক নামে ডাকা যাবে কি?

উত্তর : কোন মুসলিমের মধ্যে এরূপ দেখতে পেলে তাকে মুশরিক বা কাফের বলে ডাকা যাবে না। আল্লাহ বলেন, তোমরা কাউকে মন্দ লকবে ডেকো না’... *(হুজুরাত ৪৯/১১)*। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ক্বাতাদাহ বলেন, এর অর্থ হ’ল, কাউকে হে মুনাফিক, হে ফাসেক ইত্যাদি বলে ডাকা যাবে না’ *(বায়হাক্বী শু‘আব হা/৬৭৪৮; কুরতুবী, তাফসীর হুজুরাত ১১ আয়াত)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যাকে কাফের বলা হবে সে সত্যিকারে কাফের না হ’লে যে কাফের বলল তার দিকেই সেটা ফিরে আসবে *(মুসলিম হা/৬০; বুখারী হা/৬১০৩; মিশকাত হা/৪৮১৫)*। তিনি বলেন, ‘কোন ব্যক্তি কর্তৃক তার (মুসলিম) ভাইকে কাফের বলাটা তাকে হত্যা করার মত অপরাধ’ *(বুখারী হা/৬০৪৭; মিশকাত হা/৩৪১০)*। তবে কাউকে এরূপ কাজ করতে দেখলে, তোমার এ কাজটি কুফরী

Contents

পর্যায়ভুক্ত বা তোমার মধ্যে মুনাফিকের এই আলামতটা দেখা যাচ্ছে এরূপ বলা যেতে পারে। *-এপ্রিল'১৫, প্রশ্নোত্তর ২৩/২৬৩।*

১০. সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব কি কি?

উত্তর : সন্তানকে সার্বিক প্রতিপালনই পিতা-মাতার মৌলিক দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালন না করলে তাদেরকে আল্লাহ্র নিকট জবাবদিহিতার সম্মুখীন হ'তে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, মহিলা ও তার স্বামী তার সন্তানের দায়িত্বশীল। অতএব তাদেরকে স্বীয় দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হ'তে হবে *(বুখারী হা/২৪০৯; মুসলিম হা/৪৮২৮)*। সার্বিক দায়িত্ব সমূহের মধ্যে রয়েছে যেমন (১) তাদের ভরণ-পোষণের জন্য খরচ করা *(বাক্বারাহ ২/২৩৩; বুখারী হা/৫৩৬৪)* (২) আক্বীক্বা দেওয়া *(বুখারী হা/৫৪৭২)* (৩) সুন্দর নাম রাখা *(মুসলিম হা/২১৩৯, ২১৩২; তিরমিযী হা/২৮৩৯; মিশকাত হা/৪৭৫২, ৪৭৭৪)* (৪) খাৎনা করা *(বুখারী হা/৫৮৯১; মিশকাত হা/৪৪২০)* (৫) দ্বীনী ইলম ও আমল শিক্ষা দেওয়া। যেমন ছালাত শিক্ষা প্রদান এবং প্রয়োজনে প্রহার করা *(আবুদাঊদ হা/৪৯৫; মুওয়াত্ত্বা হা/৩৮৯; মিশকাত হা/৫৭২, ১২৪০)* (৬) সময়মত বিবাহ দেওয়া *(ইবনু মাজাহ হা/১৮৬৩; ছহীহাহ হা/১০৬৭)* (৭) তাদের জন্য দো'আ করা *(ইবরাহীম ১৪/৪০)* এবং (৮) তাদেরকে সর্বদা উপদেশ দেওয়া *(লোকমান ৩১/১৩)* ইত্যাদি। *-মে'১৫, প্রশ্নোত্তর ৫/২৮৫।*

১১. কারো উপর মিথ্যা অপবাদ লাগিয়ে প্রচার করা কিরূপ পাপের অন্তর্ভুক্ত?

উত্তর : মিথ্যা অপবাদ হ'ল কারো ব্যাপারে অন্যের নিকটে এমন কথা বলা যা তার মাঝে নেই *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৮২৮)*। কারো উপর মিথ্যা অপবাদ লাগিয়ে প্রচার করা কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। আর মিথ্যা অপবাদ দানকারীর শাস্তি হ'ল ৮০ বেত্রাঘাত *(নূর ২৪/৪-৫)*। ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন, এ ব্যাপারে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত রয়েছে যে, সতীসাধ্বী নারীর উপর অপবাদ দেওয়ার শাস্তি পুরুষের উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে *(ফৎহুল বারী ১২/১৮১)*। উল্লেখ্য যে, শরী'আত নির্ধারিত দণ্ডবিধি বাস্তবায়নের দায়িত্ব সরকারের, জনসাধারণের নয়। *-মে'১৫, প্রশ্নোত্তর ২৯/৩০৯।*

১২. জনৈক হিন্দু ৫০ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেছে। এখন তাকে সুন্নাতে খাৎনা করতে হবে কি?

উত্তর : খাৎনা করাই উত্তম। কারণ এটি মানুষের ফিৎরাত বা স্বভাবগত পাঁচটি বিষয়ের অন্যতম *(বুখারী হা/৬২৯৭; মুসলিম হা/২৫৭; মিশকাত হা/৪৪২০*

‘পোষাক’ অধ্যায় ‘চুল আঁচড়ানো’ অনুচ্ছেদ)। এর মধ্যে যে স্বাস্থ্যগত কল্যাণ নিহিত রয়েছে, সে বিষয়ে সকল স্বাস্থ্যবিজ্ঞানী একমত। জনৈক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বলেন, তুমি কুফরীর চুল ফেলে দাও এবং খাৎনা কর *(আবুদাঊদ হা/৩৫৬, সনদ হাসান; ইরওয়া হা/৭৯)*। ইবরাহীম (আঃ) ৮০ বছর বয়সে আল্লাহ্র হুকুমে খাৎনা করেছিলেন *(বুখারী হা/৩৩৫৬; মুসলিম হা/২৩৭০; মিশকাত হা/৫৭০৩)*। *-মে’১৫, প্রশ্নোত্তর ৪০/৩২০।*

১৩. সালাম প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন কি কি বাক্য ব্যবহার করা যায়?

উত্তর : সালাম প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ‘আসসালামু ‘আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু’ এবং সর্বনিম্ন ‘আসসালামু ‘আলাইকুম’ বলবে। সর্বোচ্চটি বললে ত্রিশ নেকী এবং সর্বনিম্নটি বললে দশ নেকী হবে (*আবুদাঊদ হা/৫১৯৫; তিরমিযী হা/২৬৮৯)*। আর সালাম প্রদানের সময় ‘ওয়া মাগফিরাতুহু’ যোগ করা সম্পর্কিত হাদীছটি যঈফ হ’লেও *(আবুদাঊদ হা/৫১৯৬; মিশকাত হা/৪৬৪৫)* উত্তর প্রদানের সময় যোগ করার হাদীছটি ‘হাসান’ *(বুখারী, আত-তারীখুল কাবীর ১/৩৩০; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৪৪৯)*। *-জুন’১৫, প্রশ্নোত্তর ১২/৩৩২।*

১৪. কোন অমুসলিম ছাত্রকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করায় শরী‘আতে কোন বাধা আছে কি?

উত্তর : ধর্মের ব্যাপারে ক্ষতি বা ফিৎনার আশংকা না থাকলে স্বাভাবিক বন্ধুত্বে কোন দোষ নেই। আল্লাহ বলেন, ‘ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করেনি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ন্যায় বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না... *(মুমতাহিনাহ ৬০/৮)*। তবে তাকে সর্বদা ইসলামের দিকে দাওয়াত দিতে হবে *(আলে ইমরান ৩/১১০)*। *-জুন’১৫, প্রশ্নোত্তর ৩৫/৩৫৫।*

১৫. সামনা সামনি কেউ প্রশংসা করলে করণীয় কি?

উত্তর : সেক্ষেত্রে প্রশংসিত ব্যক্তি নিম্নের দো‘আটি পাঠ করতে পারেন।- اَللَّهُمَّ لاَ تُؤَاخِذْنِيْ بِمَا يَقُوْلُوْنَ وَاغْفِرْ لِيْ مَا لاَ يَعْلَمُوْنَ (*আল্লাহুম্মা লা তুআখিযনী বিমা ইয়াকূলূন, ওয়াগফিরলী মা লা ইয়া‘লামূন)*। অর্থ : ‘হে আল্লাহ! তারা যা বলছে সে ব্যাপারে আমাকে পাকড়াও কর না এবং যে বিষয়ে তারা জানে না, সে বিষয়ে আমাকে ক্ষমা করে দাও’। জনৈক ছাহাবী এ দো‘আটি পাঠ করতেন’ *(আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৭৬১, সনদ ছহীহ)*।

স্মর্তব্য যে, প্রশংসিত ব্যক্তির ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা না থাকলে এবং এতে তার কল্যাণের সম্ভাবনা থাকলে প্রশংসা করা যেতে পারে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২৬/১২৪)*। তবে সামনে হৌক বা পিছনে হৌক কারো ব্যাপারে অতি প্রশংসা করা উচিৎ নয়। রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে জনৈক ছাহাবী অপর এক ছাহাবীর উচ্চ প্রশংসা করলে তিনি বলেন, আফসোস! তুমি তো তোমার সাথীর গর্দান কেটে ফেললে (কথাটি তিনি তিনবার বললেন)। অতঃপর বললেন, যদি কারো প্রশংসা করতে হয়, তবে সে যেন বলে, আমি তার ব্যাপারে এমন এমন ধারণা পোষণ করি। কারণ তার প্রকৃত হিসাব আল্লাহ জানেন... *(বুখারী হা/২৬৬২; মুসলিম হা/৩০০০; মিশকাত হা/৪৮২৭)*। *-জুলাই'১৫, প্রশ্নোত্তর ১৩/৩৭৩।*

১৬. পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য কি কি?

উত্তর : পিতা-মাতার প্রতি সন্তানদের অবশ্য কর্তব্য সমূহ হ'ল (১) তাদের প্রতি অনুগ্রহ করা *(নিসা ৪/৩৬)*। তথা কথা-কর্ম, শারীরিক-মানসিক, আর্থিক সকল বিষয়ে অনুগ্রহ ও নম্রতা পাওয়ার সর্বোচ্চ হকদার হ'লেন পিতা-মাতা। আল্লাহ বলেন, তোমরা তাদের সঙ্গে এমন কথা বলো না যেন তারা বিরক্ত হয়ে উহ্ শব্দ করেন' *(ইসরা ১৭/২৩-২৪)*। (২) তাদের জন্য ব্যয় করা *(বাক্বারাহ ২/২১৫; ইবনু মাজাহ হা/২২৯১; আবুদাঊদ হা/৩৫৩০; মিশকাত হা/৩৩৫৪)*। (৩) শরী'আতসম্মত সকল বিষয়ে তাদের আনুগত্য করা *(বুখারী হা/৭২৫৭; ইসরা ১৭/২৩; লোকমান ৩১/১৪)*। (৪) তাদের জন্য দো'আ করা *(ইসরা ১৭/২৩; মুসলিম হা/১৬৩১; মিশকাত হা/২০৩)*। এছাড়া তাঁদের জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পরে তাঁদের বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি সদাচরণ করা *(মুসলিম হা/২৫৫২; মিশকাত হা/৪৯১৭)* ইত্যাদি। *-জুলাই'১৫, প্রশ্নোত্তর ২৭/৩৮৭।*

১৭. মুছাফাহার সময় হাত ধরে ঝাঁকি দেওয়া যাবে কি?

উত্তর : ঝাঁকি নয় বরং স্বাভাবিকভাবে মহব্বতের সাথে উভয়ের ডান হাত মিলাবে। যা অত্যন্ত নেকীর কাজ *(আবুদাঊদ হা/৫২১২; মিশকাত হা/৪৬৭৯, সনদ ছহীহ)*। জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে মুছাফাহা করার পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি কেবল দু'হাত মিলানোর ব্যাপারে সম্মতি দেন *(তিরমিযী হা/২৭২৮; মিশকাত হা/৪৬৮০; ছহীহাহ হা/১৬০)*। সুতরাং এর বাইরে ঝাঁকি দেওয়া বাড়াবাড়ী বৈ কিছু নয়। *-সেপ্টেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ১১/৪৫১।*

Contents

মহিলা বিষয়ক

১. বৃদ্ধা মহিলাদের জন্য গায়ের মাহরাম পুরুষের সামনে নেকাব বিহীন চলা জায়েয হবে কি?

উত্তর : উক্ত বিষয়ে আল্লাহ বলেন, 'আর বৃদ্ধা নারী, যারা বিবাহের আশা রাখে না যদি তারা সৌন্দর্য প্রদর্শন ছাড়াই তাদের বহির্বাস খুলে রাখে, তবে তাতে তাদের কোন দোষ নেই। অবশ্য এথেকে বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম। আর আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন' *(নূর ২৪/৬০)*। শায়খ বিন বায বলেন, বিবাহে আসক্তিহীন বৃদ্ধা মহিলাগণ আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য প্রকাশ ব্যতীত তাদের মুখমণ্ডল ও কব্জি সমেত হস্তদ্বয় খোলা রাখলে কোন গুনাহ হবে না *(ফাতাওয়া আল-মারা'আতুল মুসলিমাহ ১/৪২৪)*।*-অক্টোবর'১৪, প্রশ্নোত্তর ৩৫/৩৫।*

২. কোন নারী ধর্ষণের শিকার হ'লে সে কি অপরাধী হিসাবে গণ্য হবে?

উত্তর : এক্ষেত্রে উক্ত নারী অত্যাচারিতা ও নিরপরাধ হিসাবে গণ্য হবে। ওয়ায়েল ইবনু হুজর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে জনৈকা মহিলা মসজিদে ছালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে বের হন। একজন লোক তাকে একা পেয়ে কাপড়ে ঢেকে নেয় এবং তাকে ধর্ষণ করে। মহিলা চিৎকার শুরু করলে লোকটি চলে যায়। সেখান দিয়ে মুহাজিরদের একদল লোক যাচ্ছিলেন। মহিলাটি তাদেরকে বললেন যে, ঐ লোক আমার সাথে এরূপ আচরণ করেছে। তখন লোকেরা তাকে ধরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে নিয়ে আসলে তিনি মহিলাকে বললেন, তুমি চলে যাও। আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন। অতঃপর তিনি ঐ ধর্ষণকারী পুরুষকে রজম করার আদেশ দিলেন *(আবুদাঊদ হা/৪৩৭৯; তিরমিযী হা/১৪৫৪; মিশকাত হা/৩৫৭২, হাদীছ হাসান, 'হুদূদ' অধ্যায়)*। *-অক্টোবর'১৪, প্রশ্নোত্তর ৪০/৪০।*

৩. একজন নারী কতজন পুরুষের সাথে পর্দাবিহীন সাক্ষাৎ করতে পারে এবং কোন কোন পুরুষের সাথে তার বিবাহ হারাম?

উত্তর : এ বিষয়ে সূরা নূর ৩১ আয়াতে ১০ জন পুরুষের কথা বলা হয়েছে, যাদের সাথে নারী পর্দাবিহীন সাক্ষাৎ করতে পারে। যেমন স্বামী, পিতা (দাদা-নানা, চাচা-মামা), শ্বশুর (জামাতা), পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা (বৈপিত্রেয় বা বৈমাত্রেয়), ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগিনীপুত্র, কামনাহীন পুরুষ এবং নারী-

অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক'। এতদ্ব্যতীত দুগ্ধসম্পর্কীয় ভাই ও অন্যান্যগণ রক্তসম্পর্কীয় ভাই ও অন্যান্যগণের ন্যায় *(বুখারী হা/২৬৪৫, ৫১০৩)*। তবে সকলে হারাম হ'লেও তাদের সাথে ব্যবহারে তারতম্য থাকবে। যেমন স্বামী, পিতা, পুত্র, ভ্রাতা এবং অন্যান্যগণ সমান নয়। *-নভেম্বর'১৪, প্রশ্নোত্তর ১৩/৫৩।*

৪. ঋতু বন্ধ করার জন্য ঔষধ ব্যবহারে শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

উত্তর : বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে ডাক্তারের পরামর্শে শারীরিক কোন ক্ষতি না হ'লে এবং সন্তান ধারণ ক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্ত না হ'লে ঔষধ ব্যবহার করে সাময়িকভাবে 'হায়েয' প্রতিরোধ করা যায় *(ফাতাওয়া বিন বায, 'ছিয়াম' অধ্যায়, ফৎওয়া নং ৫৭; ১৫/২০০ পৃ.)*। তবে এথেকে বিরত থাকাই উত্তম। কারণ ফরয ছিয়াম পালনরত অবস্থায় নারীরা ঋতুবতী হ'লে রাসূল (ছাঃ) ছিয়াম ছেড়ে দিতে এবং তা পরবর্তীতে ক্বাযা করার নির্দেশ দিতেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, ঋতু অবস্থায় আমাদেরকে ছিয়াম ক্বাযা করার এবং ছালাত ছেড়ে দেয়ার আদেশ দেওয়া হ'ত *(মুসলিম হা/৩৩৫; মিশকাত হা/২০৩২, 'ক্বাযা ছিয়াম' অনুচ্ছেদ)*। *-নভেম্বর'১৪, প্রশ্নোত্তর ১৪/৫৪।*

৫. হানাফী মাযহাবের অনুসারী স্বামী ছহীহ হাদীছের আলোকে আমল করতে বাধা দিচ্ছেন। এক্ষণে স্ত্রী হিসাবে আমার করণীয় কি?

উত্তর : স্বামী ছহীহ হাদীছের উপর আমল করতে বাধা দিলে স্বামী গোনাহগার হবে। এমতাবস্থায় স্ত্রীর করণীয় হ'ল স্বামীকে সদুপদেশ দেয়া এবং ছহীহ হাদীছের উপর আমল করতে উৎসাহিত করা। আর এক্ষেত্রে রাগান্বিত না হয়ে সাধ্যমত সদাচরণের মাধ্যমে তাকে বুঝানো এবং তার হেদায়াতের জন্য আল্লাহ্র নিকট বেশী বেশী দো'আ করা। এরপরেও না বুঝলে স্ত্রীর ধর্মীয় কাজে বাধা দেওয়ার অধিকার স্বামীর নেই। কারণ সৃষ্টিকর্তার অবাধ্যতায় সৃষ্টির প্রতি কোন আনুগত্য নেই' *(শারহুস সুন্নাহ, মিশকাত হা/৩৬৯৬; ছহীহুল জামে' হা/৭৫২০)*। *-নভেম্বর'১৪, প্রশ্নোত্তর ৩১/৭১।*

৬. মহিলাগণ চিকিৎসার ক্ষেত্রে মহিলা ডাক্তার না পাওয়ায় পুরুষ ডাক্তারের নিকটে গেলে শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

উত্তর : মহিলা ডাক্তার না পাওয়া গেলে বাধ্যগত অবস্থায় পুরুষ ডাক্তারের নিকটে যাওয়া যাবে। বদর, ওহোদ প্রভৃতি যুদ্ধে মহিলা ছাহাবীগণ আহত মুসলিম সৈন্যদের সেবা-শুশ্রূষা করতেন *(বুখারী হা/৫৬৭৯; মুসলিম হা/১৮১০;*

Contents

মিশকাত হা/৩৯৪০)। তবে সম্ভব হ'লে নারী একজন মাহরাম পুরুষ সাথে নিবে *(বুখারী হা/৩০০৬; মিশকাত হা/৩১১৮)*। *-ডিসেম্বর'১৪, প্রশ্নোত্তর ১৫/৯৫।*

৭. জনৈক বক্তা বলেন, সন্তানহীনা নারী ৪০ দিন সাদা লজ্জাবতী গাছ পেটে বাঁধলে এবং ৪০ দিন দরূদে ইবরাহীমী পাঠ করলে সন্তান হবে। এর প্রমাণসূত্র তাফসীর ইবনে কাছীর বলে উল্লেখ করেছেন। এর কোন সত্যতা আছে কি?

উত্তর : বন্ধ্যাত্ব দূর করার জন্য প্রশ্নে উল্লিখিত পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং কুসংস্কার মাত্র। তাফসীর ইবনে কাছীরে উক্ত বর্ণনার কোন অস্তিত্ব নেই। বরং আরোগ্য লাভের জন্য শরীরে কোন কিছু ঝুলালে তা শিরক হবে। চাই তা তাবীয হোক বা অন্য কিছু হোক। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি শরীরে কোন কিছু ঝুলাল, তাকে তার কাছেই সোপর্দ করা হ'ল' *(আহমাদ হা/১৮৮০৩; তিরমিযী হা/২০৭২; মিশকাত হা/৪৫৫৬, সনদ হাসান)*। তাই শিরকী পদ্ধতি ছেড়ে উন্নত চিকিৎসা গ্রহণ করতে হবে এবং আল্লাহ্র কাছে বেশী বেশী ইস্তিগফার ও সন্তান লাভের জন্য দো'আ করতে হবে। যেমন করেছিলেন ইবরাহীম *(ছাফফাত ৩৭/১০০)* এবং যাকারিয়া *(আম্বিয়া ২১/৮৯-৯০)* 'আলাইহিমুস সালাম।

কোন কোন ছহীহ নামায শিক্ষায় 'বন্ধ্যা নারীর সন্তান লাভ' শিরোনামে সূরা ইনশিক্বাক্ব-এর প্রথম পাঁচ আয়াত লিখে বন্ধ্যা নারীর গুপ্তাঙ্গে বেঁধে দিলে অবশ্যই সন্তান হবে বলা হয়েছে। এগুলি প্রমাণহীন এবং কবীরা গোনাহ মাত্র। এথেকে তওবা করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, সন্তান দেওয়া না দেওয়ার মালিক আল্লাহ। এতে কারু কোন হাত নেই। আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ জানেন প্রত্যেক নারী যা গর্ভে ধারণ করে এবং তার গর্ভাশয়ে যা সংকুচিত হয় ও বর্ধিত হয়। বস্তুতঃ তাঁর নিকটে প্রত্যেক বস্তুরই একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ রয়েছে' *(রা'দ ১৩/৮)*। *-ডিসেম্বর'১৪, প্রশ্নোত্তর ২০/১০০।*

৮. আমার জানা মতে, হিন্দুরা যেমন সিঁদুর ব্যবহার করে স্বামীর মঙ্গলের জন্য, মুসলিমদের মাঝেও নাকফুল পরিধানের নীতি এরূপ কারণেই এসেছে। এক্ষণে মহিলাদের জন্য এটা ব্যবহার করা শরী'আত সম্মত হবে কি?

উত্তর : উক্ত বক্তব্য ভুল। কোন মুসলিম মহিলাই স্বামীর মঙ্গলের জন্য নাকফুল পরে না। বরং এটি নারীদের অলংকার বিশেষ। যা তাদের সৌন্দর্য প্রকাশের মাধ্যম। অতএব নাকফুল ব্যবহারে শরী'আতে কোন বাধা নেই

Contents

(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ২৪/৩৬)। আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'স্বর্ণ ও রেশমী কাপড় আমার উম্মতের নারীদের জন্য হালাল করা হয়েছে এবং পুরুষদের জন্য হারাম করা হয়েছে' *(ইবনু মাজাহ হা/৩৫৯৫; আবুদাঊদ হা/৪০৫৭; মিশকাত হা/৪৩৯৪)*। উল্লেখ্য, মেয়েদের কান ফুটানোর বিষয়টিও জায়েয আছে। জাহেলী যুগে এটা করা হ'ত। কিন্তু ইসলামী যুগে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এটাতে কোন আপত্তি করেননি *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/৩৪ পৃ.)*।-*জানুয়ারী'১৫, প্রশ্নোত্তর ৯/১২৯।*

৯. ৪৫ বছরের অধিক বয়সী মহিলা শারীরিক অক্ষমতার কারণে স্বামীর চাহিদা মিটাতে অপারগতা প্রকাশ করলে গোনাহগার হবেন কি?

উত্তর : আল্লাহ তা'আলা কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না *(বাক্বারাহ ২/২৮৬)*। তবে তাকে সামর্থ্য অনুযায়ী চেষ্টা করতে হবে। চেষ্টায় ঘাটতি হ'লে গুনাহগার হবে *(তাগাবুন ৬৪/১৬)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন কোন ব্যক্তি স্ত্রীকে তার বিছানায় ডাকে সে তার বিছানায় যেতে অস্বীকার করে এবং অসন্তুষ্ট অবস্থায় রাত্রি যাপন করে, তখন ফেরেশতাগণ তার প্রতি সকাল পর্যন্ত অভিশাপ করতে থাকেন' *(বুখারী হা/৫১৯৩; মুসলিম হা/১৪৩৬; মিশকাত হা/৩২৪৬)*। *-ফেব্রুয়ারী'১৫, প্রশ্নোত্তর ১৫/১৭৫।*

১০. মহিলাদের জন্য হাসপাতালে নার্সের চাকুরী কতটুকু শরী'আতসম্মত?

উত্তর : বাড়ীতে অবস্থান করাই মহিলাদের কর্তব্য *(আহযাব ৩৩/৩৩)*। এক্ষণে চিকিৎসা মানুষের মৌলিক চাহিদা সমূহের অন্তর্ভুক্ত। যা নারী-পুরুষ সকলের জন্যই একান্ত প্রয়োজন। সেকারণ নারীদের জন্য নারী এবং পুরুষদের জন্য পুরুষ চিকিৎসক ও সেবক থাকা এবং হাসপাতালগুলিতে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক বিভাগ থাকা আবশ্যক। এরূপ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নারীদের নার্স বা চিকিৎসকের দায়িত্ব পালনে শরী'আতে কোন বাধা নেই। তবে এরূপ ব্যবস্থা না থাকলে সার্বক্ষণিক পর্দার মধ্যে থাকা এবং পূর্ণ নিরাপত্তার নিশ্চয়তা সাপেক্ষে নারীরা নার্সিং বা চিকিৎসা পেশায় অংশগ্রহণ করতে পারে।-*ফেব্রুয়ারী'১৫, প্রশ্নোত্তর ২০/১৮০।*

১১. মহিলারা নখ বড় রাখতে ও নেইল পলিশ ব্যবহার করতে পারবে কি?

Contents

উত্তর : নখ বড় রাখা যাবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নখ ছোট করাকে মানুষের পাঁচটি স্বভাবধর্মের অন্তর্ভুক্ত বলেছেন *(বুখারী হা/৫৮৯১; মুসলিম হা/২৫৭; মিশকাত হা/৪৪২০ 'চুল আঁচড়ানো' অনুচ্ছেদ)*। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পানি প্রবেশে বাধা সৃষ্টিকারী কোন বস্তু ব্যবহার করা যাবে না। কেননা ওযূ-গোসলের ক্ষেত্রে দেহের সামান্য কোন স্থান শুকনা থাকলেও পবিত্রতা অর্জিত হয় না *(মুসলিম হা/২৪৩; সুবুলুস সালাম হা/৫০)*। সেকারণ নেইল পলিশ ব্যবহার করা যাবে না। বরং এর পরিবর্তে নারীরা মেহেদী ব্যবহার করতে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'নারীদের সুগন্ধি হ'ল যা দেখা যায়, গন্ধ পাওয়া যায় না। আর পুরুষের সুগন্ধি হ'ল যা দেখা যায় না, গন্ধ পাওয়া যায়' *(নাসাঈ হা/৫১১৭; তিরমিযী হা/২৭৮৭, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/৪৪৪৩)*। *-ফেব্রুয়ারী'১৫, প্রশ্নোত্তর ২৪/১৮৪।*

১২. বিবাহের পর স্ত্রীর জন্য শ্বশুর-শাশুড়ি, না নিজ পিতা-মাতার সেবা করা অধিক যরূরী? এছাড়া স্বামী এবং নিজ পিতা-মাতার আদেশ-নিষেধের মাঝে বৈপরীত্য দেখা দিলে কার আদেশ-নিষেধ অগ্রাধিকার পাবে?

উত্তর : স্বামী এবং পিতা-মাতা উভয়ের আদেশ-নিষেধ মেনে চলা স্ত্রীর জন্য ওয়াজিব। এক্ষণে উভয়ের আদেশ-নিষেধের মাঝে বৈপরীত্য দেখা দিলে পারিবারিক বিষয়ে স্বামীর আদেশকে অগ্রাধিকার দিবে। কেননা বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত নারীরা পিতা-মাতার নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে। কিন্তু বিবাহের পর তারা স্বামীর নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। সুতরাং সেসময় স্বামীর আদেশ-নিষেধ মান্য করা এবং শ্বশুর-শাশুড়ির খিদমত করা তার জন্য অগ্রগণ্য হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমি যদি কাউকে কোন মানুষের সামনে সিজদা করার আদেশ দিতাম, তাহ'লে স্ত্রীকে তার স্বামীর সামনে সিজদা করতে বলতাম *(আবুদাঊদ হা/২১৪০; মিশকাত হা/৩২৫৫)*। তিনি বলেন, ক্বিয়ামতের দিন সর্বাধিক শাস্তি প্রাপ্ত হবে দু'ধরনের মানুষ। তাদের একজন হ'ল, অবাধ্য স্ত্রী *(তিরমিযী হা/৩৫৯, সনদ ছহীহ)*। তবে উভয়ে উভয়ের অধিকারের প্রতি যত্নশীল থাকতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমাদের উত্তম সেই ব্যক্তি, যে তার স্ত্রীর নিকটে উত্তম। আর আমি আমার স্ত্রীদের নিকটে উত্তম' *(তিরমিযী হা/৩৮৯৫; দারেমী হা/২২৬০; মিশকাত হা/৩২৫২)*। তবে স্বামী যদি শরী'আত বিরোধী কোন

Contents

আদেশ দেন, তবে তা মানা যাবে না *(আবুদাঊদ হা/৪৬০৭; মিশকাত হা/১৬৫)*। -*মার্চ'১৫, প্রশ্নোত্তর ১০/২১০।*

১৩. মহিলারা সর্বোচ্চ কত বছর বয়সের বালকের সাথে বিনা পর্দায় দেখা করতে পারবে?

উত্তর : নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ নাবালকদের সাথে মহিলারা বিনা পর্দায় সাক্ষাৎ করতে পারে *(নূর ২৪/৩১)*। অতএব শিশুর মধ্যে সাবালক হওয়ার আলামত পাওয়া গেলে তার থেকে পর্দা করতে হবে।-*মার্চ'১৫, প্রশ্নোত্তর ১৭/২১৭।*

১৪. জনৈক ব্যক্তি বলেন, 'মহিলাদের পবিত্রতা অর্জনের জন্য প্রথমে ঢেলা-কুলুখ ব্যবহারের পর পানি ব্যবহার করতে হবে। এ বক্তব্যের কোন সত্যতা আছে কি?

উত্তর : উক্ত বক্তব্য ভিত্তিহীন। পুরুষ-মহিলা সকলের জন্য পবিত্রতা অর্জনের প্রধান মাধ্যম হ'ল পানি। পানি না পেলে ঢেলা বা ক্ষতিকর নয় এরূপ টিস্যু ব্যবহার করতে হবে। সূরা তওবার ১০৯ আয়াতে পবিত্রতা অর্জনের কারণে আল্লাহ যাদের প্রশংসা করেছেন, তারা পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করতেন *(আবুদাঊদ হা/৪৪, সনদ ছহীহ)*। উল্লেখ্য যে, আগে ঢেলা বা টিস্যু দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করতে হবে এবং পরে পানি ব্যবহার করতে হবে মর্মে মুসনাদে বায্যারে যে বর্ণনা এসেছে, তা মওযূ' বা জাল *(ইরওয়াউল গালীল হা/৪২-এর আলোচনা দ্রঃ)*। -*মার্চ'১৫, প্রশ্নোত্তর ১৮/২১৮।*

১৫. স্ত্রীর চাকুরী অথবা ব্যবসার আয়ের অর্থের উপর স্বামীর হক আছে কি? স্বামী স্ত্রীর অর্থের হিসাব রাখতে পারবে কি? এছাড়া স্ত্রী স্বামীকে না জানিয়ে তার পিতার বাড়ীতে কোন খরচ করতে পারবে কি?

উত্তর : স্ত্রীর সম্পদের উপর স্বামীর কোন হক নেই। তবে স্ত্রীর মৃত্যুর পর স্বামী তার সম্পদের উত্তরাধিকারী হবেন। স্বামী স্ত্রীর অর্থের হিসাব রাখতে পারেন, কেবল দ্বীনী দায়িত্ব হিসাবে। স্ত্রী তার স্বামীকে না বলে তার পিতার বাড়ীতে খরচ করতে পারে। তবে সবকিছুই পরস্পরে জানাশোনার মাধ্যমে হওয়া ভাল। নইলে মন্দ ধারণা সৃষ্টি হ'তে পারে। তাছাড়া আল্লাহ তা'আলা পরস্পরে পরামর্শক্রমে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন *(আলে ইমরান ৩/১৫৯)*। -*মার্চ'১৫, প্রশ্নোত্তর ২০/২২০।*

Contents

১৬. বাসায় স্ত্রীর কাজকর্মে সহায়তার জন্য কাজের মেয়ে রাখার ব্যাপারে শরী'আতের বিধান কি? সঊদী আরবে সরকারীভাবে খাদেমা নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। এভাবে মাহরাম বিহীন সেখানে অবস্থান করা শরী'আতসম্মত হবে কি?

উত্তর : বাসার কাজের জন্য কাজের মেয়ে রাখতে শরী'আতে বাধা নেই। তবে শর্ত হচ্ছে বালেগা হ'লে বাড়ীর পুরুষ সদস্যদের তার সামনে পূর্ণরূপে পর্দা করতে হবে এবং মনিবের সাথে তার স্ত্রী কিংবা মা-বোন কাউকে থাকতে হবে। কারণ পর-পুরুষের সাথে গায়ের মাহরাম নারীর একাকী হওয়া নিষিদ্ধ' *(বুখারী হা/৩০০৬; মুসলিম হা/১৩৪১; মিশকাত হা/২৫১৩; তিরমিযী হা/২১৬৫)*। সঊদী আরবে বা অন্যান্য দেশে সরকারীভাবে যেসব গৃহকর্মী পাঠানো হচ্ছে তা চরম অন্যায়। কারণ প্রথমতঃ মাহরাম ছাড়া এরূপ বিদেশ ভ্রমণ নারীদের জন্য হারাম' *(বুখারী হা/১৮৬২; মুসলিম হা/১৩৩৮; মিশকাত হা/২৫১৩)*। দ্বিতীয়তঃ স্বামী-সন্তানের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে বিদেশে অবস্থান করা নারী জাতির প্রকৃতি ও দায়িত্বের বিরোধী। কারণ নিজ গৃহে অবস্থান করা ও ঘর-সংসার করাই তার প্রধান কর্তব্য *(আহযাব ৩৩/৩৩)*। তৃতীয়তঃ বিদেশে নারীর ইয্যতের কোন নিশ্চয়তা নেই। অতএব প্রত্যেক নারীর জন্য এ থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। *-এপ্রিল'১৫, প্রশ্নোত্তর ১৫/২৫৫।*

১৭. স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী নাকফুল, কানের দুল, রঙিন শাড়ী ইত্যাদি খুলে ফেলে। এগুলি করা শরী'আত সম্মত কি?

উত্তর : এগুলি বাড়াবাড়ি মাত্র। বিধবা স্ত্রী ইদ্দত কালে চার মাস দশ দিন স্বামীর বাড়ীতে অবস্থান করবে। একান্ত যরূরী প্রয়োজন ছাড়া বাইরে বের হবে না। রঙ্গিন বা অধিক সৌন্দর্য প্রকাশক কোন পোষাক পরিধান করবে না। অলঙ্কার ব্যবহার করবে না। বিশেষ কারণ ব্যতীত সুগন্ধি, সুরমা, মেহেদী ইত্যাদি ব্যবহার করবে না *(বুখারী হা/৫৩৪২; মুসলিম হা/৯৩৮; মিশকাত হা/৩৩৩১; আবুদাঊদ হা/২৩০০; নাসাঈ হা/৩৫৩২; মিশকাত হা/৩৩৩২-৩৪)*। মৃত্যুর সাথে সাথে স্ত্রীর নাকফুল, কানের দুল, পরিহিত শাড়ী খুলে রাখার রেওয়াজ বাতিলযোগ্য। অন্যদিকে সদ্য বিধবা স্ত্রীকে নতুন শাড়ী উপহার দেওয়াও কুসংস্কার মাত্র। *-এপ্রিল'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩২/২৭২।*

Contents

১৮. কোন মহিলা বা পুরুষ মৃত্যুবরণ করার পর কোন কোন পুরুষ বা কোন কোন নারী তাকে দেখতে পারবে?

উত্তর : জীবিত অবস্থায় যাদের দেখা জায়েয মৃত্যুর পরেও তাদের দেখা জায়েয। মূলতঃ মানুষ মারা গেলে একজন মুসলমানের জন্য যরূরী হ'ল তার জানাযায় অংশগ্রহণ করা, তাকে দেখা নয় *(বুখারী হা/১২৪০; মুসলিম হা/২১৬২; মিশকাত হা/১৫২৪)*। প্রচলিত আছে যে, স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামী-স্ত্রীর বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। যার কোন ভিত্তি নেই। এগুলি সামাজিক কুসংস্কার মাত্র।-*এপ্রিল'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩৩/২৭৩।*

১৯. মহিলারা পরপুরুষের সামনে সশব্দে কুরআন তেলাওয়াত করতে পারবে কি?

উত্তর : সাধারণভাবে এটা জায়েয নয়। আল্লাহ বলেন, 'পরপুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে তোমরা এমনভাবে কথা বলো না, যাতে যার অন্তরে ব্যাধি আছে, সে প্রলুব্ধ হয়' *(আহযাব ৩৩/৩২)*। তবে বাধ্যগত অবস্থায় যেমন শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে সাধারণ তেলাওয়াত পরপুরুষের নিকট শুনানোতে বাধা নেই *(উছায়মীন, লিকাউশ শাহর প্রশ্ন নং ৫৫)*। যেমন রাসূল (ছাঃ) নারীদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিতেন এবং তাদের দাবীক্রমে তাদের শিক্ষা দানের জন্য একটি পৃথক দিন নির্ধারণ করে দেন *(বুখারী হা/১০১)*। *-মে'১৫, প্রশ্নোত্তর ৪/২৮৪।*

২০. জনৈকা মহিলার মাথায় জট আছে। তা কেটে ফেললে তার ক্ষতি হবে বলে ধারণা করা হয়। শরী'আতের দৃষ্টিকোণ থেকে এতে ক্ষতির কোন আশংকা আছে কি?

উত্তর : এটি শিরকী আক্বীদা মাত্র। কেননা 'জট কারু উপকার বা ক্ষতি করতে পারে না আল্লাহ্র হুকুম ব্যতীত'। অতএব তার জট কাটতে হবে এবং নিয়মিত চুলের যত্ন নিতে হবে। প্রয়োজনে চিকিৎসা করাতে হবে। কেননা সাধারণতঃ চুলের অযত্নের কারণেই এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়ে থাকে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যার চুল আছে, সে যেন স্বীয় চুলকে সম্মান করে অর্থাৎ যত্ন নেয় *(আবুদাঊদ হা/৪১৬৩; মিশকাত হা/৪৪৫০)*। *-মে'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩৯/৩১৯।*

Contents

২১. নারীদের জন্য আয়াতুল কুরসী লিখিত স্বর্ণের লকেট ব্যবহার করা যাবে কি?

উত্তর : নারী-পুরুষ কারু জন্য এটি জায়েয নয়। এটা একদিকে আল্লাহ্র বাণীর প্রতি অসম্মান। অন্যদিকে ইহূদী-নাছারাদের অনুসরণ। যারা ক্রুস বা অনুরূপ কিছু ঝুলিয়ে রেখে সম্মান প্রদর্শন করে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি অন্য কওমের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে' *(আবুদাঊদ হা/৪০৩১; মিশকাত হা/৪৩৪৭; ছহীহুল জামে' হা/৬১৪৯)*। এছাড়া তাবীযের উপর ভ্রান্ত বিশ্বাসের ন্যায় কুরআনের আয়াত লিখিত এরূপ লকেট ব্যবহার করাও হারাম। কেননা সে ভাববে, কুরআনের আয়াত লিখিত 'লকেট' ঝুলানো থাকলে সে সকল প্রকার ক্ষতি থেকে বেঁচে যাবে। এরূপ আক্বীদা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি তাবীয লটকালো, সে শিরক করল' *(আহমাদ হা/১৭৪৫৮; ছহীহাহ হা/৪৯২)*। তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন কিছু লটকাবে তার দায়-দায়িত্ব তার উপরই অর্পিত হবে' অর্থাৎ আল্লাহ তার কোন দায়িত্ব নিবেন না' *(তিরমিযী হা/২০৭২; মিশকাত হা/৪৫৫৬)*। অনেকে ছোট কুরআন গলায় ঝুলিয়ে রাখেন। অনেকে গাড়ীর মাথায় 'আল্লাহ' লিখেন। কেউ আল্লাহ ও মুহাম্মাদ লিখিত লকেট ঝুলিয়ে রাখেন, এগুলি সবই শিরকের পর্যায়ভুক্ত। অতএব এগুলি পরিত্যাজ্য।*-জুন'১৫, প্রশ্নোত্তর ২২/৩৪২।*

২২. মেয়েরা উচ্চ শিক্ষার জন্য হোস্টেলে থেকে লেখাপড়া করে। যেমন মহিলা মাদ্রাসা, যেখানে অভিভাবক বা মাহরাম থাকে না। এভাবে লেখাপড়া করা যাবে কি?

উত্তর : মহিলা হোস্টেলে যদি পূর্ণ নিরাপত্তা থাকে, সেক্ষেত্রে কোন বাধা নেই *(উছায়মীন, লিক্বাউল বাবিল মাফতূহ ১৮০/২৩)*। *-জুলাই'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩২/৩৯২।*

২৩. স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য স্ত্রীর মধ্যে কি কি গুণ থাকা আবশ্যক?

উত্তর : স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য স্ত্রীর মধ্যে প্রধানতঃ যে গুণগুলি থাকা আবশ্যক তা হ'ল (১) স্বামীর সাথে সর্বদা হাসি মুখে কথা বলা (২) স্বামীর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা। যদি তা শরী'আতের পরিপন্থী না হয় (৩) নিজের ইয্যত রক্ষা করা (৪) স্বামীর ধন-সম্পদ হেফাযত করা (৫)

Contents

অল্পে তুষ্ট থাকা। আল্লাহ বলেন, সতী-সাধ্বী স্ত্রীগণ হয় (স্বামীর) অনুগত এবং আল্লাহ যা হেফাযতযোগ্য করে দিয়েছেন লোকচক্ষুর অন্তরালেও তার হেফাযত করে' *(নিসা ৪/৩৪)*। রাসূল (ছাঃ) সর্বোত্তম স্ত্রী সম্পর্কে বলেন, উত্তম স্ত্রী সেই, যার দিকে তাকিয়ে স্বামী আনন্দিত হয়। স্বামী কোন আদেশ করলে তা পালন করে এবং নিজের ক্ষেত্রে ও নিজ সম্পদের ক্ষেত্রে স্বামী যা অপসন্দ করেন, সে তা করে না' *(নাসাঈ হা/৩২৩১; মিশকাত হা/৩২৭২; ছহীহাহ হা/১৮৩৮)*। *-আগস্ট'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩৬/৪৩৬।*

২৪. কোন মহিলা জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য ইমপ্লান্ট বা অন্য কোন মাধ্যম গ্রহণ করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে সে জাহান্নামী হবে। একথার শারঈ ভিত্তি আছে কি?

উত্তর : দরিদ্রতার ভয়ে স্থায়ীভাবে জন্মনিরোধ করা হারাম *(ইসরা ১৭/৩১, বুখারী হা/৪৭৬১; মুসলিম হা/৮৬; মিশকাত হা/৪৯ 'কবীরা গোনাহ' অনুচ্ছেদ)*। অন্যদিকে স্বাস্থ্যগত ঝুঁকির কারণে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শে ইমপ্লান্টের ন্যায় জন্মনিয়ন্ত্রণের অস্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন অস্থায়ী পদ্ধতি 'আযল' করা জায়েয *(বুখারী হা/৫২০৯; মুসলিম হা/১৪৪০; মিশকাত হা/৩১৮৪)*। তবে স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণরত অবস্থায় মারা গেলে জাহান্নামী হবে একথা ঠিক নয়। কেননা এটি কবীরা গোনাহ হ'লেও শিরকের পর্যায়ভুক্ত নয়। আর আল্লাহ তা'আলা শিরক ব্যতীত অন্য সকল গোনাহ যাকে ইচ্ছা মাফ করতে পারেন *(নিসা ৪/৪৮)*। *-সেপ্টেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ১০/৪৫০।*

শিরক, বিদ‘আত ও কুসংস্কার

১. জ্যোতিষশাস্ত্র সম্পর্কে শরী‘আতের নির্দেশনা কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : জ্যোতিষশাস্ত্র হ’ল কিছু পদ্ধতি, প্রথা এবং বিশ্বাসের সমষ্টি, যাতে মহাকাশে নক্ষত্রসমূহের আপেক্ষিক অবস্থান এবং তৎসংশ্লিষ্ট তথ্যাদির মাধ্যমে মানব জীবন, মানুষের ব্যক্তিত্ব এবং মানবীয় ও বহির্জাগতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়। এখানে জ্যোতিষ্কসমূহের আপেক্ষিক অবস্থান পৃথিবীতে বসবাসকারী মানুষের জীবনধারায় প্রভাব বিস্তার করে বলে বিশ্বাস করা হয়। আর জ্যোতির্বিজ্ঞান জ্যোতিষশাস্ত্র থেকে পৃথক একটি বিষয়, যেখানে মহাকাশের বস্তু সমূহ নিয়ে গবেষণা করা হয়। জ্যোতিষশাস্ত্র দ্বারা ভবিষ্যদ্বাণী করা এবং তাতে বিশ্বাস স্থাপন করা শিরক। কেননা নক্ষত্রের কোন ক্ষমতা নেই মানুষের ভাল-মন্দ করার আল্লাহ্‌র হুকুম ব্যতীত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘যে ব্যক্তি গণকের কাছে গেল এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস করল, ঐ ব্যক্তি মুহাম্মাদ-এর প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তার সাথে কুফরী করল’ *(আহমাদ হা/৯৫৩২; আবুদাঊদ হা/৩৯০৪; মিশকাত হা/৪৫৯৯, সনদ ছহীহ)*। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি গণৎকারের কাছে যায় এবং (সত্য ভেবে) তার কাছে কোন কথা জিজ্ঞেস করে, তার চল্লিশ দিনের ছালাত কবুল হয় না’ *(মুসলিম হা/২২৩০; মিশকাত হা/৪৫৯৫)*। একদিন কিছু লোক রাসূল (ছাঃ)-কে গণৎকারদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, ওরা কিছুই নয়। লোকেরা বলল, এদের কথা যে অনেক সময় সত্য হয়?। রাসূল (ছাঃ) বললেন, ওরা আকাশে ফেরেশতাদের আলোচনা থেকে কিছু কথা চুরি করে এনে দুনিয়ায় তাদের বন্ধুদের কানে ভরে দেয়। তারপর ঐ জ্যোতিষী বন্ধু তাতে শত মিথ্যা যোগ করে মানুষকে শুনায় *(বুখারী হা/৬২১৩; মুসলিম হা/৫৩৭, ২২২৮; মিশকাত হা/৪৫৯২-৯৩, ‘জ্যোতিষীর গণনা’ অনুচ্ছেদ)।-অক্টোবর’১৪, প্রশ্নোত্তর ৩/৩।*

২. গোপন শিরক বলতে কি বুঝায় এবং তা কি কি? এথেকে বাঁচার উপায় কি?

উত্তর : গোপন শিরক হ’ল রিয়া। অর্থাৎ লোক দেখানো সৎকর্ম করা। রিয়া বাহ্যিকভাবে দেখা যায় না। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, যা অন্ধকার রাতে

Contents

কালো পাথরের উপর কালো পিঁপড়ার বিচরণের চেয়েও গোপন' *(ইবনু কাছীর)*। উক্ত শিরক সাধারণতঃ নিয়ত বা সংকল্পের মধ্যে হয়ে থাকে। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) বের হয়ে আমাদের নিকটে আসলেন। এমতাবস্থায় আমরা দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। তখন রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে বললেন, আমি কি তোমাদের দাজ্জালের চেয়েও অধিক ভয়ংকর কিছুর সংবাদ দিব? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তা হ'ল, الشِّرْكُ الْخَفِىُّ 'গোপন শিরক'। কোন ব্যক্তি ছালাতে দাঁড়ালে যখন অন্য ব্যক্তি তার ছালাতের দিকে লক্ষ্য করে, তখন সে আরও সুন্দরভাবে ছালাত আদায় করে' *(আহমাদ হা/১১২৭০; ইবনু মাজাহ হা/৪২০৪; মিশকাত হা/৫৩৩৩)*। অতএব লোক দেখানো প্রত্যেকটি আমলই গোপন শিরক, যা থেকে বেঁচে থাকা আমাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।

এছাড়া কথার মাধ্যমে উক্ত শিরক হয়ে থাকে। যা ব্যক্তির অগোচরে তার নিয়তের মধ্যে ঢুকে পড়ে। যেমন ইবনু আব্বাস (রাঃ) উদাহরণ দিয়ে বলেন, যেমন কেউ বলল, আল্লাহ্র কসম এবং হে অমুক! তোমার ও আমার জীবনের কসম। অথবা বলল, যদি এই কুকুরটা না থাকত, তাহ'লে আমাদের কাছে চোর আসত। অথবা কেউ কাউকে বলল, যা আল্লাহ চান ও আপনি চান। অথবা যদি আল্লাহ না থাকতেন ও অমুক না থাকত। তিনি বলেন, তুমি তোমার কথায় 'অমুক'-কে যোগ করো না। কেননা এগুলি সবই শিরক। অন্য হাদীছে এসেছে, একদিন জনৈক ব্যক্তি এসে রাসূল (ছাঃ)-কে বলল, যদি আল্লাহ চান ও আপনি চান। উত্তরে রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'তুমি কি আমাকে আল্লাহ্র সাথে শরীক করছ? *(আহমাদ হা/২৫৬১; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৭৮৩; ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা বাক্বারাহ ২২ আয়াত)*। উছায়মীন বলেন, ব্যক্তির বিশ্বাস অনুযায়ী এগুলি বড় অথবা ছোট শিরকে পরিণত হয় *(আল-ক্বাওলুল মুফীদ ২/৩২৩)*। অতএব এগুলি থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক।

নিম্নোক্ত দো'আটি পাঠ করলে ছোট-বড় সকল প্রকার শিরক থেকে বাঁচা যায়।-اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لاَ أَعْلَمُ ('হে আল্লাহ! জেনেশুনে তোমার সাথে শিরক করা থেকে আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং অজ্ঞতাবশে শিরক করা থেকে আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি' *(আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৭১৬; ছহীহুল জামে' হা/৩৭৩১)*। -*অক্টোবর'১৪, প্রশ্নোত্তর ১০/১০।*

Contents

৩. জনৈক ব্যক্তির শরীরে তাবীয থাকায় রাসূল (ছাঃ) তার বায়'আত গ্রহণ করেননি। একথা কি ঠিক?

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি ছহীহ। উক্ববা বিন 'আমের (রাঃ) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খিদমতে একদল লোক আসল। অতঃপর তিনি দলটির ৯ জনের বায়'আত নিলেন এবং একজনকে বাকী রাখলেন। তারা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি ৯ জনকে বায়'আত করালেন আর একজনকে ছেড়ে দিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তার সাথে একটি তাবীয আছে। তখন লোকটি হাত ভিতরে ঢুকিয়ে তাবীয ছিঁড়ে ফেলল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার বায়'আত গ্রহণ করলেন *(আহমাদ হা/১৭৪৫৮; ছহীহাহ হা/৪৯২)*। *-অক্টোবর'১৪, প্রশ্নোত্তর ১৬/১৬।*

৪. 'একবার মাথাব্যথা হ'লে ৬ মাসের গুনাহ মাফ হয়'- এ বক্তব্যের কোন সত্যতা আছে কি?

উত্তর : এ কথা সঠিক নয়। তবে মুমিনের কোন বিপদ-আপদ, দুঃখ-বেদনা বা কোন রোগ-ব্যাধি এমনকি পায়ে কাঁটা বিদ্ধ হয়ে কষ্ট পেলেও এগুলি দ্বারা তার গুনাহ মাফ করা হয় এবং আল্লাহ তার মর্যাদা উঁচু করেন *(বুখারী হা/৫৬৪১; মুসলিম হা/২৫৭২; মিশকাত হা/১৫৩৭)*। যদি সে ছবর করে এবং আল্লাহ্র ফায়ছালার উপর খুশী থাকে *(মুসলিম হা/২৯৯৯; মিশকাত হা/৫২৯৭)*। *-নভেম্বর'১৪, প্রশ্নোত্তর ২৬/৬৬।*

৫. 'পানির অপর নাম জীবন'- কথাটি কি কুরআন-হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত?

উত্তর : পানির গুরুত্ব বুঝাতে এটা বলা হয়, জীবনদাতা হিসাবে নয়। কেননা পানি দ্বারাই সকল প্রাণীকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'আমরা পানি দ্বারা সকল প্রাণবান বস্তুকে সৃষ্টি করেছি' *(আম্বিয়া ২১/৩০)*। তিনি বলেন, 'নিশ্চয়ই ... বৃষ্টির মধ্যে, যা আসমান থেকে আল্লাহ বর্ষণ করেন, অতঃপর তার মাধ্যমে মৃত যমীনকে পুনর্জীবিত করেন ও সেখানে বিস্তৃত করেন সকল প্রকারের জীবজন্তু,...' *(বাক্বারাহ ২/১৬৪)*। অতএব পানি প্রকৃত অর্থে জীবন নয়, বরং জীবনের মাধ্যম মাত্র। যেমন ঔষধ আরোগ্যদাতা নয়, আরোগ্যের মাধ্যম। বরং আল্লাহই হ'লেন জীবনদাতা ও আরোগ্যদাতা। *-ডিসেম্বর'১৪, প্রশ্নোত্তর ৬/৮৬।*

৬. ইবাদতের শুরুতে মুখে নিয়ত পড়তে হবে, না অন্তরে সংকল্প করলেই যথেষ্ট হবে?

Contents

উত্তর : হৃদয়ে সংকল্পই যথেষ্ট হবে। মুখে পাঠ করা বিদ‘আত। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম কখনো মুখে উচ্চারণ করে নিয়ত পাঠ করেননি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘যে ব্যক্তি এমন কাজ করল, যেখানে আমাদের নির্দেশ নেই, তা প্রত্যাখ্যাত’ *(বুখারী হা/২৬৯৭; মুসলিম হা/১৭১৮; মিশকাত হা/১৪০)*। বিশিষ্ট হানাফী বিদ্বান মোল্লা আলী ক্বারী, কামাল ইবনুল হুমাম, আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী (রহঃ)ও মুখে নিয়ত পাঠ করাকে বিদ‘আত বলে আখ্যায়িত করেছেন *(মিরক্বাত শরহ মিশকাত (দিল্লী ছাপা) ১/৪০-৪১ পৃ.)*।-*ডিসেম্বর’১৪, প্রশ্নোত্তর ২৮/১০৮।*

৭. জনৈক আলেম বলেন, প্রত্যেক মানুষ ও জিনের সাথে শয়তান থাকে। এমনকি রাসূল (ছাঃ)-এর সাথেও ছিল। এ বক্তব্যের কোন সত্যতা আছে কি?

উত্তর : উক্ত বক্তব্য ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যার সঙ্গে তার একজন জিন সহচর ও একজন ফেরেশতা সহচর নিযুক্ত করা হয়নি’। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার সাথেও কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ আমার সাথেও। তবে আল্লাহ তার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করেছেন। ফলে সে আমার অনুগত হয়ে গেছে। সে আমাকে ভাল ব্যতীত (মন্দ-কাজে) পরামর্শ দেয় না’ *(মুসলিম হা/২৮১৪; মিশকাত হা/৬৭)*। -*ডিসেম্বর’১৪, প্রশ্নোত্তর ৪০/১২০।*

৮. এক শ্রেণীর মানুষ ১৮ই যিলহজ্জকে ‘ঈদে গাদীর’ হিসাবে আখ্যায়িত করে। এদিনের বিভিন্ন ফযীলত যেমন এদিনে রাসূল (ছাঃ) ছিয়াম পালন করেন, এদিন আল্লাহ ইসলামের পূর্ণতা ঘোষণা করেন ইত্যাদি বলে থাকে। এর কোন ভিত্তি আছে কি?

উত্তর : এগুলি সবই বানাওয়াট এবং ভ্রান্ত ফিরক্বা শী‘আদের অনুকরণ মাত্র। ঘটনা হ’ল এই যে, বিদায় হজ্জ থেকে ফেরার পথে বুরাইদা আসলামী (রাঃ) রাসূলে করীম (ছাঃ)-এর নিকটে আলী (রাঃ) সম্পর্কে কিছু অভিযোগ পেশ করেন। যা ইয়ামনে গণীমত বণ্টন সংক্রান্ত বিষয়ে ছিল। মূলতঃ এটা ছিল বুরাইদার বুঝের ভুল। এজন্য আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) খুম কূয়ার নিকটে যাত্রাবিরতি করে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। যেখানে তিনি নবী পরিবারের উচ্চ মর্যাদা বর্ণনা করেন। অতঃপর আলীর হাত ধরে বলেন, مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ

فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ ‘আমি যার বন্ধু, আলীও তার বন্ধু’ *(তিরমিযী হা/৩৭১৩; মিশকাত হা/৬০৮২; ছহীহাহ হা/১৭৫০; বিস্তারিত দ্রঃ সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৬৪৩ পৃ.)*। এই ভাষণটি ইতিহাসে খুম কূয়ার নিকটে ভাষণ (خطبة غدير خم) বলে পরিচিত।

দ্বিতীয়তঃ ১৮ই যিলহজ্জ ওছমান (রাঃ)-এর শাহাদত বরণের তারিখকে শী‘আরা ঈদের দিন হিসাবে ঘোষণা করে। কারণ তারা ওছমান (রাঃ)-এর খেলাফত মানত না। বরং তাকে আলী (রাঃ)-এর খেলাফত ছিনতাইকারী হিসাবে দায়ী করত। আব্বাসীয় খলীফা মুতী‘ বিন মুক্বতাদিরের সময় তাঁর কট্টর শী‘আ আমীর মুইযযুদ্দৌলা ৩৫১ হিজরীর ১৮ই যিলহজ্জ তারিখে উক্ত ঘোষণা করেন। ফলে তখন থেকে এই দিনটি শী‘আদের মধ্যে ঈদুল আযহার চাইতেও গুরুত্ব পায় *(বিস্তারিত দ্রঃ আশূরায়ে মুহাররম পৃ. ৬-৭)*। *-মে’১৫, প্রশ্নোত্তর ৩২/৩১২।*

৯. জনৈক ব্যক্তি বলেন, কোন ব্যক্তি ওয়ায মাহফিলে যাওয়ার ইচ্ছা করে সামনের পা বাড়ীয়ে পিছনের পা তোলার আগেই সকল গোনাহ মাফ হয়ে যায়। একথার কোন সত্যতা আছে কি?

উত্তর : এরূপ শব্দে হাদীছ পাওয়া যায় না। তবে নেকীর উদ্দেশ্যে পূর্ণ ইখলাছের সাথে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক কোন আলোচনা সভায় অংশগ্রহণের সংকল্প করলে তার জন্য পূর্ণ নেকী পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ তা‘আলা নেকী ও পাপ লিখেন। অতএব যে ব্যক্তি কোন নেকী করার সংকল্প করে তা বাস্তবায়ন করতে পারে না, আল্লাহ তার পূর্ণ নেকী লিখে থাকেন। আর যে ব্যক্তি তা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়, তার আমলনামায় ১০ থেকে ৭শ’র অধিক নেকী লেখা হয়’ *(বুখারী হা/৬৪৯১; মুসলিম হা/১৩১; মিশকাত হা/২৩৭৪ ‘দো‘আ সমূহ’ অধ্যায় ‘আল্লাহ্র রহমত প্রশস্ত’ অনুচ্ছেদ)*। তিনি আরো বলেন, ‘যে ব্যক্তি ইলম অর্জনের জন্য রাস্তায় বের হ’ল, আল্লাহ তাঁর জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দিবেন’ *(মুসলিম হা/২৬৯৯; মিশকাত হা/২০৪)*। তিনি বলেন, ‘যখন কোন কওম আল্লাহ্কে স্মরণ করার জন্য একত্রিত হয়ে বসে, তখন ফেরেশতাগণ তাদেরকে ঘিরে নেন, আল্লাহ্র রহমত তাদেরকে ঢেকে ফেলে এবং তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হয়। আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁর নিকটস্থ ফেরেশতাগণের সামনে তাদের প্রশংসামূলক আলোচনা করেন’ *(মুসলিম হা/২৭০০; মিশকাত হা/২২৬১)*। *-জানুয়ারী’১৫, প্রশ্নোত্তর ৭/১২৭।*

Contents

১০. কা'বাঘরের কাজ সম্পন্ন করার পর আল্লাহ তা'আলা ইব্রাহীম (আঃ)-কে অবশিষ্ট বালু ও পাথর সজোরে চারদিকে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দিলেন এবং বললেন যে, এ পাথরের টুকরা ও বালুকণা যেখানেই পড়বে, সেখানেই মসজিদ তৈরী হবে। এ ঘটনার কোন সত্যতা আছে কি?

উত্তর : এগুলি ভিত্তিহীন গল্প মাত্র।-*ফেব্রুয়ারী'১৫, প্রশ্নোত্তর ২৩/১৮৩।*

১১. ছেলেদের রাগ কমানোর জন্য অনেকে কানফুল দিয়ে থাকে। এটা শরী'আতসম্মত হবে কি?

উত্তর : ইসলামী শরী'আতে এরূপ চিকিৎসার কোন ভিত্তি নেই। বরং রাগ কমানোর চিকিৎসা হিসাবে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা যখন রেগে যাবে তখন আ'ঊযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্ব-নির রজীম পাঠ করবে' *(বুখারী হা/৬০৪৮; মুসলিম হা/২৬১০;, মিশকাত হা/২৪১৮)*। অন্যত্র তিনি বলেন, এ সময় দাঁড়িয়ে থাকলে বসে যাবে এবং বসে থাকলে শুয়ে যাবে *(আবুদাঊদ হা/৪৭৮২; আহমাদ হা/২১৩৮৬; মিশকাত হা/৫১১৪)*। উল্লেখ্য যে, ক্রোধ দমনে ওযূ করার হাদীছটি যঈফ *(আবুদাঊদ হা/৪৭৮৪; যঈফাহ হা/৫৮২)*। -*মার্চ'১৫, প্রশ্নোত্তর ১৪/২১৪।*

১২. পীরদের মুরীদ হয়ে কত মানুষ ছালাতে অভ্যস্ত হচ্ছে, পাপ কাজ ছেড়ে দিচ্ছে। অথচ এইসব পীরদের সমালোচনা করায় বহু মানুষ এদের থেকে বিমুখ হয়ে পড়ছে। অতএব পীর থেকে সাধারণ মানুষকে বিমুখ করা শরী'আতসম্মত হবে কি?

উত্তর : উক্ত বক্তব্যে কিছুটা সত্যতা থাকলেও পাশাপাশি তারা শিরক ও বিদ'আতের দিকে ধাবিত হচ্ছে। আর শিরক-বিদ'আত মানুষের সমস্ত নেক আমলকে নিষ্ফল করে দেয় *(যুমার ৩৯/৬৫)*। পীরবাদের সবচেয়ে বড় ক্ষতি এই যে, তারা মানুষকে কুরআন-হাদীছ থেকে মুখ ফিরিয়ে পীরের ধ্যানে মগ্ন রাখেন। পীরের কথিত কাশফ ও কেরামত এবং ভিত্তিহীন কল্পকাহিনীসমূহ এদের নিকট অভ্রান্ত দলীল হিসাবে গণ্য হয়। যুগে যুগে মানুষকে ধর্মের নামে পথভ্রষ্ট করেছে এই শ্রেণীর লোকেরা। অথচ কাশফ ও কারামত ইসলামী শরী'আতের কোন দলীল নয়। সুতরাং এসব ব্যক্তি ও দল থেকে মানুষকে দূরে রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা করা আবশ্যক।-*ফেব্রুয়ারী'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩২/১৯২।*

১৩. জনৈক আলেম বলেন, নমরূদ উঁচু টাওয়ারে উঠে আল্লাহ্র লক্ষ্যে তীর নিক্ষেপ করলে উপর থেকে রক্ত মাখা তীর আল্লাহ আবার ফেরত পাঠান। এ বক্তব্যের সত্যতা আছে কি?

Contents

উত্তর : ইমাম কুরতুবী (রহঃ) স্বীয় তাফসীরে সূরা ইবরাহীম ৪৬ আয়াতের ব্যাখ্যায় উক্ত ঘটনাটি সূত্রবিহীনভাবে উল্লেখ করেছেন। যা ইস্রাঈলী বর্ণনা বলেই অনুমিত হয়। তবে ফেরাঊন আল্লাহকে দেখার জন্য স্বীয় মন্ত্রী হামানকে উঁচু একটি টাওয়ার নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছিলেন *(কাছাছ ২৮/৩৮; গাফের ৪০/৩৬)*। আর ক্বিয়ামতের প্রাক্কালে ইয়াজূজ-মা'জূজ সম্প্রদায় তাদের ধারণা মতে পৃথিবীর সকল জীব হত্যা করার পর আসমানবাসীকে হত্যা করার জন্য আকাশপানে তীর ছুঁড়বে। তখন তাদের ধারণা সত্যায়নের জন্য উক্ত তীরে রক্ত মিশিয়ে ফেরত পাঠানো হবে। এতে তারা মনে করবে যে, তারা আসমানবাসীদের হত্যা করে ফেলেছে *(ইবনু মাজাহ হা/৪০৭৯; ছহীহাহ হা/১৭৯৩)*। *-জুলাই'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩৫/৩৯৫।*

১৪. জনৈক মুফতী লিখেছেন, পৃথিবীতে কোটি কোটি মুসলমানের মধ্যে সামান্য কিছু লোক ছাড়া সবাই কোন না কোন মাযহাবের অনুসারী। আর মুসলমানদের সম্মিলিত দলের উপর আল্লাহ্র হাত রয়েছে। এর বাইরের সকলেই জাহান্নামী। একথার সত্যতা আছে কি?

উত্তর : জামা'আতের উপর আল্লাহ্র হাত থাকে *(ছহীহুল জামে' হা/১৮৪৮, ৮০৬৫)*। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। তন্মধ্যে ৭২টি দল জাহান্নামে যাবে। মাত্র একটি দল জান্নাতে যাবে। সেটি হ'ল জামা'আত' *(আহমাদ হা/১৬৯৭৯; আবুদাঊদ হা/৪৫৯৭; ছহীহ তিরমিযী, সনদ ছহীহ, তাহকীক মিশকাত হা/১৭২ 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ পৃ. ৩০)*। জামা'আতের অর্থ অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, যার উপরে আমি ও আমার ছাহাবীগণ আছি' *(তিরমিযী হা/২৬৪১; মিশকাত হা/১৭১)*। আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, 'হক-এর অনুসারী দলই জামা'আত। যদিও তুমি একাকী হও' *(ইবনু আসাকির, তারীখ দেমাশক্ব ১৩/৩২২ পৃ.; সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৭৩-এর টীকা নং (৫)*। আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারককে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হ'লে, তিনি বলেন, আবুবকর ও ওমর (রাঃ) হ'লেন জামা'আত *(মিশকাত ১/৬১ পৃ. টীকা-৫)*। উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত অনুসারীগণই প্রকৃত অর্থে জামা'আত। আর তারা হ'লেন ছাহাবায়ে কেরাম, সালাফে ছালেহীন ও তাদের সনিষ্ঠ অনুসারী যুগে যুগে আহলুল হাদীছগণ *(তিরমিযী হা/২১৯২; মিশকাত হা/৬২৮৩)*। *-জুলাই'১৫, প্রশ্নোত্তর ২১/৩৮১।*

Contents

হালাল-হারাম

১. আমাদের এলাকায় প্রতিযোগিতামূলক খেলা হয়, যেখানে সকল দলের নিকট থেকে ১০০ টাকা করে চাঁদা নিয়ে তা দিয়ে আয়োজনের খরচ ও পুরস্কার ক্রয় করা হয়। এরূপ আয়োজনে অংশগ্রহণ করা জায়েয হবে কি?

উত্তর : এটাতে কোন দোষ নেই। স্রেফ স্বাস্থ্যরক্ষা ও বিনোদনের জন্য জুয়ামুক্ত ও অপচয়মুক্ত খেলাধূলার আয়োজনে ও তাতে অংশগ্রহণে শরী‘আতে কোন বাধা নেই। কিন্তু কোন খেলা যদি সাময়িক শরীর চর্চার বদলে কেবল সময়ের অপচয়, স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এবং ঐ ব্যক্তি যদি দ্বীন থেকে গাফেল হয় বা দায়িত্ব পালন থেকে বিস্মৃত হয় কিংবা তাতে জুয়া মিশ্রিত হয়, তখন ঐ খেলা হারামে পরিণত হয়। যেমন একদিন দু’জন আনছার ছাহাবী তীর নিক্ষেপ প্রতিযোগিতা করছিলেন। হঠাৎ একজন বসে পড়লেন। তখন অপরজন বিস্মিত হয়ে বললেন, কি ব্যাপার। কষ্ট হয়ে গেল নাকি? জবাবে তিনি বললেন, ‘না। আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, প্রত্যেক বস্তু যা আল্লাহ্র স্মরণকে ভুলিয়ে দেয়, সেটাই অনর্থক কাজ (لَهْو) ... *(নাসাঈ, ছহীহাহ হা/৩১৫)*। এতে বুঝা যায় যে, বৈধ খেলাও যদি আল্লাহ্র স্মরণকে ভুলিয়ে দেয়, তবে সেটাও নাজায়েয হবে। ইমাম বুখারী (রহঃ) অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন, ‘প্রত্যেক খেলাধূলা (لَهْو) বাতিল, যদি তা আল্লাহ্র আনুগত্য থেকে উদাসীন করে দেয়’ *(ফাৎহুল বারী ‘অনুমতি গ্রহণ’ অধ্যায় ৭৯, অনুচ্ছেদ ৫২; ১১/৯৪ পৃ.)*।*-অক্টোবর’১৪, প্রশ্নোত্তর ৯/৯।*

২. শুটকি মাছ খাওয়া কি জায়েয? যদি জায়েয হয় তবে হিদলের শুটকি খাওয়া যাবে কি?

উত্তর : জীবিত বা মৃত যেকোন মাছ খাওয়ার ব্যাপারে শরী‘আত অনুমতি দিয়েছে। পদ্ধতিগতভাবে যদি তা কেউ রান্না করে খায় বা শুটকি বানিয়ে খায়, তাতে কোন বাধা নেই। আল্লাহ বলেন, ‘সমুদ্রের শিকার তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে’ *(মায়েদা ৯৬)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, সমুদ্রের পানি পবিত্র এবং এর মৃত হালাল *(আবুদাঊদ হা/৮৩; তিরমিযী হা/৬৯; মিশকাত*

Contents

হা/৪৭৯)। হিদল বা চ্যাপা শুটকি মূলতঃ পুটি, টাকি, টেংরা ইত্যাদি মাছ থেকে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় তৈরী এক ধরনের দেশী খাবার। সুতরাং তা খাওয়ায় বাধা নেই।*-অক্টোবর'১৪, প্রশ্নোত্তর ২৫/২৫।*

৩. সরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করায় বিভিন্ন বিদ'আতী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে হয়। এক্ষেত্রে করণীয় কি?

উত্তর : বিদ'আতী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা, তাকে মেনে নেওয়া বা সহযোগিতা করার শামিল। অথচ আল্লাহ বলেন, 'তোমরা নেকী ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর, অন্যায় ও পাপের কাজে সহযোগিতা করো না' *(মায়েদাহ ৫/২)*। সুতরাং এথেকে দূরে থাকতে হবে। বাধ্যগত কারণে অংশগ্রহণ করলে অবশ্যই হৃদয়ে ঘৃণা পোষণ করতে হবে। তবে সেটা হবে দুর্বলতম ঈমান *(মুসলিম হা/৪৯; মিশকাত হা/৫১৩৭ 'শিষ্টাচার সমূহ' অধ্যায়)*। *-নভেম্বর'১৪, প্রশ্নোত্তর ১৬/৫৬।*

৪. বাঘ বা এরূপ কোন হিংস্র প্রাণীর চামড়ার তৈরী জ্যাকেট ব্যবহার করা যাবে কি?

উত্তর : এরূপ পোষাক ব্যবহার করা যাবে না। মিক্বদাম (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) হিংস্র জন্তুর চামড়া পরতে এবং তার উপর বসতে নিষেধ করেছেন *(আবুদাঊদ হা/৪১৩১, মিশকাত হা/৫০৫)*। রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন 'তোমরা রেশমী কাপড় এবং বাঘের চামড়ার তৈরী গদির উপর সওয়ার হয়ো না *(আবুদাঊদ হা/৪১২৯; মিশকাত হা/৪৩৫৭, সনদ ছহীহ)*। অতএব সকল প্রকার হিংস্র প্রাণীর চামড়া পোষাক বা বসার স্থান হিসাবে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ।-*জানুয়ারী'১৫, প্রশ্নোত্তর ১৯/১৩৯।*

৫. গরু বা অন্য কোন পশুকে কৃত্রিমভাবে প্রজনন করা এবং এর বিনিময় গ্রহণ করায় কোন বাধা আছে কি?

উত্তর : পশুর ক্ষেত্রে প্রজনন বৃদ্ধির জন্য যে কোন পদ্ধতি গ্রহণ করা যায়। কারণ শরী'আতের বিধান পশুর উপরে প্রযোজ্য নয়। তা কেবল জিন ও ইনসানের প্রতি প্রযোজ্য *(যারিয়াত ৫১/৫৬; মায়েদাহ ৫/৩)*। অতএব কৃত্রিমভাবে প্রজনন করা জায়েয। আর এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ ব্যক্তি হিসাবে কাজের বিনিময় গ্রহণেও কোন বাধা নেই।*-ফেব্রুয়ারী'১৫, প্রশ্নোত্তর ৪/১৬৪।*

Contents

৬. সন্তান জন্মদানের সময় মা মারা যাওয়ায় উক্ত সন্তানের সহোদর বড় বোন ব্যতীত দুগ্ধ দানের কেউ নেই। এমতাবস্থায় বোনের দুগ্ধদান জায়েয হবে কি?

উত্তর : এরূপ বাধ্যগত অবস্থায় বোনের দুধ পান করানোয় কোন বাধা নেই। সেক্ষেত্রে উক্ত সন্তান ও বড় বোনের সন্তানদের মধ্যে বিবাহের কোন সুযোগ থাকবে না। এছাড়া শিশুটি মেয়ে হ'লে এবং বড় বোন মারা গেলে বা তার সাথে তার স্বামীর বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটলে উক্ত স্বামী দুধ পিতা হওয়ার কারণে উক্ত মেয়েকে বিবাহ করতে পারবে না *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২১/১০৬, ফাৎওয়া নং ১৯৩২৯; বুখারী হা/২৬৪৫)*। তাই বোনকে বাদ দিয়ে অন্য কোন মহিলাকে মজুরীর বিনিময়ে হ'লেও একাজে নিয়োগ করা উচিৎ।-*ফেব্রুয়ারী'১৫, প্রশ্নোত্তর ২৭/১৮৭।*

৭. গল্প-উপন্যাস লেখার ক্ষেত্রে শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

উত্তর : গল্প-উপন্যাস যদি ইসলামী আক্বীদা বিরোধী না হয় এবং চরিত্র গঠন ও শিক্ষামূলক হয়, তবে তা লেখা যাবে। যেমন প্রয়োজনে শিক্ষামূলক কবিতা পড়া যায়। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা কবিতা সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, 'এগুলি কিছু বাক্য মাত্র। অতএব এর ভালটি ভাল এবং মন্দটি মন্দ' *(দারাকুৎনী হা/৪৩৫১; মিশকাত হা/৪৮০৭ 'শিষ্টাচারসমূহ' অধ্যায় 'বক্তৃতা ও কবিতা' অনুচ্ছেদ; ছহীহাহ হা/৪৪৭)*। তবে তা যদি নিছক খেল-তামাশা ও লোকদের হাসানোর উদ্দেশ্যে লেখা হয়, তবে জায়েয হবে না *(উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ-দারব ১/৩৩৫)*। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'দুর্ভোগ ঐ ব্যক্তির জন্য যে কথা বলার সময় মিথ্যা বলে, যাতে লোকেরা হাসে' *(আবুদাঊদ হা/৪৯৯০; দারেমী হা/২৭০২; মিশকাত হা/৪৮৩৪; ছহীহুল জামে' হা/৭১৩৬)*। *-মার্চ'১৫, প্রশ্নোত্তর ৮/২০৮।*

৮. রাসূল (ছাঃ) নুপুরের আওয়াযকে ঘণ্টা-ধ্বনির সাথে তুলনা করে তাকে ফেরেশতা প্রবেশ না করার কারণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। এক্ষণে মোবাইলের রিংটোন কি এর অন্তর্ভুক্ত হবে?

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ফেরেশতাগণ সে দলের সঙ্গী হন না যে দলে কুকুর ও ঘণ্টাধনি থাকে' *(মুসলিম হা/২১১৩; মিশকাত হা/৩৮৯৪)*। তিনি বলেন, ঘণ্টাধ্বনি মূলতঃ শয়তানের স্বরধ্বনি *(মুসলিম হা/২১১৪; মিশকাত হা/৩৮৯৫)*।

Contents

অতএব মোবাইলে ঘণ্টা-ধ্বনির মত রিংটোন ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে।-*সেপ্টেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩৭/৪৭৭।*

৯. গ্রাম্য ডাক্তার হিসাবে অনেক মহিলা গর্ভস্থ ভ্রূণ নষ্টের জন্য আমার কাছে আসে। এক্ষণে এ অপারেশন করা জায়েয হবে কি?

উত্তর: জায়েয হবে না। কারণ গর্ভপাত ঘটনো অর্থই সন্তান হত্যা করা। যা শরী'আতে হারাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আল্লাহ যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন তাকে তোমরা হত্যা করো না' *(আন'আম ৬/১৫১)*। তিনি বলেন, 'তোমরা নিজেদের সন্তানদেরকে দারিদ্র্যের কারণে হত্যা করো না। আমি তাদেরকে ও তোমাদেরকে রিযিক দান করে থাকি' *(আন'আম ৬/১৫১)*। তবে অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শের আলোকে যদি মায়ের জীবনের হুমকি থাকে, তাহ'লেই কেবল গর্ভস্থিত ভ্রূণ ফেলে দেয়া জায়েয হবে, নইলে নয়।-*সেপ্টেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩৮/৪৭৮।*

১০. শ্বশুরবাড়ীর সকলেই বিড়ি তৈরীর ব্যবসা করে। এক্ষণে তাদের বাড়ীতে খাওয়া-দাওয়া, উঠা-বসা জায়েয হবে কি?

উত্তর : এর জন্য পাপের বোঝা শ্বশুরবাড়ীর লোকদের উপর বর্তাবে। আল্লাহ বলেন, একজনের পাপের বোঝা অন্যে বহন করবে না *(নাজম ৫৩/৩৮)*। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, তার নিকটে জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, আমার একজন প্রতিবেশী আছে যে সূদ খায় এবং সর্বদা আমাকে তার বাড়ীতে খাওয়ার জন্য দাওয়াত দেয়। এক্ষণে আমি তার দাওয়াত কবুল করব কি? জওয়াবে তিনি বললেন, مَهْنَأُهُ لَكَ وَإِثْمُهُ عَلَيْهِ 'তোমার জন্য এটি বিনা কষ্টের অর্জন এবং এর গোনাহ তার উপরে' *(মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/১৪৬৭৫, ইমাম আহমাদ আছারটি 'ছহীহ' বলেছেন, জামে'উল উলূম ওয়াল হিকাম পৃ. ২০১)*। এক্ষণে আপনার দায়িত্ব হবে শ্বশুরবাড়ীর লোকদের হালাল রূযীর দিকে ফিরিয়ে আনার জন্য সাধ্যপক্ষে চেষ্টা করা। আপনার চেষ্টা সফল হ'লে তাদের নেকীর সমপরিমাণ নেকী আপনি পাবেন। আর সফল না হ'লেও আপনি দাওয়াতের পূর্ণ নেকী পেয়ে যাবেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি কাউকে কল্যাণের পথ দেখায়, সে ঐ কর্মীর ন্যায় ছওয়াব পায়' *(মুসলিম হা/১৮৯৩; মিশকাত হা/২০৯)*। -*মার্চ'১৫, প্রশ্নোত্তর ১১/২১১।*

Contents

১১. অনেক আলেমকে দেখা যায় শরী'আতের মাসআলাগত বিষয়ে বিরোধী পক্ষের প্রতি মোটা অংকের অর্থের চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন। এরূপ চ্যালেঞ্জ প্রদান ও গ্রহণ কতটুকু শরী'আতসম্মত?

উত্তর : এগুলি নিতান্তই নীতি-বহির্ভূত কাজ। শরী'আতের বিষয়বস্তুসমূহ নিয়ে এরূপ করা খেল-তামাশার শামিল। যা আখেরাতে চরম শাস্তিযোগ্য অপরাধ *(লোকমান ৩১/৬)*। বরং এভাবে টাকার চ্যালেঞ্জ দেওয়া জুয়ার পর্যায়ভুক্ত কাজ, যা হারাম *(মায়েদাহ ৫/৯০)*। অতএব এসব থেকে দূরে থাকা আবশ্যক। এক্ষেত্রে শরী'আতসম্মত পন্থা হ'ল আন্তরিকতার সাথে সংশোধনের উদ্দেশ্যে একে অপরের ভুল ধরিয়ে দেওয়া এবং নিজেকে সংশোধন করা। আল্লাহ বলেন, 'তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর প্রজ্ঞা ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে এবং তাদের সাথে বিতর্ক কর সুন্দর পন্থায়। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক ভালভাবেই জানেন কে তার পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনি ভালভাবেই জানেন কে সুপথপ্রাপ্ত হয়েছে' *(নাহল ১৬/১২৫)*। *-মে'১৫, প্রশ্নোত্তর ৬/২৮৬।*

১২. দাড়ির সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য অনেকে দাড়ি ছেটে সুন্দর করার চেষ্টা করেন এবং দলীল পেশ করে বলেন, আল্লাহ সৌন্দর্যকে পসন্দ করেন। সঊদী আরবের ওলামায়ে কেরামও নাকি এ ব্যাপারে একমত। এক্ষণে এটা জায়েয হবে কি?

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা মুশরিকদের বিরোধিতা কর এবং দাড়িকে নিজের অবস্থায় ছেড়ে দাও। আর গোঁফ ছোট কর *(বুখারী হা/৫৮৯২; মুসলিম হা২৫৯; মিশকাত হা/৪৪২১)*। দাড়ি ছাড়ার ব্যাপারে হাদীছে পাঁচ ধরনের শব্দ এসেছে। যেমন- (أَعْفُوا ,أَوْفِرُوا وَأَوْفُوا وَأَرْخُوا ,وَوَفِّرُوا) আ'ফূ, আওফিরূ, আওফূ, আরখূ, ওয়াফ্ফিরূ। এই শব্দগুলো একই মর্ম বহন করে। আর তা হ'ল, দাড়িকে তার নিজ অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া। দাড়ি কাটা বা ছাঁটার পক্ষে ছহীহ কোন দলীল নেই; বরং এটি রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শের পরিপন্থী। উল্লেখ্য যে, দাড়ি ছাঁটার পক্ষে তিরমিযীতে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা জাল *(তিরমিযী হা/২৭৬২; মিশকাত হা/৪৪৩৯; সিলসিলা যঈফাহ হা/২৮৮)*।

Contents

সঊদী আরবের সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদ এ ব্যাপারে বলেন যে, দাড়ি মুণ্ডন বা দাড়ির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ হ'তে কিছু কেটে নেওয়া বৈধ নয়। এটা রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত বিরোধী কাজ *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৫/১৩৭)*। শায়খ উছায়মীন (রহঃ) বলেন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণ করতে চায়, তারা যেন অবশ্যই দাড়ির কোন অংশ না কাটে। কেননা শেষনবী (ছাঃ) এবং তার পূর্বের কোন নবী দাড়ি কাট-ছাঁট করতেন না *(উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১১/৮২)*। শায়খ বিন বায (রহঃ) বলেন, দাড়িকে তার নিজ অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া ওয়াজিব *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১০/৯৬-৯৭)*। অতএব সৌন্দর্যের দোহাই দিয়ে দাড়ি কাট-ছাঁট করার কোন সুযোগ নেই। *-মার্চ'১৫ প্রশ্নোত্তর ১৫/২১৫।*

১৩. বিদেশে অমুসলিমদের যবেহকৃত পশুর গোশত খাওয়া জায়েয হবে কি?

উত্তর : দেশে হৌক আর বিদেশে হৌক অমুসলিমদের যবেহকৃত পশুর গোশত খাওয়া হালাল নয়। কেননা তা হালাল হওয়ার শর্ত হ'ল, 'বিসমিল্লাহ' বলে যবেহ করা *(আন'আম ৬/১২১)*। তবে আহলে কিতাবদের (ইহূদী এবং খ্রিষ্টানদের) যবেহ করা পশু খাওয়া জায়েয *(মায়েদাহ ৫/৫)*। শর্ত হ'ল যদি তারা আল্লাহ্র নামে যবেহ করে *(বাক্বারাহ ২/১৭৩; আন'আম ৬/১২১)*। আর যদি এমন দেশে বসবাস করা হয়, যে দেশে মুসলিম ও আহলে কিতাব একত্রে বসবাস করে এবং যবহের সময় 'বিসমিল্লাহ' বলেছে কি-না সে ব্যাপারে নিশ্চিত না হওয়া যায়, সেক্ষেত্রে 'বিসমিল্লাহ' বলে খাওয়া যেতে পারে *(বুখারী হা/৭৩৯৮; আবুদাঊদ হা/২৮২৯; মিশকাত হা/৪০৬৯)*। তবে সন্দেহ থেকে দূরে থাকার জন্য তা বর্জন করাই উত্তম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, হালাল স্পষ্ট, হারামও স্পষ্ট। এর মধ্যবর্তী বিষয়সমূহ অস্পষ্ট, যা অনেক মানুষ জানে না। অতএব যে ব্যক্তি সন্দিগ্ধ বস্তুসমূহ থেকে বেঁচে থাকল, সে ব্যক্তি তার দ্বীন ও সম্মানকে পবিত্র রাখলো। আর যে ব্যক্তি সন্দিগ্ধ কাজে লিপ্ত হ'ল, সে হারামে পতিত হ'ল *(বুখারী হা/২০৫১; মুসলিম হা/১৫৯৯; মিশকাত হা/২৭৬২)*। তিনি স্পষ্টভাবে বলেন, 'তুমি সন্দেহযুক্ত বিষয় থেকে নিঃসন্দেহের দিকে ধাবিত হও' *(তিরমিযী হা/২৫১৮; নাসাঈ হা/৫৭১১; মিশকাত হা/২৭৭৩; ছহীহুল জামে' হা/৩৩৭৮)*। *-মার্চ'১৫, প্রশ্নোত্তর ২৬/২২৬।*

১৪. সোনা বা চাঁদির পাত্রে পানাহার করায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

Contents

উত্তর : সোনার বা চাঁদির পাত্রে পানাহার করা হারাম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা সোনা বা রূপার পাত্রে পানাহার করো না। কেননা দুনিয়াতে এগুলি কাফেরদের জন্য এবং আখেরাতে এগুলি তোমাদের জন্য *(বুখারী হা/৫৬৩২; মুসলিম হা/২০৬৭; মিশকাত হা/৪২৭২)*। তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি সোনা বা রূপার পাত্রে খাবে বা পান করবে, জাহান্নামের আগুন তার পেট ছিন্নভিন্ন করবে' *(বুখারী হা/৫৬৩৪; মুসলিম হা/২০৬৫; মিশকাত হা/৪২৭১)*। *-মার্চ'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩৮/২৩৮।*

১৫. খেলাধুলার সামগ্রী যেমন ব্যাট, ফুটবল, লাটিম ইত্যাদি বিক্রয়ের দোকান করায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

উত্তর : নির্দোষ বিনোদন ও খেলাধুলার জন্য এসবের ব্যবহার ও ক্রয়-বিক্রয়ে কোন বাধা নেই। যদিও ব্যবহারকারীর মন্দ ব্যবহারের জন্য কখনো কখনো এসব খেলা হারামের পর্যায়ে চলে যায়। তবে তার জন্য ব্যবহারকারী দায়ী হবে, উক্ত সামগ্রী নয়। তবে খেলার সামগ্রী মনে করে প্রাণীর পুতুল, গলাকাটা বা আবক্ষ মানুষের মূর্তি প্রভৃতি বিক্রি করা যাবে না। কারণ প্রাণীর মূর্তি হারাম। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা সৎকর্ম ও আল্লাহভীতির কাজে পরস্পরকে সাহায্য কর এবং পাপ ও সীমা লংঘনের কাজে একে অপরকে সাহায্য করো না। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর শাস্তি দানকারী' *(মায়েদাহ ৫/২)*। *-এপ্রিল'১৫, প্রশ্নোত্তর ৬/২৪৬।*

১৬. বিভিন্ন সভা-সম্মেলনের শুরুতে কুরআন তেলাওয়াত করা কি বিদ'আত? রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে এরূপভাবে যেকোন অনুষ্ঠান শুরু হ'ত বলে প্রমাণ পাওয়া যায় কি?

উত্তর : কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে কোন সভা-সম্মেলন শুরু করায় কোন বাধা নেই। তবে সর্বপ্রথম হামদ ও ছানা পাঠ করতে হবে *(আহমাদ হা/১৫২৬; ছহীহাহ হা/১৬৯)*।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسُوا كَانَ حَدِيثُهُمْ يَعْنِي الْفِقْهَ إِلاَّ أَنْ يَقْرَأَ رَجُلٌ سُورَةً أَوْ يَأْمُرَ رَجُلاً بِقِرَاءَةِ سُورَةٍ– 'ছাহাবায়ে কেরাম যখন কোন আলোচনা তথা ফিক্বহী আলোচনার মজলিসে বসতেন, তখন তাদের মধ্যে একজন কোন সূরা পাঠ করতেন

Contents

অথবা একজনকে কুরআনের কোন একটি সূরা পাঠ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হ'ত *(হাকেম হা/৩২২; সনদ ছহীহ, বায়হাক্বী, আল-মাদখাল হা/৩১৩; ইবনু সা'দ ২/৩৭৪)*।

খতীব বাগদাদী, ইবনুছ ছালাহ, ইবনু কাছীর, ইমাম নববী, সুয়ূত্বী সহ অনেক ওলামায়ে সালাফ যেকোন মজলিস শুরুর পূর্বে হামদ ও ছানাসহ কুরআন তেলাওয়াতকে মুস্তাহাব বলেছেন *(খতীব বাগদাদী, আল-জামে' ২/৬৮; মুক্বাদ্দামা ইবনুছ ছলাহ ২২৪ পৃ.; ইবনু কাছীর, আল-বা'এছুল হাছীছ ১৫৩ পৃ., সুয়ূত্বী তাদরীবুর রাবী ২/৫৭৩)*।

শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, কুরআনের কিছু অংশ তেলাওয়াত করার মাধ্যমে মজলিস শুরু করার বিষয়টি সালাফে ছালেহীনের আমল দ্বারা প্রমাণিত *(আলবানী, সিলসিলাতুল হুদা ওয়ান নূর, অডিও ক্লিপ নং ৪০২)*।

কোন কোন আলেম এভাবে তেলাওয়াত করার বিষয়টি দলীল বিহীন আখ্যায়িত করেছেন *(ওছায়মীন, আল-বিদঊ ওয়াল মুহদাছাত ৫৪০ পৃ.)*। কেউ কেউ এটাকে বিদ'আত বলে ১৩৪২ হিজরীর পূর্বে এর অস্তিত্ব ছিল না বলেছেন *(শায়খ বকর আবু যায়েদ, তাছহীহুদ দো'আ ৯৮ পৃ., ফাতাওয়া আব্দুর রাযযাক আফীফী ২২১ পৃ.)*। যা আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণিত উপরোক্ত আছারটি দ্বারা ভুল প্রমাণিত হয়।*-এপ্রিল'১৫, প্রশ্নোত্তর ৮/২৪৮।*

১৭. অন্যের গাছের নীচে পড়ে থাকা ফল অনুমতি না নিয়ে কুড়িয়ে খাওয়া যাবে কি?

উত্তর ঃ অনুমতি নিয়ে খাওয়া যাবে। অনুমতি দেওয়ার মতো কাউকে না পেলে, ক্ষুধা নিবৃত্ত হওয়া পর্যন্ত উক্ত ফল খাওয়া যাবে। কিন্তু বহন করে নিয়ে যাওয়া যাবে না। সামুরা বিন জুনদুব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, তোমাদের কেউ যখন কোন ছাগপালের নিকট আসবে (তখন দুধ পানের উদ্দেশ্যে) তার মনিবের অনুমতি নিবে। যদি সেখানে কেউ না থাকে, তাহ'লে তিনবার আওয়ায দিবে। অতঃপর উত্তর পেলে তার নিকট থেকে অনুমতি নিবে। আর যদি কেউ উত্তর না দেয়, তাহ'লে দুধ দোহন করবে ও পান করবে। কিন্তু বহন করে নিয়ে যাবে না' *(আবুদাঊদ হা/২৬১৯; মিশকাত হা/২৯৫৩)*। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, ক্ষুধার্ত ব্যক্তি ক্ষুধা নিবারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু খেতে পারবে।*-এপ্রিল'১৫, প্রশ্নোত্তর ১৭/২৫৭।*

Contents

১৮. ত্বক ফর্সা করার জন্য ছেলেরা বিভিন্ন ধরনের স্নো, ক্রীম ইত্যাদি প্রসাধনী ব্যবহার করতে পারবে কি?

উত্তর : মানুষের ত্বক আল্লাহ্র সৃষ্টি এবং প্রকৃতিগত বিষয়, যা ফর্সা বা কালো করার ক্ষমতা মানুষের নেই। এ বিষয়ে যেসব প্রচারণা চালানো হয় সেগুলো পুঁজিবাদী ব্যবসায়ীদের অপপ্রচার মাত্র। এগুলো করতে গিয়ে অনেকে ত্বকের নানা রোগের শিকার হয়। এমনকি এর ফলে ত্বকের ক্যানসারও হ'তে পারে। তবে দেহকে সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ সুন্দর। তিনি সৌন্দর্যকে পসন্দ করেন' *(মুসলিম হা/৯১; মিশকাত হা/৫১০৮ 'ক্রোধ ও গর্ব' অনুচ্ছেদ)।-এপ্রিল'১৫, প্রশ্নোত্তর ২১/২৬১।*

১৯. খাঁচায় আটকে রেখে পাখি পোষায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

উত্তর : খাঁচায় আটকে রেখে পাখি পালনে শরী'আতে কোন বাধা নেই। তবে অবশ্যই পাখির আহার প্রদানসহ যথাযথ যত্ন নিতে হবে। আনাস (রাঃ)-এর ছোট ভাই আবু উমায়ের বুলবুলি পাখি পুষতেন এবং তার সাথে খেলা করতেন। একদা পাখিটি মারা গেলে রাসূল (ছাঃ) মজা করে বলেছিলেন, হে আবু উমায়ের! তোমার ছোট বুলবুলিটির কি হ'ল?' *(বুখারী হা/৬১২৯; মুসলিম হা/২১৫০; মিশকাত হা/৪৮৮৪)*। আর যথাযথভাবে খাদ্য প্রদান ও যত্ন না নিতে পারলে জায়েয হবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, এক মহিলা একটি বিড়ালকে বেঁধে রেখে খেতে না দেওয়ায় মারা যায়। ফলে মহিলাটিকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয় *(বুখারী হা/৩৩১৮; মুসলিম হা/২৬১৯; মিশকাত হা/৫৩৪১)*। -*ফেব্রুয়ারী'১৫, প্রশ্নোত্তর ২/১৬২।*

২০. আমাদের দেশে সাধারণত সেশন জটের কারণে স্নাতক পাশ করতে ২-৩ বছর লস হয়। সেকারণ এসএসসি পরীক্ষার সময় শিক্ষার্থীরা বয়স কমিয়ে দেয়। এরূপ কাজ শরী'আতসম্মত হবে কি?

উত্তর : এরূপ কাজ শরী'আত সম্মত হবে না। কারণ এটি প্রতারণা এবং মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত, যা নিঃসন্দেহে হারাম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি প্রতারণা করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয় *(মুসলিম হা/১০১; মিশকাত হা/৩৫২০)*। এক্ষণে এরূপ কাজ করে থাকলে এবং তা পরিবর্তন করা সম্ভব না হ'লে এজন্য আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা চাইতে হবে।-*মে'১৫, প্রশ্নোত্তর ১৬/২৯৬।*

Contents

২১. মেহেদী পাতা ব্যতীত চুল-দাড়িতে লাল কলপ বা বগলী ব্যবহার করায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

উত্তর : চুল ও দাড়ি সাদা হয়ে গেলে মেহেদী বা অন্য কোন রং দিয়ে তা পরিবর্তন করা যাবে। তবে কালো রং ব্যবহার করা নিষিদ্ধ *(মুসলিম হা/২১০২; মিশকাত হা/৪৪২৪)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, শেষ যামানায় কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে, যারা কবুতরের বুকের পশমের ন্যায় কালো কলপ দিয়ে চুল-দাড়ি কালো করবে। এরা জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না' *(আবুদাঊদ হা/৪২১২; নাসাঈ হা/৫০৭৫; মিশকাত হা/৪৪৫২)*। এজন্য উত্তম রং হ'ল মেহেদী *(তিরমিযী হা/১৭৫৩; আবুদাঊদ হা/৪২০৫; মিশকাত হা/৪৪৫১)*। উল্লেখ্য, স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করা এবং শত্রুর হৃদয়ে ভীতি সঞ্চার করার জন্য কালো খেযাব ব্যবহার করা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছটি 'মুনকার' বা 'যঈফ' *(ইবনু মাজাহ হা/৩৬২৫; সিলসিলা যঈফাহ হা/২৯৭২)*। *-জুন'১৫, প্রশ্নোত্তর ৬/৩২৬।*

২২. নিয়োগ পরীক্ষায় ১ম হওয়া সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য অনুদান না দিলে চাকুরী হবে না। এক্ষেত্রে আমার করণীয় কি?

উত্তর : অন্যের হক নষ্ট করে নিজে তা নেওয়ার জন্য ঘুষ দিলে সেটা হবে মহাপাপ। সেক্ষেত্রে ঘুষ দাতা এবং ঘুষ গ্রহীতা উভয়েই কঠিন গুনাহের ভাগিদার হবে। রাসূল (ছাঃ) ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহীতার উপর লা'নত করেছেন *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩৭৫৩)*।

পক্ষান্তরে মযলূম ব্যক্তি যুলুম প্রতিরোধের জন্য বাধ্যগত অবস্থায় এটা করলে, সেটা তার জন্য 'মুবাহ' হবে। কিন্তু ঘুষ গ্রহীতার জন্য তা হারাম হবে। এক্ষেত্রে ঘুষগ্রহীতাই পাপের বোঝা বহন করবে। ইবনু হাযম (রহঃ) বলেন, যাকে তার হক থেকে বঞ্চিত করা হয়, তার জন্য যুলুম প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে অর্থ প্রদান করা 'মুবাহ'। তবে এক্ষেত্রে গ্রহণকারী হবে মহাপাপী *(মুহাল্লা ৮/১১৮ মাসআলা নং ১৬৩৮)*। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, গ্রহণকারীর জন্য এটি হারাম এবং দাতার জন্য যুলুম প্রতিরোধের স্বার্থে জায়েয' (*মাজমূ' ফাতাওয়া ৩১/২৮৬)*। তবে যতদূর সম্ভব এ ব্যতীত অন্য কোন বৈধ উপায় অবলম্বন করা তাক্বওয়াশীল মুমিনের জন্য কর্তব্য। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর' *(তাগাবুন ৬৪/১৬)*।

উল্লেখ্য যে, চাকুরীর লোভ দেখিয়ে প্রার্থীর নিকট থেকে প্রতিষ্ঠানের জন্য 'ডোনেশন' আদায় করা ঘুষ আদায় করার শামিল। তাছাড়া বর্তমানে নিয়োগ

Contents

পরীক্ষায় ১ম হওয়া না হওয়া আর্থিক লেনদেন বা প্রভাবশালীদের চাপ সৃষ্টির উপরে অনেকটাই নির্ভরশীল। অতএব উভয় পক্ষকে সাধ্যমত তাক্বওয়া অবলম্বন করতে হবে। নইলে উভয়ে পাপী হবেন।*-জুন'১৫, প্রশ্নোত্তর ১৬/৩৩৬।*

২৩. সরকারী খাস জমিতে আম গাছ লাগিয়ে তার ফল খাওয়া বা বিক্রয় করে উপকৃত হওয়া যাবে কি?

উত্তর : সরকারী খাস জমি অবহেলায় অনাবাদী হয়ে পড়ে থাকলে তাতে গাছ বা ফসল লাগিয়ে উপকৃত হওয়ায় কোন বাধা নেই। এক্ষেত্রে প্রথমে যিনি শুরু করবেন, তিনিই এর হকদার হবেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি এমন কোন জমি আবাদ করে, যার কোন মালিকানা নেই। সেই হবে তার অধিক হকদার *(বুখারী হা/২৩৩৫; মিশকাত হা/২৯৯১)*। তবে সরকার বাধা দিলে বা কোন কাজে লাগাতে চাইলে তা ফেরত দিতে হবে।*-জুন'১৫, প্রশ্নোত্তর ২০/৩৪০।*

২৪. অনেক বক্তা গানের সূরে ওয়ায করে থাকেন। এটা কি জায়েয?

উত্তর : গানের সূরে বক্তব্য দেয়া ঠিক নয়। বক্তব্যের উদ্দেশ্য হবে মানুষকে জান্নাতের পথ প্রদর্শন করা ও জাহান্নাম থেকে ভয় দেখানো। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা মানুষকে ডাক তোমাদের প্রভুর রাস্তায় প্রজ্ঞা ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে'... *(নাহল ১৬/১২৫)*। রাসূল (ছাঃ) যখন জুম'আর খুৎবা দিতেন, তখন তাঁর দু'চোখ লাল হয়ে যেত। তাঁর কণ্ঠ উঁচু হ'ত এবং তাঁর ক্রোধ বেড়ে যেত। যেন তিনি সেনাবাহিনীকে কোন নির্দেশ দিচ্ছেন' *(মুসলিম হা/২০৪২; মিশকাত হা/১৪০৭)*। সূর দিয়ে বক্তব্য দিলে মানুষ সূর শুনবে। কিন্তু কোন উপদেশ গ্রহণ করবে না। অবশ্য কুরআনের আয়াতসমূহ সুন্দর কণ্ঠে তেলাওয়াত করতে হবে। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি সূরেলা কণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াত করে না, সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়' *(বুখারী হা/৭৫২৭; মিশকাত হা/২১৯৪)*। সাবধান থাকতে হবে বক্তৃতার উদ্দেশ্য যেন দুনিয়া উপার্জন না হয়। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'অতদিন ক্বিয়ামত হবে না, যতদিন না এমন একদল লোক বের হবে যারা তাদের যবান দিয়ে খাবে, যেমন গাভী তার জিহ্বা দিয়ে খায়' *(আহমাদ হা/১৫৯৭; মিশকাত হা/৪৭৯৯)*।*-জুন'১৫, প্রশ্নোত্তর ২৫/৩৪৫।*

Contents

২৫. হাদিয়া ও ঘুষ এবং মুনাফা ও সূদের মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর : 'হাদিয়া' হ'ল কোন কিছুর বিনিময় ছাড়াই কাউকে কোন কিছু প্রদান করা। এটি শরী'আতে বৈধ *(বুখারী হা/২৫৭৬)*। রাসূল (ছাঃ) ভালোবাসা বৃদ্ধির মাধ্যম হিসাবে পরস্পরকে হাদিয়া দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন *(আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৫৯৪; ছহীহুল জামে' হা/৩০০৪)*। আর অন্যায়ভাবে কিছু পাওয়ার আশায় কাউকে কিছু প্রদান করাকে 'ঘুষ' বলে। এটি হারাম *(ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৫০৭৬; মিশকাত হা/৩৭৫৩)*। ঘুষ দাতা ও ঘুষ গ্রহীতা উভয়ের উপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের লা'নত রয়েছে *(আবুদাঊদ হা/৩৫৮০; ইবনু মাজাহ হা/২৩১৩)*।

'মুনাফা' হ'ল হালাল ব্যবসার মাধ্যমে উপার্জিত লভ্যাংশ। এতে লাভ-লোকসানের ঝুঁকি আছে। এটি শরী'আতে বৈধ। কিন্তু অবৈধ ব্যবসার মাধ্যমে উপার্জিত মুনাফা অবৈধ বা হারাম *(ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪৯৩৮, সনদ ছহীহ)*। 'সূদ' হ'ল একই জাতীয় বস্তু বিনিময়কালে অতিরিক্ত গ্রহণ করা, যা হারাম *(বাক্বারাহ ২/২৭৫; মুসলিম হা/১৫৯৮)*। আর ঋণের বিনিময়ে অতিরিক্ত যেটা নেওয়া হয়, সেটা সূদ। যাতে গ্রহিতার কেবল লাভ থাকে, লোকসানের ঝুঁকি থাকে না। দাতা এককভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'প্রত্যেক ঋণ যা লাভ নিয়ে আসে, সেটাই সূদ' *(ইরওয়া হা/১৩৯৭)*। *-জুন'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩০/৩৫০।*

২৬. সমকামিতা কিরূপ গোনাহের কাজ? এর শাস্তি কি?

উত্তর : সমকামিতা একটি ঘৃণ্য পাপ। যা কবীরা গুনাহ। এটি বর্তমান পৃথিবীতে মরণ ব্যধি এইডস ছড়িয়ে পড়ার অন্যতম একটি কারণ। এ অপরাধের কারণে বিগত যুগে আল্লাহ তা'আলা কওমে লূতকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন *(আ'রাফ ৭/৮০-৮৪; হিজর ১৫/৭২-৭৬)*। এর শাস্তি হ'ল সমকামীদের উভয়কে হত্যা করা। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা যাকে লূৎ (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের মত পুরুষে পুরুষে অপকর্ম করতে দেখবে তাদের উভয়কে হত্যা করবে *(তিরমিযী হা/১৪৫৬; আবুদাঊদ হা/৪৪৬২; মিশকাত হা/৩৫৭৫)*। তিনি আরো বলেন, আল্লাহ তা'আলা কওমে লূতের ন্যায় অপকর্মকারীদের প্রতি লা'নত করেছেন, তিনি একথাটি তিনবার বলেন *(আহমাদ হা/২৯১৫; ছহীহাহ হা/৩৪৬২)*। বর্তমানে নারীতে নারীতে সমকামিতা হচ্ছে। তারও শাস্তি একইরূপ। তবে এ শাস্তি

Contents

বাস্তবায়নের দায়িত্ব রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের *(কুরতুবী)*। না করলে সরকার গোনাহগার হবে।*-জুন'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩২/৩৫২।*

২৭. চাকুরী শেষে ছাত্র-ছাত্রী কর্তৃক শিক্ষককে যে উপঢৌকন দেওয়া হয়, তা নেওয়া জায়েয হবে কি?

উত্তর : জায়েয হবে। কারণ এর মাধ্যমে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাদিয়া গ্রহণ করতেন ও অন্যকে প্রদান করতেন' *(বুখারী হা/১৭৩৪)*। তিনি বলেন, 'তোমরা পরস্পরকে হাদিয়া দাও ও মহব্বত বৃদ্ধি কর' *(ছহীহুল জামে' হা/৩০০৪)*।*-জুন'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩২/৩৫২।*

২৮. মসজিদের ইমাম ছাহেব ছাত্রীরা বেপর্দায় চলে এরূপ সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করেন। এটা জায়েয হবে কি? এছাড়া যেসব এলাকায় প্রতিবেশী বেপর্দা নারীরা চলাফেরা করে, সেসব এলাকায় বাস করা জায়েয হবে কি?

উত্তর : সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাকুরী না করাই শরী'আত সম্মত। এতে অনৈতিক সম্পর্কের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এরপরেও যদি চাকুরী করতে হয়, তাহ'লে উভয়কে কথায় ও কর্মে কঠোরভাবে পর্দা মেনে চলতে হবে। পুরুষ ও নারী সর্বদা পরস্পরে দৃষ্টি নত করে চলবে। নারীকে অবশ্যই তার পুরা দেহ আবৃত করতে হবে এবং এমনভাবে চলতে হবে যেন তার গোপন সৌন্দর্য প্রকাশিত না হয় *(নূর ২৪/৩০-৩১)*। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা সমূহের নিকটবর্তী হয়ো না' *(আন'আম ৬/১৫১)*।

এলাকায় থেকেই উপদেশের মাধ্যমে বেহায়াপনার মুকাবিলা করতে হবে। লূত (আঃ) তাঁর বেহায়া কওমকে তাদের মধ্যে থেকেই দাওয়াত দিতেন। যেজন্য তাঁর কওম তাঁকে লক্ষ্য করে বলেছিল, 'তোমরা এদেরকে তোমাদের শহর থেকে বের করে দাও। এরা বড়ই সাধু থাকতে চায়' *(আ'রাফ ৭/৮২)*।

এরপরেও বাধ্যগত অবস্থায় দ্বীন বাঁচানোর স্বার্থে হিজরত করা জায়েয *(ফাৎহুল বারী হা/২৮২৫-এর আলোচনা দ্রঃ)*। *-জুলাই'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩/৩৬৩।*

২৯. ঠোঁটের নীচের লোম কাটা যাবে কি?

উত্তর : কাটা যাবে না। কেননা বৃদ্ধাবস্থাতেও রাসূল (ছাঃ)-এর ঠোঁটের নিম্নভাগে উক্ত লোম ছিল। যার কিছু অংশ সাদা ছিল *(বুখারী হা/৩৫৪৫-৪৬)*। *-জুলাই'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩৪/৩৯৪।*

Contents

৩০. পুরুষদের জন্য আংটি ব্যবহার করায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি? রাসূল (ছাঃ) কি সোলায়মানী পাথরের আংটি ব্যবহার করতেন?

উত্তর : পুরুষের জন্য বিনা প্রয়োজনে আংটি পরিধান করা অপসন্দনীয় কাজ। ৬ষ্ঠ হিজরীর যুলক্বা'দাহ মাসে হোদায়বিয়ার সন্ধি সম্পাদনের পর ৭ম হিজরীর মুহাররম মাসে বিভিন্ন রাষ্ট্র প্রধানের নিকটে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে রাসূল (ছাঃ) পত্র প্রেরণ করেন। তখন সেযুগের নিয়ম অনুযায়ী সীলমোহর হিসাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ' নাম খোদাইকৃত রূপার আংটি ব্যবহার করেন। পরবর্তীতে খুলাফায়ে রাশেদীনও রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে আংটি ব্যবহার করেন *(বুখারী হা/৫৮৬৬, ৫৮৭০; ফাৎহুলবারী, ১০/৩২৫ 'আংটি ব্যবহার' অনুচ্ছেদ)*। তবে আলী (রাঃ) থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় রূপার আংটি ব্যবহার করেছেন *(মুসলিম হা/২০৯৫)*। সুতরাং এটি জায়েয। তবে না পরাই উত্তম। কেননা রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীগণ সাধারণভাবে এটি পরতেন না। তাছাড়া বিনা প্রয়োজনে এটি ব্যবহার অপচয়ের শামিল।

রাসূল (ছাঃ) সোলায়মানী পাথরের আংটি ব্যবহার করতেন বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাছাড়া 'সোলায়মানী' শব্দটি বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়, যা ভিত্তিহীন। কেননা এই ধারণা প্রচলিত আছে যে, ঐ আংটির বদৌলতে সোলায়মান (আঃ) তার সিংহাসন ফিরে পেয়েছিলেন। যা ভিত্তিহীন *(নবীদের কাহিনী ২/১৫৫)*। আর সোলায়মান (আঃ)-এর ব্যবহৃত কোন আংটির অস্তিত্ব দুনিয়াতে নেই।*-আগস্ট'১৫, প্রশ্নোত্তর ১৩/৪১৩।*

৩১. অমুসলিমদের প্রদত্ত ইফতার খাওয়া জায়েয হবে কি?

উত্তর : অমুসলিমদের প্রদত্ত ইফতার খাওয়া জায়েয। রাসূল (ছাঃ) অমুসলিমদের দাওয়াত খেয়েছেন এবং তাদের উপহার গ্রহণ করেছেন *(বুখারী হা/২৬১৫-১৮ 'মুশরিকদের নিকট থেকে হাদিয়া গ্রহণ' অনুচ্ছেদ; আবুদাঊদ হা/৪৫১০; মিশকাত হা/৫৯৩১)*। তবে তাদের যবহ কৃত পশুর গোশত খাওয়া যাবে না *(বাক্বারাহ ২/১৭৩)*। *-আগস্ট'১৫, প্রশ্নোত্তর ১৬/৪১৬।*

৩২. ভাড়া পাওয়ার জন্য মসজিদের ছাদে মোবাইল টাওয়ার স্থাপনে কোন বাধা আছে কি?

উত্তর : এদেশে মোবাইল টাওয়ারে কোন যথাযোগ্য মনিটরিং ব্যবস্থা নেই। ফলে এটি গাছ-পালা ও জনস্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর। তাই এরূপ

ক্ষতিকর বস্তু স্থাপন করা হ'তে বিরত থাকা আবশ্যক *(দ্রঃ আত-তাহরীক 'সম্পাদকীয়' জুন ২০১৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ক্ষতিগ্রস্থ হয়ো না। ক্ষতি করো না' *(ইবনু মাজাহ হা/২৩৪০; ছহীহাহ হা/২৫০)*। *-আগস্ট'১৫, প্রশ্নোত্তর ২৪/৪২৪।*

৩৩. আমাদের দেশে গভীর রাত পর্যন্ত ইসলামী সম্মেলন হয়। এটা কি শরী'আত সম্মত? উক্ত সম্মেলনে মহিলারা যেতে পারে কি?

উত্তর : শ্রোতাদের চাহিদার ভিত্তিতে জালসার সময় ও সময়সীমা নির্ধারিত হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'হে জনগণ! তোমরা তোমাদের সাধ্যমত নেক আমল করে যাও। কেননা আল্লাহ বিরক্ত হন না, যতক্ষণ না তোমরা বিরক্ত হও' *(বুখারী হা/৫৮৬১; মিশকাত হা/১২৪৩)*। ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) প্রতি বৃহস্পতিবার তা'লীমী বৈঠক করতেন। লোকেরা প্রতিদিন এটা দাবী করলে তিনি বলেন, আমি তোমাদের বিরক্তি উৎপাদন করাকে অপসন্দ করি। রাসূল (ছাঃ) আমাদের বিরক্তির ভয়ে মাঝে-মধ্যে ওয়ায করতেন' *(বুখারী হা/৭০; মুসলিম হা/২৮২১; মিশকাত হা/২০৭)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) জুম'আর দিন নছীহত করতেন। লোকেরা তাকীদ দিলে তিনি সপ্তাহে দুই বা তিন দিন তা'লীমী বৈঠক করার ব্যাপারে নির্দেশ দেন' *(বুখারী হা/৬৩৩৭; মিশকাত হা/২৫২)*। পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ও পর্দার ব্যবস্থা থাকলে নারীরা এসব মাহফিলে অংশগ্রহণ করতে পারবে। আল্লাহ বলেন, 'তুমি উপদেশ দাও। কেননা উপদেশ মুমিনদের উপকার করে' *(যারিয়াত ৫১/৫৫)*। এই উপদেশ মুমিন পুরুষ ও নারী উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। রাসূল (ছাঃ) নারীদের উপদেশ দেওয়ার জন্য তাদের দাবীক্রমে পৃথক একটি দিন নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন' *(বুখারী হা/৭৩১০; মিশকাত হা/১৭৫৩)*।

অতএব দিনে বা রাতে যখনই যতটুকু সময়ের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জালসা বা সম্মেলনের সময় নির্ধারণ করবেন, সে হিসাবে স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনায় সম্মেলন পরিচালিত হবে।*-আগস্ট'১৫, প্রশ্নোত্তর ২৯/৪২৯।*

৩৪. এ্যালকোহলযুক্ত সেন্ট মাখা যাবে কি?

উত্তর : এ্যালকোহল তথা মাদক মিশ্রিত খাদ্য ও পানীয় হারাম *(মায়েদাহ ৫/৯০-৯১)*। সেন্টে ব্যবহৃত এ্যালকোহল খাদ্য বা পানীয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। এতে সামান্য পরিমাণ পরিশোধিত এ্যালকোহল ব্যবহার করা হয় কেবল তা

Contents

সংরক্ষণের জন্য। এছাড়া সেন্ট শরীরে বা মস্তিষ্কে কোন মাদকতা আনে না। অতএব এসব সেন্ট ব্যবহার করা হারাম নয়।-*আগস্ট'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩৭/৪৩৭।*

৩৫. উপজাতীয়দের সাথে সম্পর্ক রাখা এবং তাদের রান্না খাবার খাওয়া যাবে কি?

উত্তর : অমুসলিম উপজাতীয়দের সাথে মানবিক সম্পর্ক রাখায় এবং তাদের তৈরী খাবার খাওয়ায় কোন বাধা নেই। কেননা রাসূল (ছাঃ) মুশরিক মহিলার মশক থেকে পানি পান করেছেন *(বুখারী হা/৩৪৪; মিশকাত হা/৫৮৮৪)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) তার মুশরিক মাতার সাথে বসবাস করতেন *(মুসলিম হা/২৪৯১; মিশকাত হা/৫৮৯৫ 'মু'জেযাহ' অনুচ্ছেদ)*। তবে তাদের যবহকৃত প্রাণীর গোশত খাওয়া যাবে না *(আন'আম ৬/১২১)*। এক্ষেত্রে নিজে 'বিসমিল্লাহ' বলে যবেহ করে দিতে হবে। অতঃপর তারা রান্না করে দিতে পারবে।-*সেপ্টেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ১৩/৪৫৩।*

৩৬. কুল, লিচু, আঙ্গুর ইত্যাদি ফল পাকার সময় পাখিরা ক্ষতি করায় চাষীরা সুরক্ষার জন্য জাল টাঙিয়ে রাখে। কিন্তু তাতে পাখি আটকা পড়ে এবং মারা যায়। এক্ষণে এরূপ জাল ব্যবহার করায় শরী'আতে বাধা আছে কি?

উত্তর : সম্পদ রক্ষার উপকরণ ব্যবহার করাতে ক্ষতিকারক যে কোন কীট-পতঙ্গ বা পশু-পাখী মারা গেলে তাতে তারা দায়ী হবে না। কেননা প্রত্যেকেরই নিজের সম্পদ রক্ষা করার অধিকার রয়েছে। সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে ডাকাত বা ছিনতাইকারীকে হত্যা করা হ'লে নিহত ব্যক্তি জাহান্নামী হবে। আর মালিক মারা গেলে সে শহীদ হবে *(মুসলিম হা/১৪০; মিশকাত হা/৩৫১৩)*। -*জানুয়ারী'১৫, প্রশ্নোত্তর ১৮/১৩৮।*

Contents

দাওয়াত

১. যেখানে রাসূল (ছাঃ) অমুসলিম দেশে কুরআন নিয়ে গমন করতে নিষেধ করেছেন সেখানে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে ইতালিয়ানদেরকে কুরআনের অনূদিত কপি উপহার দেওয়া যাবে কি?

উত্তর : কুরআনের অনূদিত কপি ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে অমুসলিমদের উপহার দেওয়া যাবে। অমুসলিমদের জন্য কুরআন শ্রবণ, কুরআনের তাফসীর বা অনুবাদ সহ কুরআন স্পর্শ করে পড়ায় কোন বাধা নেই *(মাজমূ‘ ফাতাওয়া বিন বায ২৪/৩৪০)*। রাসূল (ছাঃ) কুরআনের আয়াত সম্বলিত পত্র অমুসলিম শাসকদের কাছে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে পাঠিয়েছেন’ *(বুখারী হা/৭, ১৯; মুসলিম হা/১৭৭৩; মিশকাত হা/৩৯২৬)*। তবে আরবী মূল মুছহাফ তাদেরকে দেওয়া যাবে না। কেননা তা স্পর্শ করা মুশরিকদের জন্য জায়েয নয় *(ওয়াক্বি‘আহ ৫৬/৭৯; ত্বাবারাণী, ছহীহুল জামে‘ হা/৭৭৮০)*। *-এপ্রিল’১৫, প্রশ্নোত্তর ২০/২৬০।*

২. কোন অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ কালে প্রচলিত চারটি কালেমা পাঠ করবে কি?

উত্তর : ইসলাম গ্রহণের সময় কেবল কালেমা শাহাদাত *‘আশহাদু আল লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান ‘আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু’* পাঠ করাই যথেষ্ট। ছুমামা বিন উছাল, যিমাদ আযদী প্রমুখ ইসলাম গ্রহণকালে এই কালেমাই পাঠ করেছিলেন *(মুসলিম হা/১৭৬৪, ৮৬৮; মিশকাত হা/৩৯৬৪, ৫৮৬০)*। বাকী কালেমাগুলি যেকোন সময় পাঠ করা যায়।*-জুলাই’১৫, প্রশ্নোত্তর ২/৩৬২।*

৩. হাদীছে বর্ণিত জামা‘আত বলে কি বুঝায়? হকপন্থী তথা নাজাতপ্রাপ্ত জামা‘আতের বৈশিষ্ট্য কি?

উত্তর : জামা‘আত অর্থ দল। আর হাদীছে বর্ণিত জামা‘আত বলতে ছাহাবায়ে কেরাম এবং তাঁদের আক্বীদা, আমল ও রীতি-পদ্ধতির সনিষ্ঠ অনুসারীদের বুঝানো হয়েছে *(মির‘আত ১/২৭৮; মিশকাত হা/১৭১-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ)*। খ্যাতনামা ছাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ)-কে উক্ত বিষয়ে জিজ্ঞেস করা

Contents

হ'লে তিনি বলেন, 'হক-এর অনুগামী দলই জামা'আত, যদিও তুমি একাকী হও' *(তারীখু দিমাশ্ক্ব, সনদ ছহীহ; হাশিয়া মিশকাত আলবানী, হা/১৭৩)*।

এক্ষণে নাজাতপ্রাপ্ত জামা'আতের বৈশিষ্ট্যসমূহ হ'ল- (১) তারা সর্বদা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের প্রকাশ্য অর্থের অনুসারী হবেন এবং ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী শরী'আত ব্যাখ্যা করবেন *(তিরমিযী হা/২৬৪১; মিশকাত হা/১৭১)*। বিশেষতঃ আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে তারা কোন রূপক অর্থের আশ্রয় নিবেন না। (২) আক্বীদার ক্ষেত্রে তারা সর্বদা মধ্যপন্থী হবেন এবং কখনোই চরমপন্থী বা শৈথিল্যবাদী হবেন না *(বাক্বারাহ ২/১৪৩)*। (৩) তাঁরা সংস্কারক হবেন *(মুসলিম হা/১৪৫; আহমাদ হা/১৬৭৩৬; মিশকাত হা/১৫৯, ১৭০; ছহীহাহ হা/১২৭৩)*। (৪) তারা কুফর ও কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে কঠোর ও শক্তিশালী থাকেন এবং নিজেদের মধ্যে সর্বদা রহমদিল ও আল্লাহ্র প্রতি বিনীত থাকেন *(ফাৎহ ৪৮/২৯; হজ্জ ২২/৩৪)*। (৫) তারা জামা'আতবদ্ধভাবে আল্লাহ্র রাস্তায় সংগ্রাম করেন এবং কখনোই উদ্ধত ও বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী হন না *(ছফ ৬১/৪; তিরমিযী হা/২১৬৫)*। (৬) তাঁরা যেকোন মূল্যে সুন্নাতকে আঁকড়ে থাকেন ও বিদ'আত হ'তে দূরে থাকেন *(আবুদাঊদ হা/৪৬০৭; মিশকাত হা/১৬৫; ছহীহাহ হা/২৭৩৫)*। (৭) তারা আপোষহীনভাবে সমবেতভাবে হাবলুল্লাহকে ধারণ করে থাকেন এবং কখনোই তা থেকে বিচ্ছিন্ন হন না *(আলে ইমরান ৩/১০৩)*। (৮) তারা মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার করেন এবং আপোষে মহব্বতের সম্পর্ক অটুট রাখেন। (৯) তারা ব্যাখ্যাগত মতভেদ-কে লঘু করে দেখেন এবং কখনোই তাকে দলীয় বিভক্তিতে পরিণত করেন না। (১০) তারা সর্বদা উত্তম মুমিন হওয়ার জন্য চেষ্টিত থাকেন এবং এজন্য সর্বদা আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করেন *(বিস্তারিত দ্রঃ 'ফিরক্বা নাজিয়াহ' বই ২৫ ও ৫৪ পৃ.)*।*-আগস্ট'১৫, প্রশ্নোত্তর ২২/৪২২।*

৪. আমাদের মসজিদের কিছু মুছল্লী মাঝে মাঝে ছালাতের পর বাড়ী ও দোকানে গিয়ে গিয়ে ছহীহ দ্বীনের দাওয়াত প্রদান করেন। যা তাবলীগ জামা'আতের ভাইদের আমলের সাথে মিলে যায়। এক্ষণে এটি জায়েয হবে কি?

উত্তর : বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমলের দাওয়াত মানুষের দুয়ারে পৌঁছে দেওয়ায় জন্য এরূপ পন্থা অবলম্বন করায় শরী'আতে কোন বাধা নেই। তা তাবলীগ জামা'আতের সাথে বা অন্য কোন দলের ভাল কাজের সাথে মিলে গেলেও

Contents

তাতে কোন অসুবিধা নেই। তবে দাঈকে স্থান-কাল-পাত্র বুঝে প্রজ্ঞার সাথে দাওয়াত দিতে হবে। সেই সাথে যে বিষয়ে দাওয়াত দিবেন সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান থাকা আবশ্যক। আল্লাহ বলেন, 'তুমি হিকমত (কুরআন ও সুন্নাহ) ও উত্তম নছীহতের সাথে আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দাও এবং তাদের সাথে বিতর্ক করো উত্তম পন্থায়' *(নাহল ১৬/১২৫)*। তিনি বলেন, 'বল! এটাই আমার পথ। আমি ও আমার অনুসারীগণ ডাকি আল্লাহ্র দিকে, জাগ্রত জ্ঞান সহকারে। আল্লাহ পবিত্র এবং আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই' *(ইউসুফ ১২/১০৮)*। *-এপ্রিল'১৫, প্রশ্নোত্তর ৯/২৪৯।*

৫. হাদীছে এসেছে, তোমরা অমুসলিমদের রাস্তার সংকীর্ণ স্থানের দিকে ঠেলে দাও। এক্ষণে অমুসলিমদের সাথে আমাদের আচরণ কিরূপ হওয়া উচিত? তাদের সম্মান করলে বা কোন হাদিয়া দিলে গোনাহ হবে কি?

উত্তর : হাদীছটি নিম্নরূপ : তোমরা ইহূদী-নাছারাদেরকে প্রথমে সালাম দিয়ো না। যখন তোমরা তাদের কাউকে রাস্তায় পাবে, তখন তাকে রাস্তার সংকীর্ণ স্থানের দিকে যেতে বাধ্য করো *(মুসলিম হা/২১৬৭; মিশকাত হা/৪৬৩৫)*।

যেসব অমুসলিম মুসলমানদের সাথে ধর্মের কারণে বিদ্বেষ পোষণ করে এবং শত্রুতা করে, তাদের বিষয়ে উক্ত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা কি ওদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা প্রেরণ করছ, অথচ ওরা তোমাদের নিকট যে সত্য এসেছে, তা প্রত্যাখ্যান করেছে? রাসূলকে এবং তোমাদেরকে বহিষ্কার করেছে এই কারণে যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহতে বিশ্বাস কর' *(মুমতাহিনা ৬০/১)*।

তবে সাধারণভাবে অমুসলিমদের সাথে সদাচরণ করতে হবে। যাতে তারা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়। আল্লাহ বলেন, 'দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে স্বদেশ হ'তে বহিষ্কার করেনি, তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করতে ও ন্যায় বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। আল্লাহ তো ন্যায়পরায়ণদের ভালবাসেন' *(মুমতাহিনা ৬০/৮)*। *-ডিসেম্বর'১৪, প্রশ্নোত্তর ৩২/১১২।*

৬. যে ব্যক্তির কথা ও কাজে মিল থাকে না, তার আদেশ-নিষেধ মানা যাবে কি?

Contents

উত্তর : কথা ও কাজের মধ্যে মিল থাকা মুমিনের অন্যতম গুণ। যার কথা ও কাজের মধ্যে মিল নেই, তার পরিণতি সম্পর্কে কুরআন ও হাদীছে কঠোর সাবধান বাণী উচ্চারিত হয়েছে *(ছফ ২; বুখারী হা/৩২৬৭, মিশকাত হা/৫১৩৯ 'সৎ কাজের নির্দেশ' অনুচ্ছেদ)*। নিজে সৎকাজ করা এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকা যেমন ওয়াজিব, তেমনি অপরকে সৎকাজের উপদেশ দেওয়া এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করাও ওয়াজিব। তবে একটি ওয়াজিব পালন করতে না পারলেও আরেকটি ওয়াজিব ত্যাগ করা যাবে না। সর্বদা উপদেশ দিয়ে যেতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'তুমি উপদেশ দাও। কারণ উপদেশ মুমিনদের উপকার করে' *(যারিয়াত ৫১/৫৫)*। তাবেঈ বিদ্বান সাঈদ বিন জুবায়ের (রহঃ) বলেন, 'মানুষ যদি নিজে করতে না পারার কারণে সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা থেকে বিরত থাকত, তাহ'লে সৎ-অসৎ কাজের আদেশ-নিষেধকারী খুঁজে পাওয়া যেত না' *(দ্রঃ ইবনু কাছীর, বাক্বারাহ ৪৪ আয়াতের ব্যাখ্যা)*।

অতএব কারো আদেশ-নিষেধ যদি শরী'আতসম্মত হয়, সেক্ষেত্রে তা মেনে চলায় কোন বাধা নেই। আল্লাহ বলেন, সুসংবাদ দাও আমার ঐসব বান্দাদেরকে' 'যারা মনোযোগ দিয়ে কথা শোনে এবং তার উত্তমটি গ্রহণ করে' *(যুমার ৩৯/১৭-১৮)*। এখানে 'উত্তম কথা' বলতে 'কুরআন ও হাদীছ'কে বুঝানো হয়েছে।

তবে শরী'আতের বিধান গ্রহণের সময় ছহীহ আক্বীদা ও আমলসম্পন্ন আলেম ও তাদের লেখনী থেকে গ্রহণ করতে হবে। শিরক বা বিদ'আতপন্থীদের নিকট থেকে নয়।

ওমর (রাঃ) বলেন, তোমরা রায়পন্থীদের থেকে দূরে থাক। ওরা সুন্নাতের শত্রু *(দারাকুৎনী হা/৪২৩৬, সিলসিলাতুল আছার আছ-ছহীহাহ হা/২৭৭)*। তাবেঈ বিদ্বান ইবনু সীরীন ও হাসান বাছরী বলেন, তোমরা কখনোই বিদ'আতী ও ঝগড়াটে লোকদের সাথে বসবে না, তাদের সাথে তর্কে জড়াবে না ও তাদের কোন কথা শুনবে না *(দারেমী হা/৪০১)*। ইবনু সীরীন পরিষ্কারভাবে বলেন, নিশ্চয়ই কুরআন-হাদীছের ইলম হ'ল দ্বীন। অতএব তোমরা দেখ কার কাছ থেকে দ্বীন গ্রহণ করছ' *(মুক্বাদ্দামা মুসলিম, দারেমী হা/৪২৪)*। *-মে'১৫, প্রশ্নোত্তর ২৬/৩০৬।*

Contents

নবী-রাসূল ও সালাফে ছালেহীন

১. ইয়াযীদ বিন মু'আবিয়া কিভাবে মৃত্যুবরণ করেছিলেন? তার মৃত্যুর ব্যাপারে যেসব কাহিনী প্রচলিত আছে, তার কোন ভিত্তি আছে কি?

উত্তর : ইয়াযীদ বিন মু'আবিয়া ৬৪ হিজরীর ১৪ই রবীউল আউয়াল ৩৫ বা ৩৮ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন *(ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৮/২৪৭)*। মৃত্যুকালে ইয়াযীদের শেষ কথা ছিল, 'হে আল্লাহ! আমাকে পাকড়াও করো না ঐ বিষয়ে যা আমি চাইনি এবং আমি প্রতিরোধও করিনি এবং আপনি আমার ও ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের মধ্যে ফায়ছালা করুন' *(আল-বিদায়াহ ৮/২৩৯ পৃ.)*।

তার মৃত্যু সম্পর্কে যা বলা হয়ে থাকে যে, তিনি শিকারে বের হ'লে হিংস্র পশুর হামলায় তাকে মৃত্যুবরণ করতে হয়। এসব কথা বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত নয়। বরং এগুলি শী'আদের অতিরঞ্জন মাত্র। ইবনু আসাকির স্বীয় 'তারীখে' ইয়াযীদকে মদখোর, ছালাত ত্যাগকারী, ফাসেক ইত্যাদি মন্দ স্বভাবের বর্ণনায় যেসব উদ্ধৃতি পেশ করেছেন, সে সম্পর্কে ইবনু কাছীর বলেন, وَقَدْ أَوْرَدَ ابْنُ عَسَاكِرَ أَحَادِيثَ فِي ذَمِّ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ كُلُّهَا مَوْضُوعَةٌ لاَ يَصِحُّ شَيْءٌ مِنْهَا 'ইয়াযীদের মন্দ স্বভাব সম্পর্কে ইবনু আসাকির বর্ণিত উক্তি সমূহের সবগুলিই জাল। যার একটিও বিশুদ্ধ নয় *(আল-বিদায়াহ ৮/২৩৪ পৃ.)*।

ইয়াযীদ বিন মু'আবিয়াহ-র চরিত্র সম্পর্কে হুসায়েন (রাঃ)-এর অন্যতম বৈমাত্রেয় ছোট ভাই ও শী'আদের খ্যাতনামা ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিইয়াহ (রাঃ) বলেন, 'আমি তাঁর মধ্যে ঐ সব বিষয় দেখিনি, যেসবের কথা তোমরা বলছ। আমি তাঁর নিকটে হাযির থেকেছি ও অবস্থান করেছি এবং তাঁকে নিয়মিতভাবে ছালাতে অভ্যস্ত ও কল্যাণের আকাঙ্ক্ষী দেখেছি। তিনি 'ফিক্বহ' বিষয়ে আলোচনা করেন এবং তিনি সুন্নাতের পাবন্দ ছিলেন' *(আল-বিদায়াহ ৮/২৩৬)*।

এছাড়া সমুদ্র অভিযান এবং রোমকদের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল বিজয়ে অংশগ্রহণকারীদেরকে রাসূল (ছাঃ) ক্ষমাপ্রাপ্ত ও তাদের জন্য জান্নাত ওয়াজিব

Contents

বলেছেন *(বুখারী হা/২৯২৪, 'জিহাদ' অধ্যায় 'রোমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' অনুচ্ছেদ)*। মুহাল্লাব বলেন, এই হাদীছের মধ্যে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) ও তাঁর পুত্র ইয়াযীদ-এর মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা হযরত ওছমান (রাঃ)-এর খেলাফতকালে (২৩-৩৫ হি.) সিরিয়ার গভর্ণর থাকাকালীন সময়ে মু'আবিয়া (রাঃ) ২৭ হিজরী সনে রোমকদের বিরুদ্ধে ১ম সমুদ্র অভিযান করেন। অতঃপর মু'আবিয়া (রাঃ)-এর খেলাফতকালে (৪১-৬০হি.) ৫১ হিজরী মতান্তরে ৪৯ হিজরী সনে ইয়াযীদের নেতৃত্বে রোমকদের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের উদ্দেশ্যে যুদ্ধাভিযান প্রেরিত হয় *(ইবনু হাজার, ফৎহুল বারী ৬/১২০-২১)*।

ইবনু কাছীর বলেন, ইয়াযীদের সেনাপতিত্বে পরিচালিত উক্ত অভিযানে স্বয়ং হুসায়েন (রাঃ) অংশ গ্রহণ করেন *(আল-বিদায়াহ ৮/১৫৩ পৃ.)*। এতদ্ব্যতীত যোগদান করেছিলেন আব্দুল্লাহ বিন ওমর, আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস, আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের, আবু আইয়ূব আনছারী প্রমুখ খ্যাতনামা ছাহাবীগণ *(ইবনুল আছীর, 'আল-কামেল ফিত-তারীখ' ৩/৫৭; দ্রষ্টব্যঃ আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়' বই)*। *-অক্টোবর'১৪, প্রশ্নোত্তর ৮/৮।*

২. হযরত ওমর (রাঃ) সম্পর্কে শোনা যায় তিনি রাতে প্রজাদের অবস্থা দেখার সময় জনৈক মাকে শূন্য হাড়ি চড়িয়ে ক্ষুধার্ত শিশুদের সান্ত্বনা দেওয়ার দৃশ্য দেখে স্বয়ং বায়তুল মাল থেকে পিঠে খাদ্যদ্রব্য বহন করে তাদের খাবারের ব্যবস্থা করেছিলেন। এ ঘটনার কোন সত্যতা আছে কি?

উত্তর : এ ঘটনা বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। যেমন ইবনু জারীর ত্বাবারী, তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলূক ৪/২০৫; আহমাদ দীনাওয়ারী, আল-মুজালাসাহ ২/৮; খাত্ত্বাবী, গারীবুল হাদীছ ২/৫২; ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশক ৪৪/৩৫২-৩৫৩ ইত্যাদি। ত্বাবারী সংকলিত বর্ণনাটির সনদ 'জাইয়িদ'। অতএব ঘটনাটি গ্রহণযোগ্য।*-অক্টোবর'১৪, প্রশ্নোত্তর ৭/৭।*

৩. মাসজিদুল হারাম ও মাসজিদুল আক্বছা সর্বপ্রথম কে নির্মাণ করেন?

উত্তর : মাসজিদুল হারাম ও মাসজিদুল আক্বছার প্রথম নির্মাতা সম্বন্ধে কুরআন ও ছহীহ হাদীছে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে পৃথিবীর বুকে নির্মিত প্রথম মসজিদ হ'ল বায়তুল্লাহ *(আলে-ইমরান ৩/৯৬)*। আবু যার গেফারী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম প্রথম মসজিদ

কোনটি? তিনি বললেন, মাসজিদুল হারাম, আমি বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, মাসজিদুল আক্বছা। আমি বললাম, এ দু'য়ের মধ্যে সময়ের ব্যবধান কত? তিনি বললেন, চল্লিশ বছর' *(বুখারী হা/৩৩৬৫; মুসলিম হা/৫২০)*। ইবনু কাছীর বলেন, কা'বাগৃহ প্রথম কে নির্মাণ করেন, সে বিষয়ে বিদ্বানগণ মতভেদ করেছেন। কেউ বলেন, আদমের পূর্বে ফেরেশতাগণ। কেউ বলেন, আদম (আঃ)। কেউ বলেন, আদমপুত্র শীছ (আঃ)। তিনি বলেন, এসবই আহলে কিতাবদের বই থেকে নেওয়া। যার উপর নির্ভর করা যায় না। তবে কোন হাদীছ পেলে সেটাই মাথা পেতে নেওয়া যেত' *(ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা বাক্বারাহ ১২৫ আয়াত)*। পরে ইবরাহীম (আঃ) মাসজিদুল হারাম ও সোলায়মান (আঃ) মাসজিদুল আক্বছা পুনর্নির্মাণ করেন *(নাসাঈ হা/৬৯৩; বিস্তারিত দ্রঃ ফাৎহুল বারী ৬/৪০৮, মিরকাতুল মাফাতীহ ২/৪৬৮)*। -অক্টোবর'১৪, প্রশ্নোত্তর ৩৭/৩৭।

৪. হাসান (রাঃ) কি মু'আবিয়া (রাঃ) কর্তৃক বিষ প্রয়োগ করায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন? এ ব্যাপারে সঠিক ইতিহাস জানতে চাই।

উত্তর : হাসান (রাঃ) কিভাবে মারা গেছেন এর সঠিক তথ্য কোন ছহীহ সূত্রে পাওয়া যায় না। তবে হাফেয ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন, বলা হয়ে থাকে যে, তিনি বিষপানে মারা গেছেন। উমায়ের ইবনু ইসহাক বলেন, আমি এক সাথীকে নিয়ে হাসান (রাঃ)-এর নিকটে গেলাম। তখন তিনি বললেন, আমি একাধিকবার বিষপান করেছি। কিন্তু এত বিষাক্ত বস্তু ইতিপূর্বে কখনও পান করিনি। এরই মধ্যে তার ভাই হুসাইন সেখানে এসে জিজ্ঞেস করলেন। কে আপনাকে বিষ পান করিয়েছে? তিনি সেটা বলতে অস্বীকার করলেন *(আল-ইছাবাহ ২/৭৩ বর্ণনাটি ছহীহ, তাহযীবুত তাহযীব ৪/১২৭)*। ক্বাতাদা থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে *(সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৩/২৭৪)*।

বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, মু'আবিয়া (রাঃ) বা তার ছেলে ইয়াযীদের নির্দেশনায় হাসান (রাঃ)-এর স্ত্রী তাঁকে বিষ পান করিয়েছিলেন। ইবনু কাছীর বলেন, এগুলি অশুদ্ধ ও ভিত্তিহীন *(আল-বিদায়াহ ১১/২০৮)*। শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, মু'আবিয়া (রাঃ) হাসানকে বিষ পান করিয়ে হত্যা করেছেন মর্মে কিছু লোক যা বলে থাকে, তা কোন দলীল দ্বারা প্রমাণিত নয়। অতএব এ ব্যাপারে কিছু না জেনে বলার মত হবে *(মিনহাজুস সুন্নাহ ৪/৪৬৯)*। যাহাবী বলেন, আমি বলব, আমার গবেষণায় এটা বিশুদ্ধ নয় *(তারীখুল ইসলাম পৃ. ৪০)*। ইবনু খালদূন বলেন, এটা শী'আদের প্রচারণা

Contents

(তারীখে ইবনু খালদুন ২/৬৪৯)। সুতরাং বিষপানে তাঁর মৃত্যু হ'লেও কে পান করিয়েছে, তা অজ্ঞাত। *-অক্টোবর'১৪, প্রশ্নোত্তর ৩৯/৩৯।*

৫. খিযির (আঃ) কি এখনও বেঁচে আছেন? 'ক্বাছাছুল আম্বিয়া' কিতাবে লেখা আছে যে, 'ইলইয়াস ও খিযির (আঃ) উভয়ে বেঁচে আছেন এবং প্রতি বছর হজ্জের মৌসুমে তারা পরস্পরে সাক্ষাৎ করেন'। উক্ত কথাগুলির সত্যতা জানতে চাই।

উত্তর : খিযির বা ইলিয়াস (আঃ) কেউ-ই এখন বেঁচে নেই। আল্লাহপাক স্বীয় রাসূল (ছাঃ)-কে বলেন, 'নিশ্চয়ই তুমি মৃত্যুবরণ করবে, যেমন (তোমার পূর্বের) নবীগণ মৃত্যুবরণ করেছেন' *(যুমার ৩৯/৩০)*। তিনি বলেন, 'তোমার পূর্বে কোন মানুষকে আমি স্থায়ী জীবন দান করিনি *(আম্বিয়া ২১/৩৪)*। তিনি বলেন, 'তুমি কোথাও আল্লাহ্র নিয়মের ব্যতিক্রম পাবে না' *(ফাত্বির ৩৫/৪৩)*। অতএব যদি দুনিয়া কারু জন্য চিরস্থায়ী হ'ত, তাহ'লে শ্রেষ্ঠ মানুষ ও শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) চিরস্থায়ী জীবন লাভ করতেন। কিন্তু তিনি যখন মৃত্যুবরণ করেছেন, তখন অন্যদের বেঁচে থাকার প্রশ্নই ওঠে না। খিযির (আঃ) 'আবে হায়াৎ' পান করে আজও বেঁচে আছেন বলে যে কথা চালু আছে, এগুলি 'ইস্রাঈলিয়াত' (الإسرائيليات)-এর অন্তর্ভুক্ত। আবু জা'ফর আল-মুনাদী এ বিষয়ে বিস্তারিত গ্রন্থ রচনা করেছেন, যেখানে এসবের অসারতা প্রমাণ করা হয়েছে *(দ্রঃ ফাৎহুল বারী ৮/২৬৮ পৃ., হা/৪৭২৬-এর ব্যাখ্যা 'তাফসীর' অধ্যায় ৩নং অনুচ্ছেদ)*।

'ইলিয়াস ও খিযির (আঃ) উভয়ে বেঁচে আছেন এবং প্রতি বছর হজ্জের মৌসুমে তারা পরস্পরে সাক্ষাৎ করেন' এ বিষয়ে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে সবই বানোয়াট বা ভিত্তিহীন *(ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/৩৩৭; ঐ, তাফসীর সূরা কাহফ ৮২ আয়াতের আলোচনা দ্রষ্টব্য)*। *-ডিসেম্বর'১৪, প্রশ্নোত্তর ৩৪/১১৪।*

৬. নবী করীম (ছাঃ)-এর দেহে খাতমে নবুঅতের চিহ্ন কোথায় ছিল এবং তা কেমন ছিল? কোন কোন ছাহাবী তা চুমু দিয়েছিলেন বলে যা প্রসিদ্ধ আছে। এর সত্যতা আছে কি?

উত্তর : নবী করীম (ছাঃ)-এর খাতমে নবুঅতের চিহ্ন তাঁর উভয় কাঁধের মধ্যস্থলে ছিল। যা ছিল কবুতরের ডিমের মত *(মুসলিম হা/২৩৪৪; তিরমিযী*

হা/৩৬৪৪; মিশকাত হা/৫৭৭৯; ছহীহাহ হা/৩০০৫)। ছাহাবী সালমান ফারেসী (রাঃ) সেটা দেখেই তাঁকে আখেরী নবী ও সত্যনবী হিসাবে চিনেছিলেন এবং তাতে চুমু খেয়েছিলেন *(আহমাদ হা/২৩৭৮৮; ছহীহাহ হা/৮৯৪)*। *-জানুয়ারী'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩৩/১৫৩।*

৭. রাসূল (ছাঃ)-এর শরীর থেকে নির্গত ঘাম সংরক্ষণ করে জনৈক ছাহাবী তার কবরে নাজাতের জন্য কাফনের কাপড়ে লাগিয়ে দিতে বলেছিলেন মর্মে বক্তব্যটির কোন সত্যতা আছে কি?

উত্তর : কথাটি ভিত্তিহীন। রাসূল (ছাঃ)-এর শরীরের ঘামের মাধ্যমে নয় বরং নাজাতের জন্য প্রয়োজন তাঁর আনুগত্য এবং সেমতে তাঁর আদেশ ও নিষেধ সমূহ মেনে চলা। রাসূল (ছাঃ)-এর শরীর থেকে যে ঘাম নির্গত হ'ত তা ছিল সবচেয়ে সুগন্ধিময়' *(মুসলিম হা/২৩৩১)*। সেকারণ রাসূল (ছাঃ)-এর খালা উম্মে সুলায়েম (রাঃ) একবার ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁর ঘাম সুগন্ধি এবং বরকত হিসাবে নিয়েছিলেন *(মুসলিম হা/২৩৩১; মিশকাত হা/৫৭৮৮)*। এছাড়া অন্য কোন ছাহাবী এরূপ করেছিলেন বলে জানা যায় না।*-এপ্রিল'১৫, প্রশ্নোত্তর ২৫/২৬৫।*

৮. ওয়াইস ক্বারনী সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : ওয়াইস বিন 'আমের আল-ক্বারনী (৫৯৪-৬৫৮ খৃ.) রাসূল (ছাঃ)-এর যুগের লোক। তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে তার সাক্ষাৎ হয়নি। যে কারণে তিনি ছাহাবী নন, বরং তাবেঈ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তাবেঈদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি হ'ল ওয়াইস' *(মুসলিম হা/২৫৪২; মিশকাত হা/৬২৫৭)*। ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আমি বলতে শুনেছি, তোমাদের নিকট ইয়ামন থেকে এক ব্যক্তি আসবে, যাকে ডাকা হবে 'ওয়াইস' নামে। সে শুধুমাত্র তার মাকে ইয়ামনে রেখে আসবে। তার শরীরে কুষ্ঠ রোগ ছিল। সে আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করলে এক দীনার অথবা এক দিরহাম সমপরিমাণ স্থান ছাড়া আল্লাহ তা দূর করে দেন। তোমাদের যার সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটবে, সে যেন তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনার আবেদন করে *(মুসলিম ঐ)*। পরবর্তীতে ওমর (রাঃ)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হ'লে, তিনি তার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনার আবেদন জানান। উত্তরে তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবী হিসাবে আপনি আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার অধিক যোগ্য। এসময় তিনি উপরোক্ত হাদীছটি শুনালে তিনি তাঁর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন

Contents

(মুসলিম হা/২৫৪২; আহমাদ হা/২৬৬)। ওয়াইস ক্বারনী ৩৭ হিজরীতে আলী (রাঃ)-এর পক্ষে ছিফফীনের যুদ্ধে নিহত হন *(হাকেম হা/৫৭১৬)*।

উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'ওয়াইস ক্বারনী'কে জামা দান করেছিলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মহব্বতে বত্রিশটি দাঁত ভেঙ্গেছিলেন মর্মে প্রচলিত কাহিনী ভিত্তিহীন। এছাড়া এই উম্মতের মধ্যে শুধুমাত্র ওয়ায়েস ক্বারনীকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খলীল বা দোস্ত বলেছেন মর্মে যে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে, সেটিও 'জাল' *(সিলসিলা যঈফাহ হা/১৭০৭)*। *-ফেব্রুয়ারী'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩৯/১৯৯।*

৯. সুলতান নূরুদ্দীন যঙ্গী রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক স্বপ্নে আহূত হওয়া এবং তাঁর লাশ চুরির দায়ে অভিযুক্ত দু'জন ইহূদীকে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করার যে কাহিনী প্রচলিত আছে, তার সত্যতা রয়েছে কি?

উত্তর : এগুলির ঐতিহাসিক সত্যতা নিয়ে ব্যাপক সন্দেহ রয়েছে। মুহাক্কিক ইবরাহীম যায়বাক্ব বলেন, ইলমী নীতিমালা অনুযায়ী এ ঘটনার সত্যতা পাওয়া যায় না। ঘটনাটি সর্বপ্রথম মসজিদুল হারামের মুওয়াযযিন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আল- মাত-রী স্বীয় 'আত-তা'রীফ' গ্রন্থে বর্ণনা করেন, যিনি ৭৪১ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। আর নূরুদ্দীন যঙ্গীর মৃত্যু হয়েছে ৫৬৯ হিজরীতে। ফলে তাদের উভয়ের মাঝে ব্যবধান ১৭২ বছর। উপরন্তু ঘটনাটির সনদ অপরিচিত রাবী সমূহ দ্বারা পূর্ণ। ফলে মাতারীও ঘটনাটির সত্যতার ব্যাপারে দৃঢ়তা প্রকাশ করেননি এবং পরবর্তী নকলকারীগণ স্ব স্ব গ্রন্থসমূহে সনদবিহীনভাবেই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া ঘটনাটি বাদশাহ নূরুদ্দীন যঙ্গীর সমসাময়িক ইবনু আসাকির, ইবনুল আছীর, ইবনুল মুনকিয, ইমাদ ইস্ফাহানী প্রমুখ বিখ্যাত ঐতিহাসিকগণের কেউ-ই আলোচনা করেননি। এমনকি তাঁর জীবনী বিষয়ে সূক্ষ্ম অনুসন্ধানকারী ইবনুল আছীর ও আবু শামা-র মত বিদ্বানগণ তাদের ব্যাপক আগ্রহ ও সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এরূপ ঘটনার সন্ধান পাননি। হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) 'আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ' গ্রন্থে নূরুদ্দীন যঙ্গীর বিস্তারিত জীবনী লিপিবদ্ধ করলেও এ সম্পর্কে কিছু লিখেননি। মাতারী উল্লেখ করেন যে, এ ঘটনা ৫৫৭ হিজরী সালে সংঘটিত হয়। অথচ একজন ব্যতীত কোন ঐতিহাসিকই ৫৫৭ হিজরীতে তাঁর মদীনায় যাওয়া তো দূরের কথা, কখনো হজ্জে গিয়েছিলেন বলেও উল্লেখ করেননি। কারণ খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে জিহাদের ব্যস্ততাতেই তার সারাটা জীবন কেটেছিল।

Contents

বিস্তারিত আলোচনা শেষে সম্মানিত মুহাক্কিক বলেন, এই কাহিনী ছড়িয়ে পড়ার কারণ কি? সে বিষয়ে আমি বলতে চাই যে, নূরুদ্দীন যঙ্গী মদীনার চতুস্পার্শ্বকে মযবূত দেওয়াল দিয়ে ঘিরে দিতে চেয়েছিলেন এবং সেখানে নিজের নাম খোদাই করতে চেয়েছিলেন (যা তিনি পারেননি)। পরে ৫৭৮ হিজরীতে ক্রুসেডাররা মদীনা দখল করে রাসূল (ছাঃ)-এর লাশ উঠিয়ে ফিলিস্তীনে নিয়ে যেতে চেয়েছিল (যেটা তারাও পারেনি)। বিষয়টি ইবনু জুবায়ের স্বীয় রিহলাহ-এর মধ্যে এবং মাক্বরেযী স্বীয় খুত্বাত্ব-এর মধ্যে বর্ণনা করেছেন। পরে দু'টি কাহিনী মিশ্রিত হয়ে একটি কাহিনীতে পরিণত হয়েছে। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত' *(দ্রঃ ড. আলী মুহাম্মাদ ছাল্লাবী, আল-কাএদুল মুজাহিদ নূরুদ্দীন মাহমূদ যঙ্গী, পৃ. ২৬০-২৬১)*। এছাড়া এ ঘটনার মধ্যে পুড়িয়ে হত্যা করার কথা বিবৃত হয়েছে, যা শরী'আত বিরোধী। অতএব ঘটনাটি বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকা কর্তব্য। *-জুন'১৫, প্রশ্নোত্তর ৪/৩২৪।*

১০. জনৈক বক্তা বলেন, ছালাত কমিয়ে ৫ ওয়াক্ত করার ব্যাপারে আল্লাহ্র নিকটে মূসা (আঃ)-এর বারবার যাওয়ার বিষয়টি সত্য নয় বরং রাসূল (ছাঃ) স্বয়ং কয়েকবার গিয়ে তা কমিয়ে নিয়ে আসেন। এ বক্তব্যের সত্যতা জানতে চাই।

উত্তর: মূসা (আঃ)-এর পরামর্শক্রমে রাসূল (ছাঃ) বারবার গিয়েছিলেন *(বুখারী হা/৩৮৮৭; মুসলিম হা/৪২৯)*। তবে নিঃসন্দেহে এটা ছিল আল্লাহ্র পূর্বনির্ধারিত তাক্বদীর। *-মার্চ'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩৫/২৩৫।*

১১. রাসূল (ছাঃ)-এর কবর কারা খুঁড়েছিলেন?

উত্তর : ছাহাবী আবু ত্বালহা আনছারী (রাঃ)-এর নেতৃত্বে একদল ছাহাবী তাঁর জন্য 'লাহাদ' কবর খনন করেন *(আহমাদ হা/৩৯, ১২৪৩৮; ইবনু মাজাহ হা/১৫৫৭, সনদ হাসান; আল-বিদায়াহ ৫/২৬৭)*। *-এপ্রিল'১৫, প্রশ্নোত্তর ১/২৪১।*

১২. ওযায়ের কি নবী ছিলেন? নবী না হ'লে তিনি কোন নবীর আমলে দুনিয়ায় ছিলেন? এছাড়া কওমে তুব্বা' কোন নবীর কওম? বিস্তারিত জানতে চাই।

উত্তর : এ বিষয়ে কেবল এতটুকু জানা যায় যে, ওযায়ের এবং তুব্বা' উভয়েই সৎ কর্মশীল ব্যক্তি ছিলেন এবং তুব্বা' দ্বীনে ইবরাহীমের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আমি জানি না তুব্বা' মাল'উন (অভিশপ্ত

Contents

কাফের) ছিল কি-না? আমি আরো জানি না যে, ওযায়ের নবী ছিলেন কি না? *(আবুদাঊদ হা/৪৬৭৪)*। ওযায়েরকে ইহূদীরা 'আল্লাহ্র ছেলে' বলেছিল। যেমন নাছারারা ঈসাকে 'আল্লাহ্র বেটা' বলেছিল। আল্লাহ বলেন, এগুলি স্রেফ কথার কথা মাত্র। এর মাধ্যমে তারা কাফেরদের কথার অনুসরণ করে' *(তওবাহ ৯/৩০)*। তিনি বলেন, তোমরা তুব্বা'-কে গালি দিয়ো না। কারণ তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন' *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৪২৩)*। অর্থাৎ ইবরাহীমের দ্বীন কবুল করেছিলেন। আল্লাহ বলেন, জঙ্গলবাসীরা ও তুব্বা'র কওম সবাই রাসূলদের মিথ্যা বলেছিল' *(ক্বাফ ৫০/১৪)*। ক্বাতাদাহ বলেন, এখানে আল্লাহ তুব্বা'র সম্প্রদায়কে মিথ্যারোপকারী বলেছেন, তুব্বা'কে নয় *(ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা ক্বাফ ১৪ আয়াত)*। *-এপ্রিল'১৫, প্রশ্নোত্তর ৭/২৪৭।*

১৩. মূসা (আঃ)-এর লাঠি কি তার নিজস্ব ব্যবহৃত লাঠি ছিল? না আল্লাহ্র পক্ষ থেকে পাঠানো হয়েছিল?

উত্তর : মূসা (আঃ)-এর লাঠি তাঁর নিজস্ব ব্যবহৃত লাঠি ছিল। মহান আল্লাহ উক্ত লাঠির মাধ্যমেই তাঁর 'মু'জিযা' প্রকাশ করান *(শাওকানী, ফাৎহুল ক্বাদীর ৩/৩৬১)*। যেমন আল্লাহ বলেন, 'হে মূসা! তোমার ডান হাতে ওটা কি?' 'মূসা বললেন, এটা আমার লাঠি। এর উপরে আমি ভর দেই এবং এর দ্বারা আমার ছাগপালের জন্য গাছের পাতা ঝেড়ে নামাই। তাছাড়া এর দ্বারা আমার অন্যান্য কাজও চলে'। 'আল্লাহ বললেন, তুমি ওটা ফেলে দাও'। 'অতঃপর তিনি ওটা (মাটিতে) ফেলে দিতেই তা সাপ হয়ে ছুটাছুটি করতে লাগল'। 'আল্লাহ বললেন, তুমি ওটাকে ধর, ভয় করো না, আমরা এখুনি ওকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেব' *(ত্বোয়াহা ২০/১৭-২১)*। *-এপ্রিল'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩০/২৭০।*

১৪. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ গ্রন্থে তাবূক যুদ্ধের ময়দানে রাসূল (ছাঃ)-এর যে সারগর্ভ ভাষণ সংকলিত হয়েছে, তা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত কি?

উত্তর : তাবূকের ময়দানে সমবেত সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যে রাসূল (ছাঃ) যে সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ ভাষণ প্রদান করেছিলেন তা বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে *(ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মা'আদ ৩/৪৭৩-৭৪; ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ৫/১৩-১৪; মুবারকপুরী, আর-রাহীক্ব ৪৩৫ পৃ.)*। কিন্তু এর সনদ ছহীহ নয়। ভাষণটি সম্পর্কে ইবনু কাছীর বলেন, হাদীছটি 'গরীব'। এর মধ্যে

Contents

অপ্রাসঙ্গিক (نكارة) কথা রয়েছে এবং এর সনদে দুর্বলতা রয়েছে' *(আল-বিদায়াহ ৫/১৪)*। আলবানী বলেন, এর সনদ 'যঈফ' *(সিলসিলা যঈফাহ হা/২০৫৯)*। আরনাঊত্ব বলেন, এর সনদ 'অতীব দুর্বল' *(যাদুল মা'আদ ৩/৪৭৪-টীকা)*।

সনদের বিশুদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও বক্তব্যগুলি বিভিন্ন 'ছহীহ' হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। আকরাম যিয়া উমারী বলেন, তাবূকের এই দীর্ঘ ভাষণটি বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত নয়। যদিও এর বক্তব্যগুলি বিভিন্ন হাদীছ থেকে গৃহীত। যার কিছু 'ছহীহ' কিছু 'হাসান' *(সীরাহ ছহীহাহ ২/৫৩৪, বিস্তারিত দ্রঃ 'সীরাতুর রাসূল (ছাঃ)' ৫৪২-৫৪৫ পৃ.)।-এপ্রিল'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩৯/২৭৯।*

১৫. মদীনার সনদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই।

উত্তর : মদীনার সনদ মূলতঃ শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে বসবাসের জন্য রাসূল (ছাঃ) ও মদীনার ইহূদীদের মধ্যেকার একটি চুক্তি পত্র। ৩য় হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে ইহূদী ধনকুবের কা'ব বিন আশরাফের হত্যাকাণ্ডের পরে যা সম্পাদিত হয়েছিল।

মদীনার সংখ্যাগুরু আউস ও খাযরাজ নেতাগণ আগেই ইসলাম কবুল করায় এবং রাসূল (ছাঃ)-এর মদীনায় আগমনের পিছনে আউস ও খাযরাজ দুই প্রধান গোত্রের আমন্ত্রণ থাকায় তাদের সাথে সন্ধিচুক্তির কোন প্রশ্নই ছিল না। খাযরাজ গোত্রের আব্দুল্লাহ বিন উবাই নেতৃত্বের অভিলাষী থাকলেও গোত্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের বিরুদ্ধে গিয়ে প্রকাশ্যে কিছু করার ক্ষমতা তার ছিল না। ফলে বদর যুদ্ধের পর সে এবং তার অনুসারীরা প্রকাশ্যে ইসলাম কবুল করে। তবে সেসময় মদীনার সংখ্যালঘু ইহূদী সম্প্রদায় মুসলমানদের নবতর জীবনধারার প্রতি এবং বিশেষভাবে রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি ঈর্ষান্বিত থাকলেও অতি ধূর্ত হওয়ার কারণে প্রকাশ্য বিরোধিতায় লিপ্ত হয়নি। সমস্যা ছিল কেবল কুরায়েশদের নিয়ে। তারা পত্র প্রেরণ ও অন্যান্য অপতৎপরতার মাধ্যমে মুনাফিক ও ইহূদীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে রাসূল (ছাঃ) ও তার সাথীদেরকে মদীনা থেকে বহিষ্কারের সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে থাকে। একাজে তারা যাতে সফল না হয় সেজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ২য় হিজরীতে সর্বপ্রথম মদীনার পার্শ্ববর্তী এলাকার বনু যামরাহ, বনু বুওয়াত্ব, বনু মুদলিজ প্রভৃতি গোত্রের সাথে সহযোগিতা চুক্তি সম্পাদন করেন।

Contents

এভাবে রাসূল (ছাঃ) চেয়েছিলেন, যেন যুদ্ধাশংকা দূর হয় এবং সর্বত্র শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এ সময় মদীনায় ইহূদী চক্রান্ত চূড়ান্ত রূপ ধারণ করে। যার নেতৃত্বে ছিল তাদের ধনশালী নেতা ও ব্যঙ্গ কবি কা'ব বিন আশরাফ। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে কটূক্তি করাই ছিল যার স্বভাব। ফলে তাকে হত্যা করা হয়। এতে ইহূদীরা ভীত হয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে এলে রাসূল (ছাঃ) তাঁর ও তাদের মধ্যে একটি লিখিত চুক্তি সম্পাদনের আহ্বান জানান। অতঃপর নবী করীম (ছাঃ) তাঁর ও তাদের মধ্যে এবং মুসলমানদের মধ্যে একটা চুক্তিনামা লিখে দেন' *(আবুদাঊদ হা/৩০০০)*।

অত্র হাদীছ দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, চুক্তি লিখনের এই বিষয়টি হিজরতের পরেই নয়, বরং ৩য় হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে কা'ব বিন আশরাফের হত্যাকাণ্ডের পরে সম্পাদিত হয়েছিল।

নিঃসন্দেহে চুক্তিটি ছিল পারস্পরিক সন্ধিচুক্তি। কিন্তু চুক্তিটি কি ছিল, তার ভাষা কি ছিল, সেখানে কয়টি ধারা ছিল, কিছুই সঠিকভাবে বলার উপায় নেই।

তবে পার্শ্ববর্তী নিকট ও দূরের গোত্রসমূহের সাথে সন্ধিচুক্তিসমূহ সম্পাদনের পর ইহূদীদের সাথে অত্র চুক্তি সম্পাদনের ফলে প্রকৃত প্রস্তাবে ইসলামী খিলাফতের ভিত্তি স্থাপিত হয় এবং মদীনা তার রাজধানীতে পরিণত হয়। অতএব মদীনার সনদ ছিল একটি আন্তঃধর্মীয় ও আন্তঃসাম্প্রদায়িক চুক্তি, যার মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ স্বার্থে ও একক লক্ষ্যে একটি উম্মাহ বা জাতি গঠিত হয়। আধুনিক পরিভাষায় যাকে 'রাষ্ট্র' বলা হয়। এই সনদ ছিল আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার সর্বপ্রথম ভিত্তি স্বরূপ। *(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) 'মদীনার সনদ' অধ্যায়)। -মে'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩/২৮৩।*

১৬. জনৈক আলেম বলেন, ইবরাহীম (আঃ) আমাদের 'জাতির পিতা'-একথা ভুল। বরং তিনি কুরায়েশ বংশের পিতা। এ বক্তব্যের সত্যতা আছে কি?

উত্তর : বক্তব্যটি সঠিক নয়। ইবরাহীম (আঃ) কেবল মুসলিম জাতির পিতা নন বরং তিনি ছিলেন ইহূদী-নাছারা-মুসলমান সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের পিতা। কারণ আদম (আঃ) হ'তে ইবরাহীম (আঃ) পর্যন্ত কয়েকজন নবী ও রাসূল বাদে পরবর্তী সকল নবী ও রাসূল ছিলেন তাঁর বংশধর' *(হাদীদ ৫৭/২৬; ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা আলে ইমরান ২৩-২৪ ও আন'আম ৮৪ আয়াত)*। তিনি

Contents

যেমন পুত্র ইসমাঈলের পিতা হিসাবে আরব জাতির পিতা ছিলেন। তেমনি কণিষ্ঠ পুত্র ইসহাক (আঃ)-এর পিতা হিসাবে বনু ইস্রাঈলেরও পিতা ছিলেন। এছাড়া মুসলিম জাতির পিতা বলে আখ্যায়িত করে আল্লাহ বলেন, مِلَّةَ أَبِيْكُمْ إِبْرَاهِيْمَ 'তোমরা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের ধর্মের উপর কায়েম থাক' *(হজ্জ ২২/৭৮)*। উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) সকাল-সন্ধ্যায় একটি দো'আ পাঠ করতেন। যার মধ্যে তিনি বলতেন, আমি সকাল করলাম ... আমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাতের উপর, যিনি ছিলেন একনিষ্ঠ ও আজ্ঞাবহ' *(দারেমী হা/২৬৮৮; আহমাদ হা/১৫৩৬৪; ছহীহাহ হা/২৯৮৯)*। *-মে'১৫, প্রশ্নোত্তর ২৫/৩০৫।*

১৭. ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী কে ছিলেন? জনৈক বক্তা বলেন, ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) তাকে কাফের ঘোষণা করেছিলেন। এ কথার সত্যতা আছে কি?

উত্তর ঃ ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু ওমর ফখরুদ্দীন রাযী (রহঃ) ৫৪৪ হিজরী সনে ইরানের 'রায়' শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬০৬ হিজরী সনে আফগানিস্তানে মারা যান। তিনি আশ'আরী আক্বীদায় বিশ্বাসী একজন উঁচুদরের আলেম, মুফাসসির ও দার্শনিক ছিলেন। তিনি বিখ্যাত তাফসীর 'তাফসীরে কাবীর'-এর প্রণেতা। তবে তাঁর রচিত 'আস-সিররুল মাকতূম ফিস সিহরে ওয়া মুখাতাবাতুন-নুজূম' নামক গ্রন্থে তিনি নক্ষত্র ও মূর্তিপূজাকে সমর্থন করে বই লিখেন এবং এর পক্ষে প্রমাণ সমূহ উপস্থাপন করেন। সেকারণ ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, 'এটি মুসলিম উম্মাহ্র ঐক্য মতে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাওয়ার শামিল (وَهَذِهِ رِدَّةٌ عَنْ الْإِسْلَامِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِيْنَ)। যদিও কখনো কেউ তওবা করে ইসলামের দিকে ফিরে আসে' *(মাজমূ' ফাতাওয়া ৪/৫৫)*।

তবে শেষ জীবনে তিনি পূর্ববর্তী কর্মকাণ্ডের জন্য লজ্জিত হন এবং তওবা করে সালাফে ছালেহীনের অনুসৃত পথে ফিরে আসেন *(ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ১৩/৫৫; ইবনুল ক্বাইয়িম, ছাওয়ায়েকুল মুরসালাহ ৩/১১৬৬)*। ইমাম যাহাবী বলেন, আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করে দিবেন। কারণ তিনি প্রশংসিত পথের উপর মৃত্যুবরণ করেন *(সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ২১/৫০০)*। *-জুন'১৫, প্রশ্নোত্তর ১৯/৩৩৯।*

Contents

১৮. ঈসা (আঃ) কি বর্তমানে জীবিত? ক্বিয়ামতের কতদিন পূর্বে তিনি আসবেন এবং কি কি কাজ করবেন?

উত্তর : ঈসা (আঃ) দ্বিতীয় আসমানে জীবিত আছেন *(আলে ইমরান ৩/৫৫, নিসা ৪/১৫৭; বুখারী হা/৩২০৭; মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৬২)*। তিনি দামেশকের পূর্বপ্রান্তের শ্বেত মিনার হ'তে হলুদ বর্ণের দু'টি পোষাক পরিহিত অবস্থায় দু'জন ফেরেশতার পাখায় ভর করে অবতরণ করবেন।... অতঃপর তিনি বায়তুল মুক্বাদ্দাসের 'লুদ্দ' দরজার নিকটে 'দাজ্জাল'কে হত্যা করবেন।... অতঃপর আল্লাহ 'ইয়াজূজ-মা'জূজ'কে পাঠাবেন। তারা প্রত্যেকে উঁচু জায়গা থেকে বের হয়ে দ্রুত বেগে নীচে চলে আসবে *(আম্বিয়া ২১/৯৬)*।... তারা সামনে যাকে পাবে, তাকেই হত্যা করবে।... তখন ঈসা ও তাঁর ঈমানদার সাথীগণ আল্লাহ্র নিকট দো'আ করবেন। ফলে আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে গযব অবতীর্ণ হয়ে 'ইয়াজূজ-মা'জূজ' সব ধ্বংস হয়ে যাবে।...

ঈসা (আঃ) ইসলামী শরী'আত অনুযায়ী পৃথিবীতে ইনছাফ প্রতিষ্ঠা করবেন। ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন। শূকর হত্যা করবেন। জিযিয়া বিলুপ্ত করবেন (কারণ তখন সবাই মুসলমান হবে (*নিসা ৪/১৫৯*)। সে সময় সম্পদের এমন প্রাচুর্য হবে যে, তা নেবার মত লোক পাওয়া যাবে না'... *(বুখারী হা/৩৪৪৮; মুসলিম হা/১৫৫; মিশকাত হা/৫৫০৫)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, মানুষের মন থেকে কৃপণতা, হিংসা ও বিদ্বেষ দূর হয়ে যাবে'।... তখন মুসলমানদের মধ্য থেকে ইমাম মাহদী ইমাম হবেন এবং ঈসা হবেন মুক্তাদী। এটি হবে উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে প্রদত্ত বিশেষ সম্মান' *(মুসলিম হা/১৫৫ (২৪৩), ১৫৬; মিশকাত হা/৫৫০৬-০৭)*। মাহদী রাসূল (ছাঃ)-এর বংশধর হবেন' *(তিরমিযী হা/২২৩০; আবুদাঊদ হা/৪২৮২; মিশকাত হা/৫৪৫২-৫৩)*। তিনি সাত বছর দুনিয়ায় অবস্থান করবেন' *(আবুদাঊদ হা/৪২৮৫; মিশকাত হা/৫৪৫৪)*।

ঈসা (আঃ) পৃথিবীতে চল্লিশ বছর অবস্থান করবেন। অতঃপর মৃত্যুবরণ করবেন এবং মুসলিমরা তাঁর জানাযায় অংশগ্রহণ করবে' *(আহমাদ হা/২৪৫১১; আবুদাঊদ হা/৪৩২৪; ছহীহাহ হা/২১৮২)*। ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুর পর মানুষ সাত বছর অবস্থান করবে' *(আহমাদ হা/৬৫৫৫)*। এ সময় মানুষ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করবে। হঠাৎ একদিন স্নিগ্ধ বায়ু প্রবাহিত হবে। তাতে সকল ঈমানদার মানুষ মৃত্যুবরণ করবে। কেবল পাপী লোকেরাই অবশিষ্ট থাকবে। যারা গাধার ন্যায় পরস্পর দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত হবে। অতঃপর তাদের উপরেই

Contents

ক্বিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে *(মুসলিম হা/২৯৩৭; মিশকাত হা/৫৪৭৫)*। *-জুন'১৫, প্রশ্নোত্তর ৪০/৩৬০।*

১৯. 'বড় পীর' বলে খ্যাত আব্দুল কাদের জীলানী (রহঃ) সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই। তাঁর সম্পর্কে যেসব কাহিনী শোনা যায়, তার কোন ভিত্তি আছে কি?

উত্তর : তাঁর নাম আবু মুহাম্মাদ আব্দুল কাদের বিন মূসা বিন আব্দুল্লাহ। তিনি ৪৭০ হি. মোতাবেক ১০৭৭ খ্রিষ্টাব্দে বর্তমান ইরানের অন্তর্ভুক্ত ত্বাবারিস্তানের জীলান নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা শেষে উচ্চ শিক্ষার জন্য তিনি ৪৮৮ হিজরীতে বাগদাদ গমন করেন। সেখানে বিভিন্ন বিদ্বানগণের নিকট কুরআন-হাদীছ, ফিক্বহ, আদব, নাহু সহ বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন।

ইবনুল আছীর, ইমাম যাহাবী, সাম'আনী প্রমুখ বিদ্বানগণ তাঁকে সৎ, পরহেযগার, ফক্বীহ, যাহেদ ও হাম্বলী মাযহাবের ইমাম হিসাবে অভিহিত করেছেন *(আল-কামেল ৯/৩২৬; যাহাবী, তারীখুল ইসলাম ৩৯/৮৯; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ২০/৪৩৯-৪১)*। ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, তাঁর সুন্দর সুনাম ছিল... তাঁর মাঝে দুনিয়াবিমুখতা অধিক ছিল। তাঁর ব্যাপারে তাঁর অনুসারী ও সাথীদের অনেক বক্তব্য রয়েছে। তারা তার অনেক কথা, কর্ম ও কাশফ-কারামাতের কথা উল্লেখ করেন, যার অধিকাংশই বাড়াবাড়ী বৈ কিছুই নয়। বরং তিনি সৎ ও পরহেযগার ছিলেন। তিনি আল-গুনিয়াহ ও ফুতূহুল গায়েব গ্রন্থদ্বয় রচনা করেন। তাতে অনেক সুন্দর সুন্দর বিষয় রয়েছে। তবে সেখানে বহু যঈফ ও জাল হাদীছ বর্ণিত হয়েছে *(আল-বিদায়াহ ১২/৭৬৮)*। শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ)-কে আব্দুল কাদের জীলানীর কবরে শিরকী কর্মকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, 'নিঃসন্দেহে শায়খ আব্দুল কাদের এসব কর্মকাণ্ড করতে বলেননি এবং তিনি এ ব্যাপারে নির্দেশও দেননি। তার ব্যাপারে যারা এসব কথা বলবে তারা মিথ্যাবাদী। বরং শিরকী ও চরমপন্থী একদল লোক এসব বিদ'আত আবিষ্কার করেছে' *(মাজমূ' ফাতাওয়া ইবনু তায়মিয়াহ ২৭/১২৭)*। তিনি ৫৬১ হিজরী মোতাবেক ১১৬৬ খৃষ্টাব্দে ইরাকের বাগদাদে মৃত্যুবরণ করেন।

Contents

উল্লেখ্য যে, তিনি মায়ের গর্ভে থাকাকালীন সময়ে ১৮ পারা কুরআন হেফয করেছিলেন মর্মে যে কথা প্রচলিত আছে, তা ভিত্তিহীন *(দ্রঃ প্রশ্নোত্তর ৩/১২৩, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী'১৪)*।*-আগস্ট'১৫, প্রশ্নোত্তর ২৩/৪২৩।*

২০. ইয়াকূব (আঃ)-এর সন্তানরা তাঁকে সিজদা করেছিলেন। এক্ষণে আমাদের পিতা-মাতা বা পীর ছাহেবদেরকে সিজদা করতে বাধা কোথায়?

উত্তর : সিজদা এবং যাবতীয় ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করাকেই তাওহীদ বলে। ইয়াকূব (আঃ)-এর সন্তানদের সিজদা ছিল সম্মান প্রদর্শনের সিজদা, ইবাদতের সিজদা নয়। এই প্রথা আদম থেকে ঈসা (আঃ) পর্যন্ত তাঁদের শরী'আতে বৈধ ছিল। পরবর্তীতে উক্ত প্রথাকে ইসলামে চিরতরে নিষিদ্ধ করা হয়েছে *(ইবনু কাছীর, সূরা ইউসুফ ১০০ আয়াতের তাফসীর দ্রঃ)*। মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) যখন ইয়ামানে গিয়ে দেখলেন যে খ্রীষ্টানরা তাদের নেতাদের সম্মানের সিজদা করে, তখন তিনি ভাবলেন যে, এই সম্মান তো আমাদের নবী পাওয়ার অধিক হকদার। অতঃপর তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর উদ্দেশ্যে সিজদা করতে চাইলে তিনি তাকে এমনটি করতে নিষেধ করে বলেন যে, আমি যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদা করার আদেশ দিতাম তাহ'লে স্ত্রীকে তার স্বামীর জন্য সিজদা করার নির্দেশ দিতাম *(তিরমিযী হা/১১৫৯; ইবনু মাজাহ হা/১৮৫৩; মিশকাত হা/৩২৫৫)*। *-সেপ্টেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ২৬/৪৬৬।*

Contents

হাদীছের ব্যাখ্যা ও তাহকীক

১. 'আদম সন্তানের পেট মাটি ব্যতীত পূর্ণ হবে না' মর্মে হাদীছটির ব্যাখ্যা কি?

উত্তর : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, আদম সন্তানকে ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ দু'টি উপত্যকাও যদি দেওয়া হয়, সে তৃতীয়টির আকাঙ্ক্ষা করবে। আদম সন্তানের পেট মাটি ব্যতীত অন্য কিছু পূর্ণ করতে পারবে না' *(বুখারী হা/৬৪৩৬; মুসলিম হা/১০৪৮; মিশকাত হা/৫২৭৩)*। অত্র হাদীছে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মানুষ যে দুনিয়ার প্রতি আসক্ত থাকবে তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। মৃত্যুর পর কবরের মাটি তার পেট তথা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করবে *(নববী, শরহ মুসলিম)*। খাদ্য গ্রহণে মাধ্যমে উদরপূর্তি হ'লে যেমন মানুষের ক্ষুধা মিটে যায়, তেমনি মৃত্যু মানুষের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটায়। অতএব 'মাটি ব্যতীত' অর্থ কবরের মাটি ব্যতীত।-*অক্টোবর'১৪, প্রশ্নোত্তর ১৮/১৮*।

২. তাবলীগের ভাইয়েরা তাদের চিল্লার দলীল হিসাবে একটি হাদীছ বলে থাকেন, যেখানে রাসূল (ছাঃ) বলেন, হিজরত দু'প্রকার : বা-ত্তাহ ও বাদিয়াহ। তারা ২য় প্রকার হিজরত করার জন্য দেশের বাইরে যান ও ফিরে আসেন। এ হাদীছটির সত্যতা এবং সঠিক ব্যাখ্যা কি?

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(ত্বাবারাণী কাবীর হা/১৯৬; সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৯৪৮)*। বিষয়টি এই যে, ওয়াছেলা বিন আসক্বা' (রাঃ) মদীনায় হিজরতে করে আসলে রাসূল (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি বা-ত্তাহ অর্থাৎ এখানে স্থায়ীভাবে থাকার জন্য এসেছ? নাকি বাদিয়াহ অর্থাৎ পুনরায় তোমার দেশে ফিরে যাবে?...। বিষয়টির সাথে তাবলীগ জামা'আতের বিদেশ সফরের কোনই সম্পর্ক নেই। এগুলি নিজেদের বিদ'আতী রীতিগুলিকে গ্রহণযোগ্য প্রমাণ করার জন্য হাদীছের দোহাই দেওয়া মাত্র।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম সর্বাধিক দাওয়াতী সফর করেছেন। কিন্তু তারা ৩, ১০, ৪০, ১২০ ইত্যাদি কোন সীমা নির্ধারণ করেননি। এগুলি সবই 'তাবলীগ জামা'আতে'র মনগড়া রীতি বৈ কিছুই নয়। উল্লেখ্য, এ জামা'আতটির অধিকাংশ প্রচারণাই ফাযায়েলের নামে শিরক ও বিদ'আতী

Contents

কাহিনী ও জাল-যঈফ বর্ণনায় ভরা। তাদের মূল পাঠ্য বই 'তাবলীগী নেছাব' যার সুস্পষ্ট প্রমাণ। অতএব এসব থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক।-*মে'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩৬/৩১৬।*

৩. 'আল্লাহ ততক্ষণ বিরক্ত হন না, যতক্ষণ না তোমরা বিরক্ত হও' হাদীছটির ব্যাখ্যা কি? বিরক্ত হওয়ার গুণ কি আল্লাহ্র গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত?

উত্তর : এটি আল্লাহ্র গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার ঘরে প্রবেশ করলেন যখন আমার পাশে জনৈকা মহিলা বসা ছিল। তিনি বললেন, ইনি কে? আমি বললাম, ইনি হাওলা বিনতে তুওয়াইত, যিনি রাতে ঘুমান না (অর্থাৎ ইবাদতে মগ্ন থাকেন)। একথা শুনে রাসূল (ছাঃ) বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন, তোমাদের সাধ্য অনুযায়ী আমল কর। আল্লাহ্র কসম, আল্লাহ অতক্ষণ বিরক্ত হন না যতক্ষণ না তোমরা বিরক্ত হয়ে পড়ো *(মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/৩৮৮; বুখারী হা/৪৩; মুসলিম হা/৭৮৫)*। অত্র হাদীছে 'আল্লাহ বিরক্ত হন না' এর অর্থ হ'ল আল্লাহ তা'আলা নেকী ও ছওয়াব প্রদান থেকে বঞ্চিত করেন না। আর প্রকাশ্য অর্থে বিরক্ত হওয়া আল্লাহ তা'আলার গুণাবলীর অন্যতম। যেমন রেগে যাওয়া, হাসা ইত্যাদি। তবে এটা সৃষ্টির গুণাবলীর সাথে তুলনীয় নয় *(শূরা ৪২/১১; উছায়মীন, শরহ রিয়াযুছ ছালেহীন ১/১৬১ হা/১৪২)*। কোন ক্লান্তি আল্লাহকে স্পর্শ করে না *(ক্বাফ ৫০/৩৮)*। কোন কোন বিদ্বান মনে করেন, অত্র হাদীছ দ্বারা আল্লাহ্র বিরক্তি অর্থ প্রকাশ পায় না। যেমন কেউ বলল 'আমি দাঁড়াব না যতক্ষণ না তুমি দাঁড়াবে' এ বাক্যটি ২য় ব্যক্তির দণ্ডায়মান হওয়াকে আবশ্যক করে না। অনুরূপ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণী, 'যতক্ষণ না তুমি বিরক্ত হবে, আল্লাহ বিরক্ত হবেন না'। এটা আল্লাহ্র জন্য বিরক্ত হওয়া আবশ্যক করে না। তবে আল্লাহ তা'আলা এ সকল ত্রুটি থেকে মুক্ত। এ হাদীছ দ্বারা বিরক্তি সাব্যস্ত হ'লেও এটা অন্যদের মত নয় *(ফাতাওয়া উছায়মীন ১/১৭৪)*। অনুরূপভাবে বলা যায়, এটা কুরআনে বর্ণিত মাকর (কৌশল), কায়েদ (ফন্দি), খিদা' (ধোঁকা)-এর মত আল্লাহ্র একটি গুণ যার প্রতি ঈমান আনা আবশ্যক *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ২/৪০২)*। *-অক্টোবর'১৪, প্রশ্নোত্তর ৩৪/৩৪।*

৪. যে ব্যক্তি কোন মুত্তাক্বী আলেমের সাথে সাক্ষাৎ করল, সে যেন স্বয়ং রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করল। এ বর্ণনাটির কোন সত্যতা আছে কি?

উত্তর : বর্ণনাটি মওযূ বা জাল *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৩৩৩, তাযকিরাতুল মাওযূ'আত ১/১৯)*। *-নভেম্বর'১৪, প্রশ্নোত্তর ১১/৫১।*

৫. 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াদাহু... আহাদান ছামাদান লাম ইয়ালিদ... ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ। এ দো'আটি পাঠ করলে ৪০ লক্ষ নেকী হয়' এ বক্তব্যের সত্যতা আছে কি?

উত্তর : উক্ত মর্মের বর্ণনাটি জাল *(তিরমিযী হা/৩৪৭৩; আহমাদ হা/১৬৯৯৩; যঈফাহ হা/৩৬১৩, ৬৩১৩)*। *-ডিসেম্বর'১৪, প্রশ্নোত্তর ৭/৮৭।*

৬. ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর কবরের নিকটে এসে বলেছিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি আল্লাহ্‌র কাছে আপনার উম্মতের জন্য পানি প্রার্থনা করুন। তারা তো ধ্বংস হয়ে গেল'- এ ঘটনার সত্যতা আছে কি?

উত্তর : আছারটি বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। যেমন মালেকুদ্দার বলেন, ওমর (রাঃ)-এর যুগে লোকেরা দুর্ভিক্ষে পতিত হ'ল। তখন জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর কবরের নিকটে এলো এবং বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার উম্মতের জন্য পানি প্রার্থনা করুন। কারণ তারা ধ্বংস হয়ে গেল। অতঃপর আল্লাহ্‌র রাসূল স্বপ্নে ঐ ব্যক্তির নিকটে এলেন এবং তাকে বলা হ'ল, 'তুমি ওমরের নিকটে যাও ও তাকে আমার সালাম বল। তাকে খবর দাও যে, তোমরা পানি প্রার্থী। আর তাকে বল, তুমি সাধ্যমত জনগণের সেবা কর। অতঃপর ঐ ব্যক্তি ওমরের নিকটে এল এবং তাকে এ খবর দিল। তখন ওমর (রাঃ) ক্রন্দন করলেন এবং বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি সাধ্যমত চেষ্টা করব' *(ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩২০০২; ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ৩/৫৬; বুখারী, তারীখুল কাবীর ৭/৩০৪)*।

আছারটির সনদ যঈফ, যা থেকে দলীল গ্রহণ করা যায় না। কারণ (১) ঘটনাটি সঠিক নয়। (২) রাবী মালেকুদ্দার ন্যায়পরায়ণতা এবং স্মৃতিশক্তির ব্যাপারে অপরিচিত। যা মুহাদ্দেছীনের নিকট গ্রহণযোগ্য নয় (৩) এটি শরী'আতের বিরোধী। কেননা দুর্ভিক্ষের জন্য শরী'আতে ইস্তিসক্বার ছালাত আদায়ের বিধান রয়েছে। স্বয়ং ওমর (রাঃ) ইস্তিসক্বার ছালাত আদায় করেছেন এবং আব্বাস (রাঃ)-এর অসীলায় আল্লাহ্‌র নিকটে বৃষ্টি প্রার্থনা করেছেন *(বুখারী হা/১০১০; মিশকাত হা/১৫০৯)*। (৪) ছাহাবায়ে কেরামের কারু

Contents

থেকে এমন কোন আমল পাওয়া যায় না যে তারা দুর্ভিক্ষের সময় রাসূল (ছাঃ)-এর কবরে গিয়েছেন এবং তাঁর নিকটে বৃষ্টি প্রার্থনা করেছেন। যদি এটি শরী'আতসম্মত হ'ত, তাহ'লে খলীফা হিসাবে ওমর (রাঃ) নিজেই সর্বাগ্রে কবরের নিকটে যেতেন এবং রাসূল (ছাঃ) সরাসরি তাঁকেই স্বপ্ন দেখাতেন। (৫) সর্বোপরি এটি কুরআনের আয়াতের বিরোধী। যেখানে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে বলেন, 'তুমি কোন কবরবাসীকে শুনাতে পারো না' *(নমল ২৭/৮০; ফাত্বির ৩৫/২২)*। মূলতঃ কবরপূজারীদের স্বার্থের অনুকূলে হওয়ায় তারা ভিত্তিহীন এই কাহিনীটিকে বিশুদ্ধ প্রমাণের জন্য গলদঘর্ম হয়ে থাকে *(বিস্তারিত আলোচনা দ্রঃ নাছিরুদ্দীন আলবানী, আত-তাওয়াস্সুল ১২০-২৪ পৃ.)*।-*ডিসেম্বর'১৪, প্রশ্নোত্তর ২৯/১০৯।*

৭. তোমরা আল্লাহ্র রংয়ে রঞ্জিত হও বা আল্লাহ্র চরিত্রে চরিত্রবান হও' মর্মে বর্ণনাটির সত্যতা জানতে চাই।

উত্তর : উক্ত বর্ণনাটি ভিত্তিহীন *(আলবানী, সিলসিলা যঈফাহ হা/২৮২২)*। এ বর্ণনা সম্পর্কে ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, 'এইরূপ শব্দে রাসূল (ছাঃ) থেকে কোন বর্ণনা কোন হাদীছ গ্রন্থে এসেছে বলে জানা যায় না এবং কোন বিদ্বানের নিকট এটি পরিচিত নয়। বরং তাদের নিকটে এটি মওযূ' বা জাল' *(ইবনু তায়মিয়াহ, বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়াহ ৬/৫১৮)*।

উল্লেখ্য, আল্লাহ বলেছেন, 'আল্লাহ্র রং। আর আল্লাহ্র রংয়ের চাইতে উত্তম রং কার আছে? আমরা তাঁরই ইবাদত করি' *(বাক্বারাহ ২/১৩৮)*-এর অর্থ, তোমরা আল্লাহ্র দ্বীনকে অপরিহার্য রূপে ধারণ কর। তার চাইতে উত্তম দ্বীন কার আছে? আর তোমরা বল যে, আমরা সবাই আমাদের রব-এর ইবাদত করি।-*ডিসেম্বর'১৪, প্রশ্নোত্তর ৩৫/১১৫।*

৮. সূরা ইউসুফের ১০০ আয়াতে পিতা-মাতাকে সিজদা করা যায় বলে প্রমাণ মেলে। এক্ষণে কাউকে সম্মান ও শ্রদ্ধাবশতঃ সিজদা করায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

উত্তর : ইয়াকূবী শরী'আতে সম্মানের সিজদা করা জায়েয ছিল *(ইবনু কাছীর, উক্ত আয়াতের তাফসীর দ্রঃ)*। কিন্তু মুহাম্মাদী শরী'আতে এটি হারাম করা হয়েছে এবং এভাবে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের প্রতি সিজদা করার দূরতম সম্ভাবনাকেও

মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। মু'আয (রাঃ) শাম থেকে ফেরার পর রাসূল (ছাঃ)-কে সিজদা করলে তিনি বললেন, কি ব্যাপার হে মু'আয! তিনি বললেন, আমি শামে গিয়ে দেখলাম, সেখানকার অধিবাসীরা তাদের পোপ ও পাদ্রীদেরকে সিজদা করে। তাই আমি আপনার ক্ষেত্রেও তাদের মত করার ইচ্ছা করেছি। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমরা এটা করো না। আমি যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদা করার নির্দেশ দিতাম, তাহ'লে স্ত্রীকে তার স্বামীর প্রতি সিজদা করার নির্দেশ দিতাম। যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন তাঁর কসম করে বলছি, কোন নারী ততক্ষণ পর্যন্ত তার প্রভুর হক পূরণ করতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার স্বামীর হক পূরণ না করবে.... *(ইবনু মাজাহ হা/১৮৫৩; আহমাদ হা/১৯৪২২; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪১৭১; ছহীহাহ হা/১২০৩)*। একইভাবে রাসূল (ছাঃ) ক্বায়েস বিন সা'দ (রাঃ)-কেও এ থেকে নিষেধ করেছিলেন। শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, আল্লাহ ব্যতীত কাউকে সিজদা করা মুসলিম উম্মাহ্র ঐক্যমতে হারাম *(মাজমূ' ফাতাওয়া ৪/৩৫৮)*।*-ডিসেম্বর'১৪, প্রশ্নোত্তর ৩৯/১১৯।*

৯. আল্লাহ তা'আলা একদিন জিবরীল (আঃ)-কে কয়েকটি শহর ধ্বংস করতে বললে তিনি ঘুরে এসে বললেন, শহরগুলির একটিতে একজন আল্লাহভীরু ব্যক্তি রয়েছেন। কিন্তু তিনি তাঁকে সহই শহরটি ধ্বংস করার নির্দেশ দিলেন। বর্ণনাটির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : এ মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ, যা বিভিন্ন গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে *(শু'আবুল ঈমান হা/৭১৮৯; মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/১২১৫৬; মিশকাত হা/৫১৫২)*। এর সনদে উবায়েদ বিন ইসহাক্ব ও 'আম্মার বিন সাইফ নামক দু'জন দুর্বল রাবী রয়েছেন *(বিস্তারিত দ্রঃ আলবানী, সিলসিলা যঈফাহ হা/১৯০৪; হায়ছামী ও হাফেয ইরাক্বীও বর্ণনাটিকে যঈফ বলেছেন)*। *-জানুয়ারী'১৫, প্রশ্নোত্তর ১৪/১৩৪।*

১০. 'ফেরেশতারা শিশুদের সাথে খেলা করার কারণে তারা হাসে বা কাঁদে'-এ বিষয়টির কোন সত্যতা আছে কি?

উত্তর : কথাটি ভিত্তিহীন। তবে প্রত্যেক মানুষের সাথেই সর্বদা ফেরেশতা থাকে। আল্লাহ বলেন, 'প্রত্যেক মানুষের জন্য তার সামনে ও পিছনে পরপর আগত পাহারাদার ফেরেশতাগণ রয়েছে। যারা তাকে হেফাযত করে আল্লাহ্র হুকুমে' *(রা'দ ১৩/১১)*। সে হিসাবে শিশুদের সাথেও ফেরেশতা থাকে। কিন্তু

তারা শিশুদের সাথে খেলা করে মর্মে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না।-*ফেব্রুয়ারী'১৫, প্রশ্নোত্তর ৭/১৬৭।*

১১. জনৈক আলেম হাদীছ বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি পরহেযগার আলেমের পিছনে ছালাত আদায় করল সে যেন নবীর পিছনে ছালাত আদায় করল। উক্ত হাদীছটি ছহীহ কি?

উত্তর : উক্ত মর্মের বর্ণনাটি ভিত্তিহীন *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৭৩, ২/৪৪ পৃ.)*।-*মার্চ'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩৩/২৩৩।*

১২. রাসূল (ছাঃ) বলেন, প্রোথিতকারী (পিতা) এবং যাকে প্রোথিত করা হয়েছে (সন্তান) উভয়েই জাহান্নামী (আবুদাঊদ হা/৪৭১৭)। হাদীছটির সঠিক ব্যাখ্যা জানতে চাই।

উত্তর : কন্যা সন্তান প্রোথিতকারিণী মাতা জাহান্নামে যাবে তার উক্ত অপরাধ ও কুফরীর কারণে। কিন্তু উপরোক্ত হাদীছ অনুযায়ী প্রোথিত সন্তান জাহান্নামে কেন যাবে তার ব্যাখ্যায় বিদ্বানগণ বলেন, হাদীছটি একটি নির্দিষ্ট ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত। আর তা হ'ল মুলায়কা নাম্নী জনৈকা মহিলার দুই ছেলে এসে তার মা সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ)-কে প্রশ্ন করেন যে, আমার মা জাহেলী যুগে মারা গেছেন। কিন্তু তিনি আত্মীয়তা সম্পর্ক রক্ষাকারিণী, অতিথিপরায়ণা এবং বিভিন্ন সৎকর্মে অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু তিনি আমাদের একটি বোনকে প্রোথিত করার মাধ্যমে হত্যা করেন। এমতাবস্থায় তার সৎকর্মসমূহ তার উক্ত পাপের কাফফারা হবে কি? জবাবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, প্রোথিতকারিণী ও প্রোথিত কন্যা উভয়ে জাহান্নামী হবে। তবে যদি প্রোথিতকারিণী ইসলাম কবুল করত, তাহ'লে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করতেন' *(আহমাদ হা/১৫৯৬৫; ছহীহুল জামে' হা/৭১৪৩)*। একই মর্মে আবুদাঊদে *(হা/৪৭১৭, মিশকাত হা/১১২)* হাদীছ এসেছে। এ বিষয়ে ছাহেবে মির'আত বলেন, এটি একটি বিশেষ ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত। হয়তবা ঐ প্রোথিত কন্যা সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) অহীর মাধ্যমে তার জাহান্নামী হওয়ার বিষয়টি অবগত হয়েছিলেন *(মির'আত হা/১১২-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ)*। কেননা ইসলামী শরী'আতে নাবালকের উপর কোন বিধান প্রযোজ্য হয় না। অতএব অপরাধী মাতার কারণে তার প্রোথিত সন্তান জাহান্নামী হবে না। আল্লাহ বলেন, 'একজনের পাপ অন্যজনে বহন করবে না' *(আন'আম ৬/১৬৪)*। অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) প্রোথিত সন্তানকে জান্নাতী বলেছেন *(আবুদাঊদ হা/২৫২১; মিশকাত হা/৩৮৫৬, সনদ ছহীহ)*। অতএব অত্র

Contents

হাদীছ দ্বারা পূর্বের হাদীছটি 'মানসূখ' হ'তে পারে। জীবন্ত প্রোথিত কন্যা জিজ্ঞাসিত হবে মর্মে কুরআনেও বর্ণিত হয়েছে *(তাকভীর ৮১/৮৯)*। বিস্তারিত দ্রঃ- তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা, উক্ত আয়াতের আলোচনা।-*মে'১৫, প্রশ্নোত্তর ২/২৮২।*

১৩. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) যখন কোন যুবককে দেখতেন তখন তাকে রাসূল (ছাঃ)-এর অছিয়ত অনুযায়ী স্বাগত জানাতেন মর্মে বর্ণিত হাদীছটি কি ছহীহ?

উত্তর : হাদীছটির প্রথমাংশ সনদে ও মতনে ছহীহ এবং শেষাংশের খবর ছহীহ। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) যখন কোন যুবককে, অন্য বর্ণনায় কোন ইলমে হাদীছ অন্বেষণকারীকে দেখতেন, তখন তাকে বলতেন, রাসূল (ছাঃ)-এর অছিয়ত অনুযায়ী আমি তোমাকে মারহাবা জানাচ্ছি। রাসূল (ছাঃ) তোমাদের ব্যাপারে আমাদের অছিয়ত করেছেন' *(হাকেম ১/৮৮, হা/২৯৮; যাহাবী সনদ ছহীহ; আলবানী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৮০)*। কিন্তু শেষাংশ তথা- *(আমারানা ... আহলুল হাদীছে বা'দানা)* 'রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে তোমাদের জন্য মজলিস প্রশস্ত করার এবং তোমাদেরকে হাদীছ বুঝাবার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। কেননা তোমরা আমাদের পরবর্তী বংশধর এবং তোমরাই আমাদের পরবর্তী আহলেহাদীছ' অংশটুকুর বর্ণনাসূত্রে আবু হারূণ আম্মারা বিন জুওয়াইন আবাদী ও মুহাম্মদ ইবনু যাকওয়ান আযদী নামক দু'জন অত্যন্ত দুর্বল রাবী রয়েছেন। সেকারণ শেষাংশটুকুর সনদ দুর্বল *(তাকরীবুত তাহযীব ১/৪০৮, রাবী নং ৪৮৪০, ১/৭১১; তাহযীবুত-তাহযীব ৭/৪১২, রাবী নং ৬৭০, মীযান ৩/১৭৩, রাবী নং ৬০১৮)*। কিন্তু মর্ম এবং খবর ছহীহ। কেননা তখন ছাহাবীগণই ছিলেন হাদীছের ধারক-বাহক ও প্রচারক, তথা আহলুল হাদীছ।

ছাহাবীগণসহ যুগে যুগে আহলুল হাদীছগণই যে ত্বায়েফাহ মানছূরাহ *(তিরমিযী হা/২১৯২; মিশকাত হা/৬২৮৩)* বা ফিরক্বা নাজিয়াহ সে ব্যাপারে সালাফে ছালেহীনের মধ্যে কোন মতভেদ নেই। যেমন 'ত্বায়েফাহ মানছূরাহ'-এর পরিচয় দিতে গিয়ে ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর উস্তাদ ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী (রহঃ) বলেছেন, 'তারা হ'লেন আছহাবুল হাদীছ' *(তিরমিযী হা/২১৯২)*। ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, 'তারা হ'লেন আহলেহাদীছ' *(খত্বীব বাগদাদী,*

মাসআলাতুল ইহতিজাজ বিশ-শাফেঈ, পৃ. ৪৭, সনদ ছহীহ)। ইমাম ইবনু হিব্বান ‘ইলম’ অধ্যায়ে উপরোক্ত হাদীছের উপর অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন, ذِكْرُ إِثْبَاتِ النُّصْرَةِ لِأَصْحَابِ الْحَدِيثِ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ ‘ক্বিয়ামত অবধি আল্লাহ কর্তৃক আহলেহাদীছদের সাহায্যপ্রাপ্তি প্রমাণিত হওয়ার বিবরণ’ *(ছহীহ ইবনু হিব্বান, ১/২৬১, হা/৬১)*। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেন, ‘সাহায্যপ্রাপ্ত এই দলটি যদি আছহাবুল হাদীছ (আহলেহাদীছ) না হয়, তবে আমি জানি না তারা কারা’? *(হাকেম, মা‘রিফাতু উলূমিল হাদীছ হা/২, সনদ হাসান)*। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, ‘আমি যখন কোন ‘আহলেহাদীছ’-কে দেখি তখন যেন রাসূল (ছাঃ)-কেই জীবন্ত দেখি’ *(খত্বীব বাগদাদী, শারফু আছহাবিল হাদীছ, হা/৮৫)*। *(বিস্তারিত দ্রঃ আলবানী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৭০ ও ২৮০-এর আলোচনা; যুবায়ের আলী যাঈ, ‘আহলেহাদীছ একটি বৈশিষ্ট্যগত নাম’ (মাসিক আত-তাহরীক এপ্রিল-জুলাই ২০১৫)। -জুলাই’১৫, প্রশ্নোত্তর ১৫/৩৭৫।*

১৪. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘চল্লিশটি (উত্তম) স্বভাব রয়েছে। তন্মধ্যে সবচেয়ে উন্নত স্বভাব হ’ল দুধেল প্রাণী কাউকে দান করা। যে কোন আমলকারী ঐ স্বভাবগুলির কোনটির উপর ছওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে ও তার জন্য প্রতিশ্রুত প্রতিদানের বিষয়কে সত্য জেনে আমল করবে তাকে অবশ্যই মহান আল্লাহ জান্নাতে দাখিল করবেন’ (বুখারী হা/২৬৩১)। উক্ত হাদীছে বর্ণিত চল্লিশটি স্বভাব কি কি?

উত্তর : প্রশ্নে উল্লেখিত চল্লিশটি উত্তম স্বভাব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অবগত ছিলেন। কিন্তু তিনি সেগুলির বর্ণনা দেননি। কারণ তাতে উম্মতে মুহাম্মাদী কেবল ঐগুলিই আমল করবে এবং অন্যান্য উত্তম স্বভাবগুলির প্রতি উদাসীন হবে। তবে উক্ত চল্লিশটি উত্তম স্বভাবের মধ্য থেকে কতিপয় উত্তম স্বভাব বিভিন্ন ছহীহ হাদীছ থেকে ইবনু বাত্ত্বাল উল্লেখ করেছেন, যেগুলি নিম্নরূপ :

(১) বকরী দান করা (২) সালামের জবাব দেওয়া (৩) হাঁচির জবাব দেওয়া (৪) রাস্তা হ’তে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়া (৫) শিল্প প্রস্তুতকারীকে সহায়তা করা (৬) অজ্ঞকে শিক্ষা দান করা (৭) জুতার ফিতা দান করা (৮) মুসলিম ভাইয়ের কোন দোষ গোপন করা (৯) মানহানি থেকে মুসলিম ভাইকে রক্ষা করা (১০) তাকে আনন্দ দান করা (১১) বৈঠকে কেউ আসলে তার জন্য জায়গা করে দেওয়া (১২) উত্তম কাজের পথ প্রদর্শন করা (১৩)

উত্তম কথা বলা (১৪) জনকল্যাণে গাছ লাগানো (১৫) চাষাবাদ করা (১৬) অন্যের কল্যাণে সুফারিশ করা (১৭) রোগীকে দেখতে যাওয়া (১৮) মুছাফাহা করা (১৯) আল্লাহ্র জন্যই কাউকে ভালোবাসা (২০) আল্লাহ্র জন্যই কাউকে ঘৃণা করা (২১) আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে পরস্পরে বৈঠক করা (২২) সাক্ষাৎ করা (২৩) ও খরচ করা (২৪) মানুষের প্রতি শুভ কামনা করা (২৫) অপরের প্রতি অনুগ্রহ করা প্রভৃতি *(ফাৎহুল বারী, ৫/৩০৭, হা/২৬৩১-এর আলোচনা 'দানের মর্যাদা' অনুচ্ছেদ)*।-*আগস্ট'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩৮/৪৩৮।*

১৫. শুক্রবার দিনে বা রাতে কেউ মৃত্যুবরণ করলে ক্বিয়ামত অবধি তার কবরের আযাব মাফ হয়ে যাবে মর্মে বক্তব্যটির সত্যতা আছে কি?

উত্তর : এ ব্যাপারে বর্ণিত হাদীছটি হ'ল, 'কোন মুসলমান যদি জুম'আর দিনে বা রাতে মারা যায়, আল্লাহ তাকে কবরের ফিৎনা হ'তে রক্ষা করেন' *(আহমাদ হা/৬৫৮২; তিরমিযী হা/১০৭৪; মিশকাত হা/১৩৬৭; ছহীহুল জামে' হা/৫৭৭৩)*। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এ দিনের বরকতে মুমিন ব্যক্তিদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাকে কবরের ফিৎনা তথা আযাব থেকে রক্ষা করবেন ইনশাআল্লাহ *(মির'আতুল মাফাতীহ ৪/৪৪০)*। উক্ত হাদীছটি শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হওয়ার কারণে 'হাসান' হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তবে শায়খ শু'আইব আরনাঊত্ব ও হুসাইন সালীম আসাদ বলেন, হাদীছটির 'শাহেদ' থাকলেও সেগুলো এমন শক্তিশালী নয় যা হাদীছকে ছহীহ বা হাসান পর্যায়ে উন্নীত করবে। অতএব হাদীছটি যঈফ *(তাহকীক মুসনাদে আহমাদ হা/৬৫৮২; তাহকীক মুসনাদে আবু ইয়া'লা হা/৪১১৩)*। ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীছ সমূহকে যঈফ বলেছেন *(ফাৎহুল বারী ৩/২৫৩)*। এছাড়া কোন ছাহাবী শুক্রবারে মৃত্যুর জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন বলেও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অথচ আবুবকর (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর দিন তথা সোমবারে মৃত্যুর জন্য আকাঙ্ক্ষা করেছেন *(বুখারী হা/১৩৮৭)*। মোদ্দাকথা এরূপ গায়েবের বিষয় ত্রুটিপূর্ণ দলীল দ্বারা সাব্যস্ত না করাই উত্তম হবে।-*সেপ্টেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ৯/৪৪৯।*

চিকিৎসা

১. শরী‘আতে বার্ধক্যের কোন চিকিৎসা আছে কি?

উত্তর : বার্ধক্যের কোন চিকিৎসা বা ঔষধ নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, হে আল্লাহ্র বান্দারা! তোমরা ঔষধ সেবন কর কেননা আল্লাহ তা‘আলা এমন কোন রোগ দেননি, যার আরোগ্যের কোন ব্যবস্থা দেননি। তবে একটি রোগ ব্যতীত। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, সে রোগটি কি? তিনি বললেন, বার্ধক্য’ *(আহমাদ হা/১৮৪৭৭; তিরমিযী হা/২০৩৮; আবুদাউদ হা/৩৮৫৫; মিশকাত হা/৪৫৩২, সনদ ছহীহ)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিম্নোক্ত দো‘আটি পড়ে অতি বার্ধক্য হ’তে পানাহ চেয়েছেন, *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ‘ঊযুবিকা মিনাল জুব্নে ওয়া আ‘ঊযুবিকা মিনাল বুখ্লে ওয়া আ‘ঊযুবিকা মিন আরযালিল ‘উমুরে; ওয়া আ‘ঊযুবিকা মিন্ ফিৎনাতিদ দুন্ইয়া ওয়া ‘আযা-বিল ক্বাবরে।* অর্থ : ‘হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি ভীরুতা হ’তে, আশ্রয় প্রার্থনা করছি কৃপণতা হ’তে, আশ্রয় প্রার্থনা করছি নিকৃষ্টতম বয়স হ’তে এবং আশ্রয় প্রার্থনা করছি দুনিয়ার ফিৎনা হ’তে ও কবরের আযাব হ’তে’ *(বুখারী হা/৬৩৭৪; মিশকাত হা/৯৬৪)*। *-জানুয়ারী’১৫, প্রশ্নোত্তর ২০/১৪০।*

২. ব্রেসলেটের ম্যাগনেটিক পাথরের মধ্যে কোন ওষধি গুণ আছে কি? যদি থাকে তবে তা ব্যবহার করায় শরী‘আতে কোন বাধা আছে কি?

উত্তর : এতে কোন ঔষধি গুণ নেই। এসম্পর্কে যা কিছু ধারণা করা হয়, তা কুসংস্কার মাত্র। তাছাড়া রাসূল (ছাঃ) অসুস্থতা দূর করার জন্য শরীরে কোন কিছু ঝুলাতে নিষেধ করেছেন *(তিরমিযী হা/২০৭২; মিশকাত হা/৪৫৫৬)*। অতএব রোগ প্রতিরোধ, চোখ লাগা ইত্যাদি যে উদ্দেশ্যেই হৌক না কেন, তা ব্যবহার থেকে বিরত থাকা আবশ্যক *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ, ফৎওয়া নং ১৭০৪২)*। *-ফেব্রুয়ারী’১৫, প্রশ্নোত্তর ৯/১৬৯।*

৩. তাবীয দিয়ে সাপের বিষ নামানো যাবে কি?

উত্তর : তাবীয দিয়ে কোন চিকিৎসা গ্রহণ করা যাবে না। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি তাবীয লটকালো, সে শিরক করল *(আহমাদ হা/১৭৪৫৮;*

Contents

ছহীহাহ হা/৪৯২)। আর শিরকের গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করেন না *(নিসা ৪/৪৮)*। তবে সূরা ফাতিহা পাঠ করে ফুঁক দিয়ে সাপের বিষ নামানো শরী'আতসম্মত *(বুখারী হা/৫০০৭)*। এছাড়া শরী'আতবিরোধী নয়, এরূপ চিকিৎসা গ্রহণে কোন বাধা নেই।*-মার্চ'১৫, প্রশ্নোত্তর ১৬/২১৬।*

৪. সূরা ফাতিহা দ্বারা কিভাবে সাপের বিষ নামাতে হয়?

উত্তর : সূরা ফাতিহা পড়বে এবং মুখের থুথু রোগীর ক্ষতস্থানে দিবে। এভাবে বার বার পড়তে থাকলে ও দিতে থাকলে বিষ নেমে যাবে ইনশাআল্লাহ *(মুসলিম হা/২২০১ (৬৫); বুখারী হা/৫৭৩৭)*। *-মে'১৫, প্রশ্নোত্তর ৯/২৮৯।*

৫. কুরআন-হাদীছ থেকে দো'আ পড়ে পানিতে ফুঁক দিয়ে সেই পানি খাওয়া বা তা দিয়ে গোসল করায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

উত্তর : এতে কোন বাধা নেই। আলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একদিন ছালাতরত অবস্থায় রাসূল (ছাঃ)-কে বিচ্ছু দংশন করলে ছালাত শেষে তিনি বললেন, বিচ্ছুর উপর আল্লাহ্র লানত বর্ষিত হৌক! সে কাউকে ছাড়ে না এমনকি মুছল্লীকেও নয়। অতঃপর তিনি পানি এবং লবণ নিয়ে ক্ষতস্থানের উপর ঘসতে লাগলেন এবং সূরা নাস ও ফালাক্ব পড়তে থাকলেন *(ত্বাবারাণী ছগীর হা/৮৩০; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫৪৮)*।

আয়েশা (রাঃ) পানিতে দো'আ পাঠ করে উক্ত পানি দ্বারা রোগীর দেহ ধৌত করাকে দোষের কিছু মনে করতেন না *(মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/২৩৯৭৫, সনদ ছহীহ; আব্দুল মুহসিন আব্বাদ, আবুদাঊদ হা/৩৮৮৫-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ)*। *-মে'১৫, প্রশ্নোত্তর ১৪/২৯৪।*

৬. বাচ্চাদের বিভিন্ন অসুখের জন্য ঔষধ ব্যবহার না করে তেল, পানি, মিছরী ইত্যাদি কারো নিকট থেকে পড়ে নিয়ে ব্যবহারে বাধা আছে কি?

উত্তর : এতে কোন দোষ নেই *(মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/২৩৯৭৫, সনদ ছহীহ)*। তবে অবশ্যই তা শিরক মুক্ত হ'তে হবে *(মুসলিম হা/২২০০; মিশকাত হা/৪৫৩০)*। অতএব নষ্ট আক্বীদার লোকদের কাছ থেকে ঝাড়ফুঁক নেওয়া থেকে দূরে থাকতে হবে।*-জুন'১৫, প্রশ্নোত্তর ১/৩২১।*

৭. চিকিৎসা হিসাবে তাবীয ব্যবহার করা যাবে কি? যদি এটা শিরক হয়, তবে অন্যান্য চিকিৎসা গ্রহণ করাও কি শিরক হবে?

Contents

উত্তর : তাবীয কোন ঔষধ নয়। বরং তা রোগমুক্তির জন্য গৃহীত অসীলা মাত্র। মানুষ যখন তাবীয নেয়, তখন সে তার উপরেই ভরসা করে। ফলে এই বিশ্বাসটি শিরকে পরিণত হয়। অতএব আক্বীদাগত কারণে তাবীয ব্যবহার করা শিরক। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি তাবীয লটকালো সে শিরক করল' *(আহমাদ হা/১৬৯৬৯; ছহীহাহ হা/৪৯২)*। অন্যদিকে ঔষধ বা প্রতিষেধক সরাসরি রোগের চিকিৎসা। যা আল্লাহ্‌র হুকুমে কার্যকর হয়। সুতরাং এগুলি তাবীয বা পীরের কবরে মানত ইত্যাদির ন্যায় কোন শিরকী অসীলা নয়। অতএব ঔষধ ব্যবহারে কোন বাধা নেই। একদা ছাহাবীগণ রোগের জন্য ঔষধ সেবন করতে চাইলে তিনি অনুমতি দিয়ে বলেন, তোমরা ঔষধ সেবন কর, নিশ্চয়ই মৃত্যু ব্যতীত সকল রোগের ঔষধ আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন *(আবুদাঊদ হা/৩৮৫৫; তিরমিযী হা/২০৩৮; মিশকাত হা/৪৫৩২)*। তিনি বলেন, 'প্রত্যেক রোগের ঔষধ রয়েছে। যখন সেটা পৌঁছে যায়, তখন সে রোগমুক্ত হয় আল্লাহ্‌র হুকুমে *(মুসলিম হা/২২০৪; মিশকাত হা/৪৫১৫)*। অতএব আল্লাহ্‌র উপরে পূর্ণ তাওয়াক্কুল সহ ঔষধ সেবন করবে। এর বেশী কিছু নয়।-*জুন'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩/৩২৩।*

৮. অসুখের কারণে ১৭ বছর বয়সে ব্যাপকভাবে চুল পাকতে শুরু করেছে। এক্ষণে এরূপ চুলে কালো খেযাব ব্যবহার করা যাবে কি?

উত্তর : এরূপ অবস্থায় যে কোন বৈধ চিকিৎসা গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে কালো খেযাব ব্যবহার করা যাবে না। কেননা রাসূল (ছাঃ) কালো খেযাব ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন যে, সে জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না *(মুসলিম হা/২১০২; নাসাঈ হা/৫০৭৫; মিশকাত হা/২৪৭০, ৪৪২৪, ৪৪৫২)*। আর অকালপক্কতা ও বার্ধক্য লুকানোর জন্য কালো খেযাব ব্যবহার করা মর্মে যে আছারগুলি বর্ণিত হয়েছে, তা মুনকার বা যঈফ *(সিলসিলা যঈফাহ হা/২৯৭২)*। *-জুন'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩৩/৩৫৩।*

৯. রক্ত দান করা কি শরী'আতসম্মত? এটা 'ছাদাক্বা'র অন্তর্ভুক্ত হবে কি?

উত্তর : অসুস্থ ব্যক্তির প্রয়োজনে রক্ত দান করায় কোন বাধা নেই। বরং মানুষের জীবন বাঁচানোর স্বার্থে এরূপ সাহায্য করা নিঃসন্দেহে নেকীর কাজ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ বান্দার সাহায্যে অতক্ষণ থাকেন, যতক্ষণ

Contents

বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকে। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে তার ভাইয়ের কোন কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন তার একটি কষ্ট দূর করে দিবেন' *(মুসলিম হা/২৬৯৯; মিশকাত হা/২০৪ 'ইলম' অধ্যায়)*। তিনি বলেন, (নেকীর উদ্দেশ্যে কৃত) প্রত্যেক সৎকর্মই ছাদাক্বা *(বুখারী হা/৬০২১; মুসলিম হা/১০০৫; মিশকাত হা/১৮৯৩)*। অতএব বিপদগ্রস্থকে রক্তদান নিঃসন্দেহে ছাদাক্বার অন্তর্ভুক্ত হবে।*-ফেব্রুয়ারী'১৫, প্রশ্নোত্তর ১০/১৭০।*

১০. রোগমুক্তি বা পরীক্ষায় ভালো করার আশায় কুরআন তেলাওয়াত, দান-ছাদাক্বা, ছিয়াম ইত্যাদি পালন করা যাবে কি?

উত্তর : এতে শরী'আতে কোন বাধা নেই। এগুলোর সাথে সাথে আল্লাহ্র কাছে তাওফীক কামনা করে দো'আ করবে। নেক আমল মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে *(তিরমিযী হা/২১৩৯; মিশকাত হা/২২৩৩; ছহীহাহ হা/১৫৪)*। আর ছাদাক্বাকে চিকিৎসার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা যায় *(ছহীহুল জামে' হা/৩৩৫৮)*। *-এপ্রিল'১৫, প্রশ্নোত্তর ১৪/২৫৪।*

বিবিধ

১. ইবাদতে কোন আগ্রহ পাই না। এক্ষণে ইবাদতের প্রকৃত স্বাদ আস্বাদনের উপায় কি?

উত্তর: ইবাদতের প্রকৃত স্বাদ আস্বাদনের প্রধান উপায় হ'ল হৃদয়ে খুশূ-খুযূ সৃষ্টি করা। অর্থাৎ ইবাদত সমূহ এই বিশ্বাস নিয়ে করা যে, বান্দা যেন আল্লাহকে দেখছে। অথবা আল্লাহ বান্দাকে দেখছেন *(বুখারী হা/৫০; মুসলিম হা/১০২; মিশকাত হা/২)*। এছাড়া আরো কিছু পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। যেমন (১) স্বীয় আত্মাকে নিয়মিত ইবাদতে অভ্যস্ত করে তোলা (২) অধিক পরিমাণে নফল ইবাদত করা *(বুখারী হা/৬৫০২)* (৩) সালাফে ছালেহীনের সৎকর্মের ঘটনাবলী পাঠ করা (৪) অধিকহারে কুরআন তেলাওয়াত করা এবং তা গভীরভাবে অনুধাবন করা (৫) বেশী বেশী মৃত্যুকে স্মরণ করা *(তিরমিযী হা/২৩০৭; মিশকাত হা/১৬০৭)* (৬) গুনাহ থেকে দূরে থাকার সর্বাত্মক চেষ্টা করা। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, সেই ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ পেয়েছে, (১) যে ব্যক্তির নিকট আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অন্য সবকিছুর চাইতে প্রিয় (২) যে ব্যক্তি স্রেফ আল্লাহ্র জন্য কাউকে ভালবাসে এবং (৩) যে ব্যক্তি কুফরীতে ফিরে যাওয়াকে ঐরূপ অপসন্দ করে, যেরূপ আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে সে অপসন্দ করে *(বুখারী হা/১৬; মুসলিম হা/৪৩; মিশকাত হা/৮)*। আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ঐ ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ পেয়েছে যে ব্যক্তি প্রতিপালক হিসাবে আল্লাহ্র উপর, দ্বীন হিসাবে ইসলামের উপর এবং রাসূল হিসাবে মুহাম্মাদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছে' *(মুসলিম হা/৩৪; মিশকাত হা/৯)*। এগুলি যে কেউ নিজের মধ্যে উপলব্ধি করবে, সে ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ পাবে।*-নভেম্বর'১৪, প্রশ্নোত্তর ১৫/৫৫।*

২. স্বপ্ন সম্পর্কে জানতে চাই। সাধারণ মানুষের দেখা স্বপ্নের কোন গুরুত্ব আছে কি? খারাপ স্বপ্ন দেখলে করণীয় কি?

উত্তর : আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, মানুষের স্বপ্ন তিন প্রকারের হয়ে থাকে (ক) ভাল স্বপ্ন, যা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সুসংবাদ বহন করে (খ) দুঃখদানকারী স্বপ্ন, যা শয়তানের পক্ষ থেকে হয় (গ) মনের মধ্যে উদ্ভূত কল্পনা, যা স্বপ্নে দেখা দেয়' *(মুসলিম হা/২২৬৩)*।

Contents

তিনি বলেন, যখন তোমরা কেউ ভালো স্বপ্ন দেখবে, তখন *আলহামদুলিল্লাহ* পড়বে এবং সে নিজের প্রিয় লোকদের কাছে তা বলতে পারে *(বুখারী হা/৬৯৮৫)*। তিনি বলেন, 'তোমরা আলেম এবং হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যতীত কারো নিকটে স্বপ্ন ব্যক্ত করো না' *(তিরমিযী হা/২২৮০)*।

আর মন্দ স্বপ্ন দেখলে বাম দিকে তিনবার থুক মেরে 'আ'ঊযুবিল্লা-হি মিনাশ শায়ত্ব-নির রজীম' বলবে এবং পার্শ্ব পরিবর্তন করবে *(মুসলিম হা/২২৬২; মিশকাত হা/৪৬১৩)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে দাঁড়িয়ে (দু'রাক'আত) ছালাত আদায় করবে এবং কাউকে বলবে না। কারণ এই স্বপ্ন তার কোন ক্ষতি করে না *(মুসলিম হা/২২৬১-৬৩; বুখারী হা/৭০৪৪; মিশকাত হা/৪৬১৩)*।

উল্লেখ্য যে, খারাপ স্বপ্ন দেখলে বা মৃত ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখলে দান-খয়রাত করার যে প্রথা সমাজে চালু আছে তা বিদ'আত। এগুলো থেকে বিরত থাকা কর্তব্য। বরং মৃত ব্যক্তির মাগফেরাতের জন্য যেকোন সময় একাকী দো'আ ও ছাদাক্বা করা যায় *(মুসলিম হা/৯২০, ১৬৩১; বুখারী হা/১৩৮৮; মিশকাত হা/১৬১৯, ১৯৫০)*। *-নভেম্বর'১৪, প্রশ্নোত্তর ৪০/৮০।*

৩. আহলেহাদীছগণ ফিরক্বা নাজিয়াহ হওয়া সত্ত্বেও এদের মাঝে এত দলাদলির কারণ কি?

উত্তর : আক্বীদাগতভাবে সকল আহলেহাদীছই এক। শরী'আতের ব্যাখ্যাগত পার্থক্যের কারণে কিছু প্রশাখাগত বিষয়ে মতভেদ থাকা স্বাভাবিক। এছাড়া অন্যান্য যেসব বিভেদ দেখা যায়, তা অনেক সময় দুনিয়াবী স্বার্থদ্বন্দ্ব ও মনের রোগ থেকে সৃষ্টি হয়। এজন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ দায়ী হবেন। আল্লাহ্‌র নিকট তাদের জওয়াবদিহী করতে হবে এবং শাস্তি ভোগ করতে হবে *(বাক্বারাহ ২/১৩৭; আলে ইমরান ৩/১০৫; আন'আম ৬/১৫৯)*। অবশ্য যদি কোন আহলেহাদীছ নামধারী ব্যক্তি কুফরী বা বিদ'আতী আক্বীদা পোষণ ও লালন করেন এবং জেনে-শুনে যিদ বশতঃ ছহীহ হাদীছ মানতে অস্বীকার করেন, তবে তিনি প্রকৃত অর্থে আহলেহাদীছ নন।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে এযাম এবং মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরামের ভাষ্য অনুযায়ী কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত অনুসারী আহলেহাদীছগণই কেবল নাজাতপ্রাপ্ত দল *(তিরমিযী হা/২১৯২; মিশকাত হা/৬২৮৩, ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৬০৩২; বাগদাদী, শারফু আছহাবিল হাদীছ; বিস্তারিত আলোচনা দেখুন: 'আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন' ও 'ফিরক্বা নাজিয়াহ' বই)*।

Contents

উল্লেখ্য, রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী- 'আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে' *(তিরমিযী হা/২৬৪১; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৯২; মিশকাত হা/১৭১-১৭২)* বলতে আক্বীদাগত বিভক্তিকে বুঝানো হয়েছে। ফলে খারেজী, শী'আ, ক্বাদারিয়া, জাবরিয়া, মুরজিয়া ও মু'তাযিলা সহ হাযারো দল ও মতের প্রচলন ঘটে। নামে-বেনামে যা আজও রয়েছে। অতএব যেকোন মূল্যে ফিরক্বা নাজিয়াহ্র অন্তর্ভুক্ত হওয়ার চেষ্টা করা আবশ্যক।-*ডিসেম্বর'১৪, প্রশ্নোত্তর ৩৩/১১৩।*

৪. 'আত-তাহরীক' শব্দের অর্থ কি? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : 'তাহরীক' (تحريك) অর্থ আন্দোলন এবং 'আত-তাহরীক' অর্থ বিশেষ আন্দোলন। ইংরেজীতে যাকে বলা যাবে The Movement অথবা That very Movement। বাংলাদেশে 'আত-তাহরীক' বলতে ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্রিকাকে বুঝায়। যা 'তাহরীকে আহলেহাদীছ' তথা 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুখপত্র হিসাবে প্রকাশিত হয়। 'আত-তাহরীক' বিশেষ একটি আন্দোলনের লক্ষ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। যা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক জীবন গড়ার আন্দোলন। যে আন্দোলন আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি ভিত্তিক সমাজ গড়ার আন্দোলন।-*জানুয়ারী'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩৫/১৫৫।*

৫. পিতা-মাতাকে মারধর করার পর ভুল বুঝতে পেরে ক্ষমা চাইলে মাতা ক্ষমা করলেও জীবিত পিতা ক্ষমা করেননি। এক্ষণে আল্লাহ্র নিকটে তওবা করলে উক্ত গোনাহ মাফ হবে কি?

উত্তর : পিতা-মাতাকে প্রহার করা কবীরা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত *(বুখারী হা/৬১৭১; মিশকাত হা/৩৭৭৭)*। এ গোনাহটি হাক্কুল ইবাদের সাথে সম্পর্কিত। সুতরাং এর জন্য কেবল আল্লাহ্র নিকটে তওবা করলেই যথেষ্ট হবে না *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৮/১৮৭; নববী, শরহ মুসলিম হা/১৮৮৬-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ)*। বরং অনুতপ্ত হয়ে পিতার নিকটে ক্ষমা নেওয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে এবং তার সাথে সদ্ব্যবহার অব্যাহত রাখতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি এবং পিতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি' *(তিরমিযী হা/১৮৯৯; মিশকাত হা/৪৯২৭)*। -*ফেব্রুয়ারী'১৫, প্রশ্নোত্তর ১৩/১৭৩।*

৬. নফস ও রূহের মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর : দেহ ও আত্মার মিলিত সত্তাকে নফ্স বলে। যেমন আল্লাহ বলেন, প্রত্যেক নফ্স বা প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে *(আলে ইমরান ৩/১৮৫)*। আর

শুধুমাত্র আত্মাকে ‘রূহ’ বলা হয়। যা দেহের মধ্যে অদৃশ্য থাকে। একদা ইহূদীগণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘হে নবী! তুমি বল, রূহ হ’ল আল্লাহ্র একটি আদেশ মাত্র’ *(ইসরা ১৭/৮৫)*। যার প্রকৃতি মানুষের জ্ঞানের বাইরে। এমনকি আম্বিয়ায়ে কেরামও এর প্রকৃতি জানতেন না *(শাওকানী, যুবদাতুত তাফসীর, ইসরা ১৭/৮৫ আয়াতের ব্যাখ্যা)*। যা আল্লাহ মানব দেহে ফুঁকে দিয়েছেন। মৃত্যুর সময় যা দেহ থেকে বেরিয়ে যায়।*-ফেব্রুয়ারী’১৫, প্রশ্নোত্তর ৩৭/১৯৭।*

৭. অনেককেই দেখা যাচ্ছে পিস টিভি দেখা ও ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য শোনার জন্য টেলিভিশন-ইন্টারনেট নিচ্ছেন। কিন্তু পরিবারের অন্য সদস্যরা এগুলির মাধ্যমে বিভিন্ন শরী‘আত বিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে যাচ্ছে। এক্ষণে পিতা হিসাবে আমাদের করণীয় কি?

উত্তর : পরিবার প্রধান হিসাবে পিতা পরিবারের সার্বিক ব্যাপারে দায়িত্বশীল *(বুখারী হা/৭১৩৮; মুসলিম হা/১৮২৯; মিশকাত হা/৩৬৮৫)*। পরিবারকে প্রকৃত দ্বীন শিক্ষা দানের সাথে সাথে সকল প্রকার অশ্লীলতা থেকে দূরে রাখা তাঁর মৌলিক দায়িত্ব। এক্ষণে উপরোক্ত অবস্থায় টেলিভিশন-ইন্টারনেট কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এজন্য সম্ভব সকল প্রকার ব্যবস্থা তিনি গ্রহণ করবেন। অন্যথায় এগুলি সরিয়ে দিতে হবে। নইলে পরিবারের সদস্যদের গোনাহের কারণে দায়িত্বশীল হিসাবে পিতা-মাতাও গোনাহগার হবেন।*-মার্চ’১৫, প্রশ্নোত্তর ৭/২০৭।*

৮. সময়ের মূল্য সম্পর্কে শরী‘আতে কোন গুরুত্বারোপ করা হয়েছে কি?

উত্তর : শরী‘আতে সময়ের মূল্য সম্পর্কে অপরিসীম গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ক্বিয়ামতের দিন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে আদম সন্তান এক পাও নড়াতে পারব না। তন্মধ্যে দু’টি হচ্ছে- ‘তার জীবনের সময়কাল কিভাবে ব্যয়িত হয়েছে এবং যৌবনকাল কিভাবে জীর্ণ করা হয়েছে *(তিরমিযী হা/২৪১৭; মিশকাত হা/৫১৯৭)*। অন্য হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, ‘দু’টি নে‘মতের ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষ ভ্রান্তির মধ্যে নিমজ্জিত। আর তা হচ্ছে স্বাস্থ্য ও অবসর কাল’ *(বুখারী হা/৬৪১২; মিশকাত হা/৫১৫৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৯২৮)*।*-মার্চ’১৫, প্রশ্নোত্তর ৩১/২৩১।*

Contents

৯. পুরুষের জন্য পর্দার বিধান রয়েছে কি? তাদের পর্দা কিভাবে হবে?

উত্তর : মহিলাদের যেরূপ পর পুরুষ হ'তে পর্দা করা ফরয, তেমনি পুরুষদেরও বেগানা মহিলা হ'তে পর্দা করা ফরয। আল্লাহ বলেন, 'হে নবী! তুমি মুমিন পুরুষদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। আর এটাই তাদের জন্য উত্তম। নিশ্চয়ই তারা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবহিত' *(নূর ২৪/৩০)*। তিনি আরো বলেন, 'তোমরা যখন তাদের (মহিলাদের) নিকট কোন বস্তু চাইবে, তখন পর্দার বাইরে থেকে চাইবে। কেননা এটি তোমাদের ও তাদের অন্তর সমূহের জন্য পবিত্রতর' *(আহযাব ৩৩/৫৩)*।

বুরায়দা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হযরত আলী (রাঃ)-কে বলেন, 'হে আলী! তুমি দৃষ্টির উপর দৃষ্টি ফেলো না। হঠাৎ যে দৃষ্টি পড়ে ওটা তোমার জন্য ক্ষমা। কিন্তু পরবর্তী দৃষ্টি তোমার জন্য বৈধ নয়' *(তিরমিযী হা/২৭৭৭; আবুদাঊদ হা/২১৪৯; আহমাদ হা/২৩০৪১; দারেমী হা/২৭০৯; মিশকাত হা/৩১১০)*। পুরুষের জন্য দৃষ্টিকে সংযত করতে হবে। তবে মহিলাদের ন্যায় সর্বাঙ্গ ঢেকে পর্দা করতে হবে না।*-মার্চ'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩৯/২৩৯।*

১০. জনৈক ব্যক্তি বলেন, একজন আহলেহাদীছ ফাসেক একজন শিরক-বিদ'আতে লিপ্ত আবেদের চেয়ে বহুগুণ উত্তম। এ বক্তব্যের সত্যতা জানতে চাই।

উত্তর : উক্ত বক্তব্যটি যথার্থ। কারণ একজন আহলেহাদীছ ফাসেক যত বড় গুনাহেই লিপ্ত হৌক না কেন সাধারণতঃ সে শিরক-বিদ'আতে লিপ্ত হয় না। আর শিরক একটি অমার্জনীয় পাপ। যা থাকলে তার জন্য আল্লাহ জান্নাতকে হারাম করে দেন *(মায়েদাহ ৫/৭২)*। আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা শিরক ব্যতীত অন্য সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিতে পারেন *(নিসা ৪/৪৮, ১১৬)*। হাদীছে কুদসীতে আল্লাহ বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি যদি আমার নিকট ক্ষমার আশা রাখো এবং ক্ষমা চাও, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব। ... তুমি যদি পৃথিবী পরিমাণ গুনাহ নিয়ে আমার নিকটে উপস্থিত হও এবং আমার সাথে কাউকে শরীক না করে আমার সামনে আস, তাহ'লে আমি পৃথিবী পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে তোমার কাছে উপস্থিত হব' *(তিরমিযী হা/৩৫৪০; মিশকাত হা/২৩৩৬)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আমাদের এই দ্বীনে নতুন কিছু সৃষ্টি করবে, তা প্রত্যাখ্যাত *(বুখারী হা/২৬৯৭; মুসলিম হা/১৭১৮; মিশকাত হা/১৪০)*। তিনি বলেন,

Contents

ইসলামে প্রত্যেক নবোদ্ভূত বস্তু হ'ল বিদ'আত, আর প্রত্যেক বিদ'আতই ভ্রষ্টতা এবং প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম হ'ল জাহান্নাম' *(নাসাঈ হা/১৫৭৮)*।

বিদ'আতী ক্বিয়ামতের দিন হাউয কাওছারের পানি পাবে না। কেননা রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলবেন, দূর হও! দূর হও! যে ব্যক্তি আমার পরে আমার দ্বীনকে পরিবর্তন করেছ' *(বুখারী হা/৬৫৮৪; মুসলিম হা/২২৯০, ২২৯৭; মিশকাত হা/৫৫৭১)*। অথচ অন্যান্য বড় পাপে জড়িত মুসলিমরা রাসূল (ছাঃ)-এর শাফা'আতের অন্তর্ভুক্ত হবে *(আবুদাঊদ হা/৪৭৩৯; তিরমিযী হা/২৪৩৫; ইবনু মাজাহ হা/৪৩১০)*। যত বড় আবেদ হৌক না কেন, জেনে-শুনে বিদ'আতকারীর কোন আমল গ্রহণযোগ্য হবে না যতক্ষণ না সে তওবা করে ফিরে আসে' *(বুখারী হা/৩১৭২; মুসলিম হা/১৩১৭; মিশকাত হা/২৭২৮, ত্বাবারাণী, ছহীহ আত-তারগীব হা/৫৪)*। *-এপ্রিল'১৫, প্রশ্নোত্তর ৫/২৪৫।*

১১. নবী-রাসূল, ছাহাবায়ে কেরাম বা অন্য কোন মানুষের নামের পূর্বে হযরত, জনাব ইত্যাদি শব্দটি ব্যবহার করায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

উত্তর : حضرة 'হযরত' আরবী শব্দ, পুংলিঙ্গ। অর্থ নৈকট্য, নেতা, জনাব ইত্যাদি সম্মানসূচক উপাধি। جناب 'জনাব' আরবী শব্দ, উভয় লিঙ্গ। অর্থ সম্মানিত ব্যক্তি, আশ্রয়স্থল ইত্যাদি *(ফীরোযুল লুগাত (উর্দূ)*। সম্মানিত ব্যক্তিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য তাঁদের নামের শুরুতে 'হযরত', 'জনাব' ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। যেমন, হযরতুল উস্তায, হযরতুল আল্লাম ইত্যাদি' *(মু'জামুল লুগাতিল আরাবিইয়াহ আল-মু'আছারাহ ১/৪০১, ৫১৪)*। আরবী ভাষায় 'হযরত' শব্দের ব্যবহার বহু পূর্ব থেকেই চালু আছে। যেমন ইমাম যাহাবী, হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) প্রমুখ বিদ্বানগণ সম্মানিত ব্যক্তিদের সম্বোধনের ক্ষেত্রে এ শব্দ ব্যবহার করেছেন *(সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১০/৫৫২, আল-বিদায়াহ ১৩/২৬১)*।

বস্তুতঃ প্রত্যেক দেশের প্রচলিত সর্বোচ্চ সম্মানসূচক শব্দ রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের নামের পূর্বে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন আরব দেশে উপনাম দিয়ে ডাকাকে সম্মানসূচক মনে করা হ'ত। যেমন, আবুল ক্বাসেম, আবু হুরায়রা, আবু হাফছ ইত্যাদি। বর্তমানে সেখানে শায়খ, সাইয়েদ, বহুবচনে সাদাত, সাইয়েদাত ইত্যাদি বলা হয়। এছাড়া ইংরেজীতে ইয়োর অনার, হিজ ম্যাজেস্টী, ইয়োর এক্সেলেন্সী এবং জাপানে 'সান', 'সামা',

Contents

‘চ্যান’ ইত্যাদি। একইভাবে উপমহাদেশে জনাব, হযরত, হুযুর, মাওলানা ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা হয়।

আল্লাহ পরস্পরকে মন্দ লকবে ডাকতে নিষেধ করেছেন *(হুজুরাত ৪৯/১১)*। অতএব প্রচলিত উত্তম লকব সমূহে আহ্বান করায় কোন দোষ নেই।

তবে যদি কেউ এর দ্বারা মন্দ অর্থ গ্রহণ করেন, সেজন্য তিনি দায়ী হবেন। যেমন, মদীনায় মুসলমানরা রাসূল (ছাঃ)-কে ‘রা‘এনা’ বলতেন *(বাক্বারাহ ২/১০৪)*। কিন্তু ইহূদীরা সেটা বলত গালি অর্থে। মুসলমানরা ‘রব’ বলতে আল্লাহকে বুঝেন, কিন্তু ফেরাঊন ‘রব’ বলতে নিজেকে বুঝিয়েছিল *(নাযে‘আত ৭৯/২৪)*। কুরআনে আল্লাহকে ‘মাওলানা’ (আমাদের প্রভু) বলা হয়েছে *(বাক্বারাহ ২/২৮৬; তওবা ৯/৫১)*। কিন্তু বান্দার ক্ষেত্রেও ‘মাওলা’ বন্ধু বা গোলাম বা অভিভাবক অর্থে ব্যবহৃত হয়। ‘মৌলবী’ অর্থ দুনিয়াত্যাগী, বড় আলেম ইত্যাদি’ *(আল-মু‘জামুল ওয়াসীত্ব)*।

উপমহাদেশে সম্মানসূচক সম্বোধন হিসাবে ‘মাওলানা’ (আমাদের অভিভাবক) বলা হয়ে থাকে *(ফীরোযুল লুগাত)*। ‘শরীফ’ অর্থ সর্বোচ্চ সম্মানিত। সে অর্থে কুরআন শরীফ, কা‘বা শরীফ ইত্যাদি বলা হয়ে থাকে। এক্ষণে যদি কেউ শিরকের আড্ডাখানা কোন কবরকে ‘শরীফ’ বলেন, তার জন্য তিনি দায়ী হবেন। কিন্তু সেজন্য কুরআন শরীফ বলা যাবে না, এমনটি নয়। একইভাবে জনাব, হুযুর, মাওলানা, হযরত ইত্যাদি শব্দ সম্মানসূচক অর্থে ব্যবহার করায় কোন বাধা নেই।*-এপ্রিল’১৫, প্রশ্নোত্তর ১৬/২৫৬।*

১২. একসময় গান-বাজনা করতাম এবং ছাত্র-ছাত্রীদের শিখাতাম। এখন সেপথ থেকে ফিরে আসলেও শিখানোর কারণে ঐ ছাত্র-ছাত্রীদের কৃত গোনাহের যে অংশ নিয়মিতভাবে আমার আমালনামায় যোগ হচ্ছে, তা থেকে বাঁচার উপায় কি?

উত্তর : কেউ খালেছ নিয়তে তওবা করলে আল্লাহ তার পূর্বে কৃত সকল গুনাহ মাফ করে দেন। আল্লাহ বলেন, ‘যারা তওবা করে ও সংশোধিত হয় এবং সত্য প্রকাশ করে, বস্তুতঃ আমি তাদের প্রতি ক্ষমাশীল ও দয়াবান’ *(বাক্বারাহ ২/১৬০)*। অতএব তাদের কৃত গোনাহ আপনার আমলনামায় যুক্ত হবে না ইনশাআল্লাহ। তবে সম্ভব হ’লে উক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের গান-বাজনা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করতে হবে। অন্যায় জানার পরেও তারা এটা করলে তার পাপের বোঝা তারাই বহন করবে। কেননা একজনের পাপের বোঝা অন্যে বহন করবে না *(আন‘আম ৬/১৬৪)*। *-মে’১৫, প্রশ্নোত্তর ২০/৩০০।*

Contents

১৩. জিহাদ ও ক্বিতালের মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর : ইসলামী পরিভাষায় ‘জিহাদ’ অর্থ- আল্লাহ্র পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো’ এবং ‘ক্বিতাল’ অর্থ- আল্লাহ্র পথে কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করা’। দু’টি শব্দ অনেক সময় একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। তবে ক্বিতাল শব্দটি নির্দিষ্ট অর্থবোধক এবং জিহাদ ব্যাপক অর্থবোধক। অর্থগত ব্যাপকতার কারণে কখনো পিতা-মাতার খেদমত করাকে অন্যতম জিহাদ বলা হয়েছে, কখনো কুপ্রবৃত্তি ও শয়তানের কুমন্ত্রণার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাকে জিহাদ বলা হয়েছে। অনুরূপ শাসকের নিকট হক কথা বলাকে সর্বোত্তম জিহাদ বলা হয়েছে *(আনকাবূত ২৯/৬; বুখারী হা/৫৯৭২, ৬৪৯৪; তিরমিযী হা/১৬৭১; মিশকাত হা/৩৭০৫)*।

বাতিলের বিরুদ্ধে জিহাদ সর্বাবস্থায় ফরয। তবে সেটি স্থান-কাল-পাত্র ভেদে কখনো নিরস্ত্র হবে, কখনো সশস্ত্র হবে। নিরস্ত্র জিহাদ মূলতঃ প্রজ্ঞাপূর্ণ দাওয়াত ও হক-এর উপরে দৃঢ় থাকার মাধ্যমে হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে ক্বিতালের জন্য অনুকূল পরিবেশ, পর্যাপ্ত সামর্থ্য, বৈধ কর্তৃপক্ষ এবং আল্লাহ্র পথে নির্দেশ দানকারী আমীরের প্রয়োজন হবে। নইলে ছবর করতে হবে এবং সম্ভবমত আমর বিল মা‘রূফ ও নাহি ‘আনিল মুনকারের মৌলিক দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে।

শান্তিপূর্ণ অবস্থায় কুরআন, হাদীছ, বিজ্ঞান, যুক্তি-প্রমাণ ও প্রজ্ঞাপূর্ণ পন্থায় ইসলামকে অন্যান্য দ্বীনের উপরে বিজয়ী করার সংগ্রামকে বলা হবে ‘জিহাদ’। যাকে এযুগে ‘চিন্তার যুদ্ধ’ (اَلْغَزْوُ الْفِكْرِيُّ) বলা হয়। এই জিহাদে দৃঢ় ও আপোষহীন থাকা এবং জান-মাল ব্যয় করা নিঃসন্দেহে জান্নাত লাভের উত্তম অসীলা হবে *(বিস্তারিত দেখুন : ‘জিহাদ ও ক্বিতাল’ বই)*। *-জুন’১৫, প্রশ্নোত্তর ১৪/৩৩৪।*

১৪. জনৈক ব্যক্তি বলেন, শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা না থাকলে ইবাদত কবুল হবে না। এটা কি ঠিক?

উত্তর : উক্ত বক্তব্য ভিত্তিহীন। তবে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি মারা গেল, অথচ জিহাদ করল না। এমনকি জিহাদের কথা মনেও আনলো না, সে ব্যক্তি মুনাফেকীর একটি শাখার উপর মৃত্যুবরণ করল’ *(মুসলিম হা/১৯১০; মিশকাত হা/৩৮১৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘মক্কা বিজয়ের পরে আর কোন হিজরত নেই। তবে জিহাদ ও তার নিয়ত বাকী রইল। অতএব যখন

Contents

তোমাদেরকে জিহাদের জন্য আহ্বান করা হবে, তখন তোমরা বের হবে' *(বুখারী হা/১৮৩৪, ২৭৮৩; মুসলিম হা/১৩৫৩, ১৮৬৪; মিশকাত হা/২৭১৫, ৩৮১৮)*। সুতরাং প্রত্যেক মুমিনের অন্তরে জিহাদের বাসনা ও শহীদী মৃত্যুর কামনা থাকা যরূরী। অবশ্যই সে জিহাদ হ'তে হবে আল্লাহ্র কালেমাকে সমুন্নত করার উদ্দেশ্যে প্রকৃত জিহাদ। বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জিহাদের নামে মুসলমানদের মধ্যে পরস্পরে যে সশস্ত্র সংঘাত চলছে, তা কখনোই জিহাদ নয় *(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : 'জিহাদ ও ক্বিতাল' বই)*। *-নভেম্বর'১৪, প্রশ্নোত্তর ৫/৪৫।*

১৫. আমার ইচ্ছা আলেম হওয়া। কিন্তু পিতা-মাতা আমাকে মাদরাসায় পড়াতে রাযী নন। এক্ষণে আমার করণীয় কি?

উত্তর : এরূপ ইচ্ছা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কারণ যারা ঈমান আনে এবং দ্বীনী জ্ঞান অর্জন করে, তারা আল্লাহ্র নিকট উচ্চ মর্যাদা লাভ করে *(মুজাদালাহ ৫৮/১১)*। যে ব্যক্তি দ্বীনী ইলম শিক্ষা করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দেন' *(বায়হাক্বী হা/৫৭৫১; মিশকাত হা/২৫৫, হাদীছ ছহীহ)*। এক্ষণে আপনার পিতা-মাতাকে নিজে কিংবা কোন ভাল আলেমের মাধ্যমে বুঝানোর চেষ্টা করুন। যদি তারা রাযী না হন, তাহ'লে বাংলা ভাষায় ছহীহ হাদীছভিত্তিক লেখনী সমূহ নিয়মিত অধ্যয়ন করুন। ইনশাআল্লাহ আপনার চাহিদা পুরণ হবে।*-মে'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩৩/৩১৩।*

১৬. আমাদের দেশে সরকারীভাবে সুস্থ শিশুকে রোগ না হওয়ার আগেই প্রতিষেধক হিসাবে পোলিও সহ বিভিন্ন টিকা দেওয়া হয়। এসব টিকা গ্রহণ করা যাবে কি?

উত্তর : যাবতীয় কল্যাণ বা অকল্যাণ সংঘটিত হয় আল্লাহ্র হুকুমে। এরূপ আক্বীদা পোষণ করে যাবতীয় হালাল চিকিৎসা বা প্রতিষেধক গ্রহণে শরী'আতে কোন বাধা নেই *(মাজমূ' ফাতাওয়া বিন বায ৪/৪২৭)*। এক্ষণে উপরোক্ত টিকাগুলি যদি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ক্ষতিকর হিসাবে প্রমাণিত হয়, তবে অবশ্যই তা হ'তে বিরত থাকতে হবে, নইলে নয়। যেহেতু সরকার একটি দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান, সেহেতু তাদের উপর আস্থা রেখে এগুলি গ্রহণ করা যেতে পারে।*-মে'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩৩/৩১৩।*

১৭. বার্ধক্যের কষ্ট থেকে মুক্তির কোন উপায় শরী'আতে আছে কি?

উত্তর : বার্ধক্য জনিত কারণে কষ্ট হ'লে তা থেকে মুক্তি লাভের ব্যাপারে আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) কিছু দো'আ শিক্ষা দিয়েছেন। তন্মধ্যে একটি হ'ল

Contents

'আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিনাল জুব্নে ওয়া আ'ঊযুবিকা মিনাল বুখ্লে ওয়া আ'ঊযুবিকা মিন আরযালিল 'উমুরে; ওয়া আ'ঊযুবিকা মিন্ ফিৎনাতিদ দুন্ইয়া ওয়া 'আযা-বিল ক্বাবরে'। অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! (১) আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি ভীরুতা হ'তে (২) আশ্রয় প্রার্থনা করছি কৃপণতা হ'তে (৩) আশ্রয় প্রার্থনা করছি চরম বার্ধক্যের বয়স হ'তে এবং (৪) আশ্রয় প্রার্থনা করছি দুনিয়ার ফিৎনা হ'তে ও (৫) কবরের আযাব হ'তে' *(বুখারী হা/৬৩৭৪; মিশকাত হা/৯৬৪)*। এছাড়া অন্যান্য দো'আ রয়েছে, যা বারবার পাঠ করলে বার্ধক্যের কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ।-*আগস্ট'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩/৪০৩।*

১৮. আমার পিতা-মাতা কবরপূজারী। তাদেরকে অনেক বুঝিয়েও ব্যর্থ হয়েছি। তারা ছালাত-ছিয়াম এমনকি আল্লাহ ও রাসূলকে অস্বীকার করে। পিতা ব্যভিচারে জড়িত। মা জেনেও তাতে বাধা দেয় না। এখন আমার করণীয় কি?

উত্তর : পিতা-মাতার এরূপ কর্ম কুফরীর পর্যায়ভুক্ত। এজন্য পিতা-মাতাকে সাধ্যমত নছীহত করে যেতে হবে এবং তাদের হেদায়াতের জন্য আল্লাহ্র নিকট আন্তরিকভাবে দো'আ করতে হবে। তাদের সাথে মন্দ আচরণ করা যাবে না। কেননা সন্তানকে পিতা-মাতা শিরক করার জন্য চাপ দিলেও আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথে সদাচরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন *(লোকমান ৩১/১৫)*। আর যেকোন মূল্যে নিজেকে যাবতীয় শিরক ও পাপাচার থেকে দূরে রাখতে হবে। আল্লাহ বলেন, তোমরা প্রকাশ্য ও গোপন কোন প্রকার অশ্লীল কাজের নিকটবর্তী হয়ো না' *(আন'আম ৬/১৫১)*। *-সেপ্টেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ২/৪৪২।*

১৯. আগে শোনা যেত গিরগিটি মারলে ১০০ নেকী হয়। এখন জানলাম সেটা টিকটিকি। এক্ষণে কোনটি সঠিক?

উত্তর : গিরগিটি নয়। বরং টিকিটিকিই সঠিক। প্রকাশ থাকে যে, 'আল-ওয়াযাগ' (اَلْوَزَغُ) শব্দের উর্দূ অনুবাদ 'ছিপকলী' *(মিছবাহুল লুগাত (আরবী-উর্দূ অভিধান), পৃ. ৯৪৩; আল-মুনজিদ (আরবী-উর্দূ) পৃ. ১০৮২)*। যার বাংলা অর্থ টিকটিকি *(ফ'রহঙ্গ-ই-রব্বানী; পৃ. ২৬০; ফরহঙ্গ-এ-জাদীদ (উর্দূ-বাংলা অভিধান), পৃ. ৩৫৬)*। আর 'আল-হিরবাউ' (اَلْحِرْبَاءُ)-এর উর্দূ অর্থ গিরগিট্ *(মিছবাহুল লুগাত পৃ. ১৪৪; আল-মুনজিদ পৃ. ১৯৮)*। যার বাংলা গিরগিটি বা কাকলাস ব্যবহৃত হয় *(ফরহঙ্গ-এ-জাদীদ, পৃ. ৬৯১; ফ'রহঙ্গ-ই-রব্বানী, পৃ. ৫০৭-৮)*। গিরগিটি মুহূর্তের

Contents

মধ্যে গায়ের রং পরিবর্তন করতে পারে, কিন্তু টিকটিকি তা পারে না। ফলে গিরগিটির গায়ের পরিবর্তিত রং দেখেই আমাদের দেশের লোকজন মারতে বেশী উদ্যত হয়। *(বিস্তারিত দেখুন : আল-ক্বামূস; আল-মু‘জামুল ওয়াসীত্ব পৃ. ১০২৯; আরবী-বাংলা অভিধান (ঢাকা : বাংলা একাডেমী), ৩/২৫৫৪ পৃ.)*। উল্লেখ্য যে, ভারতের কতিপয় লেখক স্ব স্ব লেখনীতে এবং এ দেশের বাংলা অনুবাদ মিশকাতে ও ‘আল-কাওছার’ আরবী-বাংলা অভিধানে ‘আল-ওয়াযাগ’ অর্থ গিরগিটি লেখা হয়েছে, যা শুদ্ধ নয়।

উল্লেখ্য, টিকটিকির লেজে মাদকতা আছে। ইবনুল মালেক বলেন, এটি একটি কষ্টদানকারী ও বিষাক্ত প্রাণী। শয়তান একে ইবরাহীমের অগ্নিকুণ্ডে ফুঁক দেওয়া ছাড়াও অন্যান্য পাপের কাজে ব্যবহার করে থাকে *(মিরক্বাত হা/৪১১৯-এর ব্যাখ্যা)*। আয়েশা (রাঃ) তার পাশে একটি বর্শা রাখতেন। যা দিয়ে টিকটিকি মারতেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের খবর দিয়েছেন যে, ইবরাহীম (আঃ)-কে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হয়, তখন পৃথিবীর সকল প্রাণী তা নিভানোর চেষ্টা করেছিল। কেবল এই টিকটিকি ব্যতীত। সে তাতে ফুঁক দিয়েছিল। যাতে আগুন আরও বেশী জ্বলে ওঠে। সেকারণ তিনি এদের মারতে বলেছেন’ *(ইবনু মাজাহ হা/৩২৩১; ছহীহাহ হা/১৫৮১)*। উম্মে শারীক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) টিকটিকি মারতে বলেছেন। তিনি আরো বলেন, টিকটিকি ইবরাহীম (আঃ)-এর বিরুদ্ধে আগুনে ফুঁক দিয়েছিল *(বুখারী হা/৩৩৫৯; মুসলিম হা/২২৩৮; মিশকাত হা/৪১১৯)*। তিনি বলেন, ‘প্রথমবারে টিকটিকি মারতে পারলে ১০০ নেকী, দ্বিতীয়বারে তার চেয়ে কম, তৃতীয় বারে তার চেয়ে কম নেকী পাবে’ *(মুসলিম হা/২২৪০; মিশকাত হা/৪১২১)*। নববী বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একে মারতে উৎসাহিত করেছেন এজন্য যে, এটি কষ্টদানকারী প্রাণী সমূহের অন্যতম। আর প্রথমবারে বেশী নেকীর কারণ একে দ্রুত মারার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা এবং এর অনিষ্টকারিতা হ’তে রক্ষা পাওয়া *(শরহ মুসলিম ঐ হাদীছের ব্যাখ্যা)*। -*সেপ্টেম্বর’১৫, প্রশ্নোত্তর ১৫/৪৫৫।*

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ- وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ-

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ-